শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১২শ বর্ষ

১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৭৮

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৭৮। ২৯ গোবিন্দ, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, সোমবার; ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২। | ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

১৪ই বৈশাখ (১৩৪৩), ২৭শে এপ্রিল (১৯৩৬) প্রাতে ভক্তগণ নীলাচলে অভিন্ন-গোবর্দ্ধন শ্রীচটক-গিরি পরিক্রমান্তে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের চটক-কুটীরে উপবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ মালিকায় শ্রীনাম করিতেছিলেন। ভক্তগণকে সম্মুখে দেখিয়াই হরিকথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—আমরা দৈনন্দিন কালের বিভাগে প্রাতঃ-সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা ও সায়ং-সন্ধ্যা পাইয়া থাকি। দিবাভাগে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ—ত্রিবিধ কাল। আমাদের জীবনের অপরাহ্ণ আগত প্রায়। সুতরাং কৃষ্ণের কৃপা লাভের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। বাল-বৃদ্ধ-যুবা-নির্ব্বিশেষে সকলেই মনে করিতে পারেন যে, জীবনের অপরাহ্ণ সমাগত। কারণ জীবন কখন শেষ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। সুতরাং এইক্ষণ হইতেই হরিভজন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন, জীবনের পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন সংসারের ভোগ-সুখে কাটাইয়া অপরাহ্ণ হরিভজনের জন্য যত্ন করা যাইবে। আয়ুর যখন নিশ্চয়তা নাই—তখন জীবনকে পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ ত্রিবিধ ভাগে ভাগ করিলে কোন্ ভাগে কত বর্ষ আছে কেহ বলিতে পারেন কি? পরক্ষণে কি হইবে, কে বলিতে পারে? জীবনের যে নিমেষগুলি চলিয়া যাইতেছে, জগতের যাবতীয় অর্থ একত্র করিলেও তাহার একটিকেও আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। এই সকল লক্ষ্য করিয়া সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের ক্ষণকালও হরিভজন না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে।

"জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।
একথা কখন নাহি বলে বিজ্ঞজন
এ দেহ পতনোম্মুখ॥"

দিন যেমন অষ্টযামে বিভক্ত; জীবনচক্রকেও সেইরূপ ভাবে ধরা যায়। প্রদোষ-কালের পর নিশীথের কথা আমরা স্মরণ রাখিতে পারি না। নিশান্তে ভগবৎ-করুণার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে জানা যায়। তখন জীবনের দিবাভাগে হরিভজনের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার উল্লেখ দেখা যায়—

"তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া,
করিব ভজন তব।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই কথা আমাদের স্মরণ আছে। মহাজন আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহা রক্ষা করিতে যত্ন করিতেছি কোথায়? জীবনের প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, এমন কি অপরাহ্ণেও আমরা প্রতিজ্ঞার বিপরীত গতিতেই

চলিতেছি। যাঁহারা অসুস্থ হইয়া জীবন-সন্ধ্যায় দীর্ঘকাল শারীরিক-যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাঁহাদের পক্ষে জাগতিক সুখের হেয়তা অনুভব দ্বারা হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিবার বিশেষ সুযোগ আছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারই বা আমরা কয়জনে করি? প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ কি সর্ব্বক্ষণই থাকিবে? যে কোনও ক্ষণে বাতাস বন্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা দিতে পারে। ভজনের সুস্নিগ্ধ সময় হারাইলে ত্রিতাপের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবায়ুর অবসান হইবে। কৃষ্ণভজনই একমাত্র কৃত্য, ইহা বুঝিয়া যে-কালে জড়ভোগ ও জড়ত্যাগ চেষ্টা উভয়ই পরিত্যাগ করা যায়, তখনই জীবের স্বরূপ-সিদ্ধির যোগ্যতা ঘটে। ক্রমশঃ প্রাক্তন কর্ম্ম নিঃশেষিত হইলে বস্তু-সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের (ভাঃ ৩।৩৩।৬) "যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥" (ভাঃ ৪।২২।৩৯) "যৎপাদ-পঙ্কজ-পলাশবিলাস-ভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥" প্রভৃতি বিচারে জানা যায়, হরিভজন-দ্বারাই সমস্ত সংস্কার ধ্বংস হয় এবং বস্তুসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥
(ভাঃ ২।৩।১২)

[ভাগবতগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এইরূপ জ্ঞানোদয় হয় যে, তাহাতে রাগাদি সকল উপরত হইয়া আত্মা প্রসন্ন হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ ঘটিলে কৈবল্য-পথস্বরূপ প্রাকৃত-গুণনির্ম্মুক্তি লাভ ঘটে, তদনন্তর ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব কোন্ নিবৃত্ত পুরুষ হরিকথাতে রতি না করিবেন?]

আপনাদের সম্মুখে সমুদ্রের তরঙ্গমালার নৃত্য দেখিতেছেন। মায়ার গুণ তরঙ্গে বদ্ধ জীবগণ নাচিতেছে। সেই নৃত্য কি?

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
—গীতা ৩।২৭

ত্যক্তাহঙ্কার হইয়া—প্রকৃতির গুণতরঙ্গে নৃত্য চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া—বহির্ম্মুখিণী মায়ার সংস্পর্শ ছেদন করিয়া যখন শুদ্ধজীব কৃষ্ণের কৃপাকর্ষণে—কৃপা-মুরলীর ধ্বনিতে আকৃষ্ট হন, তখন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গে রাসমণ্ডলে নৃত্য করিয়া থাকেন। জীব তখন কৈবল্য লাভ করেন। ভাগবতের কৈবল্য—নির্ব্বিশেষবাদীর কৈবল্য নহে। কেবলা ভক্তিই—কৈবল্য। অপ্রাকৃত গোপীর আনুগত্যই প্রকৃত কৈবল্য।

প্রকৃতির অন্তর্গত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তিনটী গুণ। অপ্রাকৃত লোকে ভগবানের স্বরূপশক্তির সৎ, চিৎ ও আনন্দ - তিনটী বৃত্তি। প্রকৃতির রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমোগুণে ধ্বংস। অপ্রাকৃত-লোকে ধ্বংস বলিয়া কোন কথা নাই। কৃষ্ণেচ্ছা যোগমায়াদেবী লীলার যাবতীয় সম্ভারের সন্নিকট-বিধানকারিণী। এইটীই "সৎ"-বৃত্তির—সন্ধিনী শক্তির কার্য্য; ইহাকে অভিধেয় বলা যাইতে পারে। "চিৎ"-বৃত্তির—'সম্বিৎ'-শক্তির কার্য্যে আমরা জ্ঞানের বা অপ্রাকৃত-সত্ত্বগুণের ক্রিয়া দেখিতে পাই। যাবতীয় প্রাকৃত ধারণাকে অন্ধকারে রাখিয়া আনন্দবৃত্তি বা আহ্লাদিনী শক্তি যে প্রেমদ্বারা গোপীনাথের আনন্দ বিধান করেন, তাহাই প্রয়োজন। অক্ষজ-জ্ঞানী মায়াবাদী পরম প্রয়োজন সম্বন্ধে অন্ধকারে অবস্থিত। তাহাদের সেই শোচনীয় অবস্থায় না পড়িয়া জীবনের অপরাহ্ণে পরম প্রয়োজন-লাভের জন্য যত্ন হওয়া উচিত।

ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন। শ্রীভগবান্—ব্রজেশ নন্দ ও ব্রজেশা যশোদার নন্দন, অপর কাহারও নহেন। যাঁহারা তপস্যার দ্বারা ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন, আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও তন্মুহূর্ত্ত হইতেই ভগবানের নিত্যসেবা করিতেছেন, তাঁহাদের তুলনা কোথায়? প্রচুর পরিমাণে সেবা করিবার ফলেই নন্দ-যশোদা ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। ব্রজেশ-

তনয়—যশোদানন্দন শ্যামসুন্দরই আমাদের উপাস্য। এখানে দেবকীনন্দনের উপাসনার কথা বলা হয় নাই, যশোদা-দুলালের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। নন্দ-যশোদার ন্যায় বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণের সেবাধিকার পান নাই।

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

নন্দ-নন্দনের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তাহা অপেক্ষাও যিনি সেবা করিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন, সেই নন্দের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কৃপা হইলে আমরা তাঁহার নন্দনের সেবা পাইব।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

নন্দনন্দন বৃন্দাবনে থাকেন—শুদ্ধ জীবাত্মার হৃদয়-বৃন্দাবনে। হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মল না হইলে ভগবান্‌কে হৃদয়-বৃন্দাবনে পাওয়া যায় না। ব্রজবাসিগণের মধ্যে বাৎসল্য-রসের মুল সেবক—নন্দ-যশোদা। তাঁহারা পরব্রহ্মকে বাৎসল্য-রসে বাধ্য করিয়াছেন। এখানে ঐশ্বর্য্যের বিচার নাই। যাঁহারা ভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হন তাঁহারা নন্দনন্দনের সেবা পান না। "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।"

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে ব্রজবাসিগণ তাঁহার জন্য বড়ই উতালা হন। তাহাতে উগ্রসেনের পত্নী পদ্মার বিচার হইল—কৃষ্ণকে উহারা যে লালন-পালন করিয়াছে, তজ্জন্য উহাদের কিছু প্রাপ্য হইয়াছে; এই কারণে উহারা কৃষ্ণকে পাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ একাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ব্রজে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পালন করিতে উহাদের যাহা ব্যয় হইয়াছে এবং কৃষ্ণ একটু বড় হইয়া উহাদের যতদিন রাখালী করিয়াছে, তাহার বাবত কৃষ্ণের যাহা প্রাপ্য হইবে, এই দুইটীর জমা খরচ করিয়া উহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দিলেই উহারা আর গোলযোগ করিবে না। পদ্মার এই বিচার 'পদ্মানীতি'-নামে অভিহিত। সেব্যের সেবার জন্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য সেবকগণের যে অনুরাগ তাহা পদ্মা বুঝিতে পারিলেন না। পদ্মানীতির অনুগতগণের বিচার—সকলেই দেওয়া-নেওয়া-কার্য্যে ব্যস্ত। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, শুধু সেবা করিবার জন্যই ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে চান। কৃষ্ণের সেবা করিয়াই তাঁহাদের আনন্দ—কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের 'দেওয়া-নেওয়া' সম্পর্ক নাই। ব্রজবাসিগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহাও পদ্মানীতির স্তাবকগণ বুঝিতে পারে না। আধ্যক্ষিকগণ পদ্মানীতির অনুসরণকারী, তাহারা ভক্তির ধার ধারে না।

কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বা ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিশেষ জ্ঞান করিলে অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়। কৃষ্ণ ব্রজে পারকীয় রসপঞ্চকে উপাসিত হন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসিগণের প্রতি যে টান ছিল, মথুরাবাসিগণের প্রতি তত টান ছিল না।

ব্রজ-রামাগণের সেবাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্টা সেবা তাহার প্রমাণ কোথায়? অমলপ্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবত। শ্রীমদ্‌ভাগবত কি?

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটি ও "আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন এবং উপসংহারে কৃষ্ণ, তাঁহার নাম, অর্চ্চাবতার ও ভগবদ্ভক্তকে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের কৃপা লাভের জন্য তাঁহার সেবকগণের সেবা করিবার উপদেশ প্রদান করেন।

ভক্তির প্রতি অপরাধ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

এই একটী বিষম কথা। আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি। সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি। প্রত্যহ দ্বাদশ তিলক ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করি। একাদশী তিথিও পালন করি। সাধ্যমত নাম স্মরণ করি। শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থান দর্শন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ না হয় এরূপ যত্ন করি না। শ্রীভক্তি-দেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও 'খড়জাঠিয়া' বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেইমত কথা কহি' তথায় মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
'ভক্তি হইতে বড় আছে'—যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশনবাধ॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।১৮৫, ১৮৮-১৯২

শ্রীমুকুন্দদত্ত একজন ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসম্বন্ধে যে কথা, রহস্যমাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। যে কথা যখন বলিয়াছেন তাহাতে একটী উপদেশ আছে। উপদেশটী এই যে, কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্য ভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তিনি শুদ্ধ-ভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধ-ভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। ভক্ত দেখিলেই অশ্রুপুলক হয়, কখনও কখনও কথা-আলোচনায় দশাপ্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সহায়তা করেন। বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোকসকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোনস্থলে প্রতিষ্ঠা-লাভের লোভে এবং কোন স্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তিলোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

হে পাঠকবর্গ! আসুন আমরা সাবধান হই। ভক্তিদেবীর প্রতি আমাদের যাহাতে অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমেই আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি যাজন করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোন পক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তিপ্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন কার্য্য করিব না। সকল কার্য্যে সরল থাকিব। হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য, এরূপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকূল পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠালাভের যত্ন করিব না। শুদ্ধা ভক্তিরই পক্ষপাত করিব। আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।

———

নববর্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের 'শ্রীচৈতন্যবাণী'-প্রশস্তি

শ্রীচৈতন্যবাণী আজ দ্বাদশবর্ষে উপনীতা। সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে বন্দনা করি।

শ্রীচৈতন্যবাণী যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্টা হইয়াছেন, তাঁহাকেই মায়ার জগন্মোহিনীরূপ এবং ভাব আর মোহিত করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যবাণী যিনি সর্ব্ব প্রকার অভিসন্ধি ছাড়িয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকে জগতের বিচিত্র বাক্যবিন্যাসাদি আর মুগ্ধ করিতে পারে না, পরন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় তনু তাঁহার হৃদ্দেশকে অধিকার করিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন; ত্রিতাপজনিত দুঃখ, ভয়, শোকাদির বশীভূত আর তাঁহাকে হইতে হয় না।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম্মনীতি আদি লইয়া বড় বড় মনীষী তাঁহাদের মস্তক আলোড়ন করিতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশেরই চেষ্টা জনতার পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় উদ্ভাবন করা। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের সেই চেষ্টায় ও বিচারে গাম্ভীর্য্যের অভাব। তাঁহারা মনুষ্যের আপত দুঃখ দুর করিবার জন্য পরস্পরের সহিত শত্রুতা বৃদ্ধিতে দৃক্‌পাত করেন না। পরের দুঃখ মোচনের চেষ্টা সাধুর স্বভাব। কিন্তু সুখ-দুঃখাদির 'স্বরূপ' ও অনুভবকারি নির্ণয়ে অধিকাংশ ব্যক্তিই ভ্রমে পতিত হন। দেহ, মন প্রভৃতি জড়পদার্থ; তাহাদের সুখ-দুঃখানুভূতি নাই। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে যে চেতনসত্তা বা আত্মা রহিয়াছে, তাহারই সান্নিধ্যক্রমে দেহ-মন প্রভৃতির অনুভূতির মত বাহ্যতঃ দেখা যায়। আত্মা বা চেতনসত্তার অভাবে দেহ মন আদির কোন সুখ-দুঃখানুভূতির দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং যাহার অস্তিত্বে দেহাদির সুখ-দুঃখানুভূতি এবং যাহার অভাবে দেহাদিতে কোন অনুভূতি থাকে না, সেই চিত্তত্ত্বের কি প্রকারে সুখ-সমৃদ্ধি হয়, তাহাই বিবেকিগণের বিচার্য্য হওয়া উচিত। কিন্তু পৃথিবীর শাসকশ্রেণীর মধ্যে, নীতি-নির্দ্ধারণকারী বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে তজ্জন্য চিন্তার বালাই নাই। তাঁহারা লৌকিক মান, মর্য্যাদার এবং অর্থাদির সম বণ্টন হইলেই দেশে সুখ শান্তি বিরাজিত হইবে, ইহাই মনে করেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, কামের ইন্ধন প্রদানে কামের পরিতৃপ্তি বা শান্তি হয় না। উহা আরও প্রবল হইয়া উঠে। কাম বৃদ্ধির চেষ্টা দ্বারা কাহারও উপকার হয় না। কাম পরস্পরের সহিত সংঘাত বৃদ্ধি করে। নিজে কামাগ্নিতে জ্বলিতে থাকে এবং অপরকেও জ্বালিত করে। কামের হস্ত হইতে নিস্তারের একমাত্র সুচিন্তিত উপায় ঋষিগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—'প্রেম'। প্রেম নিত্য ভূমিকায় অবস্থিত। দেহ মনের ধর্ম্ম নশ্বর, সদাপরিবর্ত্তনশীল ও দুঃখপ্রদ। পূর্ণ কারণ—আত্মার প্রতি আত্মার অনুরাগই প্রেম। প্রেমিক ও প্রেমের আস্পদ উভয়েই নিত্যতত্ত্ব হওয়ায় এবং নশ্বর বস্তুতে আসক্তিহীন বলিয়া আত্মস্থ ব্যক্তিগণের দুঃখ, ভয়, শোকাদির বশ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

রাষ্ট্রনেতাগণ জীবের স্বরূপ-নির্ণয়বিষয়ে আদৌ চিন্তা করেন না বলিয়া তাঁহাদের জীবস্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রম থাকায়, জীবের প্রয়োজনাদি নির্ণয়ে ভ্রম স্বাভাবিক হইয়া থাকে। তজ্জন্যই ধনী রাষ্ট্র ও দরিদ্র রাষ্ট্র উভয়েই দুঃখী ও অশান্ত এবং পরস্পরের পার্থিব অবস্থার বৈষম্য দর্শনে হিংসা-দ্বেষাদির বশীভূত হইয়া পৃথিবীতে যুদ্ধাদির আবাহন করিয়া থাকে। এইরূপ শত শত যুদ্ধের জয় বা পরাজয়ে জগতে প্রকৃত সুখ বা শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। মনুষ্যের স্বরূপজ্ঞান উদ্বোধনের জন্য রাষ্ট্রকর্ণধারগণ চিন্তান্বিত নহেন। তাঁহারা কেবল জমি-বণ্টন, অন্ন, বস্ত্র ও গৃহাদির সমস্যা সমাধানের স্থূল চেষ্টা ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে ও বুঝিতে পারেন না। অবশ্য এই সকলের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না; কিন্তু ইহার দ্বারা বাস্তব সুখ সাধিত হইতে পারে না।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' জগতের মনুষ্যের নিকট তারস্বরে কীর্ত্তন করেন যে, তাঁহারা এক বিভুচৈতন্যের প্রকৃতির অংশ।

উক্ত বিভুচৈতন্য বা বিষ্ণুর শত্যংশ জীব হওয়ায়, প্রত্যেক জীবের উক্ত বিষ্ণুতত্ত্বের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। অখণ্ডজ্ঞানই বিষ্ণু। তাঁহারই শক্তির অভিব্যক্তি মনুষ্যকুল এবং সমস্ত জীবজগৎ। সুতরাং উক্ত অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্বের শক্তির প্রকাশ জীবসমূহ পরস্পর আত্মীয়, পরস্পর আপন জন। কিন্তু অজ্ঞতাজনিত স্বরূপভ্রম হইতে ঔপাধিক জাতি, বর্ণ, আশ্রমাদির উচ্চাবচত্ব ও নানাত্ব-বিচার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভেদ কল্পিত হইয়া অনিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থানুসন্ধান মূলে পরস্পরের মধ্যে বা এক জাতি অন্য জাতির সহিত কিম্বা এক দেশ অন্য দেশের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, সকল দেশের সকল প্রাণীই এক অখণ্ড জ্ঞান হইতে প্রকাশিত, তদ্দ্বারা স্থিত ও পরিণামে তাহাতেই গতিবিশিষ্ট। জীব অণুচিত্তত্ত্ব হইলেও চিদ্ধর্ম্মহেতু তাহাতে স্বতন্ত্রতা স্বতঃসিদ্ধ। উক্ত স্বতন্ত্রতা-মূলে কর্ম্মের অনুশীলন হইতে তাঁহাদের কর্ম্ম-ফলের বিচিত্রতাহেতু বাহ্যদৃষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। জীবের কর্ম্মজনিত সংস্কার হইতে নৈসর্গিক স্বভাব বা প্রকৃতি গঠিত হয়। সকলের জন্ম, কর্ম্ম ও সংসর্গ এক না হওয়ায় স্বভাব বা রুচির পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। এই পার্থক্য বা ভেদ দর্শনে বিবেকিব্যক্তি কখনও বিচলিত হয়েন না। সুধীগণ এবং শাস্ত্র সর্ব্বাবস্থা হইতে সকলকে তাঁহাদের স্বার্থগতি বিষ্ণুর প্রতি দৃষ্টি দিবার জন্য উপদেশ করিয়া থাকেন। পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব বা শ্রীভগবান্‌ই যে জীবের একমাত্র মৃগ্য, তাহা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' নানা প্রবন্ধে, প্রশ্নোত্তরমুখে, ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রমাণ উদ্ধার করিয়া প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছেন।

বর্ত্তমান বিবদমান বিশ্বে অখণ্ডজ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবান্ বিষ্ণু শ্রীচৈতন্যদেব-রূপে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে ৪৮৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া জগজ্জীবের হিতের জন্য স্বয়ং সাধন-ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করতঃ মনুষ্যদিগকে তাহাদের একমাত্র স্বার্থ যে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা, তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা বা অর্থনৈতিক সাম্যের প্রস্তাব আনিয়া কিম্বা সমাজনৈতিক বাহ্যতঃ বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যের সুখ হইতে পারে, ইহা তিনি শিক্ষা দেন নাই। তিনি শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সূত্র আবিষ্কার করতঃ উহার অনুশীলনে যত্নবান্ হইতেই শিক্ষা দিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' তাঁহারই দয়ার মূর্ত্তস্বরূপ। সুতরাং আমরা আজ তাঁহার এই বাণী-স্বরূপকে দ্বাদশ বর্ষে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া তাঁহার করুণার কথা স্মরণ করতঃ পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' কৃপাপূর্ব্বক জগতের উন্নত প্রাণী মনুষ্যদিগকে তাঁহার কৃপালোক সন্দর্শনের অধিকার প্রদান করুন। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' এবং তাঁহার সেবকগণ জয়যুক্ত হউন।

আধ্যাত্মিক তাপ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপকেই ত্রিতাপ বলে। শরীর ও মনঃ সম্বন্ধি তাপই আধ্যাত্মিক তাপ। শরীরের তাপ জ্বরাদিব্যাধি-জনিত এবং মনের তাপ—মনসিজ অর্থাৎ মনে জাত কামাদি আধিজনিত। কামই জীবকে শোক-মোহ-ভয়াদিতে অভিভূত করিয়া ফেলে। অধ্যাত্ম শব্দ ষ্ণিক্ প্রত্যয় করিয়া আধ্যাত্মিক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আত্মানং অধিকৃত্য অর্থাৎ আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা বিদ্যমান, তাহাই অধ্যাত্ম। 'আত্মা' বলিতে জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম এবং শরীর, চিত্ত, মনঃ প্রভৃতি; তদ্বিষয়ক। জীবচৈতন্যের পরমধর্ম্ম বা নিত্য স্বভাব—বিভুচৈতন্য পরমাত্মা বা পরংব্রহ্ম ভগবানের সহিত জীবকে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত জানিয়া তদ্বিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গানুশীলনে অবিশ্রান্ত নিযুক্ত

থাকা। কিন্তু শ্রীভগবানের দৈবী গুণময়ী দুরত্যয়া বহিরঙ্গা মায়া বা অবিদ্যাপ্রভাবে জীব তাহার নিজ নিত্য স্বভাব ভুলিয়া যায়। তখন যে শরীর ও মনঃ আত্মার সম্বন্ধ চ্যুত হইয়া মৃতক বা শব সংজ্ঞাই লাভ করিয়া থাকে, শক্তিমত্তত্ত্ব-শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তিসম্ভূত (গীঃ ৭।৫) স্বরূপবিস্মৃত মায়াবদ্ধ সম্বন্ধ-জ্ঞানহারা জীব সেই শরীর ও মনঃকে ভগবৎ-সম্বন্ধিবিচারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে-প্রকৃতি বিকারভূত সাত্ত্বিকাহঙ্কার-কার্য্যস্বরূপ অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ ও রাজসাহঙ্কার-কার্য্যস্বরূপ শ্রোত্রাদি পঞ্চবাহ্যেন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকর্ষণ করত (গীঃ ১৫।৭) তদ্দ্বারা জড় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয়-ভোগব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়ে। অপ্রাকৃত রসময়—আনন্দময় সেব্য শ্রীভগবানের সুখোৎপাদন-রূপ সেবায়ই যে পরম আনন্দ—'ভূমৈব পরমং সুখম্', অল্প বা সসীম জড়বিষয়সমূহ আপাতমনোরম—আনন্দপ্রদ দেখা গেলেও পরিণামে যে তাহা কেবল দুঃখপ্রদ, 'নাল্পে সুখমস্তি', ইহা মায়ামোহমুগ্ধ ভ্রান্ত জীব বুঝিতে পারে না, তাই তাহার শরীর ও মনঃ ক্ষণিক সুখের আশায় মত্ত হইয়া পরিণামে দারুণ দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।

গীতাশাস্ত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—রজোগুণসমুদ্ভূত কামই জীবের মহাশত্রু। ইহাই ক্রোধাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কাম এব হি জীবস্য অবিদ্যা —কামই জীবের অবিদ্যা অর্থাৎ জীবের অবিদ্যা হইতেই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছারূপ কামের উদয় হয়। দুষ্পূরণীয় অনল সদৃশ কামরূপ এই নিত্য শত্রুকর্ত্তৃক জীবের জ্ঞানসত্তা আবৃত হইয়া যায়, তাই জীব অনিত্য বিষয়ে আসক্তিরূপ মহামোহ প্রাপ্ত হয়—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। মহারাজ যযাতি বহুকাল পরে বুঝিয়াছিলেন—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন অগ্নি বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়, তেমন কাম্য বিষয়সমূহের উপভোগ দ্বারা কখনও কাম বা ভোগস্পৃহা প্রশমিত হয় না, বরং তাহা আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াই উঠে। এই কামরূপ শত্রুর তিনটি আশ্রয়স্থল—ইন্দ্রিয়সমূহ, মনঃ ও বুদ্ধি। এই সকল দ্বারা ঐ কাম জীবের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া বিমোহিত করিয়া ফেলে। সুতরাং প্রথমেই ঐ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিঘাতক মহাপাপ-স্বরূপ কামকে জয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধিকেই অবিদ্যাগ্রস্ত জড়বদ্ধ জীব 'আত্মা' বলিয়া ভ্রম করে। বস্তুতঃ জড়বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মনঃ সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, মনঃ হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতেও আত্মা সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। এইরূপে জীবাত্মাকে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ বা শ্রেষ্ঠ জানিয়া, মনকে ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (গীঃ ২।৪১) দ্বারা স্থির করিয়া মহা দুর্জ্জয়রিপু কামকে দমন করিতে হইবে। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই চরম বাক্যানুসরণে পরমাত্মাকেই আত্মার একমাত্র শরণ্য-বরেণ্য-বিচাররূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তিরূপ দুষ্পূরকাম-দমন অতি সহজসাধ্য হইবে।

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"কিবা সে করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।"

" 'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"

শুদ্ধভক্ত সাধু অম্বরীষাদি ভক্তের 'কামঞ্চ দাস্যে ন তু কাম-কাম্যয়া' [অর্থাৎ ভগবদুপভুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কারাদীনাং মহাপ্রসাদত্বেন স্বীকারে (ভাঃ ১১।৬।৪৬ দ্রষ্টব্য) কামং চ, ন তু কামকাম্যয়া—ভোগেচ্ছয়া—শ্রীভগবদুপযুক্ত (ভগবন্নিবেদিত) বা তদুপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিকে মহাপ্রসাদ-রূপে অঙ্গীকারে কামকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, নিজেন্দ্রিয়তর্পণলালসা-রূপ ভোগেচ্ছায় নহে] বিচারানুসরণে ভগবৎপ্রসাদ বুদ্ধিতে স্রক্চন্দন-বনিতাদি বিষয় স্বীকৃত হইলে কামাদি শনৈঃ শনৈঃ প্রশমিত হয়। আমাদের আর্য্য শাস্ত্রে বিবাহাদি ব্যাপারে শ্রীশালগ্রাম শিলা, গো, ব্রাহ্মণ, বহ্নি সাক্ষী করত যে সকল সম্প্রদান-বাক্য ও অন্যান্য বৈদিক মন্ত্র

উচ্চারণের ব্যবস্থা আছে এবং অতঃপরও গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, শোষ্যন্তীহোম, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, পৌষ্টিক-কর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তনাদি যাবতীয় কর্ম্মে যেরূপ ভগবৎসম্বন্ধ যোজনার ব্যবস্থা আছে, বিবাহিত জীবনে স্ত্রীসম্ভোগাদি ব্যাপারেও বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে সকল ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই সাবধানে অনুধাবনরত হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, জীব-সকলকে ক্রমশঃ প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তিমার্গে লইয়া গিয়া ভগবদ্ভজন-সুখ প্রদানই শাস্ত্ররূপী জনার্দ্দনের চরম উদ্দেশ্য। 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে', 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে', 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥' ইত্যাদি শ্রীমুখ-বাক্যে স্পষ্টই উদ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ভগবৎসম্বন্ধযোজনা ব্যতীত মানুষের বিষয়-ভোগাকাঙ্ক্ষা-রূপ কাম কিছুতেই প্রশমিত হইবার নহে।

কামের অতৃপ্তিতেই ক্রোধোদয় হইয়া থাকে, ইহাও কামের ন্যায় অতিভয়ঙ্কর শত্রু। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,......কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥" মহাত্মা গান্ধী যেমন অসহযোগনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকার্ষ্ণদ্বেষি-জনপ্রতি ঐরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন দ্বারাই ক্রোধ প্রদর্শিত হয়। দেওয়া নেওয়া, খাওয়া খাওয়ান, গুহ্য কথা বলা ও গুহ্যকথা শুনা—এই ছয়টিই প্রীতির লক্ষণ (শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদের উপদেশামৃত—৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সাধুর সহিত ঐ ছয় প্রকার প্রীতি অবশ্যই করিতে হইবে, কিন্তু অসাধুর সহিত ঐরূপ প্রীতি বজায় রাখিলে অধঃপতন অনিবার্য্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"(হরি হে!) দান প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্তকথা,
ভক্ষণ, ভোজন-দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়,
ইহাতে ভক্তির প্রাণ॥
* * *
যোষিৎসঙ্গিজন, কৃষ্ণাভক্ত আর,
দুঁহু সঙ্গ পরিহরি।
তব ভক্তজন- সঙ্গ অনুক্ষণ,
কবে বা হইবে হরি॥"

কৃষ্ণকার্ষ্ণদ্বেষী অভক্তের হস্তপাচিত অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, এমনকি হস্তস্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত গ্রহণ নিষিদ্ধ।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ পানাৎ সহভোজনাৎ।
আসনাচ্ছয়নাদ্ যানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্॥"

অর্থাৎ অসতের সহিত বাক্যালাপ, তাহার গাত্র-সংস্পর্শ, তদানীত তৎস্পৃষ্ট বা তদ্গৃহস্থিত জল পান, তাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন বা একসঙ্গে বসিয়া আহারাদি, এক আসনে উপবেশন, এক শয্যায় শয়ন, এক যানে ভ্রমণ ইত্যাদি দ্বারা অসতের সঙ্গ বা সংস্পর্শদোষ আসিয়া যায়। তৎফলে দূষিত রোগের বীজাণু যেমন জল বায়ু খাদ্যাদি মাধ্যমে দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণাভক্ত বা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণদ্বেষী অভক্তের উক্তবিধ সাহচর্য্যক্রমে তাহার হৃদ্গত অতিসূক্ষ্ম অভক্তিভাবও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় উক্ত হইয়াছে—

"অসৎসঙ্গত্যাগ — এই বৈষ্ণব আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥"

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্॥"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিহীন মন্দভাগ্য মনুষ্যগণকে কখনও দেখিও না।

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধী হরিনদী গ্রামের এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে শাস্ত্র প্রমাণ সহ লিখিয়াছেন—

"কলিযুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥
রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥
(বরাহপুরাণে মহেশ-বাক্যং)
এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥
(পদ্মপুরাণে মহেশ বাক্যং)

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
(পদ্মপুরাণে)

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তা'র **আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়॥"**

—চৈঃ ভাঃ আ ১৬।৩০০—৩০৫

শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১১।২।৪৬) মধ্যমভাগবতের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

অর্থাৎ যিনি নিজোপাস্য ভগবানে প্রেম করেন অর্থাৎ তাঁহাতে আসক্ত বা প্রগাঢ় প্রীতিযুক্ত হন, তদধীন ভক্তজনে মৈত্রী বা বন্ধুভাব করেন, বালিশ অর্থাৎ ভক্তি-ভক্ত-ভগবৎ বা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বানভিজ্ঞ-জনে তত্তৎ তত্ত্বোপদেশ বা দীক্ষামন্ত্রাদিদান-রূপ কৃপা করেন এবং কৃষ্ণকার্ষ্ণবিদ্বেষিজনে উপেক্ষাভাব অবলম্বন করেন, তিনিই মধ্যমভাগবতরূপে গণ্য হইয়া থাকেন।

'উপেক্ষা' সম্বন্ধে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"* * * বিদ্বেষীর সঙ্গ সাধনকালে পরিত্যাগ না করিলে দুঃসঙ্গের প্রতারণা জীবকে অধঃপাতিত করিয়া ভগবৎসেবাবিমুখ করায়। সেবনের সুষ্ঠুতা ও স্বরূপ-জ্ঞানের উপলব্ধি জন্য সেবা-বিমুখজনের অর্থাৎ মায়াবাদী, ফলকামী ভোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিচার হইতে পৃথক্ থাকিবার উদ্দেশে মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের বিচারের বহুমানন হইতে আত্মসংরক্ষণ আবশ্যক। * * * ভগবানের প্রীতি সংগ্রহে তৎপর হওয়া আবশ্যক। ভগবৎসেবারত জনগণের প্রতি শুশ্রূষামুখে গাঢ় বন্ধুত্ব, প্রণতিমুখে আনুগত্যাত্মক বন্ধুত্ব, অপরাধক্ষয়কামী কনিষ্ঠাধি-কারীকে নামভজনে উৎসাহপ্রদান এবং ভগবদ্ভক্তিবিরোধী জড়প্রমত্ত অহঙ্কারিজনগণের সঙ্গ-বর্জ্জন মধ্যমাধিকারের লক্ষণ-রূপে প্রকাশিত হয়। * * অনভিজ্ঞ ফলভোগী কর্ম্মী যে কৃপার আদর্শ বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে যে তাৎকালিক ইন্দ্রিয়তর্পণের সুযোগ আছে, সেই সুযোগে ইন্ধন প্রদান করা কপট কৃপার উদাহরণ মাত্র। যদি প্রকৃত কৃপা জীবকে সংসারবন্ধন হইতে উন্মুক্ত না করিতে পারে এবং ভোগিপর্য্যায়ে রাখিবার যত্ন করে, তাহা হইলে সেরূপ দয়ার আদর্শ প্রতারণামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, * * বৈষ্ণব লেখকগণ ইহাকে 'অমায়ায় দয়া' বলেন না। 'উপেক্ষা' মন্দভাগ্যেরই প্রাপ্য পুরস্কার। * * ভগবানে এবং ভগবদ্ভক্তে যেস্থলে বিদ্বেষ দেখা যায়, সেস্থলে সমর্থপক্ষে জিহ্বাচ্ছেদনবিধি কৃপার অন্তর্গত হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সঞ্চিত কুফল লাভে অমঙ্গল বরণ করিতে দেওয়াই সঙ্গত। অভক্ত-জনের ভক্তিরাহিত্য-বর্ণনে জীবের মঙ্গলপথে বিচরণ-প্রদর্শন-কল্পে উপকার করা হয়। * * ভগবদ্ভক্তের কৃপা বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্ভক্তের নিকট উপেক্ষিত হইবে মাত্র। * * শুদ্ধভক্তগণ এজন্যই বিদ্ধভক্তাভিমানি-গণকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এতাদৃশী উপেক্ষাই তাঁহাদের দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়। * *।"

দাক্ষায়ণী সতীদেবী দক্ষ-মুখে বৈষ্ণবরাজ পতির নিন্দা-শ্রবণে মর্ম্মাহতা হইয়া বৈষ্ণবনিন্দক পিতাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অতিতীব্রভাষায় বলিতেছেন—

"কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥"

—ভাঃ ৪।৪।১৭

[অর্থাৎ "কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে যদি দাসের সেই নিন্দককে মারিতে কিম্বা স্বয়ং মরিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রভুভক্তের সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য; আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসতের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণও পরিত্যাগ করা উচিত—ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম্ম।"]

এবিষয়ে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ একটি ব্যবস্থা দিয়াছেন—"তত্রেয়ং ব্যবস্থা—ক্ষত্রিয়স্য দণ্ডেঽধিকারাৎ স এব নিন্দকজিহ্বাং ছিন্দ্যাৎ; অপরেষামন্যদণ্ডেঽনধিকৃতাং ত্রয়াণাং মধ্যে বৈশ্যশূদ্রৌ তনুত্যাগ রূপং স্বদণ্ডমেব কুর্য্যাতাম্; ব্রাহ্মণস্য শরীরদণ্ডানৌচিত্যাৎ স তু কর্ণৌ পিধায় বিষ্ণুং স্মরন্নির্গচ্ছেদিতি।"

[অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের (রাজশক্তির) দণ্ডে অধিকার থাকায় তিনিই (ক্ষত্রিয় রাজাই) নিন্দকজিহ্বা ছেদন করিবেন। অপরকে দণ্ডদানে অনধিকারী ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনবর্ণের মধ্যে বৈশ্য ও শূদ্র তনুত্যাগ-রূপ নিজদণ্ড-বিধান করিবেন। ব্রাহ্মণের শরীর-দণ্ডের অনৌচিত্যহেতু তিনি (বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণকারী) দুইটি কর্ণ আচ্ছাদন করতঃ শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিতে করিতে (যে স্থানে বৈষ্ণবনিন্দা হইয়াছে, সেই স্থান সহসা ত্যাগ করিয়া) চলিয়া যাইবেন।]

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তৎকৃত ভক্তিসন্দর্ভে নামাপরাধান্তর্গত 'সাধুনিন্দা' নামক প্রধান নামাপরাধ বর্ণন-প্রসঙ্গে ২৬৫ তম সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

"তন্নিন্দা (বৈষ্ণবনিন্দা) শ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ

(ভাঃ ১০।৭৪।৪০)—

'নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥' ইতি।
ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্যৈব; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ; যথোক্তং দেব্যা (ভাঃ ৪।৪।১৭)—'কর্ণৌ পিধায়' ইত্যাদি।"

[অর্থাৎ "যিনি ভগবান্ ও তদীয় ভক্তজনের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও সেই নিন্দাস্থান হইতে দূরে গমন না করেন, তিনিও নিন্দক ব্যক্তির ন্যায় পুণ্যভ্রষ্ট এবং নরকগামী হইয়া থাকেন।" এস্থলে প্রতিকারে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষেই সেস্থান হইতে প্রস্থান বিহিত, নতুবা সমর্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিন্দক-জিহ্বাচ্ছেদনই কর্ত্তব্য। উহাতে অসমর্থব্যক্তির পক্ষে নিজ প্রাণ পরিত্যাগও কর্ত্তব্য। যেমন শ্রীসতী দেবী বলিয়াছেন—'কর্ণৌ পিধায়' ইত্যাদি। (ভাঃ ৪।৪।১৭ উপরিউক্ত সানুবাদ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।"]

আমাদের অবশ্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের প্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাই অবলম্বনীয়া। কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণে হৃদয়ে সত্যসত্য অকৃত্রিম ব্যথা-বোধ হওয়া চাই, নতুবা কেবল বাহ্যে লোক দেখান একটু কাণে হাত দিয়া চলিয়া গেলে হইবে না। বৈষ্ণবে প্রগাঢ় প্রীত্যুদয়েই তদুপকর্ষ শ্রবণে হৃদয় উল্লসিত এবং অপকর্ষ শ্রবণে হৃদয় অত্যন্ত বেদনাবিহ্বল হইয়া পড়িবে। সমর্থ ব্যক্তি সচ্ছাস্ত্রসম্মত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্বলিত কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও প্রবন্ধলিখনাদি দ্বারা বৈষ্ণব-মহিমা-শংসনমুখে প্রতীপ বৈষ্ণবনিন্দকের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে স্তম্ভন করিবেন, তাহাও একপ্রকার জিহ্বাচ্ছেদনতুল্য ও হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক যাতনাবোধও মৃত্যুতুল্য হইবে এবং সেই নিন্দকব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত্যাগ করিতে হইবে, এমন কি তাহার মুখদর্শন ও তৎকথা স্মরণ পর্য্যন্তও করিতে হইবে না, দৈবাৎ তাহার সহিত দেখা হইয়া গেলে বা সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি স্মরণ-পথে আসিলে তজ্জন্য নিজেকে অত্যন্ত অপরাধিজ্ঞানে অনুতপ্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সেবারত হইতে হইবে, তাঁহাদের মহিমাকীর্ত্তনে তৎপর হইতে হইবে, নতুবা শুধু সচেলে গঙ্গাস্নান করিলে বা সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া বেড়াইলেও বৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

কৃষ্ণকার্ষ্ণদ্বেষী অসতের সহিত এইরূপ অসহযোগ বা তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন অথবা সর্ব্বতোভাবে তাহার সঙ্গবর্জ্জনই ক্রোধের পরিচয়।

কৃষ্ণেতর জড় বিষয় বিষতুল্য, তাহা ছাড়িয়া সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণকথামৃতে—কৃষ্ণভক্তিরসামৃতে লোভই লোভের প্রকৃত সদ্ব্যবহার। শ্রীভগবানের ভক্ত-অবতার দেবর্ষি নারদ তাঁহার ভক্তিসূত্রে ভক্তিকে অমৃতরূপিণী বলিয়াছেন —ওঁ সা অমৃতরূপা চ। এই অমৃতে লোভ ছাড়িয়া জড় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয়-বিষভক্ষণ-প্রবৃত্তিই পাপের আবাহন করে। এই জন্যই কথা আছে—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—শাস্ত্রের বচন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে ২-৪ শ্লোকে রূপকভাবে অধর্ম্মের বংশ বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মার **অধর্ম্ম**-নামক পুত্রের ভার্য্যা **'মৃষা'** বা 'মিথ্যা', তাহার

পুত্র **দম্ভ** (পরপ্রতারণাত্মক) ও কন্যা **মায়া** (পর-প্রতারণোচিতা চেষ্টা), ইহারা মিথুনধর্ম্মে অবস্থিত হইল। নৈর্ঋত কোণের অধিপতি **নির্ঋতি** সন্তানরহিত থাকায় তিনি ঐ পুত্র ও কন্যাকে অর্থাৎ **দম্ভ ও মায়াকে অপত্যরূপে গ্রহণ** করিলেন, সেই **দম্ভ ও মায়া হইতে 'লোভ'**-নামক এক পুত্র ও **'শঠতা'-নাম্নী এক কন্যা** জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা আবার দাম্পত্যভাবাপন্ন হওয়ায় **তাহাদের মিলন হইতে 'ক্রোধ'-রূপী পুত্র ও 'হিংসা'-রূপিণী কন্যার** উদয় হইল। তাহারা মিথুন-ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে **তাহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল—'কলি'** এবং **'দুরুক্তি'-নাম্নী কন্যা হইল সেই কলির সহোদরা। উহাদের মিলন হইতে 'ভীতি'-নাম্নী এক কন্যা ও 'মৃত্যু'-নামক এক পুত্র** জন্ম গ্রহণ করিল। ঐ **ভীতি ও মৃত্যু হইতে 'যাতনা'-নাম্নী কন্যা ও 'নরক' নামে পুত্র** উদ্ভূত হইল। সুতরাং অধর্ম্মাশ্রয়ের শেষ পরিণতি নরক ও যাতনা।

তথাপি দয়াময় শ্রীহরির এমনই অহৈতুকী কৃপা যে, অন্যকামী ব্যক্তিও সরলভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ অযাচিতভাবে তাহাকে স্বীয় চরণাশ্রয় প্রদান করেন—

"কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, সেই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥"

— চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ

সাধুসঙ্গে হরিকথামৃতে লোভোদয় হইলে ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি ভক্তচরিত শ্রবণ করিয়া মানুষের চিত্তের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, সে অবশেষে কৃষ্ণে ভক্তিমান্ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণভক্তিরসামৃতে লোভই বরণীয়, তদিতর লোভ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

'মোহ' শব্দার্থ—'অচৈতন্য', 'মূর্চ্ছা' ইত্যাদি। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ইষ্টবস্তু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করিতে পারিলাম না—এতদ্বিষয়ক দৈন্য ও দুঃখাতিশয্য বশতঃ মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হওয়া বা অচৈতন্য হইয়া পড়াকেই মোহের প্রকৃষ্ট পরিচয় বলিয়া জানাইলেন।

'মোহ' যেখানে 'মম মাতা মম পিতা মমৈব গৃহিণী গৃহম্'—এইরূপ অনিত্য বিষয়াসক্তিকে বুঝায়, সেখানে সেইপ্রকার মোহকে ত্যাগ ব্যতীত ইষ্টবস্তু লাভাশা সুদূরপরাহতা, সুতরাং উপরিউক্ত মূর্চ্ছা বা অচৈতন্য অর্থে মোহের প্রয়োগই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

'মদ কৃষ্ণগুণগানে' অর্থাৎ কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তনে মত্ততাই একমাত্র মদের লক্ষ্যীভূত বিষয়। জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীমদ-মত্ততা কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্তির প্রবল প্রতিবন্ধক।

'পরিবদতু জনো যথা তথা বা,
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা,
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥'

[অর্থাৎ মুখর জগতের লোক যে যাহা বলে বলুক, আমরা তাহা বিচার করিব না, হরিরস-মদিরা-পানে উন্মত্ত হইয়া আমরা নির্লজ্জ হইয়া কখনও বা ভূতলে লুণ্ঠিত হইব, কখনও বা নৃত্য করিব।]

—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ২।১৩

এইরূপ হরিরসমদিরা-পানোন্মত্ত ভক্তের লোকান-পেক্ষিতা-রূপ অনুভাব আসিয়া যায়। তখন তাঁহার প্রার্থনা হয়—

"কিনিব, লুটিব হরিনাম-রস,
নামরসে-মাতি' হইব বিবশ,
রসের রসিক- চরণ পরশ
করিয়া মজিব রসে অনিবার॥"

এইরূপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত করিলেও মাৎসর্য্যকে সর্ব্বতো-ভাবে বর্জ্জনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। কামাদি পঞ্চরিপু যুগপৎ প্রবল হইলেই জীবহৃদয়ে মাৎসর্য্যরূপ মহাশত্রু আসিয়া পড়ে। নির্ম্মৎসর সাধুগণই শ্রীমদ্ভাগবতোদিত-প্রোজ্ঝিতকৈতব-পরমধর্ম্ম উপলব্ধির যোগ্যতা লাভ করেন। 'মাৎসর্য্য' অর্থে পরশ্রীকাতরতা—পরসুখাসহিষ্ণুতা, পর দুঃখে সুখানুভূতি। মৎসর ব্যক্তি কখনই তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইতে পারে না।

সুতরাং আধ্যাত্মিক তাপসমূহের মধ্যে ইহা একটি ভয়ঙ্কর তাপ। এই তাপক্লিষ্ট ব্যক্তির ভজন-সাধন সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি সদৃশ নিষ্ফল হইয়া যায়; উহার আনখ-কেশাগ্র অপস্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় পরিপূরিত, উহার হৃদয় হইতে দয়া-মায়া পরোপচিকীর্ষা পরদুঃখ-কাতরতা প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণ অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লোকশিক্ষার্থ দৈন্য করিয়া গাহিয়াছেন—

"আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥
নিজ সুখ লাগি, পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভ-পরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা গর্ব্ব বিভূষণ॥
নিদ্রালস্য হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা-কামী॥
এহেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্য-শূন্য, সদানর্থ-মনা,
নানা দুঃখে জর জর॥
বার্দ্ধক্যে এখন, উপায়-বিহীন,
তাতে দীন অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন॥"

[আমরা ত্রিতাপজ্বালা ও তৎপ্রতীকারোপায় প্রবন্ধান্তরে আধিভৌতিক অর্থাৎ জীব হইতে জাত ও আধিদৈবিক অর্থাৎ দৈব হইতে সংঘটিত তাপের কথা উদাহরণসহ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ভগবদ্ বহির্ম্মুখতা হইতেই যাবতীয় তাপ-ক্লেশোদয়, ভগবদুন্মুখতা ব্যতীত সেই তাপ দূর করিবার—ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইবার আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (১।১।১২) লিখিয়াছেন, ভক্তিই সকল-ক্লেশঘ্নী—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥"

[অর্থাৎ ভক্তি ক্লেশঘ্নী—সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনাশিনী, সম্পূর্ণ কল্যাণদায়িনী, মোক্ষাকাঙ্ক্ষাকেও তুচ্ছ কারয়িত্রী, অত্যন্ত দুর্ল্লভা, ঘনীভূত আনন্দস্বরূপিণী এবং শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণকারিণী।]

পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা—এই ত্রিবিধ ক্লেশ। অবিদ্যাই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা, উহা হইতেই পাপবীজ বা পাপবাসনা উত্থিত হয়, তাহা হইতেই পাতক, অতিপাতক, মহাপাতকাদি পাপোদয় হয়। ভক্তিই ঐ অবিদ্যা যাহা সমস্ত ক্লেশের মূল, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেন।

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—পৌত্তলিক ও বৈষ্ণবের মধ্যে কি পার্থক্য ?

উত্তর—বর্ত্তমান তথাকথিত পঞ্চোপাসক হিন্দুদিগের প্রতিমাপূজা ব্যাপারটী পুতুলপূজা বা পৌত্তলিকতা। বৈষ্ণবগণ কখনও ঐরূপ প্রতিমাপূজা করেন না, তাঁরা সাক্ষাদ্ বস্তুর পূজা ব্যতীত কখনও অন্য বস্তুর পূজা করেন না।

পৌত্তলিকগণ অধঃপতিত; তা'দের 'অর্চ্চ্যে শিলাধীঃ'। শালগ্রাম গণ্ডকী-শিলা, গুরুদেব মনুষ্যের সহিত সমান

বা মনুষ্যজাতি প্রভৃতি বিচার পৌত্তলিক নারকীদের বিচার। বৈষ্ণবগণ সেইপ্রকার পৌত্তলিক নহেন, তাঁরা শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি করেন না,—ভূতশুদ্ধি না ক'রে পূজা কর্‌তে বসেন না—যে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য রূপ-রসাদি গ্রহণ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁরা পূজা করেন না।

ভগবান্, ভগবদ্‌বিগ্রহ ও ভগবন্নাম একই বস্তু। ভগবানের দেহ-দেহীতে, নাম-নামীতে কোন্ ভেদ নাই।

শাস্ত্র বলেন—

"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ॥"

পদ্মপুরাণ 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ গুরুষু নরমতিঃ' শ্লোকে বলেন—যে ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি প্রভৃতি করে, সে নারকী। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কে হরিকীর্ত্তন কর্‌তে পারেন?

উত্তর—যাঁর এই চারপ্রকার গুণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তিনি হরিকীর্ত্তন কর্‌তে পারেন।

(১) তৃণাদপি সুনীচতা। যে তৃণ গো-গর্দ্দভ-মানব সকলের দ্বারাই পদদলিত হয়, সেই তৃণ অপেক্ষাও আমি ছোট। জগতের যত অহঙ্কারী লোক আছেন, তাঁরা যদি নিজদিগকে নিষ্কপটে তৃণাদপি সুনীচ জানেন, তবেই তাঁদের মুখে 'কৃষ্ণনাম' উচ্চারিত হতে পারে।

হরিকীর্ত্তনকারীর আর একটি গুণ—(২) পরম সহিষ্ণুতা। আর একটী গুণ (৩) অমানিত্ব।

কীর্ত্তনকারী নিরভিমান—অমানী, তিনি জড়ের কোনও অভিমান করেন না। চতুর্থগুণ—(৪) মানদত্ব।

যিনি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তিনি মহাভাগ্যবান্। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বিষয়ী হওয়া কি উচিত?

উত্তর—কখনই না। বিষয় জিনিষটী আমাদিগকে কষ্ট দেয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ তরঙ্গায়িত হ'য়ে আমাদিগকে ধাক্কা দেয়। এজন্য বিষয়ী হওয়া উচিত নহে।

শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—যাঁরা ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইতে ইচ্ছা করেন, সেই ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়ী-দর্শন ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

যিনি ভগবদ্ভজন কর্‌তে চান, তিনি যেন বিষয়ীকে দর্শন না করেন। বাহ্য জগতের আংশিক রূপ দর্শনে ভগবদ্‌রূপদর্শন আচ্ছাদিত। বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার যখন এসে উপস্থিত হয়, তখনই ভগবদ্‌বিস্মৃতি হয়, ভগবদ্ভজনকে 'ছোট' মনে হয়। যিনি ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য ভক্তিপথে অগ্রসর হচ্ছেন, তিনি বিষয়ীকে দর্শন কর্‌বেন না—বিষয়ীকে দর্শন কর্‌বেন না। 'যোষা'—বিষয়, যোষাধিপতিত্বের অভিমানী হচ্ছে 'বিষয়ী'। যোষিৎসঙ্গ ক'রো না, যোষীৎসঙ্গীকে বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গীকে দর্শন ক'রো না। গৌরসুন্দর চিকিৎসকসূত্রে আমাদিগকে ব'লে দিয়েছেন—যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ক'রো না—ক'রো না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন-শিষ্য করা কি ভাল?

উত্তর—মহাপ্রভু ব'লেছেন—হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবে-দয়া-বিশিষ্ট হও। হিংসা কর্‌বার জন্য গুরুগিরি ক'রো না। বিষয়ে ডুবে যাবার জন্য গুরুগিরি ক'রো না। কিন্তু যদি তুমি আমার নিষ্কপট ভৃত্য হ'তে পার, আমার শক্তি লাভ ক'রে থাক, তা' হলে তোমার ভয় নাই। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গুরুদেব সম্বন্ধে শিষ্যের কিরূপ বিচার থাক্‌বে?

উত্তর—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেছেন—সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার কর্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার কর্‌বে, কোন অংশে কম মনে কর্‌বে না। শিষ্যের কর্ত্তব্য হচ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা, কিন্তু শিষ্য যদি তা' না করেন, তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হয়ে যাবেন।

মহান্ত-গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তাই শ্রুতি ব'লেছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যাঁর গুরু ও ভগবানে অভিন্ন-বুদ্ধি ও অচলা-ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হয়,

সেই গুরুনিষ্ঠ ভক্তই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন। ভগবানের ন্যায় যাঁর গুরুতে নিষ্ঠা বা অচলা ভক্তি নাই, তিনি কোনদিন শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারেন না ও পারিবেন না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কি ভগবদাশ্রয় ও ভগবৎ-সেবা লাভ হয় না?

উত্তর—কখনই না। ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইলে ভগবানের ভক্তের আশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভগবৎসেবা লাভ ঘটে না।

প্রাক্তন অনাদিকর্ম্মফলে আমাদের মনে হইয়াছে যে—কৃষ্ণেতর প্রীতিসংগ্রহই আমাদের প্রয়োজন। আমরা পতিত জীব। আমরা নিজের মঙ্গল নিজে করিতে পারি না। পতিতপাবনের শ্রীচরণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত আমাদের মঙ্গল হয় না—তদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য উপায় নাই। (প্রভুপাদ)

এই জন্যই জগদ্গুরু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন—সদ্গুরুচরণাশ্রয়ই ভক্তির প্রথম কথা। আদৌ গুরুচরণাশ্রয়ঃ তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা। চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের প্রথমেই হ'ল—গুরু-চরণাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে নাম, মন্ত্র ও উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক দৃঢ়বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবা।

মহাপ্রভুও বলেছেন—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে বহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
সাধুসঙ্গ কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়॥"

প্রশ্ন—সম্বন্ধজ্ঞানই কি দীক্ষা?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীসনাতন প্রভু সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য। আদৌ সম্বন্ধ-জ্ঞান। সম্বন্ধ-জ্ঞানের অপর নামই হ'লো দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"
(বিষ্ণুযামল)

মন্ত্রের উপদেশ মাত্র দীক্ষা নয়; যাহাতে দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান হয়, তাহার নামই দীক্ষা। জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। মহান্ত-গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ করিয়াই শিষ্য ভগবৎসেবার অধিকারী হয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কোন্ কার্য্যের জন্য আমাদের তৎপর হওয়া উচিত?

উত্তর- আমরা জন্মে জন্মে বিষয় পাইব, ভোক্তা হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারিব। এই সকল ভোগের জন্য বহু বহু জন্মান্তর রাখিয়া দিয়া যে কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় পড়িয়া গিয়াছে—যে কার্য্যটী মনুষ্যজন্ম না হইলে অপর জন্মে হয় না, তাহারই জন্য আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। নতুবা অবশেষে হতাশ বা বঞ্চিতই হইতে হইবে। সেই কার্যটী কি? সেটা হলো—সাধুসঙ্গে সতত কৃষ্ণভজন—সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা।

আমরা যদি দেবতা হইতাম, তাহা হইলে আমাদের হরিকথা শুনিবার অধিকার বা সময় হইত না। সুতরাং যাহাতে আমাদের পূর্ণ মঙ্গল হয়, তজ্জন্য যত্ন করাই উচিত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি-এ সকলের দ্বারা আমাদের পূর্ণ মঙ্গল হইতে পারে না। কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রীতিই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভক্তের সেবানিষ্ঠা কিরূপ?

উত্তর—প্রভুর সেবার জন্য ভক্তগণ অপরাধকেও গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু নিজের ভোগের জন্য অপরাধের আভাসকেও ভয় করেন। গুরুর আজ্ঞা, শাস্ত্রের আজ্ঞা, মহাপ্রভুর আজ্ঞা, কৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে যদি অপরাধ হয়, পাপ হয় বা নরক হয়, তাহাতেও সেবাপ্রাণ একনিষ্ঠ ভক্তগণ বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হন না, পরন্তু তাহা সানন্দে বরণ করেন। প্রভুর জন্য ভক্ত

সব কর্‌তে প্রস্তুত, কিন্তু নিজের জন্য তাঁহারা কোন কিছু কর্‌তে একেবারে অনিচ্ছুক। শ্রীগুরুগোবিন্দের আদেশ লঙ্ঘন কর্‌লে মহা-অপরাধ হয়, ইহা ভক্তগণ ভালভাবেই জানেন। প্রভুর জন্য ভক্তগণ যাহাই করুন, তাহাতে তাঁহাদের কোন অসুবিধা, পাপ, অপরাধ প্রভৃতি কিছু ত' হয়ই না, পরন্তু ভগবান্ তাহাতে প্রসন্ন হওয়ায় ভক্তগণের মহা-মঙ্গলই হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলেন—

"গোবিন্দ কহে—আমার 'সেবা' সে 'নিয়ম'।
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন ॥
'সেবা' লাগি' কোটী 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ১০।৯৫-৯৬)

প্রশ্ন—কোন্ কোন্ দিনে তৈল মাখিতে নাই ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

"প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।১০৮ অনুভাষ্য)

প্রশ্ন—প্রীতিহীন ভজন কি সুখপ্রদ হয় না ?

উত্তর—না। ক্ষুধা না থাকিলে ভোজন যেমন সুখকর হয় না, প্রীতি না থাকিলেও তদ্রূপ ভজন বা সেবা সুখপ্রদ হয় না অর্থাৎ সেবা করিয়া সুখ পাওয়া যায় না।

শাস্ত্র বলেন—

"নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্নু ভক্ষ্যপেয়ে ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ রায়-রামানন্দ প্রভু-কৃত)

প্রশ্ন—একাদশীতে মধু খাওয়া যায় কি না ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—একাদশীতে মধু খাইতে নাই। যে কোন উপবাস-দিবসে শাক ও মধুভক্ষণ, স্ত্রীসঙ্গ, কাংস্যপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ।

কূর্ম্মপুরাণ বলেন—

"কাংস্যং মাংসং মসুরঞ্চ চণকং কোরদূষকান্।
শাকং মধুং পরান্নঞ্চ ত্যজেদুপবসন্ স্ত্রিয়ম্ ॥"

(হরিভক্তিবিলাস ১৩বিঃ ৫ শ্লোক)

[অর্থাৎ কাংস্য, মাংস, মসুর, চণক, কোরদূষক (কোঁদা-খ্যাতি ধান্য-বিশেষ), শাক মধু এবং স্ত্রী উপবাসকারী পরিত্যাগ করিবেন।]

প্রশ্ন—গুরু কি আরাধক-ভগবান্ ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণ সেব্য-ভগবান্ বা ভোক্তা-ভগবান্ কিন্তু গুরু হ'লেন সেবক-ভগবান্। কৃষ্ণ আরাধ্য-ভগবান্, আর কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরু আরাধক-ভগবান্।

কৃষ্ণ বিষয়-ভগবান্ কিন্তু গুরু আশ্রয়-ভগবান্। কৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ, আর গুরু আশ্রয়-বিগ্রহ। কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্, আর গুরু পূর্ণশক্তি—কৃষ্ণশক্তি বা স্বরূপশক্তি। গুরু শক্তি হইলেও জীবের ন্যায় তটস্থা-শক্তি, অপূর্ণ শক্তি বা ক্ষুদ্র শক্তি নহেন, পরন্তু গুরু কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণের অভিন্নমূর্ত্তি। গুরু কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে প্রকাশিত।

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪-৪৫)

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গুরু সাধারণ বৈষ্ণবমাত্র নন, জীবতত্ত্ব নন, তিনি বৈষ্ণব-রাজ, কৃষ্ণশক্তি, ঈশ্বরবস্তু। গুরু নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। গুরু মধুররসে আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি শ্রীরাধার অবতার, অভিন্নমূর্ত্তি বা শ্রীরাধার প্রিয় সখী, ব্রজগোপী।

অন্যান্য রসে গুরু শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ নহেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় শক্তিমৎতত্ত্ব নহেন পরন্তু স্বরূপশক্তিতত্ত্ব।

গুরু সেবাবিগ্রহ, ভক্তিবিগ্রহ, প্রেমময়-বিগ্রহ। গুরু সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সতত কৃষ্ণসেবারত। সেবাময়মূর্ত্তি গুরুর মধ্যে স্বসুখবাঞ্ছা, ভোগবুদ্ধি, কর্ত্তাভিমান, ভোক্তাভিমান বিন্দু-মাত্রও নাই। কারণ গুরু ভোক্তাভগবান্ নহেন, তিনি

সেবক-ভগবান্। এজন্য ভক্তগণ গুরুতে পতিবুদ্ধি করেন না। মধুররসাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকেই নিজ নিত্য পতি বলিয়া জানেন।

কৃষ্ণই পরমপুরুষ, লীলা-পুরুষোত্তম। কৃষ্ণ রাধানাথ বা গুরুনাথ। কৃষ্ণ পুরুষ কিন্তু গুরু কৃষ্ণের প্রকৃতি বা কান্তা। গুরু কৃষ্ণের ন্যায় শক্তিমান্ তত্ত্ব নহেন, রাসবিহারী নহেন, পরন্তু কৃষ্ণশক্তি—ব্রজের মঞ্জরী, গোপী। শ্রীরাধারাণী আমাদের গুরুকে নিজ প্রিয় সখী এবং গুরুপ্রিয় ভক্তগণ গুরুকে শ্রীরাধার সখী বলিয়া জানিলেও শ্রীগুরুদেব নিজেকে শ্রীরাধার দাসী বলিয়াই অভিমান করেন। শ্রীরাধার সখীত্ব অপেক্ষা দাসীত্ব বা কিঙ্করীত্বকেই শ্রীগুরুদেব বহুমানন করেন, গুরুগৌরবে ভূষিত করেন।

শ্রীরাধা যেরূপ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ এবং আরাধক-ভগবান্, গুরুও তদ্রূপ।

প্রশ্ন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ?

উত্তর—হাঁ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব। ব্রজের শ্রীবলদেব প্রভু কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ। এজন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশতত্ত্ব।

শাস্ত্র বলেন—

"বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান॥"

(চৈঃ চঃ ম ২০।১৭৪)

দ্বারকার শ্রীবলদেব কৃষ্ণের প্রাভববিলাস।

শাস্ত্র বলেন—

"ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে বিলাস তাঁর নাম॥
বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভববিলাসে।
একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাবভেদে ভাসে॥"

(চৈঃ চঃ ম ২০।১৮৭-১৮৮

শ্রীবলদেব একই মূর্ত্তিতে কখন ব্রজে এবং কখন দ্বারকায় থাকেন। যখন ব্রজে থাকেন, তখন তাঁহার গোপ-অভিমান ও গোপবেশ। আর যখন দ্বারকায় থাকেন, তখন তাঁহার ক্ষত্রিয়বেশ ও ক্ষত্রিয় অভিমান। ১৮৭ পয়ারে যে বর্ণ শব্দ আছে, তাহার অর্থ 'রং' নহে, পরন্তু 'ক্ষত্রিয়বর্ণ'। ব্রজে ও দ্বারকায় বলদেব শ্বেতবর্ণ। কিন্তু তথায় ভাবভেদ ও বেশের ভেদ আছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু নিজ দীক্ষাগুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দোঁ যাঁর মুঞি দাস॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১।৪৪ ও ৪০)

প্রশ্ন—কৃষ্ণ কি প্রেমরসময় মূর্ত্তি?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসময়, আর শ্রীরাধা প্রেমরসময়ী। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই প্রেমিক, উভয়েই প্রেমময়-বপু। কুৎসিৎ কাম বা স্ব-সুখবাঞ্ছার লেশমাত্র উভয়েরই মধ্যে নাই। শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী, আর শ্রীকৃষ্ণ রাধাময়। ভক্ত কৃষ্ণাধীন, কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন। ভক্তগণ কৃষ্ণভক্তিমান্, আর কৃষ্ণ ভক্ত-ভক্তিমান্। কৃষ্ণের সুখ-বিধান ব্যতীত ভক্তের অন্য কোন কার্য্য নাই। ভক্তের সুখবিধান ব্যতীত কৃষ্ণেরও অন্য কোন কৃত্য নাই। ভক্তগণ কৃষ্ণসুখের জন্য ব্যস্ত, আর কৃষ্ণ ভক্তগণের সুখ-বিধানের জন্য ব্যগ্র—ব্যাকুল। কি নির্ম্মল প্রীতি! কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা!

শাস্ত্র বলেন,—

প্রেমরসময় হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৬)

প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন। (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—জগাই ও মাধাই পূর্ব্বে কে ছিলেন?

উত্তর—জগাই ও মাধাই পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়বিজয় ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-পরিকর। এই জগাই-মাধাই-উদ্ধার-প্রসঙ্গ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই গৌরাঙ্গলীলায় হইতেছে ও হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য, তদন্তর্গত লীলাগুলিও নিত্য।

জগাই ও মাধাইএর নাম—শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীমাধব। (চৈঃ চঃ আঃ ১০ম।১২০ অনুভাষ্য)

———

কলিযুগপাবনাবতারী-গৌরহরি

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ

অবিদ্বৎপ্রতীতি-মূলক অনুমান-সাধ্য তর্কপন্থা অবলম্বনে কখনও ভগবত্তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। তাই শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য কহিতেছেন—

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥
যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি—শাস্ত্রজ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব না পার জানিতে॥
তোমার নাহিক দোষ, শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ

শ্রীসার্ব্বভৌম তাঁহার ভগ্নীপতির মুখে অপ্রত্যাশিত-ভাবে এত বড় একটি কঠোর মন্তব্য শ্রবণ করিয়া একটু বিচলিত হইয়া কহিলেন—আচার্য্য, তুমি একটু সাবধানে কথাবার্ত্তা বলিও, তুমিই যে ঈশ্বরের কৃপা পাইয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে আচার্য্য কহিলেন—"'বস্তু-বিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান। বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় কৃপাতে,—প্রমাণ॥' তুমি ইঁহার মহাপ্রেমাবেশ রূপ ঈশ্বর-লক্ষণ সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন করিয়াও তাঁহার মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলে না। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, ঈশ্বরের কৃপার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।" ইহাতে সার্ব্বভৌম তাঁহার স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্রযুক্তি দেখাইতে গিয়া বলিলেন —"এই চৈতন্য গোসাঞি মহাভাগবত বটে, কিন্তু কলিতে বিষ্ণুর কোন অবতার না থাকায় বিষ্ণুর এক নাম 'ত্রিযুগ', এজন্য ইঁহাকে 'অবতার' বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।" তচ্ছ্রবণে আচার্য্য দুঃখিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন,—"সার্ব্বভৌম, তুমি নিজেকে 'শাস্ত্রজ্ঞ' বলিয়া অভিমান করিতেছ, কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান যে শ্রীমহাভারত ও তাহার তাৎপর্য্যস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবত,—এই দুই গ্রন্থবাক্যে তুমি আদৌ মনোযোগ দিতে পার নাই। উহাতে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার আছে, এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপেই কথিত হইয়াছে। কলিতে শ্রীভগবানের লীলাবতার নাই সত্য, কিন্তু যুগাবতার ত' নিষিদ্ধ হয় নাই? প্রতিযুগেই যে কৃষ্ণের যুগাবতার হয়, ইহা তোমার তর্কনিষ্ঠ হৃদয় ধারণাই করিতে পারে নাই। লীলাবতার না থাকার জন্যই তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলা হয়। "বিবিধ বিচিত্রতাযুক্ত, চেষ্টারহিত, নিত্যনবনব উত্তাল-তরঙ্গোদ্বেলিত, নিজেচ্ছা-পরতন্ত্রলীলা-বিশিষ্ট অবতারকে 'লীলাবতার' বলে।" (—অনুভাষ্য) শ্রীসনাতন-শিক্ষায় (ম ২০।২৯৭-২৯৯ সংখ্যায়) কথিত হইয়াছে—

"লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন।
বরাহাদি, লেখা যাঁর না যায় গণন॥

শ্রীমদ্ ভাগবত দশমস্কন্ধে গর্ভস্তোত্রে কথিত হইয়াছে—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহ-হংস-
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥"

["মৎস্য, অশ্বগ্রীব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, দাশরথি (রাম), পরশুরাম, বামন ইত্যাদিরূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে তুমি প্রতি-পালন করিয়া থাক। হে যদূত্তম, তোমাকে বন্দনা করি, হে ঈশ্বর, এই পৃথিবীর ভার এখন হরণ কর।"]

শ্রীরূপপাদকৃত লঘুভাগবতামৃতে ২৫টি লীলাবতার কথিত হইয়াছে:—১) চতুঃসন, ২) নারদ, ৩) বরাহ, ৪) মৎস্য, ৫) যজ্ঞ, ৬) নর-নারায়ণ, ৭) কপিল, ৮) দত্তাত্রেয়, ৯) হয়শীর্ষ (হয়গ্রীব), ১০) হংস, ১১) পৃশ্নিগর্ভ, ১২) ঋষভ, ১৩) পৃথু, ১৪) নৃসিংহ, ১৫) কূর্ম্ম, ১৬) ধন্বন্তরি, ১৭) মোহিনী, ১৮) বামন, ১৯) পরশুরাম, ২০) রাঘবেন্দ্র, ২১) ব্যাস, ২২) বলরাম, ২৩) কৃষ্ণ, ২৪) বুদ্ধ, ২৫) কল্কী।

ঐ সকল অবতার মধ্যে কৃষ্ণাবতার-কথা উল্লিখিত হইলেও শ্রীমদ্ ভাগবত ১।৩।২৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ রাম-নৃসিংহাদি পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। দৈত্যনিপীড়িত লোককে যুগে যুগে ইঁহারা রক্ষা করেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন—

"সব অবতারের করি সামান্য-লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥
তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব পুরুষের কলা, অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥"

—চৈঃ চঃ আ ২।৬৮-৭০

যাঁহার রূপ বা ভগবত্তা, অন্যের রূপ বা ভগবত্তাকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকটিত, যিনি সকল অবতারের অবতারী, অংশী, তিনিই স্বয়ংরূপ—স্বয়ংভগবান্। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণেরই অভিন্নবিগ্রহ, দ্বিতীয় বিগ্রহ-স্বরূপ—স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব। তিনিই মূল সঙ্কর্ষণ।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার স্তবে বলিয়াছেন (ভাঃ ৭।৯।৩৮)—

"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম্
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি এইপ্রকার নর, তির্য্যক্ (পশু, পক্ষী), ঋষি, দেব, ঝষ (মৎস্য কূর্ম্ম) ইত্যাদি-রূপে লোকসকলকে পালন কর এবং জগৎশত্রুদিগকে বিনাশ কর। হে মহাপুরুষ, কলিকালে যুগানুবৃত্ত নাম-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে। এইজন্য তোমার নাম 'ত্রিযুগ'। কেননা ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না।

শ্রীমদ্ ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" [অর্থাৎ যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃ' 'ষ্ণ'—এই দুইটি বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত), উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি ভক্ত), অস্ত্র (শ্রীহরি-নামাদি) ও পার্ষদ (গদাধর দামোদরস্বরূপাদি)—পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় (অর্থাৎ প্রধান) যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।]—এই শ্লোকে স্পষ্টই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" (ভাঃ ১০।৮।১৩) —এই শ্লোকেও গর্গ ঋষি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে কলি-যুগাবতার জানিয়াই তাঁহার 'পীত' এই বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—হে মহারাজ, তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও কলিযুগে ধারণ করেন। অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয়॥

* * * *

শুক্ল রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি।
সত্য, ত্রেতা, কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম্ম॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ

মহাভারতে দানধর্ম্মে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে (৯২ ও ৭৫) উক্ত হইয়াছে—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত 'নামার্থসুধাভিধ' ভাষ্যানুসারে অর্থ করিয়াছেন—"সুবর্ণ-বর্ণ, গলিত-হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দন-মালা-শোভিত—এই চারিটি গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রমী, হরিরহস্যালোচনরূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠ, কেবলাদ্বৈতবাদী অভক্ত-নিবৃত্তিকারি-শান্তিলব্ধ, মহাভাবপরায়ণ।"

শ্রীবলদেব-ভাষ্য যথা :—"সুবর্ণস্যেব বর্ণো রূপমস্যেতি সুবর্ণবর্ণঃ—'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্' ইতি শ্রুতেঃ। হেমবৎ স্পৃহণীয়ানি বর্ণাধিষ্ঠা-নান্যঙ্গানি যস্য সঃ হেমাঙ্গঃ। বরাণি সৌন্দর্য্যবন্ত্যঙ্গানি অস্যেতি বরাঙ্গঃ। চন্দনে ভক্তচিত্তাহ্লাদকে অঙ্গদে অস্যেতি চন্দনাঙ্গদী। সুবর্ণবর্ণাদি চতুষ্টয়ং কেচিৎ কৃষ্ণ-

চৈতন্যতায়াং যোজয়ন্তি। অথ কৃষ্ণচৈতন্যতাং দ্যোতয়ন্নাহ ষড়্ভিঃ—সন্ন্যাসং পারিব্রাজ্যং করোতীতি সন্ন্যাসকৃৎ। শময়ত্যালোচয়তি রহস্যং হরেরিতি শমঃ। শম আলোচনে চুরাদিমৎ। শাম্যত্যুপরমতি কৃষ্ণান্যবিষয়াদিতি শান্তঃ। নিতিষ্ঠন্ত্যস্যাং হরিকীর্ত্তনপ্রধানা ভক্তিযজ্ঞা ইতি নিষ্ঠা—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' ইতি স্মরণাৎ। শাম্যন্ত্যনয়া ভক্তিবিরোধিনঃ কেবলাদ্বৈতপ্রমুখান্ ইতি শান্তিঃ। মহাভাবান্তাং ভাবভেদানাং পরমময়নমিতি পরায়ণম্॥"

ভাষ্যার্থঃ—"সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ রূপ ইঁহার, এই অর্থে সুবর্ণবর্ণ। শ্রুতিতেও আছে—'যখন দ্রষ্টা জীব সুবর্ণবর্ণ কর্ত্তা ঈশ্বর পুরুষ ব্রহ্মযোনিকে দর্শন করেন' ইত্যাদি। হেমবৎ স্পৃহণীয় বর্ণের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়-স্বরূপ অঙ্গসমূহ যাঁহার, তিনিই 'হেমাঙ্গ'। বর অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট অঙ্গসমূহ যাঁহার, তিনিই 'বরাঙ্গ'। চন্দন—ভক্তচিত্তাহ্লাদক অঙ্গদদ্বয় ইঁহার, এই অর্থে চন্দনাঙ্গদী। সুবর্ণবর্ণাদি চারিটি শব্দ কেহ কেহ কৃষ্ণচৈতন্যতায় যোজনা করেন।

অনন্তর কৃষ্ণচৈতন্যতা দ্যোতক (প্রকাশক) আর ছয়টি শব্দার্থ বলা হইতেছে:—সন্ন্যাস অর্থাৎ পারিব্রাজ্য করেন—চতুর্থাশ্রমী পরিব্রাজক ভিক্ষুর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এই অর্থে—'সন্ন্যাসকৃৎ'। শ্রীহরিরহস্য আলোচনা করেন, এই হেতু 'শম'—শমগুণ-বিশিষ্ট। 'শম' চুরাদিগণে আলোচনার্থে ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে উপরত, এতদর্থে 'শান্ত'। 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' এই শ্লোকস্মরণে হরিকীর্ত্তন-প্রধান ভক্তিযজ্ঞে ইনি দৃঢ়নিষ্ঠ, ইহাই নিষ্ঠার পরিচয়। যিনি কেবলাদ্বৈতবাদি প্রমুখ ভক্তিবিরোধিগণকে নিবৃত্ত করিয়া শান্তি লাভ করেন, তিনিই লব্ধশান্তি। মহাভাবাবধি ভাব-বৈচিত্র্যসমূহের ইনি পরম অয়ন বা আশ্রয়—এই অর্থে 'পরায়ণ'।"

কলিতে নাম-সংকীর্ত্তনেরই প্রাধান্য বেদ্‌বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ঋগ্‌বেদে (১ম মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত ৩য়া ঋক্) দৃষ্ট হয়—

"ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।"

ভগবৎসন্দর্ভে (৪৭ সংখ্যায়) শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ উহার অর্থ করিয়াছেন:—

"হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাৎ অস্য নাম্নঃ আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চার-মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবপ্যস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে॥"

অর্থাৎ "হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভয় ও দ্বেষাদি-স্থলে শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তির ন্যায় তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে। কারণ সাঙ্কেত্য ইত্যাদি স্থলেও নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায়।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ মুণ্ডকোপনিষদ্‌ভাষ্যে শ্রীনারায়ণসংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈ র্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥"

অর্থাৎ দ্বাপরযুগের অধিবাসিগণ-কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণু কেবল পঞ্চরাত্রবিহিত অর্চ্চনমার্গে পূজিত হন; কিন্তু কলিতে ভগবান্ শ্রীহরি কেবল নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেই পূজিত হইয়া থাকেন।

কলিসন্তরণোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥"

অর্থাৎ 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষবিনাশী। কলিকলুষ নাশের ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর উপায় সর্ব্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।

সাত্বত-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১শ বিলাস ২৩৪ সংখ্যা) ধৃত স্কন্দপুরাণ বাক্যেও দেখা যায়—

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

অর্থাৎ এই হরিনাম সর্ব্ববিধমঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক, কিংবা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেইনাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

অগ্নিপুরাণে কথিত আছে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হয় -

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
যে রটন্তি ইদং নাম সর্ব্বপাপং তরন্তি তে॥"

"তৎসংগ্রহকারকঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুঃ"

অগ্নিপুরাণে আছে—'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি মহামন্ত্র যাঁহারা অবহেলা পূর্ব্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—'হরে রাম' ইত্যাদি মহামন্ত্র যাঁহারা উচ্চারণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হন।

এতদুভয়পুরাণ হইতে অষ্টযুগল মহামন্ত্র সংগ্রহকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

এইরূপে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই কলিযুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

"সেই ত' গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥"

—চৈঃ চঃ আদি ২।২২

"সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥
'ভাগবতসন্দর্ভ'-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এ-শ্লোক জীব গোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে॥"

তথা হি তত্ত্বসন্দর্ভে—

'অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥'

[অর্থাৎ 'অঙ্গ-উপাঙ্গাদি বৈভব-লক্ষিত, ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগে সংকীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।']

"উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন॥"

তথাহি উপপুরাণে—

'অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥'

[অর্থাৎ 'হে ব্রহ্মন্, কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় পূর্ব্বক পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব।']

'ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ।
চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতারে প্রকট প্রমাণ॥'

—চৈঃ চঃ আ ৩।৭৭-৮৪

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উপরিউক্ত ৮৪ সংখ্যক পয়ারের তৎকৃত অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"ভাগবতে 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং', 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ', 'ছন্নঃ কলৌ' ইত্যাদি বাক্যে; ভারতে 'সম্ভবামি যুগে যুগে', 'সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তঃ' ইত্যাদি বচনে; 'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ', 'যদা পশ্যঃ পশ্যতি রুক্মবর্ণং' ইত্যাদি বেদবাক্যে, 'মায়াপুরে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ' ('অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ। মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥'—গরুড়পুরাণ-বাক্য) ইত্যাদি আগমানুগত বহুতর তন্ত্রবাক্যে এবং 'অহমেব' ইত্যাদি উপপুরাণ-বাক্যে চৈতন্য-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট-প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৪৮ বৎসরের প্রকট লীলার অলৌকিক লীলাবৈচিত্র্য নিরপেক্ষভাবে ভক্তিপূতচিত্তে আলোচনা করিবার সৌভাগ্যোদয় হইলে—তাঁহার উত্তমাধম পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে প্রেমপ্রদান-লীলা, অলৌকিক প্রেম-বিকার প্রদর্শনাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে প্রত্যেক ধীমান্ ব্যক্তিই অবিসংবাদিত-ভাবে তাঁহার ভগবত্তা স্বীকারে বাধ্য হইবেন। কিন্তু—

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥

অসুরস্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥

—চৈঃ চঃ আ ৩।৮৫,৮৭,৮৯

'অতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিম্বসঙ্গতৈঃ' (ভাঃ ১০।১০।৩৪) —প্রাকৃত শরীরে যে-সকল বীর্য্য অসম্ভব, সেই সকল অনুপম গুণযুক্ত মহিমা দর্শন করিয়াও পেচক যেমন সূর্য্যের কিরণ দেখিতে না পাইয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকারে সম্মত হয় না, তদ্রূপ পেচক-স্বভাব কুতর্ক-কর্কশ-হৃদয় পণ্ডিতাভিমানিব্যক্তিগণও অধোক্ষজ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে তদনুকম্পা সুসমীক্ষমাণ হইবার পরিবর্ত্তে আধ্যক্ষিক জ্ঞানবিজৃম্ভিত কুসমীক্ষায় প্রবৃত্ত হয় এবং ভগবত্তত্ত্বকে অক্ষজজ্ঞানগম্য করিবার দুর্ব্বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তচ্চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ সঞ্চয় করে। শ্রীভগবানের ভক্তরক্ষাব্রতধারী সুদর্শন-কৃপা-বঞ্চিত ব্যক্তিই কুদর্শন-প্রতারিত হইয়া "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতিঃ" প্রভৃতি নানাবিধ নারকীয় বিচারে প্রবৃত্ত হয়।

শ্রীনবদ্বীপ জাহ্নবী বেষ্টিত, ষোলক্রোশ পরিধির অন্তর্গত প্রাকৃত চিন্তাতীত অপ্রাকৃত চিন্ময়ধাম—অভিন্ন শ্রীব্রজধাম। তাহাতে নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ অন্তঃ, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য, কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম ও রুদ্র নামক নয়টি দ্বীপ বর্ত্তমান। তন্মধ্যে আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল—অন্তর্দ্বীপ। ইহারই মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথমিশ্রাবাস—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর আবির্ভাবপীঠ—যোগপীঠ বিদ্যমান। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য ভক্তিপীঠ-স্বরূপ উক্ত সীমন্তাদি অষ্টদ্বীপ অষ্টদলপদ্মরূপে বিরাজিত। মধ্যস্থলই কর্ণিকার-স্বরূপ আত্মনিবেদনাখ্যভক্ত্যঙ্গ-যজনস্থল। সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন না হইলে শ্রবণাদিভক্তি সুষ্ঠুরূপে যাজিত হয় না। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যব্দ যে শ্রীধাম পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরা বা ধামবাস ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পাঁচটি মুখ্য অঙ্গই সুষ্ঠুভাবে যাজিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। সর্ব্ব-নবদ্বীপে প্রেমের ঠাকুর শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিয়া প্রেমভক্তি বন্যা দ্বারা ত্রিভুবন প্লাবিত করিয়াছেন। "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন্ ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। অন্ধীভূত চক্ষু যা'র বিষয়ধূলিতে। কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥" সরলবিশ্বাসের সহিত গৌরজন সঙ্গে, গৌর-কথা রঙ্গে, শ্রীগৌর-ধামে বাস করিবার সৌভাগ্য হইলে এখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সপার্ষদে সংকীর্ত্তন-লীলা দর্শন হয়। বৃন্দাবন ছাড়িয়া বৃন্দাবন-চন্দ্র যেমন কোথায়ও যান না, নবদ্বীপ ছাড়িয়াও নদীয়ার চাঁদ তেমন কোথায়ও যান না। ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিষ্কপটে ডাকিতে পারিলে এখনও তিনি দর্শন দেন। ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে—নিরস্তকুহক সত্য।

নবদ্বীপ

[শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের আদিখণ্ড ১ম অধ্যায় ৭ম পয়ারস্থ 'নবদ্বীপ' শব্দের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত বিবৃতি।]

ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে নবদ্বীপ নগর। বহু পূর্ব্ব হইতেই তথায় সেনরাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। সেই স্থান সম্প্রতি নবদ্বীপ নামে পরিচিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পল্লী-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যেস্থলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতের ভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহা সম্প্রতি **'শ্রীমায়াপুর'**-নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্ন গর্ভের পরিবর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় নবদ্বীপ-নগরের অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল সুতরাং উহার অধিবাসি-

গণের অনেকেই নিকটবর্ত্তিস্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রভুর প্রকটকালীন কুলিয়া-গ্রামে বা 'পাহাড়পুরে'ই আধুনিক নবদ্বীপ-সহর বসিয়াছে এবং সেই স্থলেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীতে নবদ্বীপ-নগর 'কুলিয়াদহ' বা 'কালীয়দহে'র বর্ত্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ-শতাব্দীতে নদীয়া-নগর বর্ত্তমান 'নিদয়া' 'শঙ্করপুর', 'রুদ্রপাড়া' প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। তৎপূর্ব্ব ষোড়শ-শতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপ-নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, রুদ্রপাড়া, তারণবাস, করিয়াটী, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্ত্তমান বামনপুকুর পল্লীর নাম 'বেলপুকুর' ছিল, পরে 'মেঘার চড়া'য় প্রাচীন বিল্ব-পুষ্করিণীগ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান 'বামন-পুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রপুর, কাকড়ের মাঠ, শ্রীরামপুর, বাবলা-আড়ি প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত। উহার কিয়দংশ কোলদ্বীপ ও কতকটা মোদদ্রুম-দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চিনাডাঙ্গা, পাহাড়পুর প্রভৃতি নাম সম্প্রতি বিলুপ্ত হইলেও 'তেঘরির কোল', 'কোল-আমাদ', 'কুলিয়ার গঞ্জ' প্রভৃতি বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের স্থানসমূহ আজও সেই প্রাচীন কোল-দ্বীপের সংস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। গঙ্গার পশ্চিমপারে বিদ্যানগর, জান্নগর, মামগাছি, কোবলা প্রভৃতিস্থান নবদ্বীপের উপকণ্ঠ বা সহরতলীরূপে অবস্থিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তিকালে প্রাচীন নবদ্বীপ-সম্বন্ধে বহুবিধ যুক্তিহীন কুতর্কমূলক ধারণা এক্ষণে নানা কারণে ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিবার অবসর পাইলেও ঐগুলি প্রকৃত স্থান-নির্ণয়-বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বা করিবে না। চাঁদকাজীর সমাধির কিছু দূরে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠেই শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহ বা শচীর প্রাঙ্গণ ('প্রভুর জন্মভিটা') অবিসম্বাদিতভাবে দিব্যসূরি শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী প্রভৃতি সিদ্ধভক্তগণের নির্দ্দেশমতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত নিরপেক্ষ যুক্তিপুষ্ট ঐতিহাসিক ও অলৌকিক প্রমাণাবলী অবিতর্কিত-ভাবে **শ্রীমায়াপুরের সন্নিহিত-স্থানগুলিকেই 'প্রাচীন-নবদ্বীপ'** বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করে।

ভক্তিরত্নাকরে, ১২শ তরঙ্গে—"ইথে যে বিশেষ বিষ্ণু-পুরাণে প্রচার। সর্ব্বধামময় এ মহিমা নদীয়ার॥" যথা বিষ্ণু-পু-২য় অংশ, ৩য় অঃ, ৬-৭ শ্লোক—"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিশাময়। ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাংস্তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥ নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ॥ অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ। যোজনানাং সহস্রং তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥"

ইহার শ্রীধরস্বামিটীকা—'সাগর সংবৃত ইতি সমুদ্র-প্রান্তবর্ত্তী; নবমস্যাস্য পৃথঙ্নামাকথনাৎ নাম্নাপি-নবদ্বীপোঽয়মিতি গম্যতে।"

[অর্থাৎ ভারতবর্ষ নবভাগে বিভক্ত। এই নয় ভাগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ। নবভাগের মধ্যে এই সাগরদ্বীপ প্রায় সাগরদ্বারা বেষ্টিত। এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ।]

তথা (গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ১৮শ সংখ্যা—)

'রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি-যমাহুর্ব্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
সিতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্য-মহিমা॥

"নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিদীপ্ত যা'তে॥ শ্রবণ কীর্ত্তন আদি নববিধা ভক্তি। দেখহ শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তি॥" তথা হি (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

"অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির আরম্ভেতে।
নহিল সে নামের ব্যত্যয় কোন মতে॥
যৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয়॥
ব্রজে বজ্রনাভ তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে।
বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণলীলানুসারেতে॥

কথো কাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথো গ্রাম-নাম লোকে অস্ত (অর্থ ?)-ব্যস্ত-কৈল ॥
তৈছে নবদ্বীপে অন্তর্ভূত যত গ্রাম।
প্রভু-ভক্তলীলামতে ব্যক্ত হইল নাম ॥
কথো অস্ত-ব্যস্ত, কথো লুপ্ত সেই মতে।
কিন্তু নবদ্বীপ-নাম জানাই ক্রমেতে ॥
'দ্বীপ' নাম শ্রবণে সকল দুঃখ-ক্ষয়।
গঙ্গা-পূর্ব্ব-পশ্চিম-তীরেতে দ্বীপ নয় ॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥
কোলদ্বীপ, ঋতু-জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ,—এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥
এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়।
প্রভু-প্রিয় শিব-শক্ত্যাদি শোভে সদায় ॥"

(ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদকৃত 'নবদ্বীপশতকে' ১২ সংখ্যা—)

"নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরটরুচিরং ভাববলিতং
মৃদঙ্গাদ্যৈর্যন্ত্রৈঃ স্বজনসহিতং কীর্ত্তনপরম্।
সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ কলিমলহরং ভক্তসুখদং
ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণমননাদ্যর্চ্চনবিধৌ ॥"

"শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্ বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপং চান্যে বিরলরসিকো যং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরমসুখদং তং চিদুদিতম্ ॥"

[অর্থাৎ যিনি রাধাভাববিভাবিত, পুরটসুন্দরদ্যুতি-সুবলিত, নবদ্বীপে মৃদঙ্গাদি যন্ত্রসহযোগে স্বগণসহ কীর্ত্তন-পরায়ণ, যিনি সকল জীবের নিত্যোপাস্য, সেই কলিমল-বিনাশী, ভক্তসুখপ্রদাতা, শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে শ্রবণ মননাদি অর্চ্চন-বিধিক্রমে (নবধা ভক্তিদ্বারা) আমরা ভজন করি।

'ছান্দোগ্য' নামক উপনিষদে যাহা 'পরব্রহ্মপুর' নামে উক্ত স্মৃতি যাঁহাকে 'বিষ্ণুসদন—বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল-রসিকভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন' নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তি প্রকটিত পরমসুখদ শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করি।]

কলিকাত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ১৩ পৌষ (১৩৭৮), ২৯ ডিসেম্বর (১৯৭১) বুধবার হইতে ১৭ পৌষ, ২ জানুয়ারী (১৯৭২) রবিবার পর্য্যন্ত দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের পঞ্চদিবস ব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৯ ডিসেম্বর হইতে ১ জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় এবং ২ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে পাঁচটি ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃ-মহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিয়াছেন। ভাষণের আদি ও অন্তে কীর্ত্তনাদিও হইয়াছে।

উৎসবের তৃতীয় দিবস (১৫ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার) শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা-নয়ননাথ-জিউর শুভপ্রকটবাসর "শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক-যাত্রা" তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক ও পূজা এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিকের পর সমবেত সজ্জন ও মহিলা ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অভিষেকাদি সম্পাদন করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

উৎসবের প্রথম দিবসের সভায় নির্ব্বাচিত সভাপতি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত মহাশয়ের অসুস্থতাবশতঃ অনুপস্থিতিতে প্রধান অতিথি উক্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারম্যান ডাঃ শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র বসু কিছুক্ষণ সভার কার্য্য পরিচালন করতঃ তাঁহাকে বিশেষ কার্য্যবশতঃ চলিয়া যাইতে হওয়ায় পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে তদীয় সতীর্থ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের উপর সভার অবশিষ্ট কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—"সংসার-দুঃখের প্রতিকার"।

দ্বিতীয় দিবসের সভায় নির্ব্বাচিত সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় মহোদয় বিশেষ কার্য্যবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় প্রধান অতিথি শ্রীরবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, ডি-ফিল্ মহোদয়ই সভাপতিত্ব করেন। অদ্যকার বক্তব্য বিষয় ছিল—"প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ"।

তৃতীয় দিবসের সভায় সভাপতিত্ব করেন—কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসলিল রায় চৌধুরী, প্রধান অতিথি—অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী। বক্তব্য বিষয়—"অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণই চরমকারণ"।

চতুর্থ দিবসীয় সভায় সভাপতিপদে বৃত হন—স্বনামধন্য ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং প্রধান অতিথি—কলিকাতা কর্পোরেশনের ফাইনান্স অফিসার ও চিফ্-য়্যাকাউন্ট্যান্ট্ শ্রীঅমিতাভ ঘোষ। বক্তব্য বিষয়—"সদ্ধর্ম্ম ও তাহার প্রয়োজনীয়তা"।

উৎসবের শেষ দিবস—পঞ্চমদিবসীয় সভার সান্ধ্য-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন—কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিলকুমার হাজরা এবং প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন—শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, য়্যাড্ভোকেট্। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়'। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি শ্রীহাজরা মহোদয় সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হইতে বিচারপতিপদে উন্নীত হওয়ায় সভারম্ভে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্যদেব ও তদাশ্রিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠবাসিগণের পক্ষ হইতে যথাক্রমে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় মুদ্রিত দুইটি অভিনন্দন-পত্র প্রদানকালে শ্রীল আচার্যদেব স্বয়ং এবং মঠবাসিগণের পক্ষ হইতে মঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার অসংখ্য সদ্গুণাবলীর কিয়দংশের দিগ্দর্শন-মুখে প্রশস্তি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণের পর ডাঃ ঘোষ মহাশয়ও একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই দিবস অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত ও আকর্ষিত হইয়া বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা-সহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ পূর্ব্বক সন্ধ্যায় বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমাদের মঠের একটি এবং মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর ও মেচেদার দুইটি কীর্ত্তন-সম্প্রদায়, হিন্দুস্থানী তিনটি কীর্ত্তনদল এবং ব্যাণ্ডপার্টি দুই দল রথাগ্রে নর্ত্তনকীর্ত্তন ও বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড বাদন করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। সহস্রাধিক নরনারী—আবালবৃদ্ধবনিতা নানা বর্ণের পতাকা হস্তে শোভাযাত্রার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতালাদি বাদ্যধ্বনিসহ অগণিত কণ্ঠোচ্চারিত উচ্চ কীর্ত্তনধ্বনি এবং মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত কণ্ঠে বিপুল জয়ধ্বনি দক্ষিণ কলিকাতার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল ভ্রমণ করা হইয়াছিল। ভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনানন্দে উল্লসিত হইয়া বালকবৃদ্ধ কেহই সুদীর্ঘপথ-ভ্রমণজনিত শ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়েন নাই।

পঞ্চদিবসীয় সভায় বিভিন্ন দিনে উপরিউক্ত বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দান করিয়াছিলেন—পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব স্বয়ং, কাঁথি ও কাশী শ্রীভাগবতমঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, বর্দ্ধমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, উদালা (ময়ূরভঞ্জ—উড়িষ্যা) শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, রিষ্ড়া শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী ও 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্-সি বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ভক্তি-শাস্ত্রী, মুগবেড়িয়া ভোলানাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দেবশর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার কাব্য-তর্ক-তর্ক-ভক্তি বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ-বি-টি কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, ভক্তবর শ্রীঈশ্বরী-প্রসাদ গোয়েঙ্কা।

উৎসবের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য বিষয়ে মঠসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণময়ী সেবাচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্যা ও আদর্শস্থানীয়া।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা** — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ·৬২

(২) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)** — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১·৫০

(৩) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** — ঐ — „ ১·০০

(৪) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— „ ·৫০

(৫) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— „ ·৬২

(৬) **শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত**—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — „ ১·০০

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS : by THAKUR BHAKTIVINODE —Rs. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ :—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — „ ৫·০০

(৯) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — „ ১·০০

(১০) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**— ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — „ ১·৫০

(১১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮৬ ; বঙ্গাব্দ ১৩৭৮-৭৯

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-নির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, ১৬ ফাল্গুন (১৩৭৮), ২৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৭২) তারিখে প্রকাশিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—·৫০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত—·২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১১শ বর্ষ

২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৭৮

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪১৭৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৭৮। ৩০ বিষ্ণু, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, বুধবার; ২৯ মার্চ্চ, ১৯৭২। | ২য় সংখ্যা

অধিরোহবাদে গুরুগ্রহণ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া জীব কৃষ্ণবিমুখ হন। অবতার-বাদ-আশ্রয়েই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। কৃষ্ণোন্মুখ জীবগণই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানেন। মন্দভাগ্য বদ্ধজীব অধিরোহ-বাদীকে গুরু বলিয়া স্থাপন করেন। তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, কণ্টকাকীর্ণ পথেই চলিতে হয়। অধিরোহ-বাদী গুরুর শিষ্য অধিরোহপ্রথা অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুভক্তি হইতে অচিরেই বিচ্যুত হন। অধিরোহবাদের রুচিক্রমে প্রথম-মুখেই শ্রীগুরুদেব ভ্রান্ত; 'আমাকেই গুরুদেবকে দুরস্ত করিতে হইবে' এই বিচার প্রবল হয়। অধিরোহ-বাদের গুরু তখন বিষম সঙ্কটে পড়েন। ভগবদ্ভক্তিতে অধিরোহ-বাদের কোন আশঙ্কাই নাই। সেখানে বিষ্ণু বা অবতার-বাদ প্রবল।

অধিরোহবাদে গুরু করিবার প্রথা থাকিলেও তাহা অবিদ্যা-জনিত অর্থাৎ তাহা সত্য নহে—পরিবর্ত্তনযোগ্য। অধিরোহবাদ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনময়। অধিরোহ-প্রথায় যিনি গুরু হন, তিনি পূর্ব্বগুরুদিগের কথিত সত্যবস্তুকে বিকৃত করেন, কেন না, পরিবর্ত্তনই তাহার স্বভাব। অধিরোহবাদে গুরু অনিত্য, শিষ্যও অনিত্য এবং তাঁহাদের উপদেশও অনিত্য। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐ সম্বন্ধ অনিত্য অর্থাৎ কালপ্রভাবে সেই সম্বন্ধ নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবে, ইহা তাঁহারাও জানেন। নিত্য সত্য ঐরূপ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে অবিদ্যামুক্ত নিরস্তকুহক সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহা ব্রহ্মা দেবর্ষিকে অবিমিশ্রভাবে নিত্যকাল প্রদান করিতেছেন, যাহা নারদ শ্রীব্যাসকে দিয়াছেন, শ্রীব্যাস যাহা নিত্যকাল শ্রীমধ্বমুনিকে দিতেছেন, শ্রীমধ্বমুনি যাহা শ্রীঈশ্বরপুরী এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রমুখ ঈশ্বরবস্তুতে প্রদান-লীলার অভিনয় করিতেছেন—শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রকৃত গুরুদেব যে নিত্য সত্যে সর্ব্বদা অবস্থিত, তাঁহার মধ্যে কোন বিবর্ত্ত বা ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা নাই—ইহাই অবতার-বিচার, ইহা অধিরোহের প্রতিকূল। অবতার-বাদী বৈষ্ণবগণ নিত্য সত্যের আশ্রিত। অধিরোহ-বাদী প্রাকৃত বীরগণ নিজ নিজ পূর্ব্বগুরুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন মাত্র। তাঁহারা নিত্যসত্য-গ্রহণে পরাঙ্মুখ।

প্রচার-উদ্দেশে অবতারবাদের প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা কিছু প্রচারিত হয়, তাহা কলিজনোচিত। আমরা তাদৃশ প্রচারের পক্ষপাতী নহি। অসংখ্য অধিরোহবাদী জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আবাহন করিবেন। তাহাকে আমরা শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান বলিব না। তাহা বিষয়-কথা বা গ্রাম্য-কথা নামে দৃঢ়রূপে জানিব। শাস্ত্র ও গুরুর বাক্যই আমাদের অবলম্বন হউক্। আমরা শাস্ত্র ও গুরুর নিকটই মাধুকরী করিব। ভোগপর কর্ম্মীর নিকট মাধুকরী করিব না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

রমণী-নৃত্য দর্শনে যে পুরুষদিগের আনন্দের উদয় হয়, মাদকসেবনের দ্বারা যাহারা ইন্দ্রত্ব ভোগ কল্পনা করে, জীব-মাংস-ভক্ষণের দ্বারা যাহারা জিহ্বার তৃপ্তি বোধ করে এবং দ্বেষ-হিংসার পরিচালনাদ্বারা যাহারা সুখবোধ করে, তাহারাই যথার্থ কৃপার পাত্র। হে ভাগবতবন্ধুগণ! আপনারা তাহাদের পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু। আপনারা যদি তাহাদিগকে কলহ-ভয়ে স্বেচ্ছাচারে পরিত্যাগ করিবেন, তবে আর তাহাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? তাহারা মত্ত হইয়া বিষয়পঙ্কে লুণ্ঠিত হইতেছে। আপনারা তাহাদিগকে 'অভয়' প্রদান করুন। যেহেতু—

সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞশ্চ তপো দানানি চানঘ।
জীবাভয়-প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি॥

দুর্ভাগা পুরুষদিগের মঙ্গল-সাধনার্থে সাধুগণ সংসার-ধর্ম্ম স্বীকার করেন। সুতরাং সাধুগণেরও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি অনেক অনুগত জীব থাকে। তাহাদের নিত্য কল্যাণসাধন ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই সাধুসংসারের যথার্থ তাৎপর্য্য। ইন্দ্রিয়-প্রীতি অথবা কাম-ভোগ অথবা ধর্ম্মার্জ্জন এই সমুদায় বৈষ্ণব-জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যথা ভাগবত প্রথম স্কন্ধে (২য়, ৮-১২)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়-প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

সংসারে অবস্থিতি করত লোভকে পরাজয় করিয়া পরোপকারব্রতের দ্বারা হরিতোষণই জীবের জীবনের উদ্দেশ্য। যদি বলেন, এই প্রকার কার্য্যে ব্যস্ত হইলে ক্রমে ক্রমে মায়াজালে আবৃত হইতে হয়, তবে শ্রবণ করুন। যথা, ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্॥

কর্ম্মজড়, জ্ঞানজড় ও তর্কজড় ব্যক্তিরা এই স্থলে অনেক বিবাদ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, সংসারী লোকেরা প্রবৃত্তিমার্গে যে সংসার স্বীকার করে, তাহাতে এবং বৈষ্ণব-সংসারে ভেদ কি হইল? অর্থাৎ যখন উভয় সংসারেই উপযুক্ত উদ্যমের দ্বারা ধর্ম্ম, বিদ্যা ও অপরাপর কর্ম্মসকল সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত হইল, তবে প্রবৃত্তিমার্গীরা কি জন্য নিন্দনীয় হয়? বুদ্ধিমান্ লোকেরা এই সংশয়ের অর্থ অনায়াসে করিতে পারেন। প্রবৃত্তিমার্গীদিগের সংসার আত্ম-সুখের নিমিত্ত কল্পিত হয়, অতএব তাহার ফল বন্ধন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কিন্তু সাধুদিগের সংসার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি-সাধনের জন্য ব্যবস্থাপিত হওয়াতে তদ্দ্বারা বন্ধনের সম্ভাবনা নাই। যথা তৃতীয় স্কন্ধে—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতো ধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অর্থাৎ যে সকল পুরুষেরা অসৎসঙ্গে কালযাপন করেন, তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ সংসার হইয়া থাকে। যাঁহারা সাধু-সঙ্গে বাস করেন, তাঁহাদের নিঃসঙ্গত্ব প্রাপ্তি হয়। এস্থলেও অনেক বিরোধের সম্ভাবনা। তবে কি অসৎলোকের নিকট গমন করা ও তাহার সহিত সমস্ত ব্যবহার নিষিদ্ধ? এরূপ হইলে অসৎলোকের কিরূপে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা? এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, যেরূপ চিকিৎসক বিসূচিকা রোগগ্রস্ত পুরুষের চিকিৎসা করিবার সময় সংক্রামক পীড়ার দোষ নিবারণের জন্য কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পীড়িত লোকের নিকটস্থ হন ও তাহার সেবা করেন, সাধু বৈষ্ণবগণও

হরিনাম-রূপ মহৌষধি দ্বারা সাবধানপূর্ব্বক অসাধু লোকদিগের অমঙ্গল দূর করেন। এস্থলে 'সঙ্গ' শব্দের যথার্থ অর্থ নির্ণয় করিলেই সমুদায় সংশয়-নিবৃত্তি হয়। সঙ্গী ব্যক্তির স্বীয় ভাবকে আলিঙ্গন করাকে 'সঙ্গ' কহা যায়, যথা কোন ব্যক্তি লম্পটতাকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া কোন লম্পটের নিকটে গমন করিলে তাহার লম্পট-সঙ্গ দোষ হইয়া উঠে। কিন্তু যে ব্যক্তি লম্পটতার অনর্থত্বে বিশ্বাস করিয়া তদ্বিষয় হইতে কোন লম্পট পুরুষকে উদ্ধার করিবার জন্য তৎসমীপে গমন করে, তাহাকে লম্পট-সঙ্গ কহা যায় না। পক্ষান্তরে, লম্পট পুরুষের এক প্রকার সাধুসঙ্গ হইয়া উঠে। অতএব, নিকটস্থ হওয়াকেই সঙ্গ বলা যাইতে পারে না। 'সঙ্গ' শব্দের এই প্রকার অর্থ স্বীকার করত সাধুগণ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন, অথচ তাঁহাদিগকে সঙ্গ-দোষ ভোগ করিতে হয় না। সাধুদিগের সংসার তদ্রূপ সঙ্গ, অতএব তাহার ফল বিরাগ ব্যতীত আর কি হইবে? অসাধুদিগের সংসার নিতান্ত হেয় এবং তাহাদের জীবনও মৃত্যুতুল্য। যথা, ভাগবতে—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থ-পাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অর্থাৎ যাহাদিগের কর্ম্ম ধর্ম্মের নিমিত্ত না কৃত হয় এবং যাহাদের ধর্ম্ম বিরাগের উদ্দেশ্যে কৃত না হয় এবং যাহাদের বিরাগে কৃষ্ণ-সেবা না থাকে, তাহারা জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ। অতএব সাধুদিগের সংসারই কৃষ্ণ-সেবা। সাধু-সংসার ও পাষণ্ড-সংসারে অনেক ভেদ আছে। পরম মহান্ ও পরমাণুতে যে প্রকার ভেদ আছে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে যে প্রকার তারতম্য ও অন্ধকার ও আলোকে যে প্রকার বিরোধভাব, পাষণ্ড-সংসার ও বৈষ্ণব-সংসারে তদ্রূপ বৈপরীত্য জানিবেন। এই পবিত্র বৈষ্ণব-সংসারের মধ্যে অনেক ভণ্ড লোকও প্রবেশ করে, তদ্দ্বারা বৈষ্ণব-সংসারের অপযশ হইতে পারে না। অনেক কৃত্রিম পদার্থ ঘৃতের নামে বিক্রয় হয় বলিয়া ঘৃতকে অপদস্থ করা পীড়িতান্তঃকরণের চিহ্ন। যে ব্যক্তি স্বয়ং সাধু, তিনি ভণ্ড সকলকে বিশ্বাস না করিয়া যথার্থ সাধুর উপযুক্ত সমাদর করিবেন। অনেক ভণ্ড সাধুদিগের বেশ ধারণ করত ভ্রমণ করে, তজ্জন্য সাধুগণ তিরস্কৃত হইতে পারেন না। কালনেমী প্রভৃতি দুষ্টলোকে বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিয়া অনেক কুকার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া বৈষ্ণবদিগের দোষ হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই এই অভদ্রকালে ভণ্ড বলিয়া সাধুদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকেন। মিথিলা প্রদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই বৃহদ্দোষে সর্ব্বদাই কলুষিত থাকেন। কোন সময়ে মিথিলাস্থ কোন একজন অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত আমাদের নিকট বসিয়াছিলেন, এমত সময়ে একটী স্নিগ্ধ, সুধীর, তিলক-মালাযুক্ত বৈষ্ণব তথায় সমাগত হইলেন। ঐ বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র আমাদের ওঝা পণ্ডিত মহাশয় যাগাগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"হাম্ জান্‌তা হেয়, যেত্‌না রাম ফটাকা ও বলদ-দাগানেওয়ালা হ্যায় ওসব নেহাত্ ভণ্ড হ্যায়।" এই প্রকার অভদ্র ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া আমি ওঝা পণ্ডিত মহাশয়কে নত-ভাবে কহিলাম, "হে পণ্ডিত মহাশয়! আপনি বৈষ্ণব দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? যে ব্যক্তি সমাগত হইল তাঁহাকে আপনি জানেন কি না?" পণ্ডিত মহাশয় উত্তর করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। হে সভ্য মহাশয়গণ! এক্ষণে বিচার করুন্ যে, ওঝা পণ্ডিত মহাশয়ের বিচারে ভ্রম ছিল কিনা! ঐ ব্যক্তির সহিত আমার বিশেষ আলাপ হওয়ার পরে জানিলাম যে, তিনি একজন উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন কিন্তু ওঝা পণ্ডিত মহাশয়ের অন্যায় ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কৃপা হয়। মহদতিক্রম যে একটী ভয়ানক বিষয়, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। বৈষ্ণব চিহ্ন দেখিবামাত্র যে ভণ্ড বোধ হয়, ইহা অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয়, যেহেতু ওঝা মহাশয়ের মত যত লোক আছেন, তাঁহাদের সাধুসঙ্গের ভরসা নাই; অতএব তাহারা আপনাদিগের বিশেষ কৃপাপাত্র। ভণ্ডতা আশঙ্কা করিয়া আমরা কদাচ আগন্তুক ব্যক্তিকে নিন্দা করিব না। বৈষ্ণববেশ ধারণ করিলেই যে ভণ্ড হইবে, এমত নহে। বেশধারী-দিগের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট মহাপুরুষ আছেন, অতএব যে-কাল-পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে যথার্থ ভণ্ড বলিয়া না

জানা যায় তত দিবস তাহাকে অনাদর করা যায় না। যখন কোন ব্যক্তিকে ভণ্ড বলিয়া জানা যাইবে, তখন তাহার প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে সরল করিবার যত্ন করা যাইবে। ক্রোধ বা দ্বেষ কিরূপে করা যাইতে পারে? সকল জীবের প্রতি প্রেম করা আমাদের নিত্য-ধর্ম্ম, যেহেতু সকল জীবেই কৃষ্ণ-সম্বন্ধ আছে। জীবের প্রতি যে প্রেম তাহা দুই প্রকারে পরিণত হয়। সাধুদিগের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ এবং অসাধুদিগের প্রতি কৃপা। অতএব আমাদের এই অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সংসার হইতে দ্বেষ ও হিংসা দূরীভূত হউক। প্রেম আমাদের সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দীপক হউক। স্বার্থপরতা একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাউক। জীবের স্বাভাবিক আকার যে চিদানন্দ তাহার প্রকাশ হউক। জীবের স্বপদ যে জড়-বৈরাগ্য তাহাই আমাদের সংসার হউক। জীবের স্বভাব যে কৃষ্ণভক্তি তাহাই আমাদের একমাত্র কর্ম্ম হউক। হে সাধুগণ! পরমেশ্বরের আদেশ শ্রবণ করুন। তথা তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২১।৩১) কর্দ্দম প্রতি :—

কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান্।
মষ্যাত্মানং সহজগৎ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্॥

সমস্ত জীবের প্রতি দয়া করিয়া এবং তাহাদিগকে অভয় প্রদান করত আমাতে তোমাকে এবং জগৎকে এবং তোমাতে আমাকে নিরন্তর দর্শনকরত নিত্য-ধর্ম্ম পালন কর।

এই অপূর্ব্ব আদেশের দ্বারা ভগবান্ আমাদিগকে নিত্য বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবও কহিয়াছেন—

আরো স্বল্পে বলি তবে বৈরাগ্য-লক্ষণ।
মনোযোগী হ'য়ে রায় করহ শ্রবণ॥
সকর্ম্ম প্রেমের সহ স্রষ্টার সাধন।
স্বার্থহীন ভ্রাতৃভাব জগতে স্থাপন॥
যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস সে অমূল্য রতন।
যত্ন করি ধরে হৃদে ভক্ত-মহাজন॥
সেই ত' বিশ্বাস সদা আমারে শিখায়।
আমি ঈশ্বরেতে আর ঈশ্বর আমায়॥

সমস্ত জীবের প্রতি ভ্রাতৃভাব ও পরমেশ্বরে আত্ম-নিবেদন পর্য্যন্ত যে নিত্যধর্ম্ম তাহা আমরা পালন করি। ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক উৎকৃষ্ট হইতে পারে। জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে নিজ আচরণের দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সাহস প্রদান করিয়া কহিতেছেন,—"হে মানবগণ, ভয় নাই, নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকে, আমি তোমাদের সহিত নিরন্তর অনু-বর্ত্তমান হইয়া তোমাদের বল বৃদ্ধি করিতেছি। হরিনাম-রূপ যে মোহমুদ্গর তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছি তাহার যথেষ্ট ব্যবহারের দ্বারা পাপিষ্ঠ কলিকে দমন কর। দুর্ব্বল, পাষণ্ডীভূত জীবসকলের প্রতি কৃপা করত তাহাদের কল্যাণার্থে স্থানে স্থানে ধাবমান হও। তাহাদিগকে কোন প্রকারে অবহেলা করিও না। আমি যে-প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ পাষণ্ডিগের বাক্যবাণ ও কুব্যবহার সহ্য করত তাহাদের কল্যাণ-সাধন করিতে থাক। তোমরা দুর্ব্বল বলিয়া ভয় করিও না, যেহেতু তোমরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হরিনামরূপ মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ।

কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাং।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ॥

তোমরা পরিশ্রম কর, আমি তোমাদের সম্যক্ সাহায্য করিব।"

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত শ্রীগৌরধাম-মহিমা

সকল সাধনহীন হইয়াও নর।
করে যদি নবদ্বীপ-বনমাঝে ঘর॥
ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে।
রাধাকান্ত-রাসোৎসবে রতি দিতে পারে॥
বৃন্দাবনে বসি' যেবা জপে 'হরি হরি'।
অপরাধ গেলে পায় কিশোর-কিশোরী॥
নবদ্বীপে গৌর ক্ষমি' অপরাধচয়।
পরম-রসদ ব্রজরস বিতরয়॥
অপারকরুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পড়িয়া কাঁদিয়া আমি বলি সর্ব্বক্ষণে॥
তব অনর্গল প্রেমসিন্ধু গৌরবনে।
কোন জন্মে রতি যেন দিও অকিঞ্চনে॥

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্র গৌরহরির শুভাবির্ভাব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

জগজ্জীবকে অত্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ দর্শনে পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি শ্রীশান্তিপুরনাথ—মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যপ্রভু বহির্ম্মুখ জীবগণের নিস্তারোপায় নির্দ্ধারণার্থ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের আদি দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার অতিমর্ত্ত্য লেখনীদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তি-কালের কৃষ্ণভক্তিগন্ধ-শূন্য জড়ব্যবহাররসোন্মত্ত সংসারের একটি অবিকল চিত্র অঙ্কন করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীআচার্য্য তাঁহার অপ্রাকৃত চিন্তা দ্বারা স্থির করিলেন—স্বয়ং কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া যদি স্বয়ংই তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সার ভক্তিরসের বিস্তার সাধন করেন, তাহা হইলেই লোকোদ্ধারের নিশ্চয়তা সম্ভব হইতে পারে। এই ভাবিয়া মহাকরুণ জীবদুঃখ-কাতর ভক্তি-শংসনকারী আচার্য্য স্বয়ং কৃষ্ণের অবতারণার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রগাঢ়-ভক্তিসহকারে কৃষ্ণারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তুলসী-গঙ্গাজল-দ্বারা অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত কৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিলেন আর চোখের জলে বুক ভাসাইয়া অত্যন্ত কাতরভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতে থাকিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি একবার এস, একবার ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মবিমুখ জীবকুলকে রক্ষা কর, তোমার অশোক-অভয়-অমৃতাধার কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণে আশ্রয় দান কর।

আজ স্বয়ং কৃষ্ণই অদ্বৈত আচার্য্যরূপে নিজের আরাধনা নিজে করিয়া কৃষ্ণ আরাধনা কিভাবে করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিলেন। আর শিখাইলেন—ভক্ত-প্রেমবশ্য ভক্তবৎসল ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ তাঁহার ষড়ঙ্গশরণাগতি-বিশিষ্ট ভক্তের প্রার্থনাই শুনিয়া থাকেন—অশরণাগতের কোন প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে পৌঁছায় না—

"ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥"

ভগবৎকৃপা ভক্তকৃপানুগামিনী বলিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ভক্তেরই শ্রীচরণে একান্তভাবে শরণাগত হইতে হইবে। কিন্তু হায়, ভাগ্যহীন জীবের বিচারই হইয়া পড়িয়াছে বিপরীত ভাবাপন্ন। কেহ পুণ্যে, কেহ পাপে জড়বিষয়ভোগে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে, ভবরোগ-বিনাশিনী ভগবদ্ভক্তির গন্ধমাত্রও তাহাতে দেখা যাইতেছে না। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত-অবতার আচার্য্য স্থির করিলেন—স্বয়ং কৃষ্ণ যদি স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়া 'আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার', তবেই জীবের উদ্ধার সম্ভব হইতে পারে। নাম ব্যতীত যখন কলিকালে আর অন্য ধর্ম্ম নাই, তখন তাঁহাকে আনাইয়া যদি তাঁহার দ্বারাই তাঁহার নাম-প্রেম প্রচার করাইতে পারি, তাহা হইলেই প্রকৃত জীবোদ্ধারণকার্য্য সার্থক হইতে পারে। কিন্তু কোন্ আরাধনায় কৃষ্ণ বশীভূত হইবেন, ইহা বিচার করিতে গিয়া একটি শ্লোক আচার্য্যের স্মৃতিপটে জাগরূক হইল অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য-রূপে স্বয়ং শ্রীভগবান্ই আমাদিগকে তাঁহার প্রাপ্তির উপায় শিক্ষা দিতেছেন—

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১১।১১০ ধৃত গৌতমীয়-তন্ত্র-বচন

অর্থাৎ "তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্রজল তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।"

"সাগ্রজং তুলসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেব চ।
মঞ্জরী সা তু বিখ্যাতা প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে॥
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তথা চ মঞ্জরী হরেঃ।
তস্মাদদ্যাৎ প্রযত্নেন চন্দনেন তু মিশ্রিতাম্॥"

[অর্থাৎ দুই পার্শ্বে তুলসীর কোমলদল মধ্যে কোমল মঞ্জরী কৃষ্ণপূজায় বিশেষ প্রশস্তা। শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা, এই কোমল মঞ্জরীও তদ্রূপ শ্রীহরির

অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং ইহা চন্দন মিশ্রিত করিয়া পরমাদরে শ্রীহরিপাদপদ্মে সমর্পণ করিতে হইবে।]

"কৃষ্ণকে যিনি (ভক্তিভরে) জল তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ তিনি শোধন করিতে না পারিয়া আপনার স্বরূপকে তদ্‌বিনিময়ে দিয়া ঋণ শোধন করেন। অতএব অদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণের সাক্ষাৎ-স্বরূপকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরীর সহিত কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিতে থাকিলেন॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।১০৭ অঃ প্রঃ ভাঃ।

শ্রীভগবান্ তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই গুরুবর্গরূপ তাঁহার নিজলীলাপরিকরগণকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাইয়া থাকেন। অসংখ্য ভক্তকে অবতীর্ণ করাইয়া শেষে নিজে অবতীর্ণ হন। এজন্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীশচী, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-রত্ন, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীহট্ট নিবাসী সপ্ত পুত্রবান্ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র, শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভৃতি গুরুবর্গ অগ্রেই প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীআচার্য্য প্রকটিত হইয়াই ভগবদবতারের সূত্রপাত করিলেন। গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরীর সহিত কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পন ও হুঙ্কার করিয়া কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অবশ্য কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণ-রূপ ভক্তবাঞ্ছা পূরণার্থ শ্রীভগবান্ গৌররূপে অবতীর্ণ হন, ইহা গৌরাবতারের একটি মুখ্যহেতু হইলেও ইহা বাহ্য বা বহিরঙ্গ হেতু (চৈঃ চঃ আ ৩.১১০-১১৩ এবং চৈঃ চঃ আ ৪।৫-৬ দ্রষ্টব্য)। অন্তরঙ্গ হেতু এই যে—

'প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম-করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥'

—চৈঃ চঃ আ ৪।১৫-১৬

অর্থাৎ "কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ এই যে, প্রেমরসের নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য এবং রাগ ও ভক্তিকে জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত পরমরসিক ও পরম-কারুণিক কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের মনের ভাব এই যে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে জগৎ পরিপূরিত, সেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে শিথিল প্রেম উদিত হয়, তাহাতে আমার প্রীতি নাই। যে ভক্ত আপনাকে হীন জানিয়া আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহার প্রেম ঐশ্বর্য্যগত আমি কখনই সে প্রেমের অধীন হই না। আমাকে যে, যেভাবে ভজন করে, আমিও তাহাকে সেইভাবে ভজন করি,—ইহাই আমার স্বভাব।" (ঐ অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভূভারহরণ, অসুরমারণ, নাম-প্রেমবিতরণাদি কার্য্য স্থিতি বা পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর কার্য্য, উহা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে—

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভার-হরণ-কাল তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই-কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে॥
নারায়ণ, চতুর্ব্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৮-১৩

অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে জগতের ভার-হরণ-কালও আসিয়া পড়িল। পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণে নারায়ণ, চতুর্ব্ব্যূহ (বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ), মৎস্যাদি অংশাবতার, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার এবং অন্যান্য যত কিছু অবতার আছেন সকলেই আসিয়া মিলিত হন। বিষ্ণুদ্বারাই কৃষ্ণ অসুর-মারণ, ভূভার-হরণাদি আনুষঙ্গিক কার্য্য করাইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিলেন—বৈকুণ্ঠগোলোকাদিতে যে লীলার প্রচার নাই, আমি সেই সকল লীলা এই কৃষ্ণাবতারে প্রচার করিব, তাহাতে আমি নিজেও চমৎকৃত হইব, গোপীগণও আমার অবিচিন্ত্য স্বরূপশক্তি যোগমায়া-

প্রভাবে এক অপূর্ব্ব রসোল্লাসে আমাকে পারকীয়ভাবে ভজন করিবেন। বেদোক্ত বৈধ-ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারাতীত এমন এক পরমোন্নত উজ্জ্বল অপূর্ব্ব রসচমৎকারিতার উদয় হইবে, যাহা আমার ব্রজপরিকর ব্যতীত আর কাহারও আস্বাদন-যোগ্যতা থাকিবে না। এই বিশুদ্ধ রাগমার্গোদিত রসনির্য্যাস আমি স্বয়ং আস্বাদন করিব এবং সেই সকল ভক্তপ্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে আস্বাদন করাইব, যাহারা ব্রজে প্রকটিত এই নির্ম্মল অপ্রাকৃত রাগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মর্য্যাদাময়-বিধিমার্গীয় ধর্ম্মকর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আমাকে এই শুদ্ধরাগবর্ত্মে ভজনপরায়ণ হইবে:—

"এই সব রস-নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্মকর্ম্ম॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৪।৩২-৩৩

তথাহি—(ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

[অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে গোলোকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহধারী প্রাণিমাত্রেই ভগবৎসেবাপর হইবে।"]

ধর্ম্মমর্য্যাদা-সংরক্ষক পরিপূর্ণকাম কৃষ্ণ কি অভিপ্রায়ে এই পরদারাভিমর্শনরূপ লোকনিন্দিত কর্ম্ম করিলেন? (ভাঃ ১০।৩৩।২৭-২৮)—মহারাজ পরীক্ষিতের এই পূর্ব্বপক্ষোত্তরে শ্রীশুকদেব ঐ শ্লোকটি বলিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর উহার সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিতেছেন—

"* * ভাক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ তৎপরস্তদ্বিষয়কঃ শ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যাঃ অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশী মণিমন্ত্রমহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যাশক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তদ্ভক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতম্।"

অর্থাৎ "ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ সেই প্রকার লীলা করেন, যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহাশ্রিত জীব তৎপর অর্থাৎ তদ্বিষয়ক শ্রদ্ধাবান্ হয়। এজন্য ক্রীড়ান্তর হইতে এই ক্রীড়ার বৈলক্ষণ্যহেতু মধুররসময়ী এই ক্রীড়ার তাদৃশী মণিমন্ত্র-মহৌষধাদির ন্যায় কোন অতর্ক্য (অচিন্ত্য) মহাশক্তি আছে, ইহা অবগত হওয়া যায়। মনুষ্যদেহবিশিষ্ট জীবেরও তদ্ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিতে অধিকারিত্বই মুখ্য, ইহাই অভিপ্রেত হইয়াছে।"

"এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্যকারণ।
অসুর-সংহার—আনুষঙ্গ প্রয়োজন॥
এই মত চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন॥
দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সংকীর্ত্তন॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৩৬-৩৯

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত পয়ারসমূহের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণাবতারে যেরূপ উক্ত বাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছিলেন, অসুরসংহার মূল প্রয়োজন ছিল না, কেবল আনুষঙ্গিক প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ গৌরাবতারে কৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণতম ভগবান্। নামকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন তাঁহার নিজকার্য্য ছিল না, পরন্তু কোন গূঢ় কারণের জন্য যখন পূর্ণ ভগবান্ অবতীর্ণ হইতে মনন করিলেন, ঘটনাক্রমে সেই সময় যুগধর্ম্মকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং গৌরাঙ্গের গূঢ় অন্তরঙ্গ প্রয়োজন এবং যুগধর্ম্মপ্রচার রূপ বাহ্য প্রয়োজন—এই দুই হেতুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া, তিনি প্রেম ও নাম-সংকীর্ত্তন ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করিয়াছেন।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের নিম্নলিখিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ মঙ্গলাচরণশ্লোকে শ্রীগৌরাবতারের মূল প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ দুইটি শ্লোকই শ্রীল দামোদর-স্বরূপ গোস্বামিপাদের কড়চা হইতে উদ্ধৃত:—

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্॥
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

["রাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতিরূপ (প্রেমবিলাসরূপা) হ্লাদিনীশক্তি। রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্ব-প্রযুক্ত রাধা-কৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই তত্ত্ব সম্প্রতি এক স্বরূপে চৈতন্যতত্ত্ব-রূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতিদ্বারা সুবলিত (যুক্ত) (অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর) সেই কৃষ্ণ-স্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা (লীলা, প্রেম, রূপ ও বেণু—এই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য চতুষ্টয়)—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।]

উক্ত বাঞ্ছাত্রয় পূরণার্থই শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশচী-জগন্নাথ-মিশ্রালয়ে শ্রীগৌরবিশ্বম্ভররূপে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র ব্রজলীলায় কৃষ্ণপিতামহ পর্জন্য-নামক গোপ। শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত 'ঢাকা-দক্ষিণ' গ্রামে ইঁহার নিবাস। তাঁহার কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ—এই সপ্ত পুত্র মধ্যে পঞ্চম পুত্র শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর (ইনি বড় পণ্ডিত ছিলেন, 'পুরন্দর' মিশ্রবরের উপাধি) নদীয়াতে গঙ্গাবাস করিবার সঙ্কল্পে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া ভাগীরথীতটে কুটীর বাঁধিলেন। শ্রীগোবিন্দদাসের কড়চায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত) "দীঘী (অর্থাৎ বল্লালদীর্ঘিকার) নিয়রে আছে পাঁচখানি ঘর" এইরূপ উল্লেখ আছে। কৃষ্ণাবতারে ব্রজলীলায় ইনি সাক্ষাৎ শ্রীব্রজরাজ নন্দ এবং তৎপ্রকাশ-স্বরূপ বসুদেব ইঁহাতে প্রবিষ্ট। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী-দুহিতা শ্রীশচীমাতা শ্রীমিশ্রপুরন্দরের পরমা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী। ইঁহার গর্ভে পর পর আটটি কন্যা আবির্ভূত হইয়া পরলোকপ্রাপ্তা হওয়ায় অপত্যবিরহে মিশ্রবর বড়ই দুঃখিত-চিত্তে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা-ফলে তাঁহার 'বিশ্বরূপ' নামে এক পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীবলদেবের অভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহ বৈকুণ্ঠের মহাসঙ্কর্ষণতত্ত্ব :—

"বলদেব-প্রকাশ—পরব্যোমে 'সঙ্কর্ষণ'।
তেঁহ—বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত-কারণ॥"
—চৈঃ চঃ আ ১৩।৭৫

অতঃপর ১৪০৬ শকাব্দায় শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-হৃদয়ে পরে তাঁহার হৃদয় হইতে শচী মাতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। মিশ্রবর শচীদেবীকে কহিলেন—তোমার জ্যোতির্ম্ময় দেহ দর্শনে মনে হইতেছে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী আমাদের গৃহে অধিষ্ঠিতা হইয়া আছেন। এ বড় অলৌকিক ব্যাপার। যত্রতত্র সকল লোকেই আমাকে সম্মান করিতেছে; না চাহিতেই গৃহে ধন, ধান্য ও বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিতেছে। শচীমাতাও কহিতে লাগিলেন—আমিও আকাশমার্গে কত দিব্য-মূর্ত্তিকে আসিয়া স্তবস্তুতি করিতে দেখিতে পাই। মিশ্রবর স্বপ্ন-বিবরণ কহিতে লাগিলেন—

"জগন্নাথ-মিশ্র কহে,—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়-ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥"
—চৈঃ চঃ আদি ১৩।৮৪-৮৫

মিশ্র-দম্পতি আনন্দিত-চিত্তে বিশেষভাবে গৃহদেবতা শ্রীশালগ্রামের সেবা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ত্রয়োদশ মাস হইয়া গেল, তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না দেখিয়া মিশ্রবর বড়ই শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গণনা করিয়া বলিলেন—এই মাসেই শুভক্ষণ পাইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। তাহাই হইল—

"চৌদ্দশত সাতশকে মাঘ যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ ॥
সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ—সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥"

এই সময়ে আবার চন্দ্রগ্রহণ উপস্থিত হওয়ায়—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন। জয় জয় ধ্বনি হৈল সকল ভুবন॥' নিজনাম-বিনোদিয়া গৌরহরি গ্রহণের ছল উঠাইয়া সকল জগৎকে হরিনাম-মুখরিত করিয়া সেই নামের মধ্যে শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ঘরে তাঁহার শুভাবির্ভাবলীলা আবিষ্কার করিলেন। ভগবদাবির্ভাবে জগজ্জনের মন প্রসন্ন, দশদিক্ প্রসন্ন, নদনদীজল প্রসন্ন, স্থাবর জঙ্গম আনন্দে বিহ্বল, স্বর্গে দেবগণ পরমানন্দে নৃত্যগীতবাদ্য করিতেছেন, নারীগণ 'হরি' বলিতে বলিতে হুলুধ্বনি দিতেছেন, আনন্দময়ের আগমনে আজ আনন্দের আর সীমা নাই। কত কত চন্দ্রগ্রহণ এতাবৎকাল গত হইয়াছে, কিন্তু এমন আনন্দ আর ত' কখনও অনুভূত হয় নাই। শান্তিপুরে শান্তিপুরনাথ ঠাকুর হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছেন—'কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে'। আচার্য্যরত্ন, শ্রীবাস পণ্ডিতাদি সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইয়া কীর্ত্তন-নর্ত্তন রত। গঙ্গাস্নান দান ধ্যান কত কি হইতেছে। আচার্য্যরত্ন ও শ্রীবাস পণ্ডিত আসিয়া মিশ্রবরকে বিধিধর্ম্মানুসারে জাতকর্ম্মাদি করাইলেন। মিশ্র পুত্রাভ্যুদয়ার্থে বিপ্রগণকে অকাতরে ধনাদি দান করিতে লাগিলেন। নর্ত্তক গায়ক ভাট অকিঞ্চন জনাদি সকলকেই তুষ্ট করিলেন। শ্রীবাসগৃহিণী মালিনীদেবী চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের পত্নী অর্থাৎ মহাপ্রভুর মাসীমার সহিত নানা মাঙ্গলিকদ্রব্য লইয়া বালক দর্শনে আসিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী শ্রীসীতাঠাকুরাণী আচার্য্যের আদেশ পাইয়া বস্ত্রগুপ্ত দোলারোহণে বহু বস্ত্র অলঙ্কার ভক্ষ্য ভোজ্য উপহারাদিসহ শ্রীশচীগৃহে উপনীত হইয়া শচী-নন্দনকে দর্শন করিয়া বাৎসল্যরসাপ্লুতচিত্তে ধান্যদূর্ব্বা মাথায় দিয়া দুই ভাইকেই চিরজীবী বলিয়া কতই না আশীর্ব্বাদ করিলেন। মা সীতাদেবী আজ আনন্দে আত্মহারা। ডাকিনী-শাঁখিনী অশুভকারিণী প্রেতযোনি—অপদেবতা, তাহারা পরমপবিত্র নিম্ববৃক্ষ ও তৎসংশ্লিষ্ট-স্থানে যাইতে পারে না। এজন্য মা সীতাদেবী ছেলের নাম রাখিলেন নিমাই—

'ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'।'

'পুত্রমাতা' শ্রীশচীদেবীর স্নানদিনে অর্থাৎ নিষ্ক্রামণ দিবসে শ্রীশচীমাতাকে এবং পুত্রপিতা শ্রীমিশ্র পুরন্দরকেও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মান করিলেন, তাঁহারাও শ্রীসীতা দেবীর যথাযোগ্য পূজা বিধান করিলেন। তাঁহাদের পূজা পাইয়া শ্রীসীতা ঠাকুরাণী শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশচীমিশ্রের ঘর আজ ধনধান্যে ভরা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা। কত লোকে কত ভাবে ছেলেকে সম্মান করিতেছে। দেবতারাও ছদ্মবেশে বা অলক্ষিতে আসিয়া শ্রীশচীনন্দনের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া যাইতেছেন। হ'ল দেবে-নরে মিশামিশি। তদ্দর্শনে মিশ্রদম্পতির আনন্দের আর সীমা নাই। পরম শান্ত সংযত উদারচিত্ত বৈষ্ণব—মিশ্রবর। ধনাদিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই। পুত্রের কল্যাণার্থ সমস্ত দ্রব্য শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া তদাবশেষ দ্বিজাদিকে অকাতরে দান করিতেছেন।

শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শিশু নিমাইএর কোষ্ঠী গণনা করিয়া তাঁহাতে মহাপুরুষের লক্ষণ দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে মিশ্রকে গোপনে কহিলেন—এই বালক সমগ্র সংসারকে উদ্ধার করিবে, মিশ্র, খুব সাবধানে বালককে পালন করিবে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন করিয়া তাহার ফলশ্রুতিতে বলিতেছেন—এই শ্রীগৌরাবির্ভাবলীলা ভক্তিভরে যিনি শ্রবণ করিবেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি সদয় হইবেন, তিনি তাঁহার (মহাপ্রভুর) চরণাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। এ-সংসারে সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া মহাবদান্য গৌর-গুণশ্রবণবিমুখ-জনের জন্ম কর্ম্ম সকলই নিরর্থক হইয়া যায়। এমন গৌরগুণামৃতনদী পাইয়াও যে হতভাগ্য বিষয়-বিষদুষ্ট জলপানে রুচিবিশিষ্ট হয়, সে নিতান্ত মূঢ়, তাহার জীবনধারণের কোন প্রয়োজন নাই—

"ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ॥
পাইয়া মানুষজন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল॥"
—চৈঃ চঃ আ ১৩।১২১-১২২

কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিভাষণ

[বিগত ১৩ পৌষ, ২৯ ডিসেম্বর বুধবার হইতে ১৭ পৌষ, ২ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত]

ডাঃ শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র বসু ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"আজকের বক্তব্যবিষয় 'সংসার দুঃখের প্রতিকার' সম্বন্ধে পূজনীয় স্বামীজী-গণের নিকট আপনারা অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা শুনেছেন এবং আরও শুনবেন। আমি বল্‌তে আসি নি, কিছু শুন্‌বার জন্যই এসেছি। এই ধর্ম্মসভায় যোগদান কর্‌তে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে কর্‌ছি. হয়ত আমার ধর্ম্মচর্চ্চা এখন হ'তে সুরু হবে। সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমি জনসাধারণের তাৎকালিক দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টা ক'রে থাকি। উক্ত প্রচেষ্টাতেও সাফল্যলাভ শ্রীভগবৎ-কৃপাতেই সম্ভব। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মচেতনা জাগাবার জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ। আমাদের পল্লীতে এরূপ প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত হওয়ায় আমরা গৌরবান্বিত।"

অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"আজকের বিষয় বস্তুর তাৎপর্য্য আপনারা একের পর এক বিশেষজ্ঞদের নিকট শুন্‌লেন। আমি অনুভব কর্‌ছি—'হংস মধ্যে বক যথা'।

প্রেমের ঠাকুরের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনেছেন আমি সেরূপ ব্যাখ্যা কর্‌বো না। ছাত্রছাত্রীদের আমার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়াবার সৌভাগ্য হয়। তা'দিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমের কথা আমি যে-ভাবে বুঝিয়ে থাকি সেভাবে বল্‌ছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বঙ্গদেশে আবির্ভূত হ'য়ে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন দিয়ে যে বিশুদ্ধ ভালবাসার বন্যা এনেছিলেন তাঁর অন্তর্ধানের পর সেই মহাপ্রভুর দেশেতে এখন চল্‌ছে অনাচার ও হিংসা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ কলিযুগোচিত যে ভীষণ অনাচার সমূহের বর্ণন শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লেখনীতে আমরা পাই, তাঁর অন্তর্ধানের পর উহার পুনঃ প্রাদুর্ভাব প্রবলভাবে দেখ্‌তে পাচ্ছি—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু-ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥"—চৈতন্যভাগবত

যে সময়ে অধর্ম্মই ধর্ম্মের বেনামীতে চল্‌ছিল, যে সময় মানুষ দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিল, মরমী শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সময়ে আবির্ভূত হ'য়ে মানুষকে মঙ্গলের ও শান্তির রাস্তা দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে সমস্ত কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরে রচনায় যেরূপ সজীবতা দেখ্‌তে পাবেন তৎপূর্ব্বে তা' দেখ্‌তে পাবেন না। অনুভূতিরহিত অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলে না। Religion is being and becoming. গৌরচন্দ্রের জীবন-জ্যোৎস্নায় আলোকিত হ'লেই আমরা বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বুঝ্‌তে পার্‌বো। শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববস্তুকে অদ্বৈত বল্লেও অদ্বৈতের বিলাস মেনেছিলেন। তিনি মোক্ষবাঞ্ছাকে কৈতব প্রধান বলেছেন। তিনি

বলেছেন, মোক্ষ আমাদের প্রয়োজন নয়, প্রেম প্রয়োজন। তিনি দুর্ব্বল মানুষ কলির জীবের জন্য নামযজ্ঞের ব্যবস্থা দিলেন। কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে তিনি প্রেম প্রচার করেছিলেন। তাঁর অলৌকিক শক্তির দ্বারা বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের প্রচারফলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ এবং বৌদ্ধের শূন্যবাদ বাংলাদেশে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।"

মাননীয় বিচারপতি **শ্রীসলিল রায় চৌধুরী** ধর্ম্ম-সভার তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণের কথা নিয়ে বহু গীতি, কাব্য রচনা হয়েছে। যিনি পরমেশ্বর তিনি কি ক'রে মনুষ্যলীলা কর্লেন এটা সাধারণ বুদ্ধির বোধগম্য হয় না। শ্রীকৃষ্ণের বহু রূপের মধ্যে চারিটী প্রধান রূপ বল্‌তে পারি—মহাভারতের ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ, গীতার শ্রীকৃষ্ণ, পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সমাজ, লোক ও ধর্ম্মরক্ষক-রূপে, গীতাতে ধর্ম্মোপদেষ্টা-রূপে, কিন্তু এ সমস্তরূপে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলার অভিব্যক্তি নাই। কাব্য ও পুরাণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ভাগবতের মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভাগবতের কৃষ্ণে, কৃষ্ণের সমস্ত লীলা ও রস প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণ আত্মার আত্মা—পরমাত্মা। তিনি বিভু ব্রহ্ম। আবার তিনি সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিতে অত্যদ্ভুত প্রেমলীলা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণে তিন শক্তির অভিব্যক্তি আমরা দেখ্‌তে পাই—জ্ঞানশক্তি (সম্বিদ্‌শক্তি); বলশক্তি (সন্ধিনীশক্তি) এবং ক্রিয়াশক্তি (হ্লাদিনীশক্তি)। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।"—শ্বেতাশ্বতর। যাহা হউক তিনি গীতায় ধর্ম্মোপদেষ্টারূপে বিভিন্ন অধিকারী জীবের অশেষ মঙ্গল বিধান করেছেন। তাঁর উপদেশ অনুশীলন করা আমাদের কর্ত্তব্য। তিনি বিপদের বন্ধু। যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়েছিল, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, দুষ্কৃতকারিগণের অত্যাচার প্রবল হয়েছিল, তখন তিনি আবির্ভূত হ'য়ে আমাদিগকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি যে যুদ্ধের বিস্তার করেছিলেন তা' ন্যায়ের যুদ্ধ, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের দ্বারাই বলিষ্ঠ সুসভ্য-সমাজ গঠিত হ'তে পারে।"

অধ্যাপক **শ্রীহরিপদ ভারতী** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন :—

"অদ্য যে বিষয়বস্তু বল্‌বার জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে—'অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণই চরম-কারণ' এ সম্বন্ধে আলোচনায় অধিকারী আমি নই। আমি ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছাত্র, দর্শনের ছাত্র। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্মুখে আমার আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হবে না। হয়তো আলোচ্য বিষয়ে আমি ঠিক justice কর্‌তে পার্‌বো না। ভারতবর্ষে যে কোন ধর্ম্মসভায় এ বিষয়বস্তুর নিজস্ব মাধুর্য্য আছে। ভারতবর্ষে কৃষ্ণ যত প্রিয়, কৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে ভক্তি যত মুখর হ'য়ে উঠেছে, এমনটি আর কোন অবতারে দেখা যায় না। ভারতবর্ষে কোটি কোটি মুখে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা মর্য্যাদা দিয়ে ভারতবাসী তাঁর পূজা কর্‌ছে। যদি অবতার ও অবতারীতে কোনও পার্থক্য চেষ্টা নাও করি, তথাপি বল্‌তে হ'বে কৃষ্ণাবতার যত পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ আদর্শের প্রতীক, ততখানি অন্য অবতার নয়। ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রের পিতার প্রতি ভক্তি-আদর্শ, প্রজাবাৎসল্যাদি মহিমা অতুলনীয়। কিন্তু যদি কেহ শ্রীরামচন্দ্রকে বিশুদ্ধ বাৎসল্যে কিংবা কান্তরতিতে পেতে চান তিনি নিরাশ হবেন। যিনি রসাস্বাদনে অভিলাষী তিনি কৃষ্ণেতে তৃপ্তি লাভ কর্‌তে পার্‌বেন।

এমন কোনও কাল ছিল না যখন মানুষ ঈশ্বরকে অনুভব করার চেষ্টা করেন নাই। নানাভাবে আমরা ঈশ্বরকে অনুভব কর্‌বার চেষ্টা করেছি। জ্ঞানমার্গের বিচার ও ভক্তিমার্গের বিচারের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেখানে কেবল শুষ্ক চিন্তা সেখানে মানুষ সুখ বা আনন্দ পান না। ভক্তিমার্গের ধারা ভিন্ন স্রোতে চল্‌ছে। যদি ঈশ্বরের আকার না থাকে তা' হ'লে আমি তাঁর ধ্যান করি কি করে? তাঁর যদি চরণ না থাকে তা' হ'লে প্রণতি জানাবো কি ক'রে? তাঁর যদি কাণ না থাকে তা' হ'লে তিনি আমার আর্ত্তি শুন্‌বেন কি ক'রে? ভক্তগণের ভক্তিতে বশীভূত হয়ে ভগবান্ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে,

মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥' কেউ দাস্য, কেউ সখ্য, কেউ বাৎসল্য, কেউ বা কান্তভাবে কৃষ্ণকে পেয়েছেন। ভক্ত বিচারের দ্বারা ঈশ্বরকে জেনে মাত্র সুখী হন না, চান তাঁর সাক্ষাৎসঙ্গ। জ্ঞান যত সুদূর-প্রসারী হউক না কেন, জ্ঞান জ্ঞেয়ের মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি করে। কর্ম্মের দ্বারা চলুন, কর্ম্মও একটী প্রাচীর তুলে দিয়ে সান্নিধ্য লাভ হ'তে বঞ্চিত কর্‌বে। গোপীরা কেউ ঋষি ছিলেন না, জ্ঞান বা কর্ম্মের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করেন নি, ভক্তি বা সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণের দ্বারাই ভগবান্‌কে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই ভক্তিবাদই ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌তেন। কেউ কেউ বল্‌তেন নিমাই পণ্ডিত এত কাঁদেন কেন? কারণ তিনি ভগবান্‌কে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলেন বা কি ভাবে ভগবান্‌কে ভালবাসতে হয় তা' নিজে আচরণ ক'রে দেখিয়েছেন।"

ডাঃ **শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত** ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"এখানে আসাটাই পুণ্য। এখানে আসতেই অনেক পাপ চলে যায়। যাঁরা সংসার ত্যাগ ক'রে ভগবানের জন্য এসেছেন তাঁরা আলাদা লোক। আমরা সব মায়ামুগ্ধ। আমাদের কৃষ্ণস্মৃতি নাই, এজন্য আমাদের সুবিধা হচ্ছে না। "মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি জ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥ শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান। কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥" অবশ্য শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত জগতে অতি দুর্ল্লভ। 'কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।' কৃষ্ণ পাওয়া কঠিন। তবে কৃষ্ণ আমাদের অধিকারানুযায়ী বর্ণাশ্রম-বিহিত যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেছেন তা' ঠিকভাবে পালন কর্‌তে পার্‌লেই তিনি তুষ্ট হবেন এবং উহাই সদ্ধর্ম্ম। এবারের যে যুদ্ধ তা' আমাদের দেশে অনেক কাল হয় নাই। এই যুদ্ধে যাঁরা প্রাণত্যাগ করেছেন তাঁরা সুগতি লাভ কর্‌বেন। ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ। পাকিস্থানী সৈন্য কত স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করেছে তার ইয়ত্তা নাই, কত নরনারী শিশুকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয় নাই, বর্ব্বর সৈন্যদের হাত হ'তে বহু নরনারীকে বাঁচাবার জন্য গর্ভধারিণী মা তার শিশুকে জঙ্গলে গলা টিপে মেরেছে এরূপ কত মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে তারও ইয়ত্তা নাই। বর্ব্বর সৈন্যদের পর্যুদস্ত কর্‌বার জন্য ভারতীয় সৈন্য যে বীর্য্যবত্তা ও নৈতিক চরিত্রের বল দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। জেনারেল ম্যানেকশ হুকুম দিয়েছিলেন একটী স্ত্রীলোককে ধর্ষণ কর্‌লে তাকে shoot করা হবে, যে জন্য বাঙ্গলাদেশবাসী ভারতীয় সৈন্যের আশ্রয় লাভ করে নিশ্চিন্ততা বোধ করেছিলেন। ইহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে। যেরূপ ভারতীয় সৈন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক তদ্রূপ দেশের মধ্যে আমাদের আরাধ্যের অবমাননার বিরুদ্ধেও আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় দাক্ষিণাত্যে যখন আমাদের আরাধ্যকে লাঞ্ছনা করে, তখন আমাদের একটী লোকও কাঁদে নি বা তার জন্য প্রাণত্যাগ করে নি। আমাদের মধ্যে ধর্ম্মচেতনা জাগে নি বলেই আমরা ঐ প্রকার গুরুতর অন্যায়কে সহ্য করি। ইহা দ্বারা সমাজে সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপিত হ'তে পারে না।"

শ্রীঅমিতাভ ঘোষ প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

"এতক্ষণ যাঁরা বল্লেন তাঁরা একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বল্লেন। তাঁরা specialist, তাঁরা অনেক পরিভাষা বলেছেন। অন্য স্থান হ'তে লোক এলে তাঁরা এই পরিভাষা বুঝ্‌তে পারেন না। সদ্ধর্ম্ম ও তার প্রয়োজনীয়তা নানা-ভাবে নানা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা যায়। সাধারণ গৃহস্থগণ এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেন। সাধুগণের সঙ্গে থাকাকালে কত রকম কথা শুনি, তখন খুব ভাল লাগে, কিন্তু বাড়ীতে গেলে সব পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায়। যদি আমরা আচরণ কর্‌তে না পারি, তা' হ'লে তার প্রকৃত ফল আমরা পেতে পারি না; specialist-রা যা বল্‌ছেন তাঁদের মধ্যেই সেটা আবদ্ধ থেকে যায়। জগতের আইন-কানুন এক প্রকার, আর ধর্ম্মের তাত্ত্বিকবিচার আর এক প্রকার। ধর্ম্ম

অর্থ, যা আমাদিগকে ধারণ ক'রে রাখে। "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম॥"—ভাগবত। বেদ বিহিত যাহা তাহাই ধর্ম্ম, তদ্বিপরীত অধর্ম্ম। আবার গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" সব ধর্ম্ম ছেড়ে ভগবানে শরণাগত হ'তে বলেছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের পরমোপদেশ। আমার অধিকার কি তা' আমাকে নিজে বুঝে চল্‌তে হবে। যদি দেখি চল্‌তে চল্‌তে আমার আধ্যাত্মিক গ্লানি দূর হচ্ছে না, কোন পুষ্টি হচ্ছে না, তা' হ'লে বুঝ্‌তে হবে আমি ধৃত হচ্ছি না, ধর্ম্মপথে চল্‌ছি না। ধর্ম্ম যদি আমাকে ধারণ না করে তা' হ'লে কি হ'লো? পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে বিড়ম্বিত হচ্ছি, তা' হলে ঠিক পথে চল্‌ছি কি না সন্দেহ জাগে। আজকালকার লোক মুক্তিবাদী ও pragmatic. সাধুসঙ্গ খুব ভাল, কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উহা প্রয়োগের মধ্যে আন্‌তে হবে, নতুবা উহার সার্থকতা কি?

জগতের সমস্ত বস্তুই অনিত্য, সব যেন চলে যাচ্ছে। অনিত্যতার হাত হ'তে কি উদ্ধার পাবার কোন উপায় নাই? অমরত্ব পাওয়া যায় না কি? অমরত্বের সাধনা মানুষে স্বাভাবিক। তার জন্য আমরা আচার্য্য ও সাধুগণের নিকট যাই। কেবল ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্যই বড় কথা নয়, যে বহু লোকের মধ্যে বাস করছি তার সামুহিক সত্তাকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে প্রীতি করলেন, ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ বিধানের দ্বারা শান্তি সংস্থাপন করেছিলেন। মানুষের মধ্যে দেবাসুর সংগ্রাম চল্‌ছে, সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব চল্‌ছে। মানুষের দুই প্রকার সম্পদ্—দৈবী ও আসুরী। দৈবী সম্পদের অনুশীলন হ'লে চৈতন্যের বিকাশ হবে, আর আসুরী সম্পদের চর্চ্চা হ'লে চৈতন্য লোপ পাবে। পরিবেশকে শান্ত ও সুন্দর কর্‌তে হ'লে দৈবী সম্পদের অনুশীলন হওয়া দরকার। সর্ব্বোত্তম দৈবী সম্পদ্ হচ্ছে তেজ—আসুরিক বৃত্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সেই তেজ না হ'লে আসুরিক বৃত্তি দূর হবে না, পরিবেশ নিরাপদ হবে না, সামাজিক জীবন বিপন্ন হবে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন লীলা করেছেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অসুরের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন।"

শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—

"ভাগবতধর্ম্মকেই সদ্ধর্ম্ম বলে, যে ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলনের দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। 'যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥' অজ্ঞগণও অনায়াসে যে সকল উপায়ে ভগবান্‌কে লাভ কর্‌তে পারেন তাকে ভাগবতধর্ম্ম বলে। কি ভাবে ভাগবতধর্ম্ম অনুশীলন কর্‌তে হবে তৎসম্বন্ধে বল্‌ছেন—"শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥ ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্। দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥ এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্। পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥ পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ। মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥ স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥" অদ্ভুতচরিত শ্রীহরির জন্ম, লীলা ও গুণসমূহের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান এবং তাঁর জন্য অখিলচেষ্টা। যজ্ঞাদি ইষ্টকর্ম্ম, দান, তপস্যা, জপ, সদাচার, নিজ প্রিয় দ্রব্য, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ সমস্ত ভগবানে সমর্পণ করবে। এরূপ কৃষ্ণাশ্রিত মানবগণের প্রতি সৌহার্দ্দ এবং মহৎ ও সাধুগণের পরিচর্য্যা কর্‌বে। ভগবদ্ভক্তগণের সহিত মিলিত হ'য়ে ভগবানের যশ পরস্পর অনুকথন, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, পরস্পরের তুষ্টি ও পরস্পরের দুঃখ নিবৃত্তির শিক্ষা কর্‌বে। ভক্তগণ সর্ব্বপাপবিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করেন এবং পরস্পরের চিত্তে তাঁর স্মৃতি উৎপাদন ক'রে পুলকিত শরীরে অবস্থান করেন। এই প্রকারে ভক্তিসাধনের দ্বারা ভগবানের দিকে অগ্রসর হ'লে তাকে সংসারের তাপ এবং ছয় রিপু কিছুই কর্‌তে পারে না। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥" হে উদ্ধব!

আমার ভক্ত অজিতেন্দ্রিয় ও বিষয় কর্তৃক আকৃষ্ট হলেও ভক্তিসামর্থ্য হেতু প্রায়সঃ বিষয়ে অভিভূত হন না। নিষ্কপট শরণাগত ভক্তকে ভগবান্ সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করেন, তার কোন ভয় নাই। আমি ভগবানের ও ভগবান্ আমার এই ভাব নিয়ে ভগবান্‌কে ডাকৃতে পারলে আমাদের সকল অনর্থ দূরীভূত হবে। যতক্ষণ ভগবান্‌কে নিজের না করতে পারি, ততক্ষণ আমরা ভক্তিলাভ করতে পারি না। শুদ্ধ ভক্তের পরিচর্য্যাতেই 'ভগবানের আমি' অর্থাৎ তদীয় বোধ জাগে। 'আমি ভগবানের' এই বোধ নিয়ে ভগবানের প্রীতির জন্য যা করা হয় তাকেই শুদ্ধভক্তি বা সদ্ধর্ম্ম বলে।"

মাননীয় বিচারপতি **শ্রীসলিলকুমার হাজরা** পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—আজকের আলোচ্য বিষয় 'ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়' সম্বন্ধে উচ্চস্তরের সাধক ভক্তগণই বল্‌তে পারেন। আমাদের এ সম্বন্ধে কিছু বলা ধৃষ্টতা হবে। যাঁরা ভগবান্‌কে পেয়েছেন বা ভগবানের কাছাকাছি গিয়েছেন তাঁরাই এ বিষয়ে বল্‌বার অধিকারী। আমরা সাধারণ ব্যক্তি এ সম্বন্ধে কি বল্‌বো, তথাপি সাধুগণের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য কিছু বল্‌ছি। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক ভূমা বস্তু, তাঁকে কেউ পরমাত্মা, কেউ বা ব্রহ্মও বলেন। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥'—ঈশোপনিষদ্। সমস্ত বস্তু ঈশ্বরের, তাঁর পরিত্যক্ত অবশেষ ভোগ কর, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের উপাসনা কর। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে-ঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" অন্তর্য্যামী নারায়ণ সর্ব্বজীবের হৃদয়ে থেকে জাঁতার মত ঘুরাচ্ছেন, সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। জীবাত্মার পক্ষে যে পরমাত্মার অনুসন্ধান, ইহাই ভগবদুপাসনা। গীতায় বলেছেন চার প্রকার ব্যক্তি আমার ভজনা করেন—আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী। "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" এর মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ভক্ত। গীতায় তিনটী ভাগ—কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। গীতাতে কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল উপদেশ করেছেন, কিন্তু যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম করতে বলেছেন। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥" ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হ'য়ে অনাসক্তভাবে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম্ম করলে কর্ম্ম বন্ধন হয় না। নিষ্কাম-কর্ম্মের দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানাধিকার হয়। 'দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে। স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥' 'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥' যজ্ঞ চারিভাগে বিভক্ত—দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ ও স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ। ব্রহ্মে হবিঃ অর্পণাদি দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। এই জ্ঞানলাভে তত্ত্বদর্শী গুরু আবশ্যক। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" গুরুর নিকট প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নের দ্বারা সেই তত্ত্ব জান্‌তে হবে। অনন্য ভক্তিযোগ বা ভক্তের মহিমা বল্‌তে গিয়ে বল্‌ছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

যিনি আমাকে অনন্যভাবে ভজন করেন, তিনি অতি দুর্ব্বৃত্ত হলেও সাধু হন ও শান্তি লাভ করেন। ভক্ত কখনও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন না।

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥'

আমাতে সততযুক্ত হ'য়ে যাঁরা প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনা করেন আমি তাঁ'দিগকে আমার প্রাপ্তির জন্য বুদ্ধিযোগ দিয়ে থাকি। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে দেখ্‌বার চোখ না দিলে কেউ তাঁকে দেখ্‌তে পান না। বিশ্বরূপ দর্শনের সময় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন।

গীতার সর্ব্বোত্তম উপদেশ—

'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥' "

শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

"আজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবের শেষ দিন। আজকের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ নানাভাবে নানা ভাষায় আমাদিগকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। নূতন ক'রে আর কিছু বল্‌বার নাই। যেটুকু শুনেছি বা বুঝেছি তার যদি পরীক্ষা দিতে হয় তা' হ'লে পাশ করতে পার্‌বো কি না সন্দেহ। তবে যা শুন্‌লাম তার সার কথা এই মনে হয় ভগবানের কৃপা ছাড়া ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না এবং উক্ত কৃপা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় ভগবানের নাম কীর্ত্তন।

আজ যিনি সভাপতি তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে সহায়তা ক'রে থাকেন। শ্রীভগবৎ-কৃপায় তিনি শ্রেষ্ঠ পদমর্য্যাদায় উন্নীত হয়েছেন ব'লে মঠের ভক্তগণ উল্লসিত হ'য়ে তাঁকে আজ সম্মান প্রদর্শন কর্‌লেন। আমি ভগবানের নিকট তাঁর সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ কামনা করি।"

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী **ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ** তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—

"ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ তাঁকে লাভ কর্‌তে পারেন না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"—কঠোপনিষদ। তাঁকে প্রবচনের দ্বারা, মেধার দ্বারা, বহু পাণ্ডিত্যের দ্বারা জানা যায় না। তিনি যাঁকে অনুগ্রহ করেন তিনিই লাভ কর্‌তে পারেন। অনুগ্রহ একদিন হবেই এই প্রকার বিশ্বাসের দ্বারাও ভগবান্ লাভ হ'তে পারে। ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা হ'লেও তাঁকে পাওয়া যায়। My will for Lord has eaten me—ভগবানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাকে গ্রাস করেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের জীবনে তীব্র ভক্তিযোগের আদর্শ প্রদর্শন ক'রে কি ভাবে ভগবানে তন্ময়তা লাভ কর্‌তে হয় তা' দেখিয়ে গেছেন।"

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণ-বিনোদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনঙ্গমোহনদাস সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ বিগত ৬ মাঘ, ২০ জানুয়ারী তেজপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে তথাকার মঠের ভক্তবৃন্দ ও স্থানীয় নাগরিকগণ বিপুল জয়ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। পথে নিউ বঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ও সরভোগ ষ্টেশনে শ্রীউপনন্দ দাসাধিকারী পার্টির সহিত যোগ দেন। ৬ মাঘ হইতে ৮ মাঘ পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ এবং তাঁহার প্রচারপার্টি; গৌহাটী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, শ্রীরমানাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী; শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী; কলিকাতা হইতে ভক্ত শ্রীপাঁচুগোপালদাস এবং আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থভক্ত উৎসবে যোগদানের জন্য আসেন। ৭ মাঘ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবাধ্যক্ষতায়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকার্য্য

পঞ্চরাত্র ও ভাগবত বিধানানুসারে সুসম্পন্ন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সহায়তা এবং শ্রীপাদ বন মহারাজ বৈষ্ণবহোম সম্পন্ন করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নমোহন জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে নগর পরিক্রমা করেন। পরদিবস মহোৎসবে অন্যূন চারি সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের প্রথমসান্ধ্য অধিবেশন শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেন দরং জেলার ডেপুটী কমিশনার শ্রীবাল্মীকি প্রসাদ সিংহ আই-এ-এস্ ও দরং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীহেমেন্দ্র নাথ বরঠাকুর। 'ভাগবতধর্ম্ম', 'শ্রীবিগ্রহসেবা', 'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন' যথাক্রমে বক্তব্যবিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, তেজপুর মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

প্রথম দিন শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"ভাগবত ধর্ম্মের অপর নাম ভক্তিধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যদেব এই ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। আসামেও শ্রীশঙ্করদেব, শ্রীহরিদেব, শ্রীমাধবদেব ও শ্রীদামোদরদেব সকলেই ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদে ভাগবতধর্ম্ম বর্ণিত হয়েছে। ভাগবতধর্ম্মে বা প্রীতি ধর্ম্মে কোনও হিংসার কথা—ভোগের কথা বা ত্যাগের কথা নাই, কেবল শ্রীহরির সেবা—জগতের যাবতীয় বস্তুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনই উদ্দিষ্ট।"

দ্বিতীয় দিন ডেপুটী কমিশনার **শ্রীবাল্মীকি প্রসাদ সিংহ** বলেন,—"শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ঈশ্বর। শ্রীভগবান্ যাঁকে কৃপা করেন তিনিই তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। জ্ঞানচেষ্টায় তাঁকে জানা যায় না। আমার অন্যত্র যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু স্বামীজীর সুযুক্তিপূর্ণ অপূর্ব্ব ভাষণ শ্রবণ ক'রে ভাল লাগায় যাওয়া হ'লো না। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হ'তে পারলেই আমরা ভগবান্‌কে পেতে পারবো। বিগ্রহরূপে ভগবান্ আমাদিগকে কৃপা করছেন বুঝতে পারলে আমাদের ভগবানে প্রেম বাড়বে।"

উক্ত দিবস দরং জেলার এস্ পি **শ্রীপ্রিয়নাথ গোস্বামী** বলেন,—"আমার বাল্য বয়সে মহাপ্রভুর ভক্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়েছিল। সঙ্ক্ষেপে পাঁচটী সাধনাঙ্গের কথা মহাপ্রভু বলেছেন—'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন।' আমার যে কার্য্য তাতে অধিকাংশ সময় আমাকে অপরাধী ব্যক্তিদের সঙ্গেই কাটাতে হয়। আজ অল্প সময়ের জন্যও সাধুসঙ্গ লাভ করে আমি নিজেকে মহা-ভাগ্যবান্ মনে করছি।"

তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে অধ্যক্ষ **শ্রীহেমেন্দ্র নাথ বরঠাকুর** বলেন,—"শ্রীমঠের অধ্যক্ষ তাঁর ভাষণে ইঙ্গিত করলেন আমরা যে শিক্ষা দিচ্ছি তাতে মানুষ তৈরী হয় না। আমাদের এই শিক্ষায় ইঞ্জিনিয়ার তৈরী হ'তে পারে, ডাক্তার তৈরী হ'তে পারে, কিন্তু অন্তঃকরণ তৈরী হয় না। যেজন্য ডাক্তার হ'য়েও তাঁর দয়া নাই, ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে সিমেন্টের সঙ্গে বেশী বালি মিশায়। অধুনা যুবক-যুবতীদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে, তা' কেবল ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সর্ব্বত্র। ইহা বর্ত্তমানে গুরুতর সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীগণকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করছেন। কিন্তু কেবল ধর্ম্ম ও নীতির বড় বড় কথাগুলি মুখস্থ করলে বা মুখস্থ করালেই অভিপ্রেত ফল পাওয়া যাবে না। আমি জানি বিলাতে কোনও স্থানে বাধ্যতামূলকভাবে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেও বিশেষ কোনও সুফল পেতে পারেন নাই। আচরণ ঠিক না হ'লে এবং সদুদ্দেশ্য না থাকলে সুফল পাওয়া যাবে না।"

সজ্জনবর ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর

বিজয়বিগ্রহ, তৎপ্রতিষ্ঠা ও মহোৎসবের সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিতে মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমুকুন্দ বিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রহ্লাদদাস বনচারী, শ্রীপ্রাণবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুব্রত দাসাধিকার, (ডাঃ শ্রীসুনীল আচার্য্য), শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেব গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য তেজপুর (আসাম) হইতে ২৩ জানুয়ারী মোটরযানযোগে শুভযাত্রা করতঃ গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়া এক রাত্রি অবস্থানান্তর পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে গোয়ালপাড়াস্থিত শাখা মঠে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরমানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জনদাস, শ্রীঅনঙ্গমোহনদাস ও শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দাস শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে উক্ত মঠে আসিয়া পৌঁছেন। আসাম প্রদেশের, বিশেষভাবে গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত এবং পার্ব্বত্য জাতির শত শত নরনারী এই মহোৎসবে যোগ দেন। ১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদর জীউর শুভ প্রকট তিথি বাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক ও পূজা, এবং মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়। তৎপশ্চাৎ মহোৎসবে অনূন পাঁচ সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরদিবস শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড ও বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে অপরাহ্ণ ৩ টায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া সহর পরিভ্রমণ করেন। বরদামাল, দেপালচুং, আগিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ব্যাণ্ডপার্টি এবং ঢোলপার্টি সহ পার্ব্বত্য-দেশীয় নরনারীগণ শোভাযাত্রায় যে উল্লাস প্রকাশ করেন তাহা সত্যই অত্যদ্ভুত। ঢোলপার্টির বাদকগণের ভাব-ভঙ্গী ও নৃত্য-কৌশল দর্শকমাত্রেরই আনন্দ বর্দ্ধন করে।

১৩ মাঘ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবহোম ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সহযোগে নবধাভক্তির প্রতীকস্বরূপ নবচূড়াবিশিষ্ট প্রস্তাবিত সুরম্য শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। শ্রীভূপেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীনিখিল দাস, শ্রীগোলোকদাস, শ্রীহরীশদাস, শ্রীপঞ্চু সাহা, শ্রীমধুসূদন বৈশ্য, শ্রীশরচ্চন্দ্র নাথ প্রভৃতি স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত মহদনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে দুই সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

১১ মাঘ মঙ্গলবার হইতে ১৩ মাঘ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব যথাক্রমে 'ঈশ্বর আরাধনাই বুদ্ধি শুদ্ধির উপায়', 'বৈদিক জীবন ও কৃষ্ণভক্তি' ও 'যুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, বরপেটার শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

গোয়ালপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ **শ্রীমহেন্দ্র বরা** প্রথম দিন সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ। পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতেঃ—বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা। যদ্দ্বারা অক্ষরবস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তুকে জানা যায় তাকেই পরা বিদ্যা বলে। পরা বিদ্যার অনুশীলনের দ্বারাই বুদ্ধির শুদ্ধতা হ'তে পারে। অপরা বিদ্যা বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত বিদ্যার দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত মঙ্গলময় বস্তুর অনুভব হয় না। শ্রীচার্ব্বাক ঋষির ইন্দ্রিয়তোষণপরা বুদ্ধি বাস্তব সত্যের কোনও সমাধান দিতে পারে নাই, সুতরাং উহা শুদ্ধ নহে। ঈশ্বর-আরাধনা এমন এক মাধ্যম, যদ্দ্বারা বুদ্ধি তার লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। উত্তম বুদ্ধির লক্ষ্য স্থির থাকা উচিত, বিভ্রান্ত বুদ্ধির কোনও লক্ষ্য নাই।"

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবন ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণদাস বনচারী, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভৃতির **অক্লান্ত পরিশ্রম** ও নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীরামেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী, শ্রীপ্রণবানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীসৎপ্রসঙ্গানন্দ দাসাধিকারী (সাইলা), শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার নাথ, শ্রীমধুসূদন বৈশ্য, শ্রীশচীন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনগণের সেবাচেষ্টাও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়া।

শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—

বিগত ২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব তিথি দিবস প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধানয়ননাথ জিউর মঙ্গলারতি, শ্রীমন্দির পরিক্রমণ ও উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীশ্রীপুরীধামে আবির্ভাব-লীলাকথা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য ৫ম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীধামমায়াপুরস্থ সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজাপ্রকটন কথা ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত শ্রীব্যাসপূজার বিবৃতি পাঠ করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীগুরুদেবের মাহাত্ম্যসূচক মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। অতঃপর বেলা ১০-৩০ ঘটিকায় শ্রীল পুরী মহারাজ নাটমন্দিরে সুসজ্জিত মঞ্চোপরিস্থ সিংহাসনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নানা বস্ত্রাভরণ ও পুষ্প-মাল্যাদিমণ্ডিত আলেখ্যার্চ্চা পূজায় ব্রতী হন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীব্যাসপূজা পদ্ধতি অনুসারে **শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক** (শ্রীকৃষ্ণ ও চতুর্ব্ব্যূহ), **শ্রীব্যাসপঞ্চক** (শ্রীবেদব্যাস, পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তমুনি), **শ্রীআচার্য্যপঞ্চক** বা **শ্রীবৈয়াসকিপঞ্চক** (শ্রীশুকাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ ও শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য), **শ্রীসনকাদিপঞ্চক** (শ্রীসনক, সনৎকুমার, সনাতন, সনন্দন ও শ্রীবিষ্বক্‌সেন), **শ্রীগুরুপঞ্চক** (শ্রীগুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু, পরাৎপরগুরু ও ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-কর্তৃবৃন্দ) এবং **শ্রীপঞ্চতত্ত্ব** ও গুরুপরম্পরা (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ তথা শ্রীদামোদরস্বরূপ-শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব- ভট্টযুগ - কৃষ্ণদাস কবিরাজাদি-শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ-শ্রীমদ্ গৌর-কিশোরদাস-শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদান্ত রূপানুগ গুরুবর্গ—এইরূপ) পূজা করিয়া শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের গলদেশে পুষ্পমাল্য ও শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। অতঃপর ফলমূল-মিষ্টান্নাদি ভোগ নিবেদনপূর্ব্বক আরাত্রিক করিয়া পরিক্রমা করা হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের অঞ্জলি হইয়া গেলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শিষ্য ও তৎপরে শিষ্যাগণ অঞ্জলি দেন। পূজা, ভোগরাগ, আরতি, অঞ্জলিদান ও পরিক্রমণাদি সমস্ত ভক্তসঙ্গই মহাসঙ্কীর্ত্তনমধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরে ভোগ ও আরাত্রিকাদি সমাপ্ত হইলে সমবেত নরনারী সকলকেই বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারতির

পর সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিতামৃত কীর্ত্তন করেন। ভাষণের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্যসূচক পদাবলী এবং পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হন।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠেঃ—

গোয়ালপাড়া মঠের উৎসবান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় ত্রিশ মূর্ত্তি ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবা-পরিচালনাধীন অন্যতম প্রচারকেন্দ্র সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন। পরদিবস অপরাহ্ন ৪ টায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাদ্য ভাণ্ডসহ বাহির হইয়া সরভোগ, চক্চকাবাজার এবং নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন পল্লী পরিভ্রমণ করেন। ২১ মাঘ ৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথি বাসরে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্তৃক পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তৎপশ্চাৎ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আশ্রিত ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাসিক্ত শিষ্যবর্গ ক্রমানুযায়ী শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চায় ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে কএক সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। এ বৎসর সরভোগ মঠের বার্ষিক উৎসবে এত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল যে, যাহা বহু বৎসর দেখা যায় নাই। উক্ত দিবস অপরাহ্নে ও রাত্রিতে দুই মহতী ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীব্যাসপূজার অত্যাবশ্যকতা ও শ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ কথা উপদেশ করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণ-কেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী, শ্রীপরমানন্দদাস বাবাজী, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী বক্তৃতা করেন।

শ্রীব্যাসপূজাবাসরে অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,—

"আজ আমাদের শ্রীগুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথিতে আমরা পরস্পর মিলিত হয়েছি তাঁর কৃপালাভের জন্য ও তাঁর পাদপদ্মের সেবা পাব এই অভিলাষে। গুরুদেবের আবির্ভাব তিথিতে আমরা ব্যাসপূজা করে থাকি। শুনা যায়, আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে শ্রীবেদব্যাসের আবির্ভাব। সাধারণতঃ উক্ত তিথিতে তাঁর পূজা হিন্দুগণ বা সনাতনীগণ সকলেই করে থাকেন। এই ব্যাসপূজা ব্যাসদেবই শিক্ষা দেন। গুরুদেবই গুরু-পূজা শিক্ষা দেন। গুরুদেব গুরুপূজা শিক্ষা দিলে দাম্ভিকতা আসে না কি? না, আসে না। শিক্ষক হিসাবে তিনি নিঃসঙ্কোচে গুরুপূজা শিক্ষা দেন। প্রকৃতপক্ষে যিনি গুরুদাস, তিনি নিজে গুরুপূজা করেন এবং অপরকেও তাহা শিক্ষা দেন। গুরুর শিষ্য যদি গুরুমন্ত্র না দেন তা' হ'লে গুরুপূজা হয় না। 'গু'—অজ্ঞান, 'রু'—নাশকারী। জ্ঞানের আবির্ভাব ব্যতীত অজ্ঞান দূর করার অন্য রাস্তা নাই। জ্ঞান সাক্ষাৎ ভগবান্। 'অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।' ভগবানের আবির্ভাবেতে অজ্ঞান দূর হ'তে পারে, এজন্য ভগবান্ জগদ্গুরু, সকলের গুরু তিনি। তাঁর আবির্ভাব যাঁর হৃদয়ে হয় তিনিও গুরু হন। আমি যদি জ্ঞান লাভ কর্তে ইচ্ছা করি, তা' হ'লে গুরুপূজা কর্বো। ভগবানের কৃপাতে ভগবান্‌কে জানা যাবে এবং তাঁর কৃপায় জগৎকেও জানা যাবে। ভগবান্ সর্ব্বপ্রথম জগতে প্রকাশিত হয়েছেন শব্দের মাধ্যমে, যাঁকে 'বেদ' বা 'শ্রুতি' বলে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ 'গায়ত্রী' দিলেন প্রথম ব্রহ্মাকে, তিনি শ্রোত্রিয় হলেন। ব্রহ্মা 'গায়ত্রী' জপ করে কৃতার্থ হ'য়ে উক্ত ভগবজ্‌জ্ঞান স্বায়ম্ভুব মনুকে দিলেন, স্বায়ম্ভুব মনু শ্রোত্রিয় ও কৃতার্থ হ'য়ে উহা সপ্ত ব্রহ্মর্ষিকে দিলেন—এই ভাবে সদ্‌গুরু বা সৎশিষ্য-পরম্পরা-ক্রমে ভগবজ্-জ্ঞান জগতে আস্‌ছে। ইহাকে আম্নায় বলে। আমি যদি আম্নায় না মানি, তবে বাস্তব জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকবো। গায়ত্রী বেদমাতা অর্থাৎ গায়ত্রী হ'তেই বেদ। বেদের যে আক্ষরিক রূপ তা' অদ্বয়জ্ঞানের বা ভগবানের Symbolical Representation. বেদকে

সাক্ষাৎ নারায়ণ বলা হয়। 'বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম।' সদ্গুরু কৃপাপূর্ব্বক মন্ত্র দিলে এবং শ্রদ্ধালু শিষ্য উহা গ্রহণ কর্‌লে তবেই উভয়ের সংমিশ্রণে ভগবদ্ভাবের উদয় হবে।"

মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, সর্ব্বশ্রী মহাদেবদাস বনচারী, প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, প্রভুপদ ব্রহ্মচারী, অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, চক্রপাণি দাসাধিকারী, গোপাল দাসাধিকারী, দামোদর দাসাধিকারী, রাঘবেন্দ্র দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

গৌহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব

পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সমাপনান্তে সপ্তদশ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত সহ গত ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার তথাহইতে রেলযোগে যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় গৌহাটী ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। গৌহাটী পল্টনবাজারস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব ১৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ উক্ত মঠের সেবকবৃন্দ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে হরিকথা উপদেশের দ্বারা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবায় প্রোৎসাহিত করেন। রাত্রিতে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে কোন কোন দিন উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও বরপেটার শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি বক্তৃমহোদয়গণও ভাষণ দেন।

শ্রীজীবন কৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র হালদার মহাশয় দুই দিন শ্রীগৌরকৃষ্ণের বিচিত্র ভোগের ব্যবস্থা করতঃ বৈষ্ণবগণের সেবা সুন্দররূপে সম্পাদন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব দশ মূর্ত্তি মঠসেবক সমভিব্যাহারে গত ১৭ ফেব্রুয়ারী গৌহাটী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ২০ ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা উৎসবে যোগদানের জন্য শুভবিজয় করেন।

গৌহাটী মঠের নির্ম্মীয়মাণ নবচূড়াবিশিষ্ট সুউচ্চ শ্রীমন্দিরের অবশিষ্ট নির্ম্মাণকার্য্যের জন্য আনুকূল্য সংগ্রহে শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীপতি ব্রহ্মচারী ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারীর হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীপুরুষোত্তম মাস

আগামী বৈশাখ মাস সম্পূর্ণই পুরুষোত্তম মাস হওয়ায় ভক্তগণের নিকট উহা পরম আদরণীয় হইয়াছে। এই মাসে শ্রীশালগ্রামে ও শ্রীতুলসীতে শীতল জলধারা দান ও শীতলী ভোগার্পণ এবং ভগবৎকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি বিশেষ যত্নে অনুশীলনীয়া।

স্মার্ত্তগণ উহাকে 'মলমাস', 'মলিম্লুচ' 'মলিনমাস' প্রভৃতি নাম দিয়া হেয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু পরমার্থ-শাস্ত্র উহাকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে ৩১শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহাকে সর্ব্বমাসশ্রেষ্ঠ 'পুরুষোত্তম মাস' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কার্ত্তিকমাসে নিয়মসেবাকালে যে-সমস্ত নিয়ম পালিত হয়, এই মাসেও পরমভক্তি-সহকারে সেই সকল নিয়মের সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের আরাধনা বিহিতা। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী একান্তীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥"

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ তাঁহাদের রুচিকর হয় না। বিস্তৃত বিবরণ 'শ্রীচৈতন্যবাণী' ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীপুরুষোত্তম-মাসমাহাত্ম্য' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর অপার করুণায় তন্নিজজন—শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা-মঠসমূহের অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে গত ২৩ গোবিন্দ (৪৮৫ গৌরাব্দ), ৯ ফাল্গুন (১৩৭৮), ২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৭২) মঙ্গলবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৮৬ গৌরাব্দ), ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত নবাহোব্যাপী নববিধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথিপূজা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দোলযাত্রা, শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবাদি পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত পঞ্জী অনুসারে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৯ ফাল্গুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও সভার অধিবেশন হয়। ১০ই ফাল্গুন হইতে ১৫ ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৬ দিনে নয়টি দ্বীপ-পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত করিয়া যাত্রিবৃন্দ ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরিক্রমা-কালে স্থানেস্থানে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া স্থান মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিল্ব-পুষ্করিণী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তিভবনে বক্তৃতা দিয়াছিলেন—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তন-শ্রবণে পরিক্রমার যাত্রিগণ পথকষ্ট অনুভব করিতে পারেন নাই। উক্ত ১৫ ফাল্গুন সন্ধ্যায় শ্রীগৌর-পূর্ণিমার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা দেন।

পরিক্রমার প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু সুসজ্জিত পাল্কী আরোহণে 'সর্ব্বনবদ্বীপে নাচে গোরা রায়' বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। বলিষ্ঠ ভক্তগণ তাঁহার ভারী পাল্কী স্কন্ধে বহন করিয়া নাচিতে নাচিতে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে চলিয়াছেন, ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। একে মহা ভারী ঠাকুর—বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি, তাহার উপর ভারী পাল্কী, তথাপি পাল্কীবাহক ভক্তগণ কাতর হইবার পরিবর্ত্তে পরমানন্দে চলিয়াছেন—আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, ইহা মহাপ্রভুর অশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পরমারাধ্য প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা বিরাজিত ছিলেন।

আর একটি বিশেষত্ব এবার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বিদ্যানগর হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্রগণের পক্ষ হইতে কএকজন প্রতিনিধি পরিক্রমার তৃতীয় দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব যাহাতে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তবৃন্দকে লইয়া ঋতুদ্বীপ পরিক্রমাকালে বিদ্যানগর হাইস্কুলে পরিক্রমার চতুর্থ ও পঞ্চম রাত্র অবস্থান-পূর্ব্বক তত্রত্য জনসাধারণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভ ও ভগবৎকথা শ্রবণের সৌভাগ্য প্রদান করেন, তজ্জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। বর্ত্তমান জগতের পরিস্থিতি ও ব্যয়বাহুল্য বিচার করিয়া আমাদের বিদ্যা-নগরে রাত্রিবাসের কোন প্রোগ্রাম ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বিদ্যানগরে দুইরাত্রি অবস্থান করিতে বাধ্য হন। ছাত্রবৃন্দ বহু পরিশ্রম করিয়া স্কুলঘরগুলি সহস্রাধিক যাত্রীর বিশ্রামোপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক আলোক এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাপূজা ভোগ-রন্ধনাদিরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল। দুইদিবসই সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। মাইকের ব্যবস্থা থাকায় কীর্ত্তন ও ভাষণাদি শ্রবণের পক্ষে শ্রোতৃবৃন্দের কোন অসুবিধা হয় নাই। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও বিশেষ করিয়া ছাত্রবৃন্দকে তাঁহাদের বিদ্যায়তনটি কলিযুগপাবনাবতারী সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তদ্ ভক্তবৃন্দের

পদাঙ্কপূত করাইয়া তন্নামসংকীর্ত্তন মুখরিত করাইবার-শুভ-সঙ্কল্পের ভূয়সী প্রশংসা করতঃ বিদ্যানগরস্থ এই বিদ্যালয়টির এবং তৎসম্পর্কিত কর্ত্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের ব্যক্তিগত জীবনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। বিদ্যানগরে পরিক্রমার সহস্রাধিক যাত্রী ব্যতীত স্থানীয় (বিদ্যানগর গ্রামবাসী) বহু নরনারী হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

১৬ ফাল্গুন, ২৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীমন্দির পরিক্রমণ ও উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলে। প্রথম শুভারম্ভ করেন—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

বেলা প্রায় ৮ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব সতীর্থ শ্রীমৎ পুরী মহারাজাদি সহ যতিধর্ম্মানুসারে ক্ষৌরকর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়া শ্রীভাগীরথী ও সরস্বতী সঙ্গমে স্নানান্তে শ্রীক্ষেত্রপাল শিব বন্দনা করেন। অতঃপর শ্রীমঠে আসিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধামদনমোহন জিউর অভিষেক, পূজা ও ভোগাদি সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ—তচ্ছিষ্য পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থজীকে **ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস** প্রদান করেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম হয় —**ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃৎ দামোদর মহারাজ**। এতদুপলক্ষে বিরজা হোমাদি যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে বহু ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী সজ্জন ও মহিলা মন্ত্র ও মহামন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র ভগবদ্ভজনের অধিকার প্রাপ্ত হন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় **শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন** আরম্ভ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার কার্য্যারম্ভে প্রথমেই নিম্নলিখিত স্বধামপ্রাপ্ত সতীর্থ ও সজ্জনগণের জন্য বিরহ-বেদনা প্রকাশ করা হয়ঃ—

১) শ্রীপাদ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী
২) পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত—শ্রীধাম বৃন্দাবনের পাণ্ডা
৩) শ্রীবলরাম ব্রজবাসী—শ্রীগোবর্দ্ধনের পাণ্ডা
৪) শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী—শ্রীরাধাকুণ্ডের পাণ্ডা
৫) শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী—শ্রীনন্দগ্রামের পাণ্ডা
৬) শ্রীহারাণ চন্দ্র সাহা, ইঞ্জিনীয়ার (ইঁহার জন্মস্থান পাবনা জেলায়, বয়স ৬৮ বৎসর; গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ প্রাতে কলিকাতায় দেহরক্ষা করেন। তিনি এক বৎসর পূর্ব্বে হরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র—১। শ্রীঅরুণোদয় সাহা, ২। শ্রীঅজিত কুমার সাহা ও ৩। শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা। ইঁহারা গত ৫ই মার্চ্চ কলিকাতা মঠে তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের তর্পণ বিধানার্থ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।)
৭) শ্রীযুক্ত ভবেশ নিয়োগীর জননী।

অতঃপর সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দকে তাঁহাদের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে আন্তরিক নিষ্ঠা ও তৎপরতা উল্লেখ পূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে প্রসাদী চন্দন ও নির্ম্মাল্যসহ নিম্নলিখিত **শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্র** প্রদান করেনঃ—

১। শ্রীবীরকৃষ্ণদাস বনচারী (হায়দরাবাদ)—**'ভক্তিব্রত'**
২। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার নাথ (গোয়ালপাড়া)—**'ভক্তবন্ধু'**
৩। শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী (চণ্ডীগড়)—**'সেবাকুশল'**
৪। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গর্গ (ব্রহ্মচারী, চণ্ডীগড়)—**'সেবাব্রত'**
৫। শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী (হায়দরাবাদ)—**'ভক্তিসুন্দর'**
৬। শ্রীধনঞ্জয় দাস (চণ্ডীগড়)—**'ভক্তিবান্ধব'**
৭। শ্রীননীগোপালদাস (কলিকাতা মঠ)—**'সেবাসুন্দর'**

অনন্তর নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে শ্রীমঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য-দ্বারা আনুকূল্য বিধানার্থ বিশেষ **ধন্যবাদ** জ্ঞাপন করা হয়ঃ—

(১) সর্ব্বশ্রী পরেশ চন্দ্র রায় (কলিকাতা), (২) গৌরাঙ্গ-সুন্দর দে (বোলপুর), (৩) রাধাকৃষ্ণ চামারিয়া (কলিকাতা), (৪) ব্রজমোহন বেরিয়া এবং (৫) বি, এন ঘটি (আসানসোল), (৬) যশোবন্ত রায় ওরা (ধানবাদ), (৭) জিৎপালজী ও (৮) সৎপাল জী (কলিকাতা), (৯) চৈতন্যচরণ দাসাধিকারী, (১০) শ্যামসুন্দর কনোরিয়া

(হায়দরাবাদ), (১১) ফণিভূষণ দাস (ধানবাদ), (১২) শ্রীমতী ষোড়শীবালা বিশ্বাস, (১৩) শ্রীমতী নির্ম্মলা দাসগুপ্তা, (১৪) শ্রীমতী বাসন্তী ব্যানার্জ্জী, (১৫) শ্রীমতী অবলা ঘোষ, (১৬) শ্রীমতী রাণীবালা মিত্র, (১৭) শ্রীমতী শান্তি মুখার্জ্জী, (১৮) শ্রীমতী যোগমায়া ব্যানার্জ্জী, (১৯) শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, (২০) ঐ পুত্র শ্রীসুবোধ কুমার সাহা, (২১) শ্রীললিতাপ্রসাদ আগরওয়াল (হরিপ্রসাদ বাবুর পুত্র, ধানবাদ) ইত্যাদি।

অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত সতীর্থগণের উৎসবাদিতে যোগদান এবং পাঠকীর্ত্তন-বক্তৃতাদি-মুখে বিভিন্ন সেবাচেষ্টা উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন:—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ, শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত শিষ্য ও সজ্জনগণকেও তাঁহাদের বিভিন্ন সেবাচেষ্টার জন্য শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন:—

সর্ব্বশ্রী ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ; ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ভক্তিসুহৃৎ দামোদর মহারাজ, ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, সত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, বলরামদাস ব্রহ্মচারী, অচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, বীরভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত বিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি কাব্য-পুরাণ-তীর্থ, গোপীনাথ দাসাধিকারী (বাংলাদেশ), ঠাকুর প্রসাদ ব্রহ্মচারী, প্রহ্লাদ রায় গোয়েল (দিল্লী), নরেন্দ্র কাপুর (লুধিয়ানা), কৃষ্ণলাল বাজাজ (লুধিয়ানা), মুরারি দাসাধিকারী (অমৃতসরবাসী—বর্ত্তমানে বৃন্দাবনবাসী), অপ্রমেয়দাস ব্রহ্মচারী, গোলোক নাথ দাস ব্রহ্মচারী, মুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী (তেজপুর), অনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিদাস ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীনিবাসদাস ব্রহ্মচারী ও রাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী (মায়াপুর) ইত্যাদি।

অতঃপর শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণী পঠিত হইলে পরীক্ষার সন্তোষজনক ফল উল্লেখ পূর্ব্বক সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব শিক্ষার্থিগণকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান অনুরাগ-সহকারে সংস্কৃতভাষা শিক্ষার জন্য যত্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে পরবিদ্যানুশীলনেও তৎপর হইবার উপদেশ করেন। 'সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥'—এই মহাজন বাক্যের প্রতি সকল বিদ্যার্থীরই বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবকাল সমাগত হওয়ায় সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ সংক্ষেপে প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিখণ্ড হইতে শ্রীগৌরজন্মলীলা কীর্ত্তন করেন। এদিকে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের ইঙ্গিতানুসারে ঠাকুরঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাভিষেক, বিশেষ পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি যথাবিধি সম্পাদন করেন। এই সময়ে নাটমন্দিরে ভক্তবৃন্দের উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে আরাত্রিক কীর্ত্তনাদি হইতে থাকে। অতঃপর শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণত্যাদির পর ভক্তবৃন্দ শ্রীচরণামৃত ও ফলমূলাদি অনুকল্প স্বীকার করেন। কতিপয় ভক্ত দিবারাত্র নিরম্বু উপবাস করত পরদিন স্নানাহ্নিকাদি অন্তে পারণ করেন।

১৭ ফাল্গুন— মহাসমারোহে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব সম্পাদিত হয়। বেলা প্রায় ৯ ঘটিকা হইতে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইয়া যায়। প্রথমে শ্রীমঠে সমাগত সহস্রাধিক পরিক্রমার যাত্রিগণকে প্রসাদ পাওয়াইয়া অন্যান্য সহস্র সহস্র নরনারীকে অপরাহ্ণকাল পর্য্যন্ত অকাতরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, স্বচক্ষে না দেখিলে প্রতীতি হইবার নহে। মঠবাসিগণের অক্লান্ত পরিশ্রমও অতীব বিস্ময়াবহ। অগণিত কণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি ও জয় জয় ধ্বনিতে শ্রীমঠের আকাশ বাতাস—দিঙ্মণ্ডল মুখরিত।

ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের কৃপায় এবার আকাশের অবস্থা ভালই ছিল, দিনের বেলা

কিছু গরম বোধ হইলেও রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে বিশেষ কোন অসুখবিসুখ দেখা যায় নাই।

কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের সজ্জন ও মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। আমরা তাঁহাদের শ্রীগৌরধাম-দর্শন ও শ্রীগৌরলীলা শ্রবণানুরাগ দর্শনে খুবই মোহিত হইয়াছি।

পরিক্রমার যাত্রিগণের বিশ্রামার্থ বহু অর্থ ব্যয়ে কওএকখানি অস্থায়ী খড়ের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোন সহৃদয় ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি স্থায়ী যাত্রিনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিবার সৌভাগ্য বরণ করেন, তাহা হইলে মঠের পক্ষ হইতে তাঁহাদের সেই সেবাচেষ্টাকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করা হইবে।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

"শ্রীচৈতন্য-বাণী" ১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যার ৫য় পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ১৫।১৬ পংক্তিতে "কৃষ্ণ ব্রজে পারকীয় রসপঞ্চকে উপাসিত হন" স্থলে "কৃষ্ণ ব্রজে রসপঞ্চকে উপাসিত হন" পাঠ হইবে।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
2. Periodicity of its publication :	Monthly.
3. & 4. Printer's and publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary.
Nationality :	Indian.
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj.
Nationality :	Indian.
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
6. Name and address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudidy Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Mangalniloy Brahmachary
Signature of Publisher

Dated 29.3.1972

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— শ্রীল আচার্য্যদেব গত ১৩ মার্চ্চ কলিকাতা হইতে সপ্তমূর্ত্তি ভক্তসহ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) যাত্রা করিয়া ১৫ মার্চ্চ তত্রত্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। ১৭ মার্চ্চ তথায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধা-মাধব জিউর বিজয়বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ২১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তথা হইতে তাঁহার ২৭ মার্চ্চ লুধিয়ানা এবং ৩০ মার্চ্চ জলন্ধরে শুভবিজয়ের প্রোগ্রাম আছে। ঐসকল স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে করিতে ক্রমশঃ তিনি দিল্লী হইয়া হায়দরাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইবেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১২শ বর্ষ

৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১১৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৭৯। ১৫ পুরুষোত্তম, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, শুক্রবার ; ২৮ এপ্রিল, ১৯৭২। | ৩য় সংখ্যা

অমায়া

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বৈষ্ণবসাহিত্যে আমরা অনেক স্থলে 'অমায়া' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই পদটী মায়ার অপেক্ষারহিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পরমসত্য এবং নিত্য-সত্যের উদ্দেশে ব্যবহার হয়। কোন চিকিৎসক কোন আময়-নিবারণ-কল্পে বিস্বাদযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। এরূপ আপাতসুখ-হানিকর পরিশেষে সৎফলপ্রসূ চেষ্টা সুফল উৎপন্ন করে ; কিন্তু জীব অপ্রিয় সত্য ও নিজের শুভঙ্কর বিচারে অনিপুণ হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাতসুখের ভিক্ষুক হয় ও **সদুপদেশের সংস্কারক** হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতে শিক্ষাবিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এই প্রকার মায়ার দ্বারা আপাতসুখসমূহ লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। পরমার্থ-বস্তুকে স্বীয় অধিকারে পরিমিত করিতে গিয়া **স্ব-স্বার্থহানিকর জীব পরচর্চ্চাক্রমে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে ;** কিন্তু তাহাদ্বারা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না।

মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা ন্যূনাধিক অভক্ত সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্মপ্রচারক, নীতি-প্রচারক, দয়াবান্, সকলের মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। কেহ যেন আপাতসুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণ-পাদপদ্মকে মায়ামণ্ডিত না করেন। **মায়ামুগ্ধ জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে এবং নিজানুভূতিকে মায়ায় আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণদাস্য হইতে বঞ্চিত হন।** আমরা প্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানিয়াছি যে, যে-কাল পর্য্যন্ত জীব, মায়ামুক্ত কৃষ্ণপাদসেবারত মহীয়ান্ **ভগবদ্ভক্তের পদরেণুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ** জ্ঞান না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার বুদ্ধি **কখনই শ্রীহরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।**

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"জীব, তোমার অস্মিতা জগতে তৃণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত, অর্থাৎ সহৃদয় দৈন্য-সহকারে আপনাকে পক্ষপাতশূন্য পরদুঃখকাতর সম্পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপটদৈন্য-ত্যাগপূর্ব্বক প্রাকৃতবুদ্ধি-নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ চেষ্টাময় হও, **কপটদৈন্যময় যুক্তি** দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ প্রাকৃতসহজিয়া করিয়া না ফেলে, তাদৃশ কাপট্যকে যেন তুমি সুনীচতা বলিয়া ভ্রম না কর, তোমার মমত্ববোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়ামুগ্ধ জীবকে মায়িক বিচারে সম্মান করিবে এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হইবে। তাহা হইলে, নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে

পারিবে।" মায়ামুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে, ইহাই ত' গৌরসুন্দরের আজ্ঞা। যাঁহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন, তাঁহারা মায়াকর্তৃক মুহ্যমান হন। মায়াকর্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহমিকার উদয় হয়, সেকালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং নিজের প্রাকৃত মমত্ব সংবর্দ্ধন করিয়া **পরদ্রোহিতাকেই হরিসেবা জ্ঞান** করেন। আবার পক্ষান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়বদ্ধ হীনজ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া **আদর্শচরিত্র ভক্তের আচরণে বিদ্বেষ-বুদ্ধি** করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয়, শ্রীগৌরসুন্দর দয়াহীন হইয়া জীবকে সংসার-সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, শ্রীদামোদরস্বরূপ মায়াবাদীকে গৌরবিমুখ জানিয়াছেন, রঘুনাথদাস অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-বিমুখ জনকে অসুর-সংজ্ঞা দিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ-নিন্দুককে পদাঘাত করিয়াছেন, নরোত্তম মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই, চক্রবর্ত্তী কোমলশ্রদ্ধকে জাতরতি না বলিয়া কৃপণতা করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ অশুদ্ধ ভক্তির পথ ছাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে কতই না যত্ন করিয়া অনুদারতা দেখাইয়াছেন; ভগবান্ ও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধা ভক্তির বিরোধী; বাস্তবিক তাহা নহে। যেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়াকর্তৃক আচ্ছন্ন থাকে, আমরা ভগবান্ ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। সেইজন্য বৈষ্ণবসাহিত্যে "অমায়া" শব্দের প্রয়োগ।

সমালোচনা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্য্য-ধর্ম্মের গৌরব

বাবু শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয় সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা লিখিয়া একটী প্রবন্ধ সজ্জনতোষণীতে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে 'দৈনিক' নামক পত্রে ঐ প্রবন্ধটী সম্পাদকের লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা বুঝিতে পারি না শরৎ বাবুই কি দৈনিকের সম্পাদক, না তিনি অবৈধরূপে দৈনিকের প্রবন্ধটী নিজ নামে প্রকাশ করিতে বসিয়াছেন। যাহা হউক সে কথা দৈনিকের সম্পাদক মহাশয়ই বুঝিয়া লইবেন। এরূপ প্রবন্ধ আমরা সজ্জনতোষণীতে প্রকাশ করিতে পারি না।

প্রবন্ধটী পাঠ করিলে দুইটী কথা প্রতীত হয়। লেখক মহাশয় আর্য্য-শাস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী। তিনি বিলাতীয় একেশ্বর বাদীদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নিন্দাটী শিক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথাটী এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিশেষতঃ বিশ্ব-বৈষ্ণবসভার প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ আছে। সেই ক্রোধের পরবশ হইয়া তিনি বৈষ্ণবনিন্দা ও পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের অবমাননা করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই।

সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করিলেই আর্য্যশাস্ত্রের নিন্দা করা হয়। আর্য্যশাস্ত্র সর্ব্বজীবের মঙ্গলপ্রদ। অন্যান্য অসম্পূর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় সঙ্কীর্ণ মত প্রচারক ন'ন। জীব-মাত্রেই যে একাধিকার প্রাপ্ত, এরূপ বলিলে, না বিজ্ঞান, না ইতিহাস সন্তোষ লাভ করে। সকল জীবই ভিন্ন ভিন্ন অধিকার-প্রাপ্ত। তন্মধ্যে যে কতকগুলি জীব মূল বিষয়ে অধিকারের ঐক্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা একটী সম্প্রদায়। তাঁহাদের জন্য শাস্ত্র যে উপদেশ প্রদান করেন, সে উপদেশ অন্যাধিকারপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের স্বীকরণীয় নয়। এই অধিকার-বিচারক্রমেই কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়। ভক্তদিগের মধ্যে অধিকারভেদেও পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায়-ব্যবস্থায়ী আর্য্য-শাস্ত্র ও আর্য্যাচার্য্যদিগের প্রধান গৌরব। একটী বিদ্যালয়ে যেরূপ দশটী বা বারটী শ্রেণী থাকে, আর্য্যদিগের পরমার্থ-বিদ্যালয়ে তদ্রূপ কতকগুলি সম্প্রদায়। সম্প্রদায়গুলি পৃথক্ পৃথক্ থাকাতে যে আর্য্য-মহাবিদ্যালয়ের ঐক্য বিনষ্ট হয়, এরূপ নয়। ইংরাজী ভাষায় যে sectarian শব্দ ব্যবহৃত

হয়, তাহার অর্থ অন্য প্রকার। 'সেক্টেরিয়ান' ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মকে এক বিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বলিয়া জানেন। সাম্প্রদায়িক শব্দের অর্থ বিকৃত করিয়া যিনি সম্প্রদায় ব্যবস্থার নিন্দা করেন, তিনি নিতান্ত শাস্ত্রান্ধ। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ে গমনের অধিকার লাভ করিলেই, সেই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারেন। এইরূপে সম্প্রদায় হইতে সম্প্রদায়ে গমন করিতে করিতে জীবগণ বহু জন্মে সর্ব্বোচ্চ সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হন। "অনেক-জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিমি"তি ভগবদ্বাক্য অতিশয় স্পষ্ট। অধিকার লাভ করিলে তদুচিত সম্প্রদায় লাভ করিতে পারে, কিন্তু অধিকার বিচার না করিয়া যদি কোন সম্প্রদায় গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অধোগতি হয়। যে অধিকারে যে উপদেশ, সেই উপদেশই সেই অধিকারের মত এবং সেই মতই সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মত। যদি কেহ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মত একই অধিকারে সন্নিবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার মিশ্র মত হয়, বিশুদ্ধ মত হয় না।

গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত অধিকারসিদ্ধ উপদেশকে সাম্প্রদায়িক মত বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অসাম্প্রদায়িক মতই অনার্য্য মত। "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।" ইত্যাদি ঋষিবাক্য দ্বারা আমরা জানিতেছি যে, সম্প্রদায়-নিন্দুক ব্যক্তিগণ নিতান্ত অনার্য্য ও শিষ্টাচারশূন্য। উপাসনা-কাণ্ডে যে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে, সেই সমুদায়ই দেবদেব মহাদেববাক্য অথবা পূজ্যপাদ ঋষিবাক্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অধিকার-প্রাপ্ত জীবগণের মঙ্গল-সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উপাস্য-বস্তু মূলে এক, তাহাতে ভেদ নাই। কেবল উপাসকদিগের অধিকারভেদে উপাস্য-বস্তুর পার্থক্য সিদ্ধ হইয়াছে। নিজ নিজ উপাস্য বস্তুতে নিষ্ঠা-প্রয়োগই প্রশস্ত। সেই উপাস্য-বস্তু ক্রমশঃ কৃপা করিয়া উচ্চাধিকার দান করিয়া তদধিকারস্থ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। এই জন্যই ঋষিগণ সর্ব্বত্র অধিকারনিষ্ঠাকে প্রবল রাখিবার জন্য তত্তদধিকারের মতকে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া গিয়াছেন। শাক্তগণ যখন বিশুদ্ধ হ'ন তখন বামাচারের নির্ম্মাল্যাদি সেবন করিতে পারেন না। তখন তাঁহারা জপ-যজ্ঞাদি দ্বারা শ্যামা-পূজা করিয়া থাকেন। তদ্রূপ যাঁহারা বৈষ্ণবাধিকার লাভ করেন, তাঁহাদের ভগবন্নির্ম্মাল্য ব্যতীত অন্য নির্ম্মাল্য পাইবার অধিকার থাকিবে না। এই পত্রিকায় 'কুতর্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপদ বাবু লিখিয়াছেন যে, সাত্ত্বিকভাবে পূজা হইলে বৈষ্ণবগণ অন্যদেব-নির্ম্মাল্য পাইতে পারেন। এই বাক্য নির্দ্দোষ নয়। বৈষ্ণবগণের উপাসনা নির্গুণ। তাঁহারা সাত্ত্বিক পূজার নির্ম্মাল্য গ্রহণের অধিকারী ন'ন, নির্গুণ পূজার নির্ম্মাল্য গ্রহণের অধিকারী। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভগবৎপ্রসাদ শ্রীবিমলা-দেবীকে অর্পিত হয়। সেই প্রসাদ সমস্ত বৈষ্ণবের গ্রাহ্য। "বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরমি"তি ঋষিবাক্য দ্বারা বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুনৈবেদ্য দ্বারা অন্য দেবতা ও পিতৃলোকের পূজার বিধান হইয়াছে। তাহাই অন্য দেবের নির্গুণ নির্ম্মাল্য। এ সমস্ত কথা সাধারণে বিচার্য্য নয়। অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় গুরুদেবের নিকট ইহার বিধি ও তাৎপর্য্য বুঝিবেন।

হরিসভাগুলির প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নাই। বরং নাম শুনিলেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। হরিসভাগুলি নষ্ট হইয়া যাউক এরূপ বাসনা আমরা করি না, বরং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, ঐ সকল সভা সত্বরই বিশুদ্ধ হরিভক্তি আস্বাদন ও প্রচার করুন। অনার্য্য-সভার অনুকরণপূর্ব্বক অধিকারতত্ত্বের বিরুদ্ধ মিশ্রমত প্রচার না করেন। "হরিভক্তিদায়িনী", "হরিভক্তি-প্রচারিণী" প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ হরিভক্তির আনুকূল্য করাই প্রয়োজন। অন্যান্যাধিকারের মতসিদ্ধ কার্য্য তাহাতে না করেন, আমাদের এই প্রার্থনা। অন্যান্যাধিকারের আর্য্যসন্তানগণ হৃষ্টচিত্তে সমবেত হইয়া আর্য্যধর্ম্মরক্ষণী, শিবসভা, কালীসভা, গণপতিসভা ও কর্ম্মাধিকার অনুসারে যাজ্ঞিকসভা এবং জ্ঞানাধিকার অনুসারে আধ্যাত্মিকসভা—ব্রহ্মসভাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অধিকার-নিষ্ঠা সমৃদ্ধি করুন। তাহাতে আমরা বিপুলানন্দ লাভ করিব। হরিসভার সভ্যগণ অমিশ্রিত হরিভক্তি আস্বাদন ও প্রচার করুন। এসম্বন্ধে অধিক বলিতে গেলে কেবল মনের উদ্বেগ ও লেখা বাহুল্য হইবে। আমাদের

পরামর্শ এই যে, হরিসভার সভ্যগণ উপযুক্ত বৈষ্ণব-গুরুগণের নিকট বিশুদ্ধ হরিভক্তি শিক্ষা করিয়া তাহাই আস্বাদন করুন। প্রথমে শিক্ষা না করিলে শিক্ষা দেওয়া, বিধি নয়। যদি বিশুদ্ধ হরিভক্তি প্রচার করা তাঁহাদের অভিপ্রেত না হয়, তবে সভার নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আর্য্যসভা বলিয়া নাম গ্রহণ করুন। নতুবা মাছের দোকানে শাক, শাকের দোকানে মাছ বিক্রয় করিলে যে ব্যবহার-সাঙ্কর্য্য হয়, তদ্রূপই হইতে থাকিবে। শাকের দোকানে মৎস্য দেখিলে ব্রহ্মচারী যতিগণ যেরূপ কষ্টবোধ করেন, তদ্রূপ বিশুদ্ধ হরিভক্তগণ হরিসভায় গিয়া মনুসংহিতা পাঠ, হোম, যাগ, অধ্যাত্ম রামায়ণ-ব্যাখ্যা, বাউল-গান, হারমনিয়াম বাদ্য ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসগ্রন্থ সাধারণের নিকট পাঠাদিরূপ অধিকারসাঙ্কর্য্য দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়েন। যে হরিসভায় এবম্বিধ সাঙ্কর্য্য নাই, তথায় মিশ্র মত নাই। তাহার কোন নিন্দাও নাই। সে সভা আমাদেরই সভা। তাহার নাম বৈষ্ণব-সভা বলিলেই হয়। যে সভার অধিকার-বিচারশূন্য মিশ্রমত আছে, সে সভা যে হাস্যাস্পদ হইবে ইহাতে সন্দেহ কি?

ভগবৎকৃপা ভক্তকৃপানুগামিনী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পরম বৈষ্ণব ত্রিহুতপণ্ডিত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

[ভবভীত ব্যক্তি-সকল কেহ (হরিজনেতর মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানী) শ্রুতিকে, কেহ (হরিজনেতর ক্ষয়িষ্ণু ফলকামী কর্ম্মী) স্মৃতিকে (লৌকিক প্রয়োজনানুষ্ঠানপর শাস্ত্রকে), কেহ বা মহাভারতকে (ভারতাদি সকল জনসুখ-পাঠ্য গ্রন্থকে) ভজনা করুন, (আমি কিন্তু) এই স্থানে শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি, যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন।]

অর্থাৎ ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্‌কে পাইতে হইলে ভক্তকৃপা ব্যতীত তাঁহাকে পাইবার অন্য কোন উপায়ান্তর নাই। তিনি যাঁহার প্রেমে বশীভূত, সেই ভক্তের কৃপা-ভাজন হইতে পারিলেই শীঘ্র শীঘ্র ভগবৎ-কৃপালাভ সম্ভব হইবে।

চারিটী স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য আবির্ভাব—

"শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে, আর রাঘব-ভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাবিষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ-স্বভাব॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩৪-৩৫

শ্রীশচীর মন্দির, শ্রীনিত্যানন্দ-নর্ত্তন, শ্রীশ্রীবাস-কীর্ত্তন ও শ্রীরাঘবভবন—এই চারিটী স্থানে প্রেম অর্থাৎ প্রগাঢ় প্রীতি থাকিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রেমাকৃষ্ট হইয়া তত্তৎস্থানে নিত্য আবির্ভূত হন। উঁহাদের আনুগত্যে যেখানে প্রগাঢ় প্রীতির সহিত রন্ধন, নর্ত্তন, কীর্ত্তন ও সেবন বর্ত্তমান, সেখানে 'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়'।

সুধু 'কৃপা করুন', 'কৃপা করুন' মুখে বলিলে ভক্তের বা ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। কৃপার যোগ্য-পাত্র হওয়া চাই। ভক্ত চাহেন তাঁহার আরাধ্যবস্তুর সেবায় তৎপরতা—নিষ্কপট অনুরাগ, ভগবান্‌ও চাহেন তাঁহার ভক্তের সেবায় তৎপরতা ও নিষ্কপট অনুরাগ। তাহা হইলেই উভয়েরই কৃপা লভ্য হয়। শুদ্ধভক্ত তাঁহার নিজের পূজা না চাহিলেও ভক্তসেবায় অনুরাগ প্রদর্শিত না হইলে শ্রীভগবান্ সেই ব্যক্তির একজন্মের নহে, বহু জন্মের ভজন-সাধনেরও কোন মূল্য দেন না।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গান করিয়াছেন—

"ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই, হঞা একমন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥
বৈষ্ণবচরণ-জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণবচরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥

তীর্থ জল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ॥"

শ্রীভগবান্ বলেন— 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়। শ্রীঅর্জ্জুনকেও লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

অর্থাৎ "হে পার্থ, যাহারা আমার ভক্ত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে চাহে, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে, পরন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত।"

'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'

শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মপরিচয়দানকালে বলিতেছেন—বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যে আমার 'আমি'র প্রকৃত পরিচয় নাই। 'আমি' গোপীভর্ত্তা গোপীরমণ গোপীনাথ গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস।

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

—ভাঃ ৯।৪।৬৮

"শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিতেছেন—হে দ্বিজ, আমি ভক্তপরাধীন, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম হইলেও ভক্তের নিকট আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। আমি ভক্তপরতন্ত্র (—ভক্তপ্রেমে বাঁধা)। ভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্তজনপ্রিয়।

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।"

শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে তাঁহার ভক্ত অম্বরীষের পাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বলিলেন। দুর্ব্বাসা অম্বরীষের নিকট ছুটিয়া গেলেন। তখন অম্বরীষ কি করিলেন? তিনি কি তাঁহার চরণ বাড়াইয়া দিলেন? না। তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী মানদ ভক্তরাজ অম্বরীষ সুদর্শনচক্রকে স্তবদ্বারা প্রসন্ন করিয়া দুর্ব্বাসা ঋষিকে পরমাদরে ভোজন করাইয়া সম্বৎসর পরে অন্ন গ্রহণ করিলেন। দুর্ব্বাসা অভুক্ত অবস্থায় গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাই অম্বরীষ এক বৎসর আর অন্ন গ্রহণ করেন নাই, অত্যন্ত দুঃখের সহিত দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইহাই বৈষ্ণবের স্বভাব। তাঁহার বিচার—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥
'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি, উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,
না লইব পূজা কার॥"

ভক্তরাজ কুলশেখর তাঁহার মুকুন্দমালাস্তোত্রে বলিতেছেন—

"মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে,
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য,
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥"

[হে লোকনাথ, হে ভগবন্, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য, বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সেই বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন।] আবার ভক্তের পূজা করিলে ভগবান্ তুষ্ট হন বলিয়া আর ভগবানের পূজা করিতে

হইবে না, তাঁহার পূজা বাদ দিয়া কেবল ভক্তেরই পূজা করিতে হইবে, তাহাও নহে। ভক্তের আনুগত্যেই ভগবানের পূজা করিতে হইবে। ভগবানের পূজা বাদ দিলে তদ্গতচিত্ত ভক্ত সন্তুষ্ট হইবেন কিরূপে ? শ্রীমহাবীর হনুমান্জী, কেহ তাঁহার আরাধ্যদেব শ্রীরামের পূজা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার পূজা করিতে গেলে অত্যন্ত কুপিত হইয়া থাকেন। এজন্য অগ্রে জয় সীতারাম বলিয়া তাঁহার আরাধ্যদেবতার জয়গান করিয়া শেষে শ্রীহনুমান্ জীর জয়গান করিলে তিনি প্রসন্ন হইবেন।

স্বয়ং সেব্য ভগবান্ই সেবক-বিগ্রহ গুরুরূপ ধারণ পূর্ব্বক শিষ্যকে সেবা শিক্ষাদান করেন। শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা, আত্মরসোদ্দীপক নানাবিধ বেষরচনা ও শ্রীমন্দিরমার্জ্জনাদি সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকিয়া 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' ন্যায়াবলম্বনে তদনুগত ভক্তগণকে সেই সেবায় নিযুক্ত করেন। এজন্য শ্রীগুরু-দেবের সেই কৃষ্ণপ্রিয়তম স্বরূপের একান্ত আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবাই বিধেয়।

মুণ্ডক শ্রুতি 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ' এই মন্ত্রদ্বারা তদ্বস্তুর বিজ্ঞান—বিশেষানুভূতি বা সাক্ষাৎকার লাভের জন্যই শ্রীগুরূপসত্তির কথা জানাইয়া-ছেন। গীতোপনিষদেতে শ্রীভগবান্ 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' বাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহকারে তদ্বস্তুবিজ্ঞানলাভার্থ উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগুরুপ্রণামমন্ত্রের 'তৎপদং দর্শিতং যেন' বা 'চক্ষুরুন্মীলিতং যেন' ইত্যাদি বাক্যেও স্নিগ্ধ শিষ্যকে পরমপদ প্রদর্শনের কথা আছে। 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুরেব মহেশ্বরঃ', 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ...... সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ' ইত্যাদি বাক্যে গুরুদেবকে 'সাক্ষাদ্ধ-রিত্বেন' বলা হইলেও 'কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয়ঃ' এই বাক্যে শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বা কৃষ্ণপ্রিয়তমই বলা হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদও জানাইতেছেন—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়-তমত্বেনৈব মন্যন্তে' অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের শ্রীভগবানের সহিত অভেদত্বাদি উক্তি তাঁহার প্রিয়তমত্ব-রূপে বিচার করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীগুরুদেবে অতিভক্তি বা অতিপ্রীতি দেখাইতে গিয়া ভগবদ্বিগ্রহ-সেবায় অনাদর প্রকৃত গুরুপূজা নহে। সদ্গুরু সচ্ছিষ্যকে শ্রীকৃষ্ণনাম-বিগ্রহাদিরই সেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন, 'আমি গুরু আমাকে ভজন কুরু' এইরূপ শিক্ষা কখনও দেন না।

মায়াবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসী সভায় আসিয়া বেদান্তাদি অনুশীলনের পরিবর্ত্তে ভাবুকগণ সঙ্গে নৃত্য-গীতবাদ্যাদি দ্বারা কালক্ষেপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিয়া-ছিলেন— গুরুদেব আমাকে মূর্খ দেখিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন —

"মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ সদা,—এই মন্ত্রসার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

তাই—"কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায়॥" ইত্যাদি।

গয়া হইতে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষা লইয়া আসিবার পর কি শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবিগ্রহ-সেবা-পূজা ছাড়িয়া দিয়া শুধু শ্রীগুরুদেবের বিগ্রহ লইয়াই থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ? 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥' (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ ব্যক্তি তাহারই অনুকরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, সাধারণ লোকও তাহাতেই অনুবর্ত্তী হন।—গীঃ ৩।২১) এইরূপ মহাজনানুগত বিচারই অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

দিব্যসূরিগণ তাঁহাদের অবাধ দিব্যনেত্রে যে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ নিত্যকাল দর্শন করিতেছেন, শ্রীগুরুদেব শিষ্যের দিব্য জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তাঁহাকে ত' সেই পরমপদ দর্শনেরই যোগ্যতা দিবেন ? সুতরাং তাঁহাকে ত' ভগবদারাধনাই শিক্ষা দিতে হইবে ? যদি বলেন— নিরাকার নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃস্বরূপের আরাধনা শিক্ষা

দেওয়া হয়। নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতিঃতে জীবসত্তা লয় করিয়া দিলে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা বা আস্বাদন, আস্বাদ্য ও আস্বাদক—এই ত্রিপুটী বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে লাভ কিছুই হয় না। ভগবানের নিত্য আকারকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করত তাহা স্বীকারে আপত্তি উত্থাপন করিতে গিয়াই সাধকের ঐ বিপদ্ উপস্থিত হয়। শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপের কি নিত্যত্ব সংরক্ষণ করিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। যে যে শ্রুতি নির্ব্বিশেষপর বাক্য বলিয়াছেন, সেই সেই শ্রুতিই আবার সবিশেষপর বাক্যও বলিয়াছেন। বিচার করিয়া দেখিলে প্রাকৃত-বিশেষ নিষেধ পূর্ব্বক অপ্রাকৃত-বিশেষ-যুক্ত সবিশেষ বিচারই প্রবল হইয়া পড়ে। শ্রীভগবানের নিত্যবিশুদ্ধসত্ত্ব সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে মায়িক বুদ্ধি করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদকে বিশেষভাবে গর্হণ করিয়াছেন। গীতায় অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ, জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং, অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অত্যন্ত দুঃখে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৬৬-৭

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্রও বলিয়াছেন—

বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন॥
মুখ্য-গৌণবৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।" (গীতা) শ্রীমদ্ ভাগবত (১১।২১।৪২) বলেন—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন।"

অর্থাৎ বেদবাক্যসকল কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক বেদশাস্ত্রমধ্যে কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কি বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য-দ্বারা কি প্রকাশ করে এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আবার বিকল্পনা (বিপরীত কল্পনা) করে, বেদের এই প্রকার বিধিনিষেধের তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহই জানে না।

শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব—সচ্চিদানন্দবস্তু, ইনিই ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। "সর্ব্বআদি, সর্ব্ব অংশী, কিশোর-শেখর। চিদানন্দদেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥" সাধক জ্ঞানমার্গে তাঁহাকে ব্রহ্ম জ্যোঃতিরূপে, যোগমার্গে—পরমাত্মরূপে এবং ভক্তিমার্গে ভগবৎস্বরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তিতেই ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপে হয়। শুদ্ধভক্ত সাধুর সঙ্গ-সৌভাগ্যক্রমেই জীব এইরূপ পূর্ণ প্রতীতি লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন।

"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

ভোগোন্মুখী, ত্যাগোন্মুখী ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে জীবের কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তসাধুর সঙ্গ লাভ হয়। ভক্তসাধু সঙ্গক্রমেই ভক্তিমার্গে রুচি জন্মে। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৪।৩৩

শুদ্ধভক্তসাধুসঙ্গসৌভাগ্য না হইলে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গের পরতমত্ত্ব-সম্বন্ধে অসংখ্য অলৌকিক অতিমর্ত্ত্য লীলা শ্রবণ ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও ভাগ্যহীন জীব তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-ভজনে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারে না। এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্নের নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক উদ্ধার করতঃ বড় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন,—দিবান্ধ পেচক যেমন সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পায় না, সেইরূপ অধোক্ষজ গৌর-কৃষ্ণতত্ত্ব অভক্তের জ্ঞানগম্য হয় না। ভগবান্ তাঁহাকে গোপন করিবার যতই না কেন চেষ্টা করুন, দৈবস্বভাব ভক্ত তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন; রাজস ও তামসগুণবিশিষ্ট আসুরস্বভাব ব্যক্তিই তাঁহাদের ভগবত্তা স্বীকার করিয়া উঠিতে পারে না—

"ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥
উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥"—স্তোত্ররত্ন

অর্থাৎ "হে ভগবন্! তোমার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্রদ্বারা তোমার শীল (স্বভাব), রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব (অলৌকিক-প্রভাব) লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস ও তামসগুণবিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

হে ভগবন্! দেশ, কাল, চিন্তা (অনুভাষ্যে দেশ, কাল ও দ্রব্য—অন্যত্র দেশ, কাল ও পাত্র)—এই তিনটি সীমা-দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ কিন্তু তোমার গূঢ়স্বভাব সম ও অতিশয় শূন্য (অসমোর্দ্ধ) হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবলদ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্য ভক্তগণ সর্ব্বথা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ

সুতরাং গৌরকৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত কখনই শ্রীগৌরকৃষ্ণ তত্ত্বানুভব ও তচ্চরণে শুদ্ধভক্তিলাভ সম্ভবপর হয় না।

জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

[শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এ, বি-টি]

আমরা সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা ভিক্ষা করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা আলোচনা করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিব।

'ভজ্' ধাতু+ক্তি=ভক্তি। 'ভজ্' ধাতু সেবায়াম্। অর্থাৎ ভজ্ ধাতু সেবা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ভগবৎ-সেবার অপর নাম ভক্তি। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু এ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিসন্দর্ভগ্রন্থে (২১৬ অনুচ্ছেদ) জানাইয়াছেন—

ভজ্ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃসাধনভূয়সী॥
(গরুড়পুরাণ)

পণ্ডিতগণ সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবাকেই 'ভক্তি' বলিয়া থাকেন। নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণসুখার্থ কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধাভক্তি। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥(ভঃ রঃ সিঃ)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা, ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধা ভক্তি' ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

তথাহি শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

সর্ব্ব-উপাধি-নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ কৃষ্ণসুখাভিলাষ ব্যতীত যাবতীয় স্ব-সুখ-বাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া তৎপরত্বের সহিত অর্থাৎ অনুকূলভাবে এবং নির্ম্মল অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে হৃষীকেশ শ্রীহরির যে সেবা, তাহাই ভক্তি বলিয়া কথিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মদ্গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

(ভাঃ ৩।২৯।১১, ১২, ১৪)

ভগবদ্-গুণ-শ্রবণমাত্র সর্ব্বহৃদয়বাসী ভগবানের প্রতি মনের যে অবিচ্ছিন্না গতি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। এই ভগবদ্ভক্তি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। অহৈতুকী অর্থে নিষ্কামা আর অব্যবহিতা অর্থে অপ্রতিহতা বা নিরন্তরা। এতাদৃশী ভক্তিকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা হয়। এই ভক্তিযোগ দ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করতঃ বিমল-কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন।

'জ্ঞান' বলিতে সাধারণতঃ নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই বুঝায়। জ্ঞানের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"জ্ঞানঞ্চৈকাত্মদর্শনম্।"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভুও ভক্তিসন্দর্ভে উক্ত শ্লোক উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন—"অভেদোপাসনং জ্ঞানমিত্যর্থঃ।" ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ ধারণাই জ্ঞান।

জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিষয়ে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদের সাধন। ভগবজ্‌জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এক নহে। ভগবজ্‌জ্ঞান ভক্তির অন্তর্গত। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান তাহা নহে, পরন্তু ভক্তি-বিরুদ্ধ।

কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ সজ্জনকে কৃষ্ণভক্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনপর ব্যক্তিগণকে জ্ঞানী বলা হয়। কর্ম্মিগণ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামী, আর জ্ঞানিগণ মুক্তিকামী। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।" কামনাই দুঃখ বা অশান্তি, আর নিষ্কামতাই শান্তি বা সুখ। ভক্তিতে কামনা বা স্বসুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। তাহা অনুক্ষণ কৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়ী। জ্ঞানিগণ মুক্তিকামী বলিয়া অশান্ত বা দুঃখী, আর কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম বলিয়া শান্ত বা সুখী।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি 'অশান্ত'॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ॥

(ঐ মঃ ২৪।১৭৬)

ভক্ত কৃষ্ণসুখকামী ও নিঃস্বার্থ। কিন্তু জ্ঞানী স্ব-সুখকামী বলিয়া স্বার্থপর। ভক্ত কৃষ্ণোন্মুখ বা কৃষ্ণভক্তিমান্, আর জ্ঞানী কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বা কৃষ্ণাভক্ত। ভক্ত ভোগীও নহেন ত্যাগীও নহেন—তিনি ভগবৎসেবা-পরায়ণ কিন্তু জ্ঞানী ভোগত্যাগী ও সেবাত্যাগী হইয়া শুষ্ক-বৈরাগী, নির্ব্বিশেষবাদী। ভক্ত—ভক্তিরসিক, আর জ্ঞানী—অরসিক। ভক্ত—হৃদয়বান্, প্রেমিক বা রসজ্ঞ, আর জ্ঞানী—শুষ্ক-হৃদয়, ভক্তিহীন, অরসজ্ঞ। ভক্ত ভগবানের সেবা করিবার জন্য সতত ব্যস্ত, আর অভক্ত জ্ঞানী দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবানের সহিত মিশিয়া যাইবার জন্য সতত চঞ্চল-চিত্ত। ইহাই ভক্তের সহিত জ্ঞানীর পার্থক্য।

তাই শাস্ত্র বলেন—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫৮-২৫৯)

নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
জ্ঞান-কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ-তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ॥
জগত-ব্যাপক হরি, অজ-ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মধুর লীলা-কথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

আমরা বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, জীব কৃষ্ণের নিত্যসেবক বা নিত্যদাস। জীব কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী নহে; পরন্তু ভগবৎ-সেবক। ভগবৎ-সেবা বা ভগবদ্ভক্তিই তাহার নিত্যধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য। এই ভক্তিই আত্মধর্ম্ম বা স্বরূপের ধর্ম্ম। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যা কিছু সবই দেহমনোধর্ম্ম বা বিরূপের ধর্ম্ম। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আত্মধর্ম্ম, পরমধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম নহে। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থাশক্তি' ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব — অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য)

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল, পরমশান্তি বা অফুরন্ত সুখ হইতে পারে না। কারণ ইহা জীবের নিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম নহে। এগুলি নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম বা অনিত্যধর্ম্ম। এজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতায় সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
(গীতা ১৮।৬৬-৬৫)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শরণ গ্রহণ কর—আমার ভজন কর। আমার চিন্তাকর, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, আমার ভক্তি যাজন কর, ভক্ত হও। তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে।

জীবের পরমধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
(ভাঃ ১।২।৬)

নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তিই মানবের পরমধর্ম্ম। এই ভগবদ্ভক্তিরূপ পরমধর্ম্মের দ্বারাই জীব নিত্যসুখ বা পরমা শান্তি লাভ করিতে পারে।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥
(ভাঃ ৬।৩।২২)

নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা ভগবানে যে ভক্তিযোগ, তাহাই মানবের পরমধর্ম্ম। আমরা শাস্ত্রে দেখিতেছি যে—ভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম্ম, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি জীবের নিত্যধর্ম্ম নহে; পরন্তু তাহা অনিত্যধর্ম্ম বা দেহ-মনোধর্ম্মের অন্তর্গত। সুতরাং ভক্তিই যে জীবের একমাত্র কৃত্য এবং তাহাই যে ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় তাহা সহজেই অনুভবনীয়।

বেদাদি শাস্ত্রে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। জ্ঞানবাদে ভগবান্‌ই প্রভু এবং জীব তাঁহার ভৃত্য বা সেবক—এরূপ সেব্য-সেবক-সম্বন্ধের কোনও কথা নাই। ভগবানের সহিত জ্ঞানীর কোন সম্পর্কই দৃষ্ট হয় না। তিনি 'হাম-খোদাই' ভাব লইয়া অহঙ্কারে মত্ত। তাঁহার প্রাপ্য-ফল বা প্রয়োজন হইল—সাযুজ্য-মুক্তি। ভগবৎ-সেবক জীব ভগবদাশ্রয় বা ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগ করত জ্ঞানী সাজিতে যাইয়া উত্তরোত্তর অজ্ঞানেই আবদ্ধ। কিন্তু ভক্ত নিজেকে ভগবৎসেবক জানিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিমগ্ন ও প্রেমানন্দে উন্মত্ত। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা-প্রাপ্যের কারণ।
কৃষ্ণে সেবা করে, কৃষ্ণরস আস্বাদন॥

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি, পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে 'শ্রীকৃষ্ণ',—সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
'এই স্থানে আছে ধন' বলি দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে, তাহাঁ 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধনে হাত না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে 'কৃষ্ণ-অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০-২১)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

[শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তিই আমাকে বশীভূত করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, কর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা ও ত্যাগ দ্বারা আমি বশীভূত হই না। সাধুদিগের প্রিয় আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্য হই। মন্নিষ্ঠ ভক্তিই চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পরিত্রাণ করে।]

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৭৫)

অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখ-ভোগ ফল পায়।
সুখ-ভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥
দারিদ্র্য নাশ, ভবক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০ শ পরিচ্ছেদ)

ভক্তিই যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় এ সম্বন্ধে শ্রুতিও বলেন—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী॥"

(৩।৩।৫৩ ব্রহ্মসূত্রে শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত মাঠর শ্রুতি)

—ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান—ভক্তি দ্বারাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য
একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥
(গোপাল-পূর্ব্বতাপন্যুপনিষৎ)

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, নিয়ন্তা, সর্ব্বত্র গমনশীল, তিনিই পূজ্য। তিনি এক হইয়াও অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে বহুপ্রকারে বিলাস করেন। যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদের নিত্যানন্দ প্রাপ্তি হয়; অন্যের তাহা লাভ হয় না।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ (শ্রুতি)

যাঁহার শ্রীভগবানে উত্তমা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমন শ্রীগুরুদেবেও যাঁহার অচলা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই শ্রুতির গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়া থাকে।

গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

(গীতা ১১।৫৪)

হে অর্জ্জুন! জীব অনন্যভক্তি দ্বারাই আমাকে জানিতে, দর্শন করিতে এবং প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥

(গীতা ৮।২২)

সমগ্র ভূতই যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছেন, সেই পরমপুরুষ ভগবান্ অনন্যভক্তি দ্বারা লভ্য হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজা।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতাঃ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥

(ভাঃ ৭।৭।৫১-৫২)

ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার, বহুজ্ঞতা এসব কিছুই ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনের যোগ্য নহে। দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত এই সমস্তও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে। কেবলমাত্র নিষ্কাম ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি প্রীতি হন। ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

ভগবান্ সর্ব্বত্র 'ভক্তবৎসল' বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তিনি কখনও কর্ম্মি-বৎসল, জ্ঞানি-বৎসল বা যোগি-বৎসল বলিয়া অভিহিত হন না। ভক্তই ভগবান্‌কে পায়। ভক্তপ্রিয় মাধব ভক্তেরই বশীভূত। ভক্তাধীন গোবিন্দ। ভগবান্ শ্রীহরি দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

(ভাঃ ৯।৪।৬৩)

ভকতের বন্ধু আমি ভকত-অধীন।
ভকত-জনের সঙ্গে মোর নাহি ভিন॥
হৃদয় হরিয়া মোর লৈল সাধুজনে।
আপনে ঈশ্বর নহি সাধুজন বিনে॥ (কৃঃ প্রেঃ তঃ)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৭৫)

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯২)

বৃহন্নারদীয়-পুরাণও বলেন—

সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ শরণার্ত্তিপ্রণাশনঃ।
স ভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা॥

সর্ব্বদেবময় শরণাগত-পালক ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তি দ্বারাই তুষ্ট হন। অন্য কোন সাধনে তিনি পরিতুষ্ট হন না।

গরুড় পুরাণ বলেন—

বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে।
যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ॥

বিষ্ণুভক্তির দ্বারা সমস্ত পুরুষার্থই লাভ হয়। ভক্তির দ্বারা ভগবান্ যেমন প্রসন্ন হন, অন্য কোন সাধনে তেমন প্রীত হন না।

তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১০।১৪।৩)—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

সযতনে জ্ঞানযোগ তেজিয়া সুদূরে।
কেবল তোমার কথা শ্রুতিযুগে ধরে॥
সাধুমুখে-মুখরিত সাধু-সন্নিধানে।
তনু-মন-বচনে তোমার কথা শুনে॥
সবে জীয়ে হরিকথা করিয়া জীবন।
যথাতথা থাকি' মাত্র করুক শ্রবণ॥
সেই জন মাত্র প্রভু সবে তোমা পায়।
তিন লোকে আর কেহ অন্ত নাহি পায়॥

(কৃঃ প্রেঃ তঃ)

পুরেহ ভূমন্ বহবোহপি যোগিন-
ত্বদর্পিতেহা নিজ-কর্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেহঞ্জোহচ্যুত তে গতিং পরাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৫)

এই শ্লোকের অর্থে গৌরপার্ষদ শ্রীভাগবত আচার্য্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে বলিয়াছেন—

পূরবে সাধিল জ্ঞানযোগ যোগিগণে।
জ্ঞান-যোগ-সিদ্ধি নৈল যোগপথ হনে॥
তবে তারা বিচারিয়া মনে কৈল সার।
ভক্তিযোগ বিনে কভু নহিব নিস্তার॥
তুয়া পদে সর্ব্ব কর্ম্ম কৈল সমর্পণ।
তোমার চরিত্র-কথা শুনে অনুক্ষণ॥
তবে তারা ভক্তিযোগ লভিল তোমার।
উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান, ছুটিল সংসার॥
তবে তারা লভিল পরমপদ সুখে।
এই সে কারণে ভক্তি করে বুধ লোকে॥

ভক্তিই নিত্যশান্তি লাভের এবং ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র পন্থা। ভক্তিই অকুতোভয় সাধন। ভক্তি স্বয়ং সমর্থ বলিয়া নিরপেক্ষ। ভক্তি কাহারও অপেক্ষা করেন না। ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে সমস্ত ফলই দান করিতে সমর্থ। কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তি-সাধন-সাপেক্ষ-ধর্ম্মযুক্ত। তাহারা সর্ব্বদা ভক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকে। ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কোন ফলই দিতে পারে না। তাই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥
(ভাঃ ১।৫।১২)

অর্থাৎ, নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নির্ম্মলজ্ঞানই যখন ভগবদ্ভক্তি-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না অর্থাৎ কোন ফলই দান করিতে পারে না, তখন অমঙ্গলপ্রসূ কর্ম্ম শ্রীহরিতে অর্পিত না হইলে—ভক্তিরহিত হইলে তাহা নিষ্কাম হইলেও কিরূপে শোভা পাইবে অর্থাৎ কিরূপে ফলদানে সমর্থ হইবে?

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ (ভাঃ ২।৪।১৭)

তাৎপর্য্য এই যে,—কি তপস্বী, কি দানী, কি যশস্বী, কি মনস্বী, কি বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহাদের সেই সেই কর্ম্ম সুমঙ্গল হইলেও যদি তাহা ভগবৎপাদপদ্মে অর্পিত না হয় অর্থাৎ ভগবৎ-সেবা বা ভক্তিরহিত হয়, তাহা হইলে কিছুতেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

তাই শাস্ত্র বলেন (চৈঃ চঃ)—

কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥
শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

নিখিল মঙ্গলের নিদান ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল ব্যক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধি-লাভের জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, তুষকে পেষণ করিলে যেমন তণ্ডুল পাওয়া যায় না, কেবল ক্লেশ মাত্র সার হয়, তাহাদেরও সেইরূপ কোন ফল হয় না, কেবল কষ্টই লাভ হয়।

জ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন (গীতা—৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন!

যাঁহারা আমার ভজনা করেন—আমার ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারাই এই দুরতিক্রমণীয়া মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র বলেন—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ (চৈঃ চঃ)

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভগবান্‌কে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—হে পদ্মলোচন, আপনার পাদপদ্মে ভক্তি না থাকায় বিমুক্তাভিমানী জ্ঞানিগণের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা বিমুক্ত-অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অর্থাৎ ভক্তি-বর্জ্জিত হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্র আরও বলেন—

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৮৭, ৮৮, ১৩৪)

প্রভু কহে,—কর্ম্মী, জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৬)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিতেছেন—

মুক্তি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুখে।
মোর ভক্তি বিনা কোন কর্ম্মে কিছু নহে॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্ম দুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তার দরশন-সুখ॥
ভক্তিশূন্য জনে মুক্তি না করি প্রসাদ।
মোর দরশন-সুখ তার হয় বাদ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২৪৯-২৫০, ২৫৪)

শাস্ত্র বলেন—

নানুব্রজতি যো মোহাদ্ ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ কর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥

(রথযাত্রা-প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণ-বাক্য)

মূঢ়তা-প্রযুক্ত যে ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তির গমনকালে তাঁহার অনুগমনরূপ ভক্তি আচরণ না করে, সে ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সকল কর্ম্ম দগ্ধ করিলেও অর্থাৎ সে জ্ঞানী হইলেও ব্রহ্মরাক্ষস হয়।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৩১ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—ভক্তেরন্যনিরপেক্ষত্বাৎ অন্যস্য (কর্ম্মজ্ঞানাদেঃ) চ তৎসাপেক্ষত্বাদ্ভক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠঃ।

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ভক্তির সাহায্যেই ফল দান করিতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে ফল দান করিতে তাহাদের কোন সামর্থ্য নাই। কিন্তু ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে সমস্ত ফল দান করিতে পারেন। ভক্তিতে কর্ম্ম জ্ঞানাদির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। ভক্তির দ্বারা সর্ব্বসুখ-তিরস্কারী কৃষ্ণসেবাসুখ বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, আর আনুষঙ্গিক-ভাবে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি যাবতীয় সাধনের ফলও লাভ হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে ভগবান্ বলিতেছেন—

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা॥

(ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা তীর্থ-ভ্রমণ ও ব্রতাদি দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, ভগবদ্ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সে সমস্ত ফলই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন।

মুক্তি প্রভৃতি ভক্তি-সম্পত্তির অনুচরী। যেমন অধীশ্বরী যেখানে গমন করেন দাসীও বিনা আহ্বানে তথায় উপস্থিত হয়, সেইরূপ যিনি ভক্তি লাভ করেন তিনি না চাহিলেও মুক্তি প্রভৃতি যাবতীয় সিদ্ধি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। ভক্তিতেই ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বমনোরথসিদ্ধি হয়। জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু প্রীতি-সন্দর্ভগ্রন্থে (১৯ অনুচ্ছেদ) জানাইয়াছেন—

হরিভক্তি-মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥
(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধিসমূহ এবং অদ্ভুত অদ্ভুত ভোগসকল দাসীর ন্যায় হরিভক্তি-মহাদেবীর অনুগমন করিয়া থাকে।

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও কৃষ্ণকর্ণামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

ভগবানে অচলা ভক্তি হইলে ভগবৎকৃপায় হৃদয়ে দিব্যকিশোরমূর্ত্তি শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয়, মুক্তি করযোড়ে তাঁহার সেবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

মহাভারতও বলেন—

যেষাং সাধন-সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধনদ্বারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় লাভ হয়। কিন্তু উক্ত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-সাধন ব্যতীত কেবল নারায়ণাশ্রয়রূপ ভক্তিযোগ দ্বারাই সেই সমস্ত পুরুষার্থ অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে।

এইজন্যই শাস্ত্র-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত (২।৩।১০) বলেন—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত সকলেরই দৃঢ়ভাবে ভগবদ্ভক্তি যাজন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৫)—

মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥

অন্বয়-ব্যতিরেক-ভাবে বিচার দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কেবল ভক্তি-যাজনের দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম বা ভগবৎসাক্ষাৎকার সবই লাভ হয়। ইহাই অন্বয়মুখে বিচার। এ-বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। যদিও এ সমস্ত বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে, তথাপি প্রবন্ধ বিস্তারভয়ে সংক্ষেপেই উল্লেখ করা হইল। ভগবানে ভক্তি না করিলে সকলেরই প্রত্যবায়, অধঃপতন বা নরক হয়। ইহাই ব্যতিরেক বিচার। জ্ঞান কিন্তু মুক্তির প্রতি এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকী নহে অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হইবে, নতুবা হইবে না এইরূপ নহে। কেন-না জ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল ভক্তিদ্বারাই মুক্তি অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামনবমীব্রতোৎসব

গত ৯ই চৈত্র (১৩৭৮), ইং ২৩।৩।৭২ বৃহস্পতিবারে দক্ষিণ-কলিকাতা-শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরামমহিমা-শংসনমুখে শ্রীরামনবমীব্রত পালিত হইয়াছেন। মধ্যাহ্নে পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের জন্মলীলা-ভাবনা-মূলে শ্রীশালগ্রামে তাঁহার অভিষেক, পূজা ও ভোগরাগাদি সমর্পিত হয়। এদিকে নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবত নবমস্কন্ধ ১০ম অধ্যায় এবং শ্রীবাল্মীকি রামায়ণের 'মূল রামায়ণ' নামক প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যা সহ পাঠ করিতে থাকেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হয়। মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিকের পর অধিকাংশ সেবকই অনুকল্প করেন। কএকজন রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাসী থাকিবার পর অনুকল্প করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাট্যমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীতাদির পর শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ড হইতে সংক্ষেপে নারদ-বাল্মীকি-সংবাদ, ক্রৌঞ্চবধপ্রসঙ্গে বাল্মীকির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ, বাল্মীকি মুনির রামায়ণ রচনা, কুশ ও লবের রামায়ণশিক্ষা, তদুভয় কর্ত্তৃক রামায়ণ গানারম্ভে অযোধ্যার শোভাবর্ণন, রাজা দশরথ-কথা—তাঁহার পুত্রকামনা, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি-দ্বারা পুত্রেষ্টিযজ্ঞ-সম্পাদন, পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের রামাদি চারি অংশে জন্মগ্রহণলীলা প্রভৃতি পাঠ করিলে

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীরামচরিত্র সম্বন্ধে কএকটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার মীমাংসা সহকারে একটি সুন্দর নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার ঐ বক্তৃতা এবং ঐ বিষয়াবলম্বনে তৎপরবর্ত্তী আরও দিবসত্রয়ের বক্তৃতার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীল যাযাবর মহারাজ বলেন—

শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদাপুরুষোত্তম। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও নীতির মর্য্যাদা সংস্থাপনার্থ তিনি ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন-লীলা সম্পাদন করেন। শম্বুক ও বালিবধ লইয়া অনেকে শ্রীরামচরিত্রে কটাক্ষ করেন। কিন্তু শ্রীভগবানের লীলা জগন্মঙ্গল বিধানার্থ। শম্বুক তমোগুণপ্রধান শূদ্রকুলোদ্ভূত। সে সেই ত্রেতা-যুগোচিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবিধানানুযায়ী ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আরোহ-পন্থা অবলম্বনে কঠোর তপশ্চর্য্যা-রূপ অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়ায় রামরাজ্যে অকালমৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ হয়। দেবর্ষি নারদ শূদ্রের ভক্তিহীন-তপস্যা তাহার কারণ-রূপে নির্দ্ধারণ করিলে শ্রীরাম অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাকে পাইয়া তাহার বধ সাধন করেন। তাহার নিধনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে উৎপাত প্রশমিত হয়।

বালি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকে হরণ করিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল, এজন্য শ্রীরাম তাহাকে বধ করিয়া সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন।

নল রামনামাশ্রয়ে জলে শিলা ভাসাইতেছেন দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রও তদনুকরণে এক এক খণ্ড শিলা সমুদ্রজলে ফেলিয়াদিতেছেন, শিলা ডুবিয়া যাইতেছে, ভাসিতেছে না কেন, তাহার কারণ নির্দ্ধারণে শ্রীনল শ্রীরামকে কহিলেন—প্রভো, আপনার নামাশ্রয়েই জলে শিলা ভাসে, আর আপনি স্বয়ং যাহাকে আপনার শ্রীহস্তাশ্রয়-চ্যুত করিতেছেন, সে কিরূপে ভাসিবে? অর্থাৎ আপনার শ্রীচরণাশ্রয়-চ্যুত হইলেই জীব সংসার-সাগরে নিমজ্জিত হয়। কপিপতি শ্রীহনুমান্ শ্রীরাম-নামাশ্রয়ে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, অবশ্য রাম-নামের সাক্ষাৎ ফল তাঁহাতে প্রীতি। বাল্মীকি নামোৎপত্তির কারণ-প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ মহারাজ বলেন—আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহই আমাদের পাপের ভাগ লন না, নিজকৃত পাপের শাস্তি নিজেকেই ভোগ করিতে হয়। শ্রীব্রহ্মা-নারদাদি মহা-জনোপদেশে শ্রীরামনামাশ্রয়ের আনুষঙ্গিক ফলেই মহাদস্যু রত্নাকর মহামুনি মহাকবি বাল্মীকি হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীরাম-লীলামৃত 'রামায়ণ' রচনা করিয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনাম স্তোত্রের অষ্টম শ্লোকে 'রাম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥"

—চৈঃ চঃ ম ৯।২৯ ধৃত পাদ্মবাক্য

অর্থাৎ অনন্ত সত্যানন্দ-চিদাত্মস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগি-সকল রমণ (আনন্দ লাভ) করেন। এই জন্যই পরম-ব্রহ্ম-বস্তুকে রাম-নামে অভিহিত করা যায়।

ঐ ৯ম শ্লোকে কথিত আছে ঃ—

"রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥"

—চৈঃ চঃ ম ৯।৩২ ধৃত

অর্থাৎ 'রাম' 'রাম' 'রাম' বলিয়া মনোরম যে রামনাম, তাহাতে আমি রমণ (আনন্দ লাভ) করি। হে বরাননে একটি রাম-নাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য।

আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনে পাওয়া যায়—

"সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥"

—চৈঃ চঃ ম ৯।৩৩ ধৃত

অর্থাৎ (শ্রীবিষ্ণুর) পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল দিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই—এক রামনাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রাম নামের ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদধৃত মহাভাঃ উঃ পঃ ৭১ অঃ ৪র্থ শ্লোকে 'কৃষ্ণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"'কৃষি'র্ভূর্বাচকঃ শব্দো 'ণ'শ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং **পরং ব্রহ্ম** 'কৃষ্ণ' ইত্যভিধীয়তে॥"

—চৈঃ চঃ ম ৯।৩০ ধৃত

অর্থাৎ কৃষ্ ধাতু—ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্তা-বাচক; ণ-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষ্ ধাতুতে ণ প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ'-শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"পরং ব্রহ্ম দুইনাম (রাম ও কৃষ্ণ) সমান হইল।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল॥"

— চৈঃ চঃ ম ৯।৩১

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'রমন্তে যোগিনো' ও উক্ত 'কৃষিভূ-বাচকঃ' দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিচার করিলে রাম ও কৃষ্ণনামে পরমব্রহ্ম সমানার্থবোধক দেখা যায়, তথাপি রসোৎকর্ষবিচারে কৃষ্ণ-নামের বিশেষত্ব আছে। কিন্তু কৃষ্ণ ও রামে তত্ত্বতঃ ভেদবুদ্ধি করিলে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে অপরাধী হইতে হয়।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৯।১১৭ ধৃত ভঃ রঃ সিঃ বাক্য

অর্থাৎ 'নারায়ণ' ও 'কৃষ্ণে'র-স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার-রস বিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীধরব্রত, দণ্ডকারণ্যবাসি মুনিগণ মধুররসে তাঁহার সেবাধিকার পাইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে তিনি তাঁহার কৃষ্ণাবতারে ব্রজে গোপীগর্ভসম্ভূত গোপীদেহে ঐ সেবাধিকার-প্রাপ্তি-সম্ভাবনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীরামনবমীর পরদিবস গত ১০ই চৈত্র (ইং ২৪।৩।৭২) শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবীর শুভ বিজয়া-দশমী উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সান্ধ্য অধিবেশনে পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজ বলেন—

অনেকের ধারণা—শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র দেবীর অকাল বোধন পূর্ব্বক দেবীপূজা করতঃ শক্তি লাভ করিয়া রাবণ বধ করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ পরংব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ দেবীপূজার কথা প্রামাণিক মূল বাল্মীকি রামায়ন; অন্যকোন প্রামাণিক রামায়ণ, মহাভারত বা শ্রীমদ্ ভাগবতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শাক্ত কবি কৃত্তিবাস নন্দিকেশ্বর ও কালিকা-পুরাণ নামক দুইটি উপপুরাণ হইতে ঐ সকল আখ্যায়িকা তাঁহার রামায়ণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একবার গোরক্ষপুর গীতাপ্রেস হইতে প্রকাশিত 'কল্যাণ' নামক মাসিক হিন্দীপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা ৭ খানি প্রাচীন প্রামাণিক রামায়ণ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত আলোড়ন করিয়াও কুত্রাপি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের দেবীপূজার কোন কথাই পান নাই। আমিও (পূঃ যাযাবর মঃ) তৎকালে কাশীধামে ছিলাম, কাশীর পণ্ডিত সমাজ হইতে উহার কোন প্রত্যয়যোগ্য প্রামাণিক মীমাংসা পাই নাই। বঙ্গদেশে রাজা কংস-নারায়ণ প্রথমে এই দেবীপূজা প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া শুনা যায়। মহাভারতে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীঅর্জ্জুনের দেবীস্তুতি-প্রসঙ্গ থাকিলেও শ্রীভগবানের শক্তি বিচারে শক্তিপ্রার্থনা-সূত্রে ঐরূপ স্তুতি পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে শক্তিপূজার প্রাধান্য প্রমাণিত হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতোক্ত —

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥

—গীতা ৩।১০-১১

[অর্থাৎ ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও, এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত কাম প্রদান করুন।

এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাগণকে প্রীত কর, সেই সকল দেবতাও প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদানে প্রীত করুন। পরস্পর এইরূপ প্রীতি সম্পাদন করিলে পরম মঙ্গল লাভ হইবে।]

এই শ্লোকদ্বয়ে দেবতারাধনার কথা থাকিলেও তাহাকে মুখ্য ভক্তিধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করা হয় নাই। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই সর্ব্বগুহ্যতমা শ্রীমুখোক্তিই শ্রীভগবানের চরম উপদেশ।

শ্রীরামচন্দ্র সেতু বন্ধন করিবার জন্য সমুদ্র পূজার অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেই কি তাঁহার আরাধ্য দেবতা বলিয়া বিচার করিতে হইবে?

শ্রীভগবানের নরলীলার সৌন্দর্য্য সংরক্ষণার্থ কল্প বা কাল-ভেদে দেব-দেবীপূজাদির কোন আচরণ কোন সময়ে দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা শ্রীশিব-পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর ভগবৎ-পূজ্যত্ব প্রতিপাদিত হইবে না।

আপাত দর্শনে 'ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব দেবী হইতে উদ্ভূত'—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে এইরূপ অর্থ প্রতীত হইলেও ব্রহ্মাদি উপলক্ষণে রাজসিক, সাত্ত্বিক ও তামসিক সৃষ্টিই উপলক্ষিত হইয়া থাকে। 'তত্ত্বসন্দর্ভ' ৩৩শ সংখ্যায় কথিত হইয়াছে—

শ্রীভগবান্ গীতা ৭।১৪ শ্লোকে 'মম মায়া' বলিয়া যে মায়ার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মায়া শব্দে শক্তিকে বুঝায়। শক্তি শব্দে কার্য্য-ক্ষমতা, ঐ কার্য্যক্ষমতাও আবার বস্তুরই ধর্ম্মবিশেষ। সুতরাং শক্তি হইতে বস্তুর উদ্ভব, এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতেও বলিয়াছেন—

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥

অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম যে কিছু বস্তু যে কোনও স্থানে থাকুক না কেন, হে অখিলাত্মিকে, সে সকলের যে শক্তি, তাহা আপনি। পরবর্ত্তি শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ—[(ব্রহ্মা বলিলেন—) বিষ্ণু, আমি এবং ঈশান—এই তিনজনকে আপনি শরীর গ্রহণ করাইয়াছেন, অতএব আপনাকে স্তুতি করিতে কে শক্তিমান্ অর্থাৎ সমর্থ হইবে ?] এইরূপ প্রতীত হইলেও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভ ৬৯ সংখ্যায় ঐ শ্লোকোক্ত শরীরগ্রহণ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

"তত্রাস্য জগতো মায়াময়স্য পুরুষরূপত্বে পুরুষগুণাবতারাণাং বিষ্ণ্বাদীনাং সত্ত্বাদিময়াস্তদংশরূপাণীতি জ্ঞেয়ম্। তানপেক্ষ্য চোক্তং বিষ্ণুঃ শরীর-গ্রহণমিত্যাদি। অত্র শরীর শব্দস্য তত্তন্নিজশরীরবাচিত্বে তু তদ্গ্রহণাৎ পূর্ব্বং বিষ্ণ্বাদি ভেদাসম্ভবাৎ তন্নির্দ্দেশানুপপত্তেঃ।"

অর্থাৎ এই মায়াময় জগৎ উপাসনার নিমিত্ত পরমাত্মপুরুষের রূপ বলিয়া শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে; সুতরাং পুরুষের গুণাবতার বিষ্ণু প্রভৃতির সত্ত্বাদিময় জগতের অংশসমূহ রূপ অর্থাৎ জগতের দেব ব্রাহ্মণাদি সাত্ত্বিক অংশ বিষ্ণুর, মনুষ্যাদি রাজস অংশ ব্রহ্মার এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি তামস অংশ শিবের রূপ বা শরীর বলিয়া বুঝিতে হইবে। এখানে 'শরীর' শব্দের অর্থ নিজ নিজ শরীর হইলে সেই সেই শরীর গ্রহণের পূর্ব্বে বিষ্ণু প্রভৃতি ভেদ অসম্ভব হয়, তখন বিষ্ণু প্রভৃতি নাম-নির্দ্দেশও সম্ভব হয় না। অথচ এখানে শরীর গ্রহণের পূর্ব্বে নাম-নির্দ্দেশ হইয়াছে। জগতে জীবের শরীর গ্রহণের পরেই নামকরণ হইয়া থাকে।

চণ্ডীর টীকায় টীকাকার শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সত্ত্বাদি গুণগ্রহণকেই শরীরগ্রহণ বলিয়াছেন।

এই মায়া জড়া হইলেও ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। কেনোপনিষদে উমা-মহেন্দ্র-সংবাদে অবগত হওয়া যায় যে, একসময়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও বায়ুকে গর্ব্বযুক্ত দেখিয়া তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত পরমাত্মা তাঁহাদের নিকট যক্ষরূপে আবির্ভূত হইলেন ও তাঁহাদের বীর্য্য পরীক্ষার জন্য তৃণখণ্ড সম্মুখে রাখিলেন এবং অগ্নি ও বায়ুকে তাহা ধ্বংস করিবার জন্য বলিলেন, কিন্তু অগ্নি তাহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না, আর বায়ুও বহুযত্নে তাহা উড়াইতে পারিলেন না; শেষে ইন্দ্র তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিলে তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন তাঁহারা আকাশে হৈমবতী উমাদেবীকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনি কে ? উমাদেবী উত্তর করিলেন—ইনি 'ব্রহ্ম'।

অতএব ইনিই মায়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবানের অংশ পুরুষ পরমাত্মা—

"মায়াধিষ্ঠাতৃ পুরুষস্তু তদংশত্বেন, ব্রহ্ম চ তদীয় নির্ব্বিশেষাবির্ভাবত্বেন, তদন্তর্ভাব বিবক্ষয়া পৃথক্ নোক্তেঃ" ইতি।

—তত্ত্বসন্দর্ভ ৩১

[অর্থাৎ মায়ার অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ (পরমাত্মা) শ্রীভগবানেরই অংশ এবং ব্রহ্মও তাঁহারই নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব। সুতরাং উভয়েই স্বয়ং ভগবানের অন্তর্ভুক্ত,

ইহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীসূত গোস্বামী 'অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্' এই বাক্যে শ্রীব্যাস-সমাধিতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার দর্শন পৃথক্ রূপে কীর্ত্তন করেন নাই। স্বয়ং ভগবান্ই এস্থলে 'পুরুষ' শব্দের মুখ্য বাচ্য। 'পুরি' অর্থাৎ শরীরে শেতে—যিনি শরীরে শয়ন করিয়া থাকেন অর্থাৎ অন্তর্যামী, তিনি 'পুরুষ'। অথবা 'পূর্ণং' স্থলে 'পূর্ব্বং' এইরূপ পাঠে 'পূর্ব্বমেব অহমিহাসম্' অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেও আমি ছিলাম, ইহাই পুরুষের পুরুষত্ব। 'পুরুষ' শব্দের ঐ দুই অর্থই স্বয়ং ভগবানে বিদ্যমান্। 'পূর্ণং চন্দ্রমপশ্যৎ' এই বাক্যে যেমন ষোলকলা পরিপূর্ণ কান্তিমান্ চন্দ্রকে দর্শন বুঝায়, তদ্রূপ বেদব্যাস পূর্ণপুরুষ ভগবান্কে দর্শন করিয়াছিলেন—এই বাক্যে স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট ভগবান্কে দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। " 'মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্' ইত্যনেন তস্মিন্ অপ—অপকৃষ্ট আশ্রয়ো যস্যাঃ, নিলীয় স্থিতত্বাদিতি মায়ায়া ন তৎস্বরূপভূতত্বমিত্যপি লভ্যতে।" এস্থলে যে মায়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীভগবানে অপকৃষ্ট আশ্রয় যাঁহার, যিনি তাঁহার ঈক্ষাপথে বিদ্যমানা থাকিতে বিলজ্জমানা, { "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥" (ভাঃ ২।৫।১৩) অর্থাৎ "যে জড়মায়া নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত লজ্জিতা হইয়া তাঁহার অর্থাৎ ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে সমর্থা হয় না, সেই মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই স্থূলদেহে 'আমি' ও তদনুগ ব্যক্তি ও বস্তুতে 'আমার' এইরূপ প্রলাপ-বাক্য বলে।" } সেই বহিরঙ্গা ত্রিগুণময়ী মায়া, তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তি নহেন, ইহাই উপলব্ধ হইতেছে। 'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে' এই বাক্যে যাহার প্রভাবে জীব মায়াকৃত যাবতীয় অনর্থ দূর করিতে সমর্থ হয়, সেই ভক্তিকে শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি হ্লাদিনীর সারাংশ বলিয়া জানা যায়। শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই সেই হ্লাদিনী শক্তির সহিত বিরাজমান। "হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥ মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥" সুতরাং সেই হ্লাদিনীর সারাংশরূপিণী শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর সহিত স্বয়ং ভগবান্ 'পূর্ণ-পুরুষ' ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবিদ্যমান্। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী এবং চিদংশে সম্বিৎ শক্তি-মত্তত্ত্বরূপে শ্রীভগবান্ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সন্ধিনীর সার শুদ্ধসত্ত্ব, সম্বিতের সার শুদ্ধজ্ঞান, হ্লাদিনীর সার শুদ্ধ প্রেম। ইহাতে ত্রিগুণময়ী মায়ার কোন সংস্রব না থাকায় মায়া তাঁহার অপাশ্রিতা। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শুদ্ধভক্তি-সংশ্রয়ে সেই স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা-সমন্বিত পূর্ণপুরুষ ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই দর্শন করিলেন, ইহাই প্রতীত হয়। ঋক্ পরিশিষ্টে পাওয়া যায়—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা"। শ্রীমাধব কখনই তাঁহার স্বরূপশক্তি রাধা বিরহিত নহেন। 'মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্' এই বাক্যে স্পষ্টই অপাশ্রিতা মায়াকে ভগবৎস্বরূপ হইতে পৃথগ্ভূতা বলা হইয়াছে। অবশ্য "ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥" —ইহাই মায়ার স্বরূপ।

শ্রীমদ্ ভাগবত ১১শ স্কন্ধে ১১শ অধ্যায় ৩য় শ্লোকে শ্রীভগবান্ তৎপ্রিয়তম উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥"

অর্থাৎ "হে উদ্ধব, অবিদ্যা ও বিদ্যা—এই উভয় পদার্থই মদীয় মায়ারচিত, অনাদি, মদীয় শক্তিস্বরূপ ও জীবগণের বন্ধমোক্ষহেতু বলিয়া অবগত হইবে।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহার টীকায় লিখিতেছেন—

"মায়ায়া স্তিস্রো বৃত্তয়ঃ প্রধানমবিদ্যা বিদ্যা চ। প্রধানেনোপাধিঃ সত্য এব সৃজ্যতে অবিদ্যয়া তদধ্যাসো মিথ্যাভূতঃ বিদ্যয়া তদুপরাম ইতি তিসৃণাং কার্য্যম্॥"

অর্থাৎ "এই মায়ায় তিনটি বৃত্তি—প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা। প্রধান অর্থাৎ গুণমায়া বা প্রকৃতি স্থূল সূক্ষ্ম দেহরূপ সত্যউপাধি সৃষ্টি করে। অবিদ্যা তাহাতে 'আমি' এই মিথ্যা জ্ঞান উৎপাদন করিয়া জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখে এবং বিদ্যা এই মিথ্যা জ্ঞানকে দূরীভূত করে।"

'বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচার-পরায়ণ জনগণ জীব ও জড়কে চিৎ ও অচিৎ সংজ্ঞা দিয়া থাকেন এবং 'যথাভাসো

যথাতমঃ' বিচারে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'জীব মায়া' ও 'গুণমায়া' শব্দ দ্বারা উক্ত শক্তিদ্বয়ের পরিচয় দিয়াছেন। * * * অভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেই জীবের মনোধর্ম্ম অচিৎ শরীর লাভ করিয়া অভক্ত হয় এবং (ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব) চিৎ শরীরের পুনরাবৃত্তি ক্রমে ভগবদ্‌বস্তুর সেবাকাঙ্ক্ষী হইয়া পুনরাবৃত্তিরহিত হন। * * ভগবান্ কহিলেন—আমা হইতেই শক্তিদ্বয় অনাদিকাল হইতে অবস্থিত। উহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই। উহারা বস্তু নহে এবং বস্তু হইতে পৃথক্‌ও নহে।" (ভাঃ ১১।১১।৩ বিবৃতি)

শ্রীভগবদ্‌গীতার "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই ভগবদুক্তি অনুসারে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ই তাঁহার এই বহিরঙ্গা গুণময়ী মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়। শ্রীমদ্ ভাগবত দশমস্কন্ধে শ্রুতিগণ বলিতেছেন—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৭।১৪)

—"যাঁহার দ্বারা সত্ত্বরজস্তমোগুণ দোষরূপে গৃহীত হইয়াছে, হে অজিত, সেই চরাচর অজাকে (মায়াকে) তুমি বিনষ্ট করিয়া তোমার জয় দেখাও, জয় দেখাও; কেন-না, আত্মশক্তিক্রমে মায়াতীত তোমাতে (স্বরূপতঃ) সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবরুদ্ধ আছে; তুমিই জগতের অখিল শক্তির অববোধক (উদ্বোধক অন্তর্য্যামী); তুমি আত্ম-শক্তিতেই বিপুল চিজ্জগতে লীলা করিয়া থাক এবং কোন কারণ বশতঃ তোমার ছায়াশক্তি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারে (সৃষ্ট্যাদি) লীলা করিয়া থাক,—বেদ তোমার এই দুই প্রকার লীলাই বর্ণন (পূর্ব্বক প্রতিপাদন) করেন।"

ব্রজে যে গোপীগণ কাত্যায়নীব্রত করিয়াছেন, সেই কাত্যায়নী চিচ্ছক্তিবৃত্তি যোগমায়া—ত্রিগুণাতীতা, তিনি ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা মায়া নহেন। শ্রীভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়ে ২৫শ শ্লোকে, ২য় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ—১২শ শ্লোকে, ২২শ অধ্যায়ে ৪র্থ-৫ম শ্লোকে এবং ১০।২৯।১ শ্লোকে মায়া-তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের একই মায়াশক্তি স্বরূপভেদে উন্মুখমোহিনী ও বিমুখ-বিমোহিনী। উন্মুখমোহিনী মায়াই গোকুলেশ্বরী প্রেম-সর্ব্বস্বস্বভাবা অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি যোগমায়া—কৃষ্ণলীলা-পুষ্টিকারিণী। ইঁহারই আবরিকা শক্তি (আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিসহিতা) বিমুখবিমোহিনী অখিলেশ্বরী ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা জড়াশক্তি বা জড়মায়া নামে অভিহিতা। দেবকীর সপ্তমগর্ভাকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীগর্ভে স্থাপন, মা যশোদার নিদ্রানয়ন প্রভৃতি কার্য্য যোগমায়ার। কংসাদি অসুরবঞ্চন-কার্য্য জড়মায়া-স্বরূপ দ্বারা সংঘটিত হয়। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ দুর্য্যোধনাদির নিকট বিশ্বরূপ ও শাল্বাদির নিকট গরুড়-বাহনত্বাদিরূপ প্রদর্শন তাহাদিগকে মোহনার্থ জড়মায়াকল্পিত বলিয়া জানিতে হইবে। বিশ্বাত্মা শ্রীভগবান্ নিজাশ্রিত যাদবগণের কংসজনিত ভয় জানিতে পারিয়া 'যোগমায়াং সমাদিশৎ'—যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—হে জগৎপূজ্যা সর্ব্বমঙ্গলে, তুমি গোপ-গোপী-গোগণালঙ্কৃত ব্রজে গমন কর, সেখানে নন্দগোকুলে বসুদেবভার্য্যা রোহিণীদেবী ও শ্রীবসুদেবের অন্যান্য পত্নীও কংসভয়ে ভীতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গিয়া তুমি দেবকীমাতার সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীগর্ভে স্থাপন কর। তৎপর আমি পূর্ণস্বরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব, তুমিও নন্দরাজমহিষী যশোদাগর্ভে আবির্ভূত হইবে। প্রাকৃত মনুষ্যগণ তোমার বিমুখমোহনকারী স্বরূপকে সর্ব্ববিধা কাম ও বরের অধিষ্ঠাত্রী এবং সর্ব্ববিধ ভোগ ও বরপ্রদাত্রীরূপে জানিয়া বিবিধ উপহার দ্বারা তোমার পূজা করিবে। ভূতলে নরগণ তোমার বিবিধ স্থান নির্দ্দেশ ও নামকরণ করিবে। এস্থলে 'কন্যা হইবে' এরূপ স্পষ্ট কিছু বলেন নাই, আবির্ভূত হইবে—বিদ্যমান থাকিবে মাত্র, কেহ দেখিতে পাইবে না, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। (ভাঃ ১০।২।৬-৯ দ্রষ্টব্য)। 'যোগ'—ভগবচ্ছক্তিবিশেষ, ব্রহ্মাদিকেও মোহন করেন বলিয়া মোহনত্ব-সাধর্ম্ম্যে 'মায়া'। এই যোগমায়া একানংশা নামে খ্যাতা। ইনি অংশ

নন, অংশিনী। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-সাধিনী জগৎকারণ-শক্তি এই স্বরূপশক্তি যোগমায়ার ছায়াস্বরূপিণী।

ব্রজকুমারীগণ যে "কাত্যায়নি, মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরি, দেবি, তুমি নন্দগোপসুতকে আমাদের পতি করিয়া দাও, আমরা, তোমাকে প্রণাম করিতেছি"—এইরূপ মন্ত্র জপ করিতে করিতে কাত্যায়নীপূজা করিয়াছিলেন, তাহা "তাঁহাদের পরম কৃষ্ণপ্রেমেরই উল্লাস-বৈচিত্র্য। প্রেমেই কৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাত্যায়নীর উপাসনায় নহে। কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ, তাহা গোপীগণেই সিদ্ধ এবং সর্ব্বাধিক, তাঁহাদের সাধনবিচার নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ তাঁহারা সাধক নহেন, অতএব প্রেমের সাধক যাঁহারা, তাঁহাদের সব আচরণ অনুসরণীয় নহে। কেহ কেহ আপনাদিগকে অনন্য ভক্ত অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত মনে করিয়া সিদ্ধপ্রেমা গোপীগণ মহামায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন ভাবিয়া অনন্যভক্তেরও মহামায়ার উপাসনায় দোষ নাই কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই সিদ্ধা গোপীগণের প্রেমের কণামাত্রও স্পর্শ করিতে পারেন না – 'কেচিদনন্যম্মন্যা যদন্যথা মন্যন্তে ন তে তদীয় প্রেমগন্ধসম্বন্ধগন্ধবাহমপি স্পৃশন্তি।'—'বৈষ্ণবতোষণী'।"

[এ বিষয়ে অধিক জানিতে হইলে পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজের শিষ্য পঞ্চতীর্থোপাধিক পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা বিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত 'শ্রীভাগবতধর্ম্মরহস্য' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।]

শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথমেই 'যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ' অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ যোগমায়া নাম্নী স্বীয় অঘটনঘটন-পটীয়সী স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন—এইরূপ প্রস্তাবনা প্রদত্ত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় নববর্ষের অভিনন্দন

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয় সহৃদয়া গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা মহোদয়-মহোদয়াগণকে বর্ত্তমান সন ১৩৭৯ বঙ্গীয় নববর্ষারম্ভে হার্দ্দ অভিনন্দন ও শুভানুধ্যান জ্ঞাপন করিতেছি। স্বস্তি নো গৌরবিধুর্দধাতু। মঙ্গলময় শ্রীহরি আমাদের সকলেরই মঙ্গলবিধান করুন, ইহাই তচ্চরণে প্রার্থনা। এবার শ্রীপুরুষোত্তম ব্রতারম্ভে নববর্ষের শুভারম্ভ হওয়ায় অনন্তকল্যাণ-গুণ-বারিধি শ্রীপুরুষোত্তম-সেবা-সঙ্কল্পমূলেই জীবের সর্ব্ব শুভোদয় সংসূচিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃতা গীতার ১৫শ অধ্যায়ে জানাইয়াছেন—যিনি নানা মতবাদদ্বারা মোহপ্রাপ্ত না হইয়া শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপকে পুরুষোত্তমতত্ত্ব বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বভাবে ভগবান্‌কে ভজন করিতে সমর্থ। ক্ষর ও অক্ষর—এই দুইটি পুরুষ। ক্ষর অর্থাৎ স্ব-স্বভাব হইতে ক্ষরণশীল পুরুষ—জীব। অক্ষর পুরুষ কূটস্থ অর্থাৎ সর্ব্বকালব্যাপী (একরূপতয়া তু যঃ কালব্যাপী)। ইহার ত্রিবিধ প্রকাশ, সামান্য প্রকাশ—জ্ঞানিগণোপাস্য 'ব্রহ্ম', উত্তম প্রকাশ—যোগিজনোপাস্য 'পরমাত্মা' এবং সর্ব্বোত্তম-প্রকাশ—ভক্তজনোপাস্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ 'শ্রীভগবান্'। এই তৃতীয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষর-পুরুষই লোকে বেদে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউগ্রশ্রবা সূত গোস্বামী ভার্গব শৌনকাদি সমীপে ইঁহাকেই 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বাক্যে 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইনি স্বরূপশক্তি সমন্বিত। শ্রীঅদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও ইঁহারই সর্ব্বোৎকর্ষবিজ্ঞাপন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

"বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"

অর্থাৎ বংশীবিভূষিত হস্ত, নবজলধরকান্তি, পীতাম্বর-ধারী, অরুণ (লোহিত) বর্ণ বিম্বফল (তেলাকুচা ফল) সদৃশ অধরোষ্ঠবিশিষ্ট, পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সুন্দর বদন, পদ্ম-পলাশলোচন কৃষ্ণ হইতে অপর কোন তত্ত্বকে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি না অর্থাৎ কৃষ্ণই পরম পরাৎপর তত্ত্ব।

ব্রহ্ম-পরমাত্মোপাসনায় চতুর্ব্বর্গ মিলিলেও পঞ্চমপুরুষার্থ

কৃষ্ণপ্রেমোদয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভগবদুপাসনা দ্বারা স্বর্গাপবর্গ ও প্রেমাদি সর্ব্বফলই লভ্য হয়। তথাপি ভক্তগণ শ্রীভগবৎসকাশে ঐ পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগিজনবাঞ্ছিত ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধি প্রভৃতি কোন অবান্তর ফলই প্রার্থনা করেন না, এমন কি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসেবা ব্যতীত মুক্ত্যাভাস সাযুজ্য ত' চানই না, পরন্তু বৈকুণ্ঠের সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্য ও সালোক্য—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি দিলেও লইতে চাহেন না। এই ভক্তি নাম-সংকীর্ত্তন প্রধানা। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০-৭১

পরমমঙ্গলময় এই 'নাম' নরমাত্রকেই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

—হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৪ ধৃত স্কান্দবাক্য

অর্থাৎ "এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতেও সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল ; হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক, কিংবা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।"

সর্ব্ববাদিসম্মত গীতাশাস্ত্রে প্রথমে কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি অভিধেয়-রূপে কথিত হইলেও শ্রীভগবানের 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' এবং 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই সর্ব্বশেষ আদেশবাক্যে কৃষ্ণভক্তিকেই একমাত্র অভিধেয়-রূপে বলা হইয়াছে। সুতরাং অবিচারে এই ভগবদাজ্ঞা—মঙ্গলানুশাসন প্রতিপালনে যত্নবান্ হওয়া নিঃশ্রেয়সার্থী মনুষ্যমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় প্রামাণিক মহাজনও তাই লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্ব আজ্ঞা—বেদধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষ আজ্ঞা বলবান্॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

—চৈ চঃ ম ২২।৫৯, ৬০, ৬২

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতম্। শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে প্রাপ্তির যে উপায় বলিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম। নাম-সংকীর্ত্তন তাঁহারই শ্রীমুখোদিত পরম উপায়। ভগবৎ প্রিয়তম পার্ষদগণ সেই উপায় অনুসরণের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' এই ন্যায়াবলম্বনে আমাদেরও সেই আদর্শ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

গণিতাচার্য্য শ্রীগৌরীশঙ্করের ধর্ম্মানুরাগ

আমরা অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায়চৌধুরী এম্‌-এ, বি-এল সম্পাদিত 'শিক্ষক' নামক মাসিক পত্রে (পৌষ, ১৩৭৮ সংখ্যা) শ্রীহারাধন দত্ত মহাশয় লিখিত 'গণিতাচার্য্য গৌরীশঙ্কর দে' শীর্ষক প্রবন্ধে গণিতাচার্য্যের ধর্ম্মানুরাগসম্বন্ধে কএকটি কথা দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। ছেলেবেলায় উক্ত গণিতাচার্য্য প্রণীত য়্যালজ্যাব্‌রা ও এরিথমেটিক্ প্রভৃতি গণিতশাস্ত্র আমরা বিশেষ যত্নের সহিত অনুশীলন করিয়াছি। তৎকালে তাঁহার বিদ্যাবত্তার কথা সর্ব্বত্রই প্রচারিত ছিল। তিনি 'রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ' স্কলার ছিলেন। শ্রীরামানন্দ

চট্টোপাধ্যায় ও সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজ্জনগণ তাঁহার বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার জাগতিক বিদ্যাবত্তা হইতে ধর্ম্মানুরাগের দিক্‌টিই বিশেষভাবে বহুমানন করিতেছি। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' লিখিয়াছেন—"পড়ে শুনে লোক কৃষ্ণভক্তি লভিবারে। তা' যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥ পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে। কৃষ্ণমহামহোৎসব বঞ্চিল সবারে॥ সেই যে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্তচিত্ত রয়॥" শ্রীমদ্ ভাগবতেও বলিয়াছেন—'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।' শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার? শ্রীরায় রামানন্দ কহিতেছেন—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।' মুণ্ডক পরা ও অপরা দুই প্রকার বিদ্যার কথা বলিয়া, পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেই অক্ষর—পরমব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা, এইরূপ বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিদ্যাবধূজীবনম্' শব্দ দ্বারা 'শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকে'ই সেই পরা-বিদ্যা-বধূর জীবন বলিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যার চরম লক্ষ্য কৃষ্ণভক্তি না হইলে তাহা নিরর্থক ও অবিদ্যা মধ্যে পরিগণিত হইয়া সকল অনর্থের মূল হয়।

উক্ত প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছেন—"প্রবল ইংরেজ আধিপত্যের যুগে তিনি তাঁর হিন্দুত্ব বিসর্জ্জন দেন নাই।" তিনি অত্যন্ত গীতানুরাগী ছিলেন। "বিষ্ণুভক্ত গৌরীশঙ্কর প্রত্যহ নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণশিলার পূজা অর্চ্চনা করিতেন। সন্ধ্যাকালে ভবানী দত্ত লেনে সাধনাগারে ধর্ম্মালোচনা ক'রতেন॥"

ধর্ম্মাদর্শের কথাপ্রসঙ্গে তিনি (গণিতাচার্য্য) একজনকে ব'লেছিলেন—

"Though, I am a weaver by caste and quite ignorant of your Yoga, Japa, Tapa etc., yet my love and devotion to Shri Krishna are unquestioning and unshaken. I rely solely on Him alone for my peace, welfare and happiness."

হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বেদ বেদাঙ্গ উপনিষদ পুরাণ মহাকাব্য প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র তিনি বিশেষভাবে সমাদর ও অনুশীলন করিতেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা তাঁহার নিত্যপাঠ্য নিত্যসঙ্গী ছিল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"Why the young generation are not reading the Ramayana and the Mahabharata again & again, instead of killing time in wild goose chase? The epics are rich store of knowledge and wisdom."

এইরূপই ছিল তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস। উচ্চশিক্ষা ও সত্যনিষ্ঠা তাঁহার জীবনাদর্শের রক্ষাকবচ স্বরূপ। ডক্টর মহেন্দ্র লাল সরকার তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"That a single word from Gouri Sankar Babu is worth more than a lakh of rupees."

তিনি ১৯১৩ (কেহ বলেন ১৯১৪), ৪ এপ্রিল (২২ চৈত্র, ১৩১৯) পরলোক গমন করেন। তিনি কলিকাতা মহানগরীতেই ১৮৪৫—১১ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। স্কটিস্‌চার্চ্চকলেজে তাঁহার তৈলচিত্র আছে। উত্তর কলিকাতায় একটি রাস্তা তাঁহার নামে পরিচিত।

আজকাল অনেক শিক্ষিতাভিমানী শিক্ষক বা অধ্যাপক এবং শিক্ষার্থী ছাত্র ধর্ম্মের নামে নাসিকাকুঞ্চন করেন, তাঁহারা সুবিখ্যাত গণিতাচার্য্যের মহান্ আদর্শ হইতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রতি যথোচিত মর্য্যাদাদানের শিক্ষা লাভ করিয়া জগতে সদ্ধর্ম্মের সম্মর্য্যাদা সংস্থাপন করুন ইহাই প্রার্থনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব সপার্ষদে পাঞ্জাব হইতে মজঃফরনগর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশে হায়দরাবাদ-মঠে অবস্থান পূর্ব্বক প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আসামে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ গত ১৫ই মার্চ্চ (১৯৭২) বুধবার শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, শ্রীমহাদেব দাসাধিকারী ও শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারিসহ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে রওনা হইয়া কামরূপ জেলার উত্তরাঞ্চলে প্রায় ২ সপ্তাহকাল বিভিন্ন-স্থানে প্রচার-কার্য্য করত শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা ১৫ মার্চ্চ জালাহ গ্রামে শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারীর গৃহে, ১৬ মার্চ্চ ঐ গ্রামে কীর্ত্তন-মন্দিরে, ১৭ মার্চ্চ মশলপুর গ্রামে পণ্ডিত শ্রীমেঘনাদ দাস মহাশয়ের গৃহে, ১৮ মার্চ্চ নিকাশী গ্রামে শ্রীরাজনাথ দাস মহাশয়ের গৃহে, ১৯ মার্চ্চ উত্তরাঞ্চলে বরনগর গ্রামে শ্রীগোপাল দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতাদি মুখে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার পূর্ব্বক ২৩ মার্চ্চ শ্রীরামনবমী দিবস শিমলাগুড়ী শিবমন্দিরে আসেন। এখানে ঘণ্টা চতুষ্টয়ব্যাপী একটি বিরাট্ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ ভূতভাবন প্রভু সভাপতিত্ব করেন। শ্রীমদ্ গোবিন্দ মহারাজ ভাষণ দেন। তথা হইতে প্রচারকগণ বড়ঘাগ্রা গ্রামে শ্রীমদ্ রাধানাথ প্রভুর গৃহে গমন করেন। ঐ গ্রামে গৌড়ীয়-ভাগবত-আশ্রমে সন্ধ্যায় মহতী সভার অধিবেশন হয়। তথা হইতে প্রচারকগণ শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী ও শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারীর গৃহে যান। শ্রীনারায়ণ প্রভুর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাঁহাদের গৃহে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করেন। পরদিবস উঁহাদের গ্রামের হাইস্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণের আহ্বানে তথায় বক্তৃতা হয়। তথা হইতে তাঁহারা মানিকপুর গ্রামে শ্রীনারায়ণ প্রভুর ভগ্নীপতির গৃহে গমন পূর্ব্বক তথায় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করতঃ শ্রীসরভোগ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ গোবিন্দ মহারাজের হরিকথায় এবং শ্রীমৎ উপানন্দ ও ঘনশ্যাম প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ হন।

আনন্দপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আনন্দপুরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদের অনুকম্পিত শিষ্যদ্বয়—শ্রীরামকৃষ্ণ চাবরী ও শ্রীহরিপদ দাস এবং স্থানীয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাল প্রভৃতি বিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দের উদ্যোগে বিগত ১৬ ফাল্গুন, ২৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় শিল্পী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায়, শ্রীসমর রায় ও শ্রীতারক রায় অতীব চিত্তাকর্ষক মৃন্ময় মূর্ত্তির মাধ্যমে দ্বাদশটী বা ততোঽধিক স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের বিভিন্ন লীলা প্রকাশ করেন। তাহা দর্শনের জন্য প্রত্যহ সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। উক্ত শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের বাটীর সংলগ্ন জমিতে নির্ম্মিত বৃহৎ সভামণ্ডপে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।

আনন্দপুরের সাব্‌রেজিষ্ট্রার শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, আনন্দপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট—শ্রীবিজয়কান্ত বাগ, উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিধুভূষণ চন্দ্র, এম-এ, বি-টি ও শ্রীঅনিল চন্দ্র হাজরা বি-এল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসের সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, মেদিনীপুরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভাগবত মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্‌সি, বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্য ডাঃ রণজিৎকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, ডি-লিট্, শ্রীগোপেশ্বর গোস্বামী ও শ্রীরামকৃষ্ণ চাবরী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। 'প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ', 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা', 'গৃহস্থ ভক্তজীবন', 'সাধুসঙ্গ', 'পরোপকার' যথাক্রমে বক্তব্যবিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল।

১৭ ফাল্গুন বুধবার মহোৎসবে প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া আনন্দপুর গ্রাম পরিভ্রমণ করেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-[illegible]০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা .৬২

(২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১.৫০

(৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) — ঐ — „ ১.০০

(৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ .৫০

(৫) উপদেশামৃত — শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ .৬২

(৬) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত — শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — „ ১.০০

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS : by THAKUR BHAKTIVINODE —Re. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ :— শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — „ ৫.০০

(৯) ভক্ত-ধ্রুব — শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — „ ১.০০

(১০) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার — ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — „ ১.৫০

(১১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৬ : বঙ্গাব্দ —১৩৭৮-৭৯

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, ১৬ ফাল্গুন (১৩৭৮), ২৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৭২) তারিখে প্রকাশিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—.৫০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত—.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন: ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন: ৪১৭৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন: ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন: ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯। ১ ত্রিবিক্রম, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার ; ২৯ মে, ১৯৭২। | ৪র্থ সংখ্যা

ধুবড়ীতে প্রভুপাদ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

গত ১৩ই কার্ত্তিক (১৩৩৫), ৩০শে অক্টোবর (১৯২৮) মঙ্গলবার দিবস প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্‌লির স্বাধীন রাজা শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ দেব বাহাদুরের ধুবড়ীস্থ আরাম নিবাসে উপবিষ্ট থাকিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময় পণ্ডিত শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী বি, এল, মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে দৈন্যপূর্ণ সম্ভাষণের সহিত কুশল জিজ্ঞাসা করিবার পর নিম্নলিখিত কথোপকথন হইল,—

প্রভুপাদ—আপনি ত' শ্রীমদ্‌ভাগবত যথেষ্ট আলোচনা ক'রেছেন।

শাস্ত্রী—আমি কি ভাগবত আলোচনা ক'র্‌ব ? উপরি উপরি শ্লোক দেখেছি মাত্র।

প্রভুপাদ—আপনি গয়াতে যখন ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর অনেক কথা আলোচনা ক'রেছেন।

শাস্ত্রী—আমি চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি আলোচনা করি।

প্রভুপাদ—আপনাদের ন্যায় পণ্ডিতের কাছে আমার কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

শাস্ত্রী—বিলক্ষণ, আপনি পরম পণ্ডিত, মহাভাগবত ; আমাকে উপদেশ দিন, আমার তা'তে যথেষ্ট মঙ্গল হ'বে, আমি এ সকল বিষয় কিছুই জানি না। তাই আপনার কাছে জান্‌তে এসেছি।

প্রভুপাদ—আমরা গুরুপাদপদ্মের কথা আপনাদের নিকট নৈবেদ্যরূপে পরিবেশন কর্‌তে পারি মাত্র। এ ছাড়া আমাদের আর কোন যোগ্যতা নেই। ভগবদ্বস্তু—অধোক্ষজ ; শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'অধোক্ষজ' শব্দের ব্যাখ্যায় ব'লেছেন,—'অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন।' অধোক্ষজ বস্তু কর্ম্মকাণ্ডরত কর্ম্মীর ভূমিকার বস্তু ন'ন,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ন'ন। যদি তাই হন, তা'হোলে তিনি ভোগ্যবস্তুর অন্যতম হ'য়ে যান। তিনি Centre of All Love, আমি Part and Parcel of Indefinite All Loved.

শাস্ত্রী - আমি Part & Parcel কি ভাবে ?

প্রভুপাদ—যেমন সূর্য্য ও Particular ray (কোন বিশেষ কিরণকণ)। Particular ray (বিশেষ কিরণ-কণটী) Sun (সূর্য্য) নহে—পূর্ণ সূর্য্য নহে, আবার সূর্য্য ছাড়া ইতর বস্তুও নহে, inseparable counterpart of the sun (সূর্য্যের অবিচ্ছেদ্য দ্বিতীয় তনু)। সূর্য্য

eclipsed (রাহুগ্রস্ত) হ'য়েছে। রাহু সূর্য্যকে গ্রাস কর্‌তে পারে না, তবে আমাদের চক্ষুকে আবরণ কর্‌তে পারে। পরমেশ্বর-সূর্য্য আমাদের নিকট আবৃত হ'য়েছেন। জড়ের molecules (যুক্ত অণু) আমাদের দর্শনে বাধা দিচ্ছে; তাই আমরা সেই জিনিষের সঙ্গে detached (বিচ্যুত) হ'য়ে গিয়েছি। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় আমাদিগকে আবৃত ও পরমেশ্বর হ'তে বিক্ষিপ্ত ক'রেছে।

শাস্ত্রী—তা'হলে আগে আবরণ, পরে বিক্ষেপ?

প্রভুপাদ—আগে আবরণ, পরে বিক্ষেপ—এরূপ কোন কথা নয়। আবরণ ও বিক্ষেপ যুগপৎ হ'য়েছে।

শাস্ত্রী—বিক্ষিপ্ত অবস্থার একটা কারণ ত' আগে থাক্‌বে?

প্রভুপাদ—জগতের দিক্ হ'তে সাধারণ ক্রম বিচারে দেখ্‌তে গেলে আগে বিক্ষেপ, তারপর আবরণ। যেমন দুটো বস্তু যদি in close touchএ (অর্থাৎ খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট) থাকে, যা'তে ক'রে তা'দের উভয়ের মধ্যে এক চুলও space (অবকাশ) থাকতে পারে না, সেখানে আর আবরণ কি ক'রে পড়্‌বে? একটা যবনিকা পতিত হবার একটুকু space ত' থাকা চাই? যেখানে space আদৌ নেই, সেবায় পরস্পর-গাঢ়-আলিঙ্গিত, সেখানে আবরণ কি ক'রে আস্‌তে পারে? একটুকু সেবা-বিক্ষেপরূপ space of deviation (বিছিন্নতার অবকাশ) পেলেই সেখানে আবরণটী আস্‌তে পারে। "কমল-পত্রশতবেধ" ন্যায়ে সূচিকা দ্বারা একশতটী পাতা যুগপৎ বিদ্ধ হ'য়েছে মনে হ'লেও এক একটী পাতা একটী অনুভাব্য অল্প সময়ে পৃথক্ পৃথক্ই বিদ্ধ হ'য়েছে। আবরণ ও বিক্ষেপ যুগপৎ হ'লেও আগে বিক্ষেপের অবকাশ, পরে সেই অবকাশে আবরণের সংস্থান ব'লে মনে হয়। আবার আর এক বিচারে আবরণ স্বয়ংই বিক্ষেপাবকাশ-রূপ তা'র একটা স্থান ক'রে নিতে পারে। যেমন, দু'টী বস্তু একত্র সংযুক্ত থাক্‌লেও কোন কীলক সেস্থানে প্রবিষ্ট হ'য়ে উভয়কে বিক্ষিপ্ত বা ভিন্ন ক'রে দিয়ে উভয়ের মধ্যে আবরণ এনে দিতে পারে, সেইরূপ মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তিরূপ কীলক জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর সংযুক্ত অবস্থার মধ্যে স্বয়ংই প্রবিষ্ট হ'য়ে জীবকে ঈশ্বর-সেবা-সংযুক্তাবস্থা হ'তে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিতে পারে।

শাস্ত্রী—তা হ'লে বিক্ষেপ বা আবরণের একটা পূর্ব্ব কারণ আছে?

প্রভুপাদ—হাঁ, কোন 'অছিলা' না হ'লে পরস্পর সম্মিলিত বস্তুর সঙ্গে ভেদ ঘটান যায় না। যেমন ছুতো এ'নে যুদ্ধ বাধান কিম্বা রাস্তা দিয়ে একটা ভাল মানুষ চল্‌ছে, আর একজন নাচ্‌তে নাচ্‌তে গিয়ে তা'র গায় পড়্‌ল, অমনি একটা পরস্পর বিবাদ বেধে গেল।

শাস্ত্রী—এরূপ বিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণটা কি?

প্রভুপাদ—আমাদের স্বভাবেই এইরূপ বিক্ষিপ্ত হবার কারণ অনুস্যূত আছে।

শাস্ত্রী—আমাদের এরূপ স্বভাবের কারণ কি?

প্রভুপাদ—আমাদের স্বতন্ত্রতাই কারণ।

শাস্ত্রী—পরতন্ত্র জীবের এরূপ স্বতন্ত্রতা কোথা থেকে আস্‌ল?

প্রভুপাদ—যেহেতু আমরা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের অণুচিদংশ, সেই হেতু পূর্ণ বস্তুর গুণ অণু-অংশে আছে। কৃষ্ণে পূর্ণ স্বতন্ত্রতা আছে, আর জীবে পরিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রতা আছে।

শাস্ত্রী—কোন্ সময় জীবের আবরণ ও বিক্ষেপ আসে?

প্রভুপাদ—জীব সেবায় নিরপেক্ষতা প্রদর্শন কর্‌লেই আবরণ ও বিক্ষেপ-সম্ভব-কাল উপস্থিত হয়।

শাস্ত্রী—নিরপেক্ষতাটা কি?

প্রভুপাদ—শান্তভাবকে 'নিরপেক্ষতা' বলা যায়। শান্ত ভাবটা মানুষকে দুই দিকেই টেনে নিয়ে যেতে পারে। সেবার দিকেও নিতে পারে, বিমুখতার দিকেও নিতে পারে। ওটা তটস্থ ভাব। জড় বিষয় eliminate ক'র্‌বার পর শান্ত ভাব আসে, সেটা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু"—এই অবস্থা। তখন যদি পর-ভক্তির দিকে গতি না হয়, তাহ'লে বিমুখতা এসে যায়। বিমুখতাটা দু' রকম হ'তে পারে—একটা ভোগোন্মুখী, আর একটা ত্যাগোন্মুখী। একটা জড়-বিলাসরাজ্যের পথ, আর একটা চিদ্বিলাস-

রাজ্যের পথ। সুতরাং শান্ত বা নিরপেক্ষ অবস্থাটা বড় বিপদের কাল। তটস্থ অবস্থায় জীব দাঁড়াতে পারে না। হয় মায়ার দিকে, না হয় সেবার দিকে চ'লে যায়।

শাস্ত্রী—তা' হ'লে কি ক'রে আবরণ ও বিক্ষেপ না আস্তে পারে?

প্রভুপাদ—সততযুক্ত হ'য়ে প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করতে থাক্‌লে আর আবরণ ও বিক্ষেপ আস্‌তে পারে না। ভজনাটী সতত হওয়া চাই। নৈরন্তর্য্যের একটুকু অভাব হ'লেই সেই ছিদ্র বা অবকাশ পেয়ে মায়ার আবরণাত্মিকাবৃত্তি আমাদিগকে আবরণ ক'রে ফেলে।

শাস্ত্রী—'ভজন' বল্‌তে কি উদ্দেশ কচ্ছেন?

প্রভুপাদ—'ভজন'-জিনিষটী tie of love between All Lover and All Loved.

শাস্ত্রী—সেইটাই ত' দাস্য?

প্রভুপাদ—হাঁ। লোকবোধের জন্য 'দাস্য' বলা হচ্ছে। 'দাস্য' উত্তরোত্তর উন্নত হ'য়ে 'সখ্য', 'বাৎসল্য' ও 'মধুর রস' নামে পরিচিত। অন্যাভিলাষ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রত প্রভৃতি আবরণরহিত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই—ভজন। হঠযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ব্রত-তপস্যা-যোগ প্রভৃতি অভক্তিযোগ—ইহারা 'ভজন'-পদবাচ্য নহে।

শাস্ত্রী—যোগাদিমার্গে মন নিয়মিত হয়, কর্ম্মে চিত্ত-শুদ্ধি হয়, জ্ঞান সাধনায়ও চিত্তের প্রশান্ত ভাব আসে।

প্রভুপাদ—যোগপন্থায় কৃত্রিমরূপে কখনই মন স্থায়ি-ভাবে নিয়মিত হ'তে পারে না,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

(ভাঃ ১।৬।৩৬)

মুকুন্দসেবা দ্বারা অনুক্ষণ কামাদি রিপুবশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন ক'রে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥

(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি ক'রে চিত্তকে নিরোধ ক'রে থাকেন, কিন্তু তা' দ্বারা তাঁ'দের চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না ব'লে চিত্ত আবার বিষয়াভিমুখী হ'য়ে পড়ে।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥

(ভাঃ ১১।২৯।২)

প্রায়ই দেখা যায়, যে সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ কর্‌বার চেষ্টা করেন, তাঁরা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হ'য়ে ক্লেশ পেয়ে থাকেন, কারণ তা' দ্বারা তাঁ'দের মনোনিগ্রহ হয় না।

কর্ম্মের দ্বারা কখনই আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হ'তে পারে না। আপনি ত ভাগবতে এ সমস্ত কথা বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥

(ভাঃ ৬।১।১১)

[বেদব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন,—হে রাজন্, পাপাচরণ সমূহ—কর্ম্ম; আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত সমূহও—কর্ম্ম। অতএব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ করা যায় না; কারণ ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অধিকারিগণ সকলেই অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষ। তাহাদের অবিদ্যা বিধ্বংস না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপান্তরেরই অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে, (হে রাজন্ আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত' কি? তবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—অবিদ্যানিবর্ত্তকত্ব-হেতু) ভগবজ্‌জ্ঞানই— একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।]

চরিতামৃতে মহাপ্রভুর কথা আপনি ত' শুনেছেন; মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

"কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥"

হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত কখনও কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রতাদি দ্বারা আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হ'তে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

"পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।"

"বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।"

"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।"

"বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতেই এই তিনটি কথা—সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধজ্ঞান। তিনিই 'সদ্‌গুরু', যিনি এই 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' শিষ্যকে ভাল করিয়া 'উপদেশ' দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? জড় ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যত প্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।"

"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব-লাভ হয় না।"

"বৈষ্ণবই অপরকে বিষ্ণুপূজার অধিকার দিতে সমর্থ। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কোনকালেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারে না। গুরু-বৈষ্ণবের অপূজক বা নিন্দাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিতে পারে না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে জীবের কোন মঙ্গল উদিত হয় না।"

"অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।"

"কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্ন পূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

"যাঁহার বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন।"

"সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়।"

জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

[শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এ, বি-টি]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৬৩ পৃষ্ঠার পর)

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে—কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি যোগ—এ-সব ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন ফলই দিতে পারে না। তবে যে জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভের কথা শুনা যায়, তাহা ভক্তির সাহায্যেই হইয়া থাকে। কারণ ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান কোন ফলই দিতে পারে না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।৫।১ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি যা প্রসিদ্ধিস্তত্র জ্ঞানগতা গুণীভূতা ভক্তিরেব মোক্ষং জনয়েৎ। জ্ঞানস্য তু নামমাত্রেণৈব কারণতা।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৫।১৩ ও ১১।১৪।২২ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"ভক্তিশূন্যানি জ্ঞান-বাক্-চাতুর্য্য-কর্ম্ম-কৌশলানি ব্যর্থান্যেব।"

"ভক্ত্যভাবেহন্যৎ সাধনং ব্যর্থম্।"

অতএব কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সকলেরই ভক্তির সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হয় ; কিন্তু ভক্তিতে অন্য কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন হয় না। ভক্তি স্বয়ং সর্ব্বফল দান করিয়া থাকেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—

'মোক্ষ-সাধন-সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।'

ভগবদ্ভজন ব্যতীত সকলেরই অধঃপতন অনিবার্য্য, নরক অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

ঈশ্বরের মুখ-ভুজ-উরু-পদ হনে।
চারি-বর্ণ-আশ্রম জন্মিল তিন গুণে॥
মুখ হৈতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় দুই করে।
উরে বৈশ্য জনমিল, শূদ্র পদতলে॥
সে প্রভু সবার পিতা, সবার ঈশ্বর।
যে হরি না ভজে, সেই পতিত পামর॥
অধোগতি চলে যেবা করে অবজ্ঞান।
দূরে হরিকথা যার দূরে হরিনাম॥

(কৃঃ প্রেঃ তঃ)

মহাভারতেও আমরা পাই—

মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টি সংহার-কারণম্।
যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতকম্॥
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চ্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়া ন সম্ভাষ্যাঃ কদাচন॥

যে জগৎপিতা শ্রীহরির সেবা করে না সে ব্রহ্মঘাতী, জীবন্মৃত ও অসম্ভাষ্য।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে কয়।
পিতারে যে ভক্তি করে সে সুপুত্র হয়॥

অন্ত্য ৩।৩৭

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম-জন্ম তাপ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২০২)

সবার জীবন কৃষ্ণ, জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

(অন্ত্য ৩।৪৬)

ভক্তিযোগ থাকে, তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল॥
ধন-যশ-ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাই, তার সব অমঙ্গল॥
অন্ন খাদ্য নাহি যার—দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে, সে-ই সে ধনবন্ত॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।১১৩—১১৫)

গরুড়পুরাণে বলেন—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্ত্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥

বেদসমূহে পারঙ্গত এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির ভক্ত নহে, তাহাকে নরাধম বলিয়া জানিতে হইবে।

শাস্ত্র আরও বলেন—

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ॥
অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে॥
কৃষ্ণকৃপা বিনা নাহি দুঃখের মোচন।
থাকিলে বা বিদ্যা, কুল, কোটি-কোটি ধন॥

শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজ মন্দিরে বা
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা।
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি
শ্রীকৃষ্ণভজনমৃতে ন সুখং কদাপি॥

বৃন্দাবনেই থাকি বা গৃহেই থাকি, জেলেই থাকি বা রাজাই হই, স্বর্গের রাজা ইন্দ্রই হই বা নরকেই থাকি, কৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত কোথাও সুখ হয় না।

ভক্তিই নিখিল-পুরুষার্থ প্রদানে সমর্থ এবং ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের একমাত্র অব্যর্থ-সাধন। ভক্তি অকুতোভয় সুখকর পন্থা। জ্ঞানাদি কোন সাধনই ঐরূপ নহে। জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থের ১৭৬ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—

যদিও (কাহার মতে) জ্ঞান দ্বারা নির্ব্বিশেষ-প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তথাপি 'হে বিভো, যাহারা শ্রেয়ঃমার্গস্বরূপ আপনার ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল-জ্ঞান লাভের জন্য পরিশ্রম করেন, তাহাদের শুধু ক্লেশই লাভ হইয়া থাকে।' (ভাঃ ১০।১৪।৪) ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞানের অকিঞ্চিৎ-করত্ব প্রতিপাদনহেতু এবং এস্থলে "অতএব মদ্ভক্তিযুক্ত পুরুষের জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির প্রয়োজন হয় না।" (ভাঃ ১১।২০।৩১) ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির জ্ঞান-নিরপেক্ষত্ব বর্ণনহেতু এবং "কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা যাহা লাভ হয়, সেই সকল কেবল ভক্তির দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে।" (ভাঃ ১১।২০।৩২) ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির আনুষঙ্গিক-রূপে সর্ব্বফল-বর্ণনহেতু অন্যান্য সাধন তিরস্কৃত হইয়াছে।

"সবিশেষোপাসনারূপ ভক্তিতেও কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণু-রূপের অনাদর পূর্ব্বক নিরাকারেশ্বর এবং অন্যাকৃতিবিশিষ্ট ঈশ্বরের উপাসনাকে যে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাহাও তিরস্কৃত হইয়াছে। যেহেতু হিরণ্যকশিপুরও—'আমি মৃত্যুহীন, অব্যয়, শুদ্ধস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্য এবং 'সেই অব্যয় ঈশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছেন' ইত্যাদি তদুদাহৃত ইতিহাস-বাক্য এবং তৎকৃত ব্রহ্মস্তবে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান, নিরাকার ঈশ্বর-জ্ঞান এবং অন্যাকৃতিবিশিষ্ট ঈশ্বরজ্ঞানের অস্তিত্ব বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও সে তিরস্কৃত ও অসুররূপে গণ্য হইয়াছে। হিরণ্যকশিপু শ্রীবিষ্ণুর প্রতি দেবতান্তর-সামান্য অর্থাৎ অন্যান্য দেবতার সহিত শ্রীবিষ্ণুকে সমান মনে করার জন্যও সে নিন্দিত হইয়াছে।"

"শাস্ত্রে অহংগ্রহ-উপাসনা অর্থাৎ 'সোঽহম্'—আমি সেই ভগবান্—এইরূপ উপাসনা তিরস্কৃত হইয়াছে। যেহেতু যাদবগণ যেরূপ পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রভৃতিকে উপহাস করিয়াছেন, সেইরূপ শুদ্ধভক্তগণও এই অহংগ্রহ-উপাসকগণকে ঘৃণিত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। শ্রীহনুমান্‌ও তাহাই বলিয়াছেন—'কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি?' অর্থাৎ 'এমন মূঢ়ব্যক্তি কে আছে যে, সে ভগবদ্দাস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রভু হইবার ইচ্ছা করিবে?' এইরূপে যাবতীয় বিষয়-বিচারপূর্ব্বক নিষ্কামা ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বোত্তমরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।" বদ্ধজীবের জন্যই উপাসনা। মুক্ত জীবমাত্রই ভগবানের দাস। তাঁহারা কখনই 'সোঽহং' বাক্য উচ্চারণ করেন না। তজ্জন্য শাস্ত্রে মায়াবদ্ধ বিষয়াসক্ত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির জন্য—অর্থাৎ বদ্ধজীবমাত্রের জন্য 'সোঽহং'-বাদ অবৈধ ও হেয়। সুতরাং শাস্ত্র বলেন—

> বিষয়-স্নেহ-সংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ।
> কল্পকোটীসহস্রাণি নরকে স তু পচ্যতে॥
> (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

যে ব্যক্তি মায়িক বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া 'অহং ব্রহ্ম' বলে, সে ব্যক্তি কল্পকোটী-সহস্র বৎসর নরকে পচিয়া থাকে।

> অজ্ঞস্যার্দ্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
> মহানরক-জালেষু তেনৈব বিনিযোজিতঃ॥
> (যোগবাশিষ্ঠ)

যাহারা অজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'সর্ব্বং ব্রহ্ম' অর্থাৎ সবই ব্রহ্ম—এই উপদেশ করে, তাহারা সেই অপরাধে অনন্তকাল নরক ভোগ করিয়া থাকে।

পুরাণান্তরে আরও পাই—

> সংসারসুখ-সংযুক্তং ব্রহ্মাহমিতিবাদিনম্।
> কর্ম্মব্রহ্ম-পরিভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

সংসারী ব্যক্তি যদি 'আমিই ব্রহ্ম' একথা বলে, তবে সেই দুর্ভাগাকে চণ্ডালবৎ পরিত্যাগ করিবে।

ইহাদ্বারা কেহ মনে না করেন যে, বিজ্ঞ ব্যক্তি বা যাঁহারা বিষয়াসক্ত সংসারী নহেন তাঁহারা 'সোঽহং' বাক্য উচ্চারণ করিলে কোনও দোষ নাই। সিদ্ধব্যক্তিগণও

চিরকাল বিষ্ণু-সেবায় মত্ত থাকেন। যথা ব্রহ্মতর্কে—
'মুক্তাঽপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।'

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও (অন্ত্য ৩য় অধ্যায়) আমরা পাই—

জীবের-স্বভাব-ধর্ম্ম ঈশ্বরভজন।
তাহা ছাড়ি' আপনারে বলে 'নারায়ণ' ॥
গর্ভ-বাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাঁহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি-জ্ঞান-শিক্ষা ॥
যাঁর দাস্য-লাগি শেষ-অজ-ভব-রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাঁহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন 'প্রভু' বলে আপনারে ॥
নিদ্রা হৈলে 'আপনে কে', ইহাও না জানে।
আপনারে 'নারায়ণ' বলে হেন জনে ॥
'জগতের পিতা কৃষ্ণ',—সর্ব্ব বেদে কয়।
পিতারে যে ভক্তি করে, সে সু-পুত্র হয় ॥

তথাহি গীতায়াম্—(৯।১৭)

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—(৪।২৯।৪৯-৫০)

'তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া ॥
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ।'

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার ॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন ॥
সবার জীবন কৃষ্ণ, জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার ॥
যদি বল শঙ্করের মত, সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য, তাঁরি মুখে কহে ॥

তথাহি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বাক্যম্—(ষট্পদীস্তোত্রে)

'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীয়স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥'

যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময়-পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঞি ॥
তবু তোমা হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি ॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন-কালে ॥
অতএব জগৎ তোমার, তুমি পিতা।
ইহলোকে, পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা ॥
যাঁহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তাঁরে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন ॥
এই শঙ্করের বাক্য—এই অভিপ্রায়।
ইহা না বুঝিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ?
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি 'নারায়ণ'।
বলিবেক প্রেম-ভক্তিযোগে অনুক্ষণ ॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি' মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায় ॥

জ্ঞান ক্লেশকর সাধন, আর ভক্তি সহজ এবং সুখকর সাধন। সাধন ও সাধ্য উভয় দশাতেই ভক্তি সুখরূপা। জ্ঞানী বহু ক্লেশেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন কিনা সন্দেহ! কিন্তু ভক্ত ভগবৎ-কৃপায় অনায়াসে সুখে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। গীতায় আমরা পাই,—অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥
(গীতা ১২।১)

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যে ভক্তগণ তোমাতে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া তোমার উপাসনা করে, আর যে সাধকগণ অব্যক্ত অক্ষরের অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের উপাসনা করে—এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ অর্থাৎ কাহারা শ্রেষ্ঠ সাধক ?

তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ (গীতা ১২।২)

শ্রীধর স্বামীকৃত-টীকা,—তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-গুণ-বিশিষ্টে।

যাহারা পরম শ্রদ্ধার সহিত আমাতে মনোনিবেশ-পূর্ব্বক নিত্যনিষ্ঠাযুক্ত হইয়া আমার আরাধনা করেন।

আমি সেই ভক্তদিগকেই সর্ব্বোত্তম যোগী বা সর্ব্বোত্তম সাধক মনে করি।

এখন প্রশ্ন,—জ্ঞানিগণ কি শ্রেষ্ঠ নহেন? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন (গীতা ১২।৩-৫)—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

হে অর্জ্জুন যদিও ব্রহ্মজ্ঞানী মনে করেন,—আমার নির্ব্বিশেষ প্রকাশরূপ ব্রহ্মে তিনি সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, তথাপি নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্তমনা জ্ঞানিগণের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দেহধারী (স্বরূপতঃ নিত্য সবিশেষ) জীবের পক্ষে ঐ প্রকার নির্গুণ নির্ব্বিশেষ গতি দুঃখেই লভ্য হয়। তাই জ্ঞানরূপ-সাধন ক্লেশকর।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি-সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
(গীতা ১২।৬-৭)

শ্রীধরস্বামীকৃত-টীকা—"মদ্ভক্তানাস্তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তোঽনন্যেন ন বিদ্যতেঽন্যো ভজনীয়ো যস্মিংস্তেনৈব একান্ত-ভক্তিযোগেনোপাসত ইত্যর্থঃ।"

হে অর্জ্জুন, আমার ভক্তগণ কিন্তু আমার কৃপাতে অচিরে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতও (১২।২২) বলেন,—

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥

ভক্তিমার্গ সাধনশ্রেষ্ঠ ও সুখকর বলিয়া বিবেকী পুরুষ-সকল পরমানন্দ-সহকারে 'ভক্তের ভগবান্' শ্রীহরির পাদপদ্মে নিত্যকাল ভক্তি করিয়া থাকেন। ভক্তি আত্মপ্রসন্নতা-বিধায়িনী।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থে (১৭-১৮ অনুচ্ছেদ) বলিয়াছেন,—

"পরময়া মুদেতি কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানবৎ ন সাধনকাল সাধ্যকালে বা ভক্ত্যনুষ্ঠানং দুঃখরূপং, প্রত্যুত সুখরূপমেবেত্যর্থঃ। অতএব নিত্যং সাধকদশায়াং সিদ্ধদশায়াঞ্চ তাবৎ কুর্ব্বন্তি। তদেবং কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-যত্ন-পরিত্যাগেন ভগবদ্-ভক্তিরেব কর্ত্তব্যেতি মতম্।"

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—পরময়া মুদেতি সাধনদশায়ামপি কষ্টাভাব উক্তঃ।"

শ্লোকে 'পরম আনন্দের সহিত নিত্যকাল ভক্তিযাজন করিয়া থাকেন'—বলাতে সিদ্ধ অবস্থাতে ত' কথাই নাই, সাধনদশাতেও যে ভক্তির অনুষ্ঠান পরম সুখকর, তাহা কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধনের ন্যায় দুঃখকর বা কষ্টকর বা কষ্টসাধ্য নহে—ইহা বলা হইল। তাই সিদ্ধ অবস্থাতেও ভক্তগণ ভক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহারা নিত্যকাল ভগবৎ-সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও বৈরাগ্য প্রভৃতি বিষয়ে যত্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তিই সকলের কর্ত্তব্য—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের অভিমত। তাই সর্ব্বোপনিষৎসার গীতাশাস্ত্রের উপসংহারেও আমরা পাই—পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ (লোক-শিক্ষার্থ) অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮।৬৪-৬৬)

উক্ত শ্লোকত্রয়ের টীকার প্রারম্ভে শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদ বলিয়াছেন,—

"অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি,—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ।"

অর্থাৎ অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্র সমগ্ররূপে পর্য্যালোচনা করিয়া সারনির্ণয় করা কষ্টসাধ্য জানিয়া কৃপাপূর্ব্বক ভগবান্ নিজেই তাহার সার তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—

হে অর্জ্জুন, যদিও আমি প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে পূর্ব্বে 'মন্মনা ভব' ইত্যাদি (গীতা ৯।৩৪) সর্ব্বসার উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তথাপি আমার সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ আবার শুন। তুমি আমার অতীব প্রিয়, এই হেতু তোমাকে মঙ্গলের কথা বলিতেছি,— তুমি আমার চিন্তা কর, আমার সেবন-পরায়ণ হও, আমার পূজা কর, আমাকে প্রণতি বিধান কর, ইহাতে আমাকে প্রাপ্ত হইবেই। আমি তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কারণ তুমি আমার প্রিয়। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। তুমি শোক করিও না, আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব।

ধর্ম্মরাজও (ভাঃ ৬।৩।২২) বলিয়াছেন,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীহরির পাদপদ্মে যে ভক্তিযোগ—ইহাই জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

সকল শাস্ত্রেই মাত্র 'কৃষ্ণভক্তি' কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত—কৃষ্ণরসময়॥
আদি-মধ্য-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণশক্তি॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অধ্যায়)

সেই শাস্ত্র সত্য, কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে, শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥

তথা হি জৈমিনি-ভারতে আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ-শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

শুন শুন, মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর, মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম অঃ)

বেদান্তসূত্রেও ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয় বা একমাত্র সর্ব্বোত্তম সাধনরূপে নির্ণীত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রের সাধনাধ্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে উপাসনার প্রতিকূল-বিষয়ে বৈরাগ্য ও প্রাপ্য-বিষয়ের তৃষ্ণার জন্য আলোচনা-পূর্ব্বক পর-বিদ্যা ভক্তির দ্বারাই পরমপুরুষার্থ লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৪) অপি (পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মকে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে, তথাপি), সংরাধনে (সম্যক্ আরাধনায় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়); প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়) সূত্রে 'সংরাধন' শব্দের অর্থ সম্যক্ আরাধনা অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভক্তি। ভক্তির দ্বারাই যে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়—এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি, অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি প্রমাণ।

'সংরাধন' শব্দের অর্থ যে ভক্তি, ইহা উক্ত সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রমুখ সকল আচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন, 'সংরাধনং ভক্তি ধ্যান-প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্'। শ্রীভাস্করাচার্য্য বলেন—"সংরাধনং ভক্তিধ্যানাদিনা পরিচর্য্যা"। শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন—"সংরাধনে—সম্যক্ প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্নে নিদিধ্যাসনে এব অস্য সাক্ষাৎকারঃ" অর্থাৎ সংরাধন শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরের সম্যক্ প্রীতি-সাধক ভক্তিরূপে পরিণত নিরবচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি বা আবেশের দ্বারাই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ পুনরায় বলিয়াছেন—"ভক্তিরূপাপন্নমেবোপাসনং সংরাধনম্—তস্য প্রীণনমিতি" অর্থাৎ ভক্তিরূপে পরিণত উপাসনাই সংরাধন —তাঁহার (ভগবানের) প্রীতি সম্পাদন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বলেন—"সংরাধনে ভক্তিযোগে ধ্যানে"; শ্রীবল্লভাচার্য্য বলেন—সংরাধনে সম্যক্ সেবায়াং ভগবত্তোষে জাতে দৃশ্যতে" অর্থাৎ সম্যক্ সেবাদ্বারা—শ্রীভগবানের সন্তোষ হইলে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন—"সংরাধনে সম্যগ্ ভক্তৌ সত্যাং গ্রাহ্যোহংসৌ ভবতি" অর্থাৎ সম্যক্ ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।

ভগবান্ বা ভক্তের অহৈতুকী কৃপায় ভক্তিরসের আস্বাদ লাভ হইলে তাঁহার নিকট কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সমস্ত সাধন ও তৎ-তল্লভ্য সমস্ত ফল তিরস্কৃত হইয়া যায়। তাই—ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১১৩ শ্লোক) বলিয়াছেন—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

পরম করুণাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জগতে শুদ্ধভক্তিযোগের কথা প্রকাশ করিলে প্রাকৃত বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ যোগ-সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানিগণ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

মুক্ত পুরুষগণও যে ভগবানের উপাসনারূপ ভক্তি করেন, তাহা বেদান্তসূত্রেও বলেন—

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্। (বেদান্তসূত্র ৪।১।১২)

আ প্রায়ণাৎ (মুক্তি পর্য্যন্ত) তত্রাপি (মুক্তিতেও) হি (নিশ্চয়) দৃষ্টম্ (ভগবদুপাসনা দেখা যায়)।

উক্ত সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন—আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্য্যন্তমুপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি মোক্ষে চ। কুতঃ? হি যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টম্। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা। "সর্ব্বদৈনমুপাসিত যাবদ্বিমুক্তি। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি" সৌপর্ণশ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্রাহুঃ। মুক্তৈরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপি বস্তুসৌন্দর্য্যবলাদেব তৎ প্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ।

মুক্তি পর্য্যন্ত ভগবানের উপাসনা করিবে এবং মোক্ষের পরেও করিবে। কারণ শ্রুতিতে দেখা যায়—যে পর্য্যন্ত-না মুক্তি হয়, সর্ব্বদা ইঁহার উপাসনা করিবে, মুক্ত হইয়াও তাঁহার উপাসনা করিবে। এখন প্রশ্ন—মুক্ত পুরুষের ত' কোন উপাসনার প্রয়োজন নাই, তথাপি তাঁহারা উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি করেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—মুক্তগণ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্যে বা সেবানন্দে আকৃষ্ট হইয়াই নিত্যকাল উপাসনা করেন। যেমন—পিত্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তির শর্করায় পিত্তনাশ হইলেও পুনরায় উহার আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তদ্রূপ। (ক্রমশঃ)

চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয়—শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং সর্ব্বশ্রী ঠাকুদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, বলরামদাস ব্রহ্মচারী, মদনগোপাল ব্রহ্মচারী সেবাপ্রাণ, যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনামোদ ও শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ গত ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ বুধবার পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজধানী—কেন্দ্রীয় শাসনাধীন চণ্ডীগড়ে শুভাগমন করিলে তাঁহার সেবানিয়ামকত্বে চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসব গত ১৭ই মার্চ্চ হইতে ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের সাম্প্রতিক অসুস্থতার লীলাভিনয়-হেতু তাঁহার দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় চণ্ডীগড়বাসী ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত অধীরভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, মঠরক্ষক উপদেশক শ্রীপাদ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বীরভদ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকেবল, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকুশল

প্রমুখ মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দ চণ্ডীগড় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি, পুষ্পমাল্য প্রদান, সংকীর্ত্তন ও জয়গানমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের পূজা বিধান করেন। তাঁহার অপ্রত্যাশিত দর্শন লাভে ভক্তবৃন্দ যুগপৎ উল্লাস ও আর্ত্তিতে অভিভূত হইয়া পড়েন।

উপদেশক শ্রীপাদ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন ও শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী সেবাকুশল শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা হইতে পূর্ব্বেই চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। উৎসবের সেবানুকূল্য সংগ্রহে ও বিভিন্ন প্রকার সুব্যবস্থার জন্য শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ সর্ব্বশ্রী অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকুশল, পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, বিভুচৈতন্য ব্রহ্মচারী, রাধাকৃষ্ণ গর্গ সেবাব্রত, ধনঞ্জয় দাস, পরমহংস দাস প্রভৃতি মঠবাসী এবং সর্ব্বশ্রী রামপ্রসাদ দাসাধিকারী, শুকদেব রাজ বক্সী রিডার (Reader High Court) তেজভান্ শর্ম্মা, হরিপ্রেম শর্ম্মা, যশপাল শর্ম্মা, বিদ্যাসাগর শর্ম্মা, বিশ্বম্ভর শর্ম্মা, কৃষ্ণগোপাল কারাকা, মোদিজী, গোঁসাই জী, ওম্প্রকাশ বিগুলিশ, বিশ্বামিত্র গুপ্ত, বাবুলাল, সীতারাম আগরওয়াল, রামদয়াল আগরওয়াল, রমেশ সুদ প্রভৃতি গৃহস্থভক্ত ও সজ্জনবৃন্দ প্রভূত পরিশ্রম করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ বীরভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতকৃষ্ণদাস বনচারী ভক্তিললিত, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর ও শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে শুভাগমন করতঃ উৎসবে যোগ দেন। শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারীও বিভিন্ন স্থান ভ্রমণান্তে উৎসবকালে চণ্ডীগড়ে উপস্থিত হন। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং দিল্লী হইতে বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত উৎসবে যোগদানের জন্য আসেন। বহিরাগত ভক্তগণের মধ্যে দিল্লীর শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল (শ্রীপ্রহ্লাদ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব) একদিন মহোৎসবের পূর্ণানুকূল্য এবং লুধিয়ানার শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর ভাক্তবিলাস ও শ্রীকৃষ্ণলাল বাজাজ মঠটীকে বিচিত্র বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত করার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত দেরাদুনের শ্রীতুলসীদাস ভক্তিবিবেক ও শ্রীপ্রেমদাস ভক্তিভূষণ রন্ধনাদি সেবায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। স্থানীয় ও বহিরাগত মহিলা ভক্তগণের তরকারি আমান্ন ও মহোৎসবে রন্ধনসেবায় পরমোল্লাসভরে দিবারাত্র পরিশ্রম বিশেষ প্রশংসার্হ। ভক্তবর শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর চণ্ডীগড় মঠের শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামাধব বিজয়-বিগ্রহগণের এবং তাঁহাদের শুভপ্রতিষ্ঠাকার্য্যের পূর্ণানুকূল্য করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামাধব বিজয়-বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠার দ্রব্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতিরূপ সেবায় সন্ধ্যা হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়া প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌কৃত্য বা অধিবাস কৃত্য সম্পন্ন করেন। পরদিবস প্রাতঃকাল হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ বিভিন্ন সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সর্ব্বত্র এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও উদ্দীপনার ভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বাহ্নে শুভক্ষণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামাধব বিজয়-বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠাকার্য্যের শুভারম্ভ করিলে শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর মূল গায়কত্বে মহাসংকীর্ত্তনধ্বনি উত্থিত হয়, সুসজ্জিত বেদীর মধ্যস্থলে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ যথাবিহিত কুশণ্ডিকা সমাপনান্তে বৈষ্ণবহোম করিতে থাকেন, বেদীর চতুষ্পার্শ্বে শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ্ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রস্থানত্রয় পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ মুখ্যভাবে এবং শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সহায়তা করেন। সংকীর্ত্তন ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া দর্শনার্থীর ভীড় ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে। শ্রীল আচার্য্যদেব অষ্টোত্তরশত ঘট জলে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক আরম্ভ

করিলে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি ও উচ্চ সংকীর্ত্তনে দিগ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য অগ্রে শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর বস্ত্রাদি উপকরণের দ্বারা শ্রীগুরু, ঋত্বিক্ ও ব্রহ্মা বরণ-কার্য্য যথাবিহিত সম্পন্ন করেন। অতঃপর শ্রীবিগ্রহগণের শৃঙ্গার, পূজা, বিশেষ ভোগরাগান্তে মাধ্যাহ্নিক আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হইলে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

উক্ত দিবস শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এইচ্, আর্, সোধি (H. R. Sodhi) সভাপতির এবং পাঞ্জাব সরকারের জনসম্পর্ক (Public Relation) বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর শ্রীরোশন লাল বার্ম্মা (Roshan Lal Verma) প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিলে নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয় 'শ্রীবিগ্রহসেবার আবশ্যকতা' সম্বন্ধে **শ্রীল আচার্য্যদেব** তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"চেতন হ'লেই তার ব্যক্তিত্ব আছে। অনুচেতনের অণু ব্যক্তিত্ব, বিভুচেতনের বিভু ব্যক্তিত্ব। ভগবান্ বিভুচেতন, বিভুব্যক্তি, পরমপুরুষ। ভগবান্ নির্ব্বিশেষ নহেন, নিরাকার নহেন। শাস্ত্রে বহু স্থানে ভগবান্‌কে সাকার, বহুস্থানে নিরাকার বলেছেন। এক অংশ মান্‌বো, এক অংশ মান্‌বো না, একে শাস্ত্র মানা বলে না। দুই এর মধ্যে কি সামঞ্জস্য এটা আমাদিগকে বুঝ্‌তে হবে। ভগবানে প্রাকৃত বিশেষণ নাই—এজন্য নির্ব্বিশেষ কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষণ-যুক্ত—এজন্য সবিশেষ। ভগবান্ অসীম, সর্ব্বশক্তিমান্। ভক্তের ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য তিনি যে-কোন স্থানে মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি যে-কোন মূর্ত্তিতে সর্ব্বশক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হ'তে পারেন। এটা পারেন, এটা পারেন না, সর্ব্বশক্তিমান্ সম্বন্ধে একথা বলার কোন অধিকার আমাদের নাই। He can manifest Himself in any way He likes. সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ পুতুল পূজক (idolators) নহেন, তাঁরা শ্রীবিগ্রহের সেবা করে থাকেন। মানুষ কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থেকে যে নিরাকার বা সাকারের চিন্তা করেন বা প্রাকৃত বস্তুর দ্বারা যে মূর্ত্তি গঠিত করেন তা সবই পুতুল। কিন্তু ভগবান্ যখন নিজ কর্ত্তৃত্বে ভক্তের বিরহ-দুঃখ দূর করার জন্য গুরু, পুরোহিত, ভাস্করাদিকে সেবার সুযোগ প্রদান ক'রে জগতে অবতীর্ণ হন, তখন উহা শ্রীবিগ্রহ—অর্চ্চাবতার, পুতুল নহেন। অর্চ্চাবতার প্রেমিক ভক্তকে সাক্ষাৎ দর্শন, সেবা ও সঙ্গ প্রদান করে কৃতার্থ করেন। কিন্তু কামুক ব্যক্তি কামনেত্রে দর্শন কর্‌তে গিয়ে বঞ্চিত হন, তাঁরা কামের সামগ্রী পুতুলই দেখেন, নির্গুণ ভগবৎস্বরূপ তাঁদের নিকট অপ্রকাশিত।" অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীমূর্ত্তি-পূজা সম্বন্ধে বেদ হইতে বহু প্রমাণ উল্লেখ করতঃ শ্রীমূর্ত্তি পূজার আবশ্যকতা দৃঢ়তার সহিত স্থাপন করেন। তৎপর প্রিন্সিপাল ডক্টর অনন্ত ও ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন। বিচারপতি **শ্রীসোধি** তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"আমি যুবকসময়ে মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছি। তখন মূর্ত্তিপূজার তাৎপর্য্য বুঝি নাই। এখন পূজ্য স্বামীজীর শ্রীমুখে অদ্ভুত বিচার-বিশ্লেষণ শুনে বিস্মিত হ'লাম। আমি খুবই লাভবান্ হয়েছি। সুকৃতি-ফলেই এরূপ মহৎসঙ্গ লাভ হ'য়ে থাকে।" শ্রোতৃবৃন্দকে উদ্দেশ করতঃ তিনি আরও বলেন,—"আপনারা প্রত্যহ এই পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসভায় যোগ দিবেন এবং স্বামীজীর অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করে সেই ভাবে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন। আপনাদের বিশেষ সৌভাগ্যফলেই চণ্ডীগড়ে এরূপ একটী সৎপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে।" প্রধান অতিথিও তাঁহার অভিভাষণে সভাপতির ন্যায় শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে প্রোৎসাহিত এবং মঠের কার্য্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর সুললিত ভজন-কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তিকর হয়।

৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ— শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে প্রাতঃকালীন সভায় শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কীর্ত্তন শ্রবণে সমুপস্থিত ভক্তবৃন্দ মোহিত হন।

সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী আর্, এন্, মিত্তল

(R. N. Mittal) সভাপতি পদে বৃত হন এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ভি, সি, পাণ্ডে (Dr. V. C. Pandey) প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বক্তব্যবিষয় 'শ্রীভাগবত ধর্ম্ম' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ অভিভাষণের পর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ বক্তৃতা করেন। **শ্রীল আচার্য্যদেবের** অভিভাষণের সারধর্ম্ম—"শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে বর্ণিত ধর্ম্মকে ভাগবতধর্ম্ম বলে। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় যা', তা' ভাগবত অর্থাৎ তদীয়ের ধর্ম্মকেও ভাগবতধর্ম্ম বলে। ইহার অন্য নাম—সদ্ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদে ভাগবত ধর্ম্মের স্বরূপ ও আচরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়েছে। নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি মুনি ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণনে বলেছেন—

'যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥'

'ভগবান্ অজ্ঞজনগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে-সকল উপায়ের কথা নিজমুখে বলেছেন তাহাই ভাগবতধর্ম্ম বলে জান্‌বে।' মনু আদি ঋষি প্রণীত ধর্ম্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলে। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মের বক্তা স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং ভগবৎ-প্রাপ্তির ইহাপেক্ষা সুষ্ঠু, সহজ ও সুগম মার্গ আর হ'তে পারে না।

"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥"

যে ভাগবতধর্ম্মকে অবলম্বন কর্‌লে বা বিশ্বাস স্থাপন কর্‌লে কখনও প্রমাদগ্রস্ত হ'তে হয় না। মুদ্রিত নেত্রে ধাবমান্ হ'লেও স্খলন বা পতন হয় না। কারণ ভাগবতধর্ম্মের প্রথমেই প্রপত্তি। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ যাঁর রক্ষক ও পালক হন, তাঁর পতনের আশঙ্কা কোথায়? ভাগবতধর্ম্ম কি ভাবে অনুশীলন কর্‌বো, Practical side কি, তৎ সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে বলেছেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥"

বিচারপতি শ্রীমিত্তল তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"ভাগবতধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্মের দ্বারাই আমরা ভগবান্‌কে লাভ কর্‌তে পারি। কাম এবং প্রেম এক নহে। নিজ ইন্দ্রিয়-প্রীতিচেষ্টাকে কাম বলে, উহা প্রেমের বিপরীত, উহা দ্বারা কখনও ভগবৎ-প্রাপ্তি হ'তে পারে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের কথা জগতে প্রচার করেছেন এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমেই ভগবৎপ্রাপ্তি হ'তে পারে ব'লে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।"

প্রধান অতিথি **ডক্টর পাণ্ডে** তাঁহার অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ-মুখে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের স্থান, মর্য্যাদা, অবদান ও প্রাচীনত্বের দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন।

সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ভজন কীর্ত্তন করেন।

৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ—শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে অদ্যকার প্রাতঃকালীন সভাতে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কি-প্রকারে জীবের সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় তৎসম্বন্ধে শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা অনুকীর্ত্তনের যত্ন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের আবেগময়ী কীর্ত্তন শ্রবণে ভক্তগণ ভক্তিভাবযুক্ত হৃদয়ে অনুপ্রাণিত হন। মাধ্যাহ্নিক মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহা-প্রসাদ সেবা করেন।

অপরাহ্ন ঘ ২-৩০ মিঃ এ শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধবজীউ বিজয়বিগ্রহগণ সুরম্য রথা-রোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সেক্টর (Sector) ২০, ২১, ২২, ২৩, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তনকারি ভক্তগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার
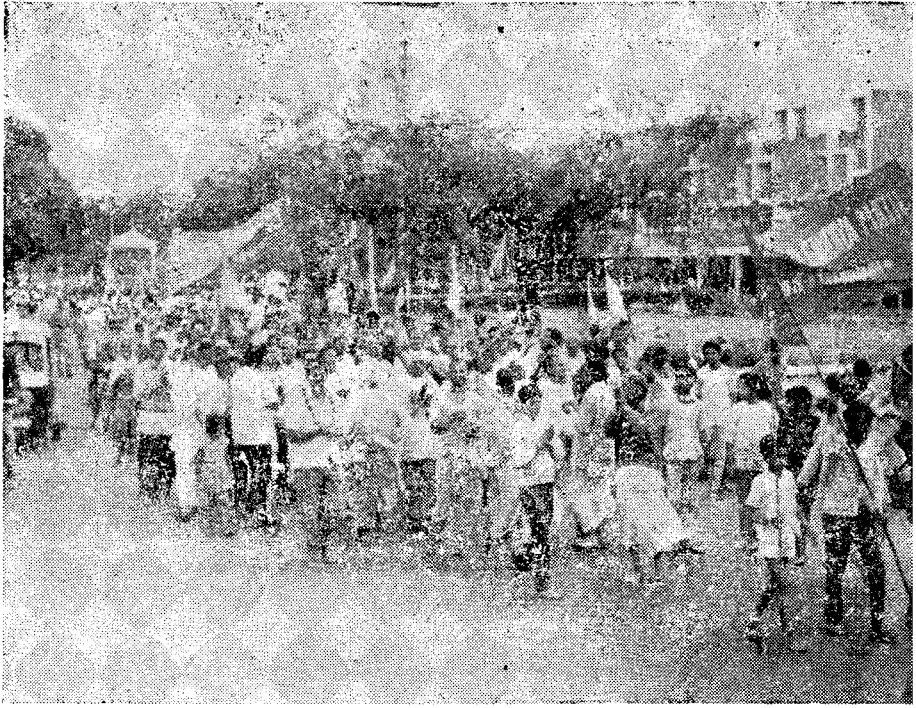
রথারোহণে শ্রীবিগ্রহগণ-সহ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য

আগরওয়ালের) নেতৃত্বে জালন্ধরবাসী ভক্তবৃন্দ, দিল্লীর শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাসাধিকারী (শ্রীতুলসীদাসজী), দেরাদুনের শ্রীপ্রেমদাসজী ও চণ্ডীগড়ের শ্রীকৃষ্ণগোপালজী। রথাকর্ষণে নরনারীগণের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রথনির্ম্মাণসেবায় শ্রীপরমহংসজী মুখ্যভাবে সহায়তা করিয়া শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হন। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবনায় এবং হাইকোর্টের রিডার (Reader) শ্রীশুকদেব রাজ বক্সির সমর্থনে হরিয়ানার রাজ্যপাল মান্যবর শ্রী বি, এন্, চক্রবর্ত্তী মহোদয় প্রধান অতিথি পদে বৃত হন। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিশাস্ত্র ও গান্ধীদর্শনের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর আই, ডি, শর্ম্মা। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের উদ্বোধন সঙ্গীতের দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপর শ্রীমঠের সভ্যগণের পক্ষ হইতে রাজ্যপালকে প্রদত্ত ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিনন্দন পত্রটি শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পাঠ করতঃ রাজ্যপালের হস্তে সমর্পণ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার উদ্বোধন ভাষণে বলেন, —"মান্যবর শ্রী বি, এন্, চক্রবর্ত্তী মহোদয় শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে গিয়েছিলেন শুনে আমি আনন্দ লাভ করেছি। পূর্ব্ব ভারতে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বরাহপুরাণ প্রভৃতি বহু পুরাণে শ্রীনবদ্বীপধামের বর্ণনা পাওয়া যায়। গঙ্গার পূর্ব্বতটে ভগবান্ শ্রীশচীনন্দনরূপে আবির্ভূত হবেন—এরূপ আবির্ভাবের কথাও বহু পুরাণে উল্লিখিত আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারের কথা বর্ণিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর শ্রীনবদ্বীপধামের মহিমা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু **নন্দনন্দন** কৃষ্ণকে পরতমতত্ত্ব এবং তাঁর সঙ্গে জীবের নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধের কথা জানিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি জীব
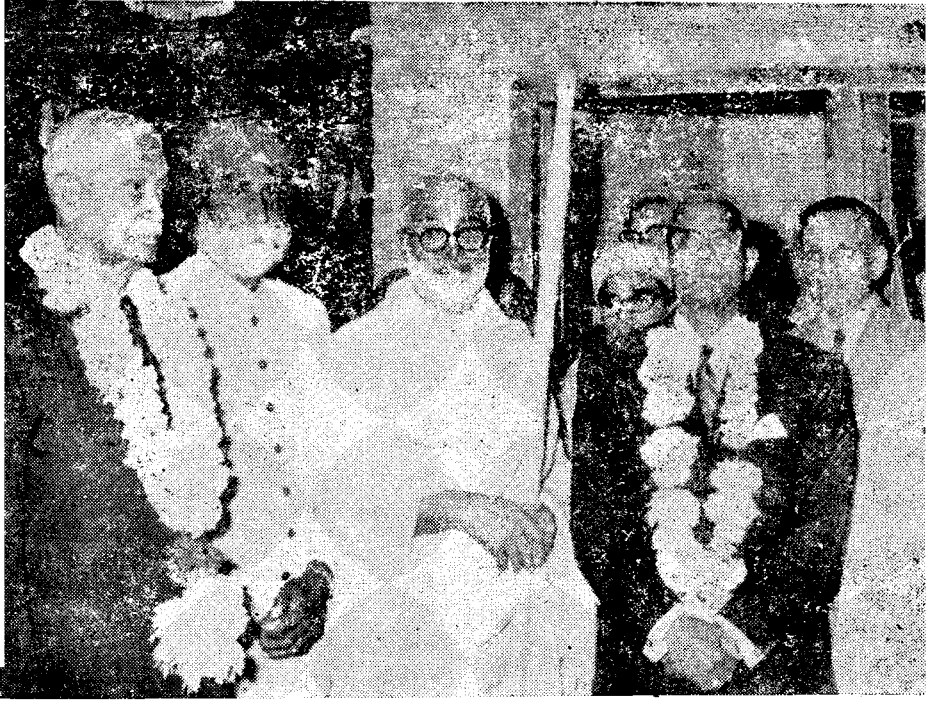
বামদিক হইতে হরিয়ানার গভর্ণর শ্রী বি, এন্ চক্রবর্ত্তী (প্রধান অতিথি), প্রিন্সিপাল শের সিং শের, শ্রীল আচার্য্যদেব, ডাঃ আই, ডি শর্ম্মা (সভাপতি)

শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কখনও সুখ লাভ কর্‌তে পারে না। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরম প্রাপ্য বস্তু। কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের প্রকৃত স্বার্থ এবং উহাই নিঃস্বার্থপরতা বা পরার্থপরতা। কলিযুগে কৃষ্ণপ্রীতি লাভের সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে স্থান বা কালের বিচার নাই। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকল-জীবই শ্রীকৃষ্ণনামানুশীলন কর্‌তে পারেন।"

রাজ্যপাল শ্রী বি, এন্, চক্রবর্ত্তী তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"আমি শ্রীনবদ্বীপ দর্শনে গিয়েছিলাম। নবদ্বীপ পুরাতন তীর্থক্ষেত্র এবং সংস্কৃত শিক্ষার প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর শ্রীনবদ্বীপের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম কেন?—যিনি কৃষ্ণবিষয়ে চেতনা প্রদান করেন, যিনি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করেছেন। বহু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে, কেউ কর্ম্ম, কেউ জ্ঞান, কেউ যোগাদির কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি তা' মানেন নাই। ভক্তিযোগকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলেছেন। বিশুদ্ধাভক্তিতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হবে এবং বিশুদ্ধাভক্তির সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"—বৃহন্নারদীয় বচন। হরিনাম কীর্ত্তন universal religion—মনুষ্যমাত্রেরই এই ভক্তিসাধনে অধিকার আছে। অসদাচার ছেড়ে হরিনাম করলে অবশ্যই মঙ্গল হবে। অসদাচার যদি প্রথমে সম্পূর্ণরূপে ছাড়্‌তে নাও পারি তথাপি নিষ্কপটভাবে হরিনাম করলে অসদাচার চলে যাবে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর এই বিশুদ্ধ ভক্তির বাণী প্রচারের জন্য চণ্ডীগড়ে একটী শাখা মঠ স্থাপিত হয়েছে। স্বামীজীর নিকট মঠে সংস্কৃত শিক্ষার বন্দোবস্ত হবে শুনে বিশেষ সুখ লাভ কর্‌লাম। বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি আমাদের সমস্ত শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আমাদের পুরাতন আর্য্যকৃষ্টি বুঝ্‌তে হলে সংস্কৃত জ্ঞান

অত্যাবশ্যক। পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার কম। যাহাহউক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হওয়ায় আপনারা বহুভাবে উপকৃত হবেন বলে আমার আশা।"

অতঃপর শিখ-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তি প্রিন্সিপাল শের সিং শের (Principal Sher Singh Sher), শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাসিক্ত শিষ্য জালন্ধর নিবাসী শ্রীকৃপারামজী (শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী) ও শিখ সম্প্রদায়ের একজন প্রধান গুরু সন্ত শ্রীলচ্‌মন সিংজী ভাষণ প্রদান করেন। সন্ত শ্রীলচ্‌মন সিংজী মুহুর্মুহু 'হরিবোল' ধ্বনি দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে ভগবদ্‌ভাব সুখে নিমজ্জিত করিয়া ফেলেন।

সভাপতি শ্রীশর্ম্মা তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই পরমতত্ত্ব বলেছেন। তিনি গোপীভাবে কৃষ্ণসেবার আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। আমরা সংসার ত্যাগ কর্‌তে না পার্‌লেও সংসারে থেকেও ভজন কর্‌তে পারি। গৃহস্থাশ্রম খারাপ নহে। সব কিছু ভগবানে অর্পণ করে আমরা আদর্শ গৃহস্থের জীবন যাপন কর্‌তে পারি। আমাদের শুভ ইচ্ছা থাক্‌লে নিশ্চয়ই আমরা মঙ্গল অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি লাভ কর্‌তে পার্‌বো"।

৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ—শ্রীলআচার্য্যদেবের নির্দ্দেশ-ক্রমে অদ্যও প্রাতঃকালীন ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা ও পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ভজন কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীরও ভজন কীর্ত্তন হয়।

সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে হরিয়ানার য়্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল শ্রী জে, এন্ কৌশল (Sri J. N. Kausal) সভাপতি পদে বৃত হন এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার ডক্টর শ্রী এস্, পি, সঙ্গর (Dr. S. P. Sangar) প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব 'পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ' বক্তব্য বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার অভিভাষণের সারমর্ম্ম—"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" 'তৎ' অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বস্তুর ভাবকে তত্ত্ব বলে। তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। অদ্বয়জ্ঞান—'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা, 'পরমাত্মা' শব্দ দ্বারা ও 'ভগবান্' শব্দ দ্বারা কথিত হন। পূর্ণজ্ঞান এক কিন্তু তাঁর ত্রিবিধ প্রতীতি—ব্রহ্ম প্রতীতি, পরমাত্ম প্রতীতি ও ভগবৎ প্রতীতি। প্রতীতি এক নহে। ব্রহ্ম—'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ'—ব্রহ্ম বৃহৎ এবং সকলকে পালন ও বর্দ্ধন করেন। ব্রহ্ম বৃহৎ হইতেও বৃহৎ (Greatest of the Greatest ; পরমাত্মা—অণোরণীয়ান্—অণু হইতেও অণু, ভগবান্ (ভগ=শক্তি+বান্=যুক্ত) সর্ব্বশক্তিমান্, যাতে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য—অণুত্ব, বিভুত্ব, মধ্যমত্ব ও সর্ব্বত্ব রয়েছে। 'ভগবান্' শব্দের দ্বারা পরতত্ত্বের সর্ব্বভাব প্রকাশিত হয়েছে। চরম কারণ পরতত্ত্বের লক্ষণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেন—'Absolute is for Itself and by Itself'. সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ It—God না ব'লে He—God বলেন। আমরা বল্‌বো Absolute is for Himself and by Himself. "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" —তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। এখানে পরতমতত্ত্বকে রস এবং পুরুষ বলেছেন। যিনি 'রস' বা আনন্দকে প্রাপ্ত হন তিনি আনন্দী হন। 'কৃষ্' ধাতু 'ণ' শব্দ যুক্ত হয়ে 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'কৃষ্'—আকর্ষক সত্ত্বাবাচক, 'ণ'—আনন্দবাচক, যে সত্তা আনন্দ-ময় তাঁকে 'কৃষ্ণ' বলে। উপনিষদের 'সঃ' শব্দের দ্বারা 'কৃষ্ণ' উদ্দিষ্ট হয়েছেন। গীতাতে কৃষ্ণ বলেছেন—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" আমি নিশ্চিত সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং আমিই কেবল প্রভু। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥" 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥' (গীতা)। জ্ঞানিদিগের চরম প্রাপ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও কারণ কৃষ্ণ। 'প্রতিষ্ঠা' শব্দে প্রাচুর্য্য অর্থে ব্রহ্মে যে আনন্দ রয়েছে তাঁর প্রাচুর্য্য কৃষ্ণেতে রয়েছে। ব্রহ্ম—তরল-আনন্দ, কৃষ্ণ—ঘনীভূত-আনন্দস্বরূপ। কৃষ্ণ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিঃ। ভগবানের অনন্ত স্বরূপের মধ্যে কৃষ্ণস্বরূপ সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণ সমস্ত

অবতারের কারণ—অবতারী। 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥' —ভাগবত (১।৩।২৮)। মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম, নৃসিংহাদি অবতারের কথা বলে পরে বল্‌ছেন এঁরা কেউ কৃষ্ণের অংশ, কেউ বা কলা—কৃষ্ণের অংশাংশ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। 'যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা।' এই হেতু নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পরতমতত্ত্ব বা সর্ব্বোত্তম আরাধ্য বলেছেন।"

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের বক্তৃতার পর সভাপতি **য়্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল** তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"আজকের যুগ materialistic যুগ। মানুষ materialism (জড়বাদের) এর দিকে প্রধাবিত হচ্ছে। কিন্তু মনুষ্য-জন্ম কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনের জন্য নহে। আমি কে, পরতত্ত্ব কি, আমার লক্ষ্য কি, প্রাপ্য বস্তু কি? এসব বিষয় আমাদের ভালভাবে বুঝা দরকার। বিবেকরহিত পশু হ'তে মানুষের বৈশিষ্ট্য এখানেই। চণ্ডীগড়বাসীর বিশেষ সৌভাগ্য যে এই সব বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সৎ প্রতিষ্ঠান এখানে স্থাপিত হয়েছে। আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্ম শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাই। মনুষ্যত্বের মেরুদণ্ড ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য এই জাতীয় ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে আসা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নাই।"

প্রধান অতিথি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে শ্রীমদ্ 'ভগবদগীতা' পঠন পাঠনের জন্য শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে প্রেরণা দেন।

সভার আদিতে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও অন্তে শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করেন।

৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ—অদ্য প্রাতঃকালীন ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাষণ দেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর ভজন কীর্ত্তনে ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়।

সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর জি, পি, শর্ম্মা (Dr. G. P. Sharma) এবং সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ডি, এন্, শুক্ল (Dr. D. N. Shukla) যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন' বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে উক্ত বিষয়ে প্রচুর আলোক সম্পাত করেন। দেরাদুনের ভক্ত শ্রীপ্রেমদাসজী ও ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহাদের ভাষণে অধুনা কলির ব্যাপক প্রভাবের কথা উল্লেখ করতঃ একমাত্র শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি এবং পরা গতি লাভ হইতে পারে বলিয়া বলেন। **শ্রীল আচার্য্যদেব** তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"সংকীর্ত্তন অর্থ সম্যক্ কীর্ত্তন, সুষ্ঠু কীর্ত্তন, নিরপরাধে কীর্ত্তন। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, ধাম সমস্তের কীর্ত্তন সংকীর্ত্তন। বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মিলিত হ'য়ে উচ্চ হরিনাম কীর্ত্তনকেও সংকীর্ত্তন বলে। হরিনাম জপ অপেক্ষা কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ। ওষ্ঠ স্পন্দন না ক'রে হরিনাম জপে জপকারীর মঙ্গল হয়, কিন্তু কীর্ত্তনে স্ব-পর উভয়ের মঙ্গল হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যিনি উপার্জ্জন ক'রে নিজের আহার-সংস্থানের ব্যবস্থা করেন তিনি ভাল। তদপেক্ষা আরও উত্তম যিনি উপার্জ্জন ক'রে নিজের ও আরও দশজনের আহার-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। উচ্চ কীর্ত্তনের দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীর মঙ্গল হয়। তদুপরি জপে চিত্ত বিক্ষেপ হ'তে পারে, কিন্তু উচ্চ কীর্ত্তনে বিক্ষেপের আশঙ্কা থাকে না। দরজা জানালা বন্ধ ক'রে জপ করার যত্ন করলেও পূর্ব্বে যে-সকল সঙ্গ করেছি, সেগুলি এসে আমাকে tease করবে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অজ্ঞাতসারে আমার চিত্ত অন্যত্র চলে যাবে। একটা শব্দ হ'লে আমার চিত্তবিক্ষেপ ঘটাবে। কিন্তু উচ্চ সংকীর্ত্তনে ধ্যেয় বস্তু শ্রীহরিতে সহজে চিত্ত নিবিষ্ট হ'তে পারবে। এজন্য জপ অপেক্ষা উচ্চ

কীর্ত্তনে অধিক লাভ। বিশেষতঃ কলিযুগে জীবসমূহ অত্যন্ত বিষয়াবিষ্ট, কামাতুর, ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্পায়ু; এ-সময়ে হরিসংকীর্ত্তনকেই মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়-রূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

"ধ্যায়ন্ কৃতে জপন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥"

(পদ্মপুরাণ)

সভাপতি **ডক্টর শর্ম্মা** তাঁহার অভিভাষণে বলেন, —"মঠের স্বামীজী আমাকে ধর্ম্মসভার সভাপতিত্ব করার সুযোগ দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। আজ আমার খুব লাভ হয়েছে। এই সর্ব্বপ্রথম আমি ধর্ম্মসভায় যোগদানের জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হয়েছি। আমি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিদ্যা পড়াই তার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। জীববিজ্ঞানে আমরা শিক্ষা দেই পৃথিবীতে কোনও ভগবান্ নাই, মানুষ বান্দর হ'তে এসেছে। কিন্তু মনে হয়, ভারতবর্ষে আমার জন্ম হওয়াতে মজ্জাগতভাবে কিছু ধর্ম্মীয় সংস্কার আছে, সেজন্য আমি ততটা নাস্তিক হ'তে পারি নি। আমি বহু দেশ ঘুরে এসেছি, বহু লোকের সঙ্গে ব্যবহারও করেছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে, কতগুলি বিষয়ে এখনও আমরা অনেক ভাল আছি। এখনও আমাদের দেশে যে ধর্ম্মের চর্চ্চা আছে উহা পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতার প্রভাবে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হলেও এরূপ অন্য দেশে নাই। রাশিয়ায় বহু church আছে, কিন্তু সব museum-এ পরিণত হয়েছে, সেখানে পূজা নাই। যে-সকল চরিত্রগত ইতরকার্য্যকে আমরা এখানে স্বাভাবিকভাবে নিন্দা ক'রে থাকি, সে-সব-দেশে সেগুলো যে অন্যায় এই বোধও নাই। অবশ্য সেই সকল ইতরভাব আমাদের দেশকেও গ্রাস করতে চলেছে। পূজ্য স্বামীজীর কথা শুনে আজ আমার অনেক সংশয় দূর হলো। আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু সময় ভগবানের জন্য দেওয়া উচিত। আমি মাত্র পনরদিন পূর্ব্বে এই মঠের প্রতিষ্ঠার কথা জান্‌তে পেরেছি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদের মঙ্গলের জন্য অতি সুন্দর ও সহজ রাস্তা দেখিয়েছেন। আমরা প্রত্যহ যদি কিছু সময়ের জন্যও ভগবানের 'নাম' করি, তা' হ'লে আমরা অনেক অসুবিধার হাত হ'তে রেহাই পেতে পার্‌বো, আমাদের জীবন সার্থক হবে।"

প্রধান অতিথি মহোদয় 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' আলোচনা-মুখে সমাজ জীবনে অধিকারানুযায়ী কি ভাবে আমাদের ধর্ম্মানুশীলন করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে অনেক কথা বলেন।

সভার আদিতে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও অন্তে শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করেন।

চণ্ডীগড় সহর নির্ম্মাণের ভূতপূর্ব্ব চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী পি, এল, বার্ম্মার (P. L. Verma) মঠের প্রতি হার্দ্দী সহানুভূতি এবং উহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রযত্ন শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং মঠবাসিগণের হৃদয়ে বিশেষ উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছে।

পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

জালন্ধর সিটি—জালন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন সভার উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে উক্ত সভার ত্রয়োদশ বর্ষপূর্ত্তি বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন বিগত ১৬ চৈত্র, ৩০ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী স্থানীয় ভকত সিং বাগ (প্রতাপ বাগ) স্থিত সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-সভার সভ্যবৃন্দের প্রার্থনায় প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ সম্মেলনের পৌরোহিত্য করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সতীর্থদ্বয়—শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিযতিত্রয়—শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং সর্ব্বশ্রী বলরাম ব্রহ্মচারী, অচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, পদ্মনাভ ব্রহ্মচারী, মদন গোপাল ব্রহ্মচারী, পরেশানুভব ব্রহ্মচারী,

ললিতকৃষ্ণ দাস বনচারী, যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, নবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে চণ্ডীগড় হইতে লুধিয়ানা হইয়া জালন্ধর সিটি রেলষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব মোটর যানে উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে তাঁহাকে সভামণ্ডপের নিকটবর্ত্তী মণ্ডী ফেণ্টনগঞ্জ-স্থিত (Mondi Fentanganj) শ্রীযুগলকিশোর দুর্গাদাস মহোদয়ের বাসভবনে লইয়া আসেন, তথায়ই শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার সঙ্গে আগত অন্যান্য সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

প্রতাপবাগস্থিত সভামণ্ডপে ১৬ চৈত্র রাত্রিতে, ১৭ চৈত্র পূর্ব্বাহ্ণে ও রাত্রিতে ১৮ ও ১৯ চৈত্র প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যহ সম্মেলনে বহিরাগত ও স্থানীয় সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করতঃ নিজদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীল আচার্য্যদেবের গৃহস্থ শিষ্যদ্বয় শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী ভক্তিসুন্দর (শ্রীসুরেন্দ্রকুমার আগরওয়াল) ও শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকৃপারামজী) ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমুখে অন্তিম অধিবেশনে কিছু কথা বলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীজীর মধুর ভজন কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের পরম আনন্দ বর্দ্ধক হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সংকীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দ ও সংকীর্ত্তন পার্টির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-মণ্ডল —বাহাদুরপুর ও হোশিয়ারপুর, শ্রীসেবক-সংকীর্ত্তন-মণ্ডল—হোশিয়ারপুর। শ্রীবালকৃষ্ণ বশিষ্ঠ—গুরুদাসপুর, মাষ্টার মেহেরচাঁদজী—উর্ণা, বাবা মাধো সিংহ—ভামওয়ালে, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডল—চণ্ডীগড়, শ্রীচৌধুরী খুসীরামজী—হোশিয়ারপুর, শ্রীকৌশেলি কিশোর দাস—হরিয়ানা, শ্রীলালচাঁদজী—দিল্লী।

১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় এবং ১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। মৃদঙ্গবাদন ও তুমুল সঙ্কীর্ত্তনধ্বনিতে সঙ্কীর্ত্তনে যোগদানকারী ভক্তগণের মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়। মুখ্যভাবে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ প্রভু এবং শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও হোশিয়ারপুরের চৌধুরী খুসীরাম জী মূল কীর্ত্তন করেন। ১৮ চৈত্র প্রাতেও নগর-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যা ৬-৩০টা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থানীয় আদর্শ নগরস্থিত বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীহিন্দ্‌পাল আগরওয়ালের বাসভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা উপদেশ করেন। তৎপর উক্তদিবস রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকম্পিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীশ্যামলাল আগরওয়ালের গৃহসমীপস্থ সভামণ্ডপে তৎ-কর্ত্তৃক আয়োজিত এক সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব গৃহস্থগণের আচরণীয় ধর্ম্ম বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝাইয়া বলেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও বক্তৃতা করেন। সগোষ্ঠী শ্রীশ্যামলালজী বৈষ্ণবসেবা ও উপস্থিত অভ্যাগতগণের সৎকারের বিপুল ব্যবস্থা করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হন। তিনি তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতি সংরক্ষণকল্পে চণ্ডীগড় মঠে একটী কামরা নির্ম্মাণেরও আনুকূল্য করেন।

জালন্ধরে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন সংবাদ পাইয়া তৎপ্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল অমৃতসরের বিশিষ্ট নাগরিক ডাঃ শ্রীহেত্‌রাম আগরওয়াল শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উক্ত দিবস অপরাহ্ণে তথায় আসিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন।

লুধিয়ানা,—শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাসিক্ত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনাক্রমে তাঁহার লুধিয়ানাস্থিত নবগৃহ প্রবেশোৎসবে যোগদানের জন্য

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সতীর্থদ্বয় এবং শিষ্য ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে গত ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ সোমবার চণ্ডীগড় হইতে লুধিয়ানা সহরে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। স্থানীয় লালুমলগলিস্থিত শ্রীএলাইচিগির মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীএলাইচিগির মন্দিরে শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন। পরদিবস প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অমৃতময়ী বীর্য্যবতী কথার দ্বারা তত্রস্থ মঠাশ্রিত সেবকগণকে এবং সজ্জনগণকে শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবায় উৎসাহ দেন। উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্ণে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারীর (শ্রীমনোহর লাল কাপুরের) আমন্ত্রণে মঠের বৈষ্ণবগণ তাঁহার বাটিতে যাইয়া ভজন কীর্ত্তন করেন। সগোষ্ঠী শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী বৈষ্ণব-সেবার সুযোগ লাভ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করেন। তৎপর শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুরের বিশেষ আগ্রহক্রমে ভক্তগণ তাঁহার তত্রস্থ পুরাতন বাটীতেও কীর্ত্তন করেন।

তৎপরবর্ত্তীদিবস পূর্ব্বাহ্ণে শুভমুহূর্ত্তে শ্রীল আচার্য্যদেব সতীর্থদ্বয়—শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া সংকীর্ত্তন-সহযোগে মডেল টাউনস্থিত শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুরের সুরম্য বাসভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলে সহরের আমন্ত্রিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত গৃহে প্রবেশ করেন। শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী এবং পরিশেষে শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের উচ্চ হরিসংকীর্ত্তনে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণব-হোম কৃত্য সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে কএক শত নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণের দ্বারা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

৩০শে মার্চ্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত জালন্ধর সহরের বার্ষিক সম্মেলনের তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব সতীর্থ ও সশিষ্য ভক্তবৃন্দকে লইয়া জালন্ধরে গমন পূর্ব্বক তথাকার উৎসবান্তে ২১ চৈত্র, ৪ঠা এপ্রিল পুনরায় লুধিয়ানায় শ্রীএলাইচিগির শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তথায় রাত্রিতে 'পরতত্ত্ব' সম্বন্ধে বহু দার্শনিক জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন। শ্রীএলাইচিগির মন্দিরে ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালীন সভায় শ্রীল আচার্য্য-দেব ভগবৎপ্রেমপ্রাপ্তির ক্রমবিশ্লেষণমুখে সাধন-ভজনের ক্রমোন্নতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

গায়ত্রীযজ্ঞ উপলক্ষে স্থানীয় রামলীলা ময়দানে (দেরাসি গ্রাউণ্ডে) অনুষ্ঠিত বিরাট্ ধর্ম্মসম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা পণ্ডিত শ্রীজগদীশ চন্দ্রের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ৫ই এপ্রিল হইতে ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে অভিভাষণ প্রদান করেন। সম্মেলনে প্রত্যহ পাঁচ সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। উক্ত পণ্ডিতজীর বিশেষ ব্যবস্থায় স্থানীয় দণ্ডী স্বামীজীর আশ্রমেও ৯ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় তিনি ভক্তের তারতম্য বিচার-বিশ্লেষণমুখে গোপীগণের সর্ব্বোত্তমতা প্রতিপাদন করতঃ তাঁহাদের আশ্রিতাগণের হরিকথা গানই ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতে পারে ইহা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া বলেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও ভাষণ দেন। শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কৃত সুমধুর ভজন কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করে। উক্ত সভায় দুই সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

৯ই এপ্রিল রবিবার প্রাতে শ্রীএলাইচিগির মন্দির হইতে বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের মূল গায়কত্বে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ উক্ত মন্দিরেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকার্য্যে মুখ্যভাবে শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর ভক্তিবিলাস ও শ্রীকৃষ্ণলাল বাজাজ অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবোৎসাহ প্রদর্শন করতঃ শ্রীল আচার্য্য-দেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

মুজফরনগর (উত্তর প্রদেশ)—শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সতীর্থ এবং কৃপাভিসিক্ত ত্রিদণ্ডিযতিত্রয় ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে লুধিয়ানা হইতে গত ২৭ চৈত্র,

১০ এপ্রিল সোমবার ট্রেণযোগে যাত্রা করতঃ মুজফরনগর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও শতাধিক শ্রদ্ধালু বিশিষ্ট নাগরিক বিপুল জয়ধ্বনি ও পুষ্পমাল্যাদি সহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। পথে জগদ্ধ্রী এবং সাহারাণপুর-জংসন ষ্টেশনেও তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্যবর্গ তদীয় শ্রীপাদপদ্ম দর্শন এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেরাদুনের শ্রীদেবকীনন্দনজী (শ্রীদেওয়ান চাঁদজী) সাহারাণপুর জংসনে পার্টির সহিত মিলিত হন। ষ্টেশন হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তাঁহার সঙ্গিগণ মোটরযানযোগে তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থান শ্রীসৎসঙ্গভবনে আসিয়া উপনীত হন। সাধুগণের উপযোগী করিয়া কেবলমাত্র সাধুগণের জন্যই উক্ত ভবনটি নির্ম্মিত হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তাঁহার সঙ্গী যতি ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ তথায় অবস্থান করতঃ পরম সুখ লাভ করেন। সৎসঙ্গভবনে ১১ এপ্রিল হইতে ১৬ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে এবং ১২ এপ্রিল হইতে ১৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে হরিকথা ও সংকীর্ত্তন হয়। এতদ্ব্যতীত ১১ এপ্রিল হইতে ১৩ এপ্রিল পর্য্যন্ত নয়ীমণ্ডীস্থিত (New Mandi) কীর্ত্তনভবনে এবং ১৪ ও ১৫ এপ্রিল গান্ধী কলোনীস্থ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে প্রত্যহ রাত্রিতে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গভবনে অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় প্রত্যহ বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাগম হইত। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার বীর্য্যবতী হরিকথায় ভক্তিবিরুদ্ধ মায়াবাদ-বিচার খণ্ডন করতঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও বিভিন্ন দিনে বলেন। মুখ্যভাবে শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনামোদ নামসংকীর্ত্তন ও ভজন-কীর্ত্তন করেন। ১১ ও ১৬ এপ্রিল প্রাতে যথাক্রমে সৎসঙ্গভবন ও নিউমণ্ডীস্থিত শ্রীকীর্ত্তন-ভবন হইতে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের মূল গায়কত্বে তন্নিকটবর্ত্তী সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। ১৬ এপ্রিল গান্ধী কলোনীস্থ (Gandhi Colony) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে পৌঁছিয়া তথায় উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনাদির পর উক্ত মন্দিরের মুখ্য আনুকূল্যকারী এবং বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীরামদত্ত মলজীর গৃহেও নৃত্য-কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী মুজফরনগর হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে গঙ্গার তটবর্ত্তী পবিত্র তীর্থ শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন স্থান শুকরতল দর্শনার্থ গিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় মুখ্যভাবে তাঁহার কৃপাসিক্ত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীঅযোধ্যাপ্রসাদ গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীব্রিজলালজী, শ্রীপরমেশ্বরীদয়ালজী এবং শ্রীরামদত্ত মলজী প্রভৃতি সজ্জনগণ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করেন।

১৭ এপ্রিল, ৪ বৈশাখ (১৩৭৯) সোমবার প্রাতঃ ৬ টায় শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বশ্রী ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, বলরাম ব্রহ্মচারী, বীরভদ্র ব্রহ্মচারী, মদন গোপাল ব্রহ্মচারী, পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী সহ তিনটী মোটরকারে দিল্লী অভিমুখে এবং তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে সর্ব্বশ্রী ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, পদ্মনাভ ব্রহ্মচারী, ললিতকৃষ্ণ বনচারী ও গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী বসিপাঠানায় সম্মেলনে যোগদানের জন্য চণ্ডীগড় অভিমুখে শুভযাত্রা করেন।

দিল্লী—শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রিয় স্নিগ্ধ শিষ্য দিল্লী নিবাসী শ্রীপ্রহ্লাদ রায়জী মুজফরনগর হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহার নিজ মোটরে স্বয়ং চালক হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত আনিবার সৌভাগ্য বরণ করতঃ ধন্য হন। পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় তাঁহারা নিউদিল্লীস্থ পাহাড়গঞ্জ মহল্লার বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীসুরযভাল গোয়েলের আলয়ে পৌঁছিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষী উপস্থিত ভক্তবৃন্দ বিপুল জয়ধ্বনি সহযোগে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবন্নতিপুরঃসর হার্দ্দী সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীফাল্গুনী ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামপ্রসাদ দাস শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

হইতে উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে আসিয়া পার্টির সহিত মিলিত হন। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল রাত্রিতে এবং ১৮ ও ১৯ এপ্রিল প্রাতে শ্রীসুরযভালজীর বাসভবনে আহূত ধর্ম্ম সভায় এবং ১৮তাং অপরাহ্নে দিল্লীর মডেল টাউনস্থিত শ্রীপ্রহ্লাদ রায়জীর বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রত্যহ সভার আদি ও অন্তে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীপ্রহ্লাদ রায়জী, শ্রীত্রৈলোক্য নাথ দাসাধিকারী ও শ্রীরামলালজীর নিষ্কপট সেবা-চেষ্টা দর্শনে শ্রীল আচার্য্যদেব পরম উল্লসিত হন।

হায়দ্রাবাদে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

দিল্লী-প্রচার সফরান্তে সশিষ্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ বিগত ৮ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল শুক্রবার প্রাতে হায়দ্রাবাদ রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় মঠের ভক্তবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করেন শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ। শ্রীল আচার্য্যদেব সুসজ্জিত যানে আরূঢ় হইলে ব্যাণ্ড-পার্টির বাদ্য অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে লইয়া হায়দ্রাবাদ পাথরঘাট্টিস্থিত শাখা মঠে আসিয়া উপনীত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশক্রমে শ্রীমঠে প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রাত্যহিক কৃত্য ব্যতীতও সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শেঠ শ্রীউত্তমচাঁদজীর আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ২৩ এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় সেকেন্দ্রাবাদস্থিত তাঁহার বাসভবনে হরিকথা উপদেশ করেন। তৎপর পুরাতন সালারজং মিউজিয়ামের অভ্যন্তরস্থ শ্রীমঠের জন্য সংগৃহীত জমিতে ১১ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল হইতে ৩০ বৈশাখ, ১৩ মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ সায়াহ্নে ৫-৩০ টা হইতে ৭ টা পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেব 'প্রেমভক্তি' বিষয়ে ভাষণ দেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও প্রত্যহ কিছু সময়ের জন্য বলেন।

বিগত ২৮ ও ২৯ এপ্রিল আলিয়াবাদস্থিত রেড্ডি জনসঙ্ঘ ভবনে, ৩০ এপ্রিল ও ১ মে সামসেরগঞ্জস্থিত শ্রীরামচন্দ্র জীউর মন্দিরে এবং ৬ ও ৭ মে গৌলিপুরস্থিত শ্রীসারস্বত একাডেমি টেম্পারেন্স হলে (Sree Saraswat Academy Temperance Hall) প্রত্যহ রাত্রির ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও তন্নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিগত ১৮ মে বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় হায়দ্রাবাদ মঠের জন্য সংগৃহীত ভূমিতে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সহযোগে বেদমন্ত্রপাঠমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব নিজহস্তে শ্রীমন্দির ও সেবকখণ্ডের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যা শ্রীচৈতন্যবাণীতে প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত তিনি সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ, বক্তৃতা ও নগরসংকীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। আগামী জুন মাসের শেষভাগে আমরা তাঁহার কলিকাতায় শুভাগমনের আশা পোষণ করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভায় প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ)

১। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্ ।

শ্রীবীরকৃষ্ণদাসাখ্যো বনচারী দৃঢ়ব্রতঃ ।
নিষ্ঠাবান্ শিক্ষিতো ভক্তঃ বি, এ, ইত্যুপনামকঃ ॥

হরিকথাপ্রচারেষু সুদক্ষঃ সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
শ্রীমঠে হৈদরাবাদে য আসীন্মঠরক্ষকঃ ॥

সংগৃহীতা মঠস্যার্থে ভূমির্যস্য প্রচেষ্টয়া ।
বিষ্ণুদাসসহায়ৈশ্চ তত্রত্যৈঃ শুভকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥

'ভক্তিব্রত' উপাধির্বৈ দীয়তে তস্য সাদরম্ ।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ ॥

দৃগ্রসবসুভূম্যব্দে শকাখ্যে গৌরধামনি ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

২। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্ ।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমারাখ্যো 'নাথ' ইত্যুপনামকঃ ।
ভক্তিবল্লভতীর্থস্য য আসীদ্বাল্যবান্ধবঃ ॥

গোয়ালপাড়বাসী চ তত্রত্য মঠরক্ষকঃ ।
আসামসর্ব্বকারস্যানুবর্ত্তনং করোতি যঃ ॥

'ভক্তবন্ধু'রিতি খ্যাতির্দীয়তে তস্য সজ্জনৈঃ ।
শ্রীচৈতন্যকথাব্রাতপ্রচারিপরিষৎস্থিতৈঃ ॥

গুণরসবসুভূমিমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৩। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্ ।

শ্রীনিত্যানন্দনামা যো বর্ণী সেবা-পরায়ণঃ ।
মঠে চণ্ডীগড়স্থানে সেবারতোঽধুনাতনে ॥

ভূরিসেবা কৃতা যেন প্রাগিতঃ কায়বাগ্ধিয়া ।
শ্রীমঠে হৈদরাবাদে আনুকূল্যাদিসঞ্চয়ে ॥

শ্রীবিগ্রহস্য শৃঙ্গারে পারঙ্গতশ্চ রন্ধনে ।
হৃত্কান্তসেবকো যশ্চ স্নিগ্ধঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥

'সেবাকুশল' ইত্যাখ্যা দীয়তে তস্য সাধুভিঃ ।
শ্রীচৈতন্যকথাব্রাতপ্রচারিপরিষৎস্থিতৈঃ ॥

রামাঙ্গদ্বারযোগাঙ্গভূম্যব্দে শকসংজ্ঞকে ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৪। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্ ।

রামগোবিন্দদাসাখ্যো ব্রহ্মচারী সেবাপটুঃ ।
বৈষ্ণবানুগতো স্নিগ্ধঃ সদাচারসমন্বিতঃ ॥

শ্রীমঠে হৈদরাবাদে বহুবর্ষাণি তিষ্ঠতি ।
ভোগরন্ধনসেবাদিকর্ম্ম কুর্ব্বন্ প্রযত্নতঃ ॥

'ভক্তিসুন্দর' ইত্যাখ্যা দীয়তে তস্য সজ্জনৈঃ ।
শ্রীচৈতন্যকথাস্তোমপ্রচারিপরিষৎস্থিতৈঃ ॥

দৃগ্রসবসুভূম্যব্দে ঈশোদ্যানে শকে শুভে ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৫। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

অস্তি পঞ্চনদে দেশে লুধিয়ানেতি মণ্ডলঃ।
তস্মিন্ খান্নাভিধস্থানাধিবাসী স্নিগ্ধঃ সেবকঃ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণগর্গাখ্যো ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
গৃহনির্ম্মাণকর্ম্মাদিব্যাপারেষু পরিশ্রমী॥

মঠে চণ্ডীগড়স্থে তু বসতিং কুরুতেঽধুনা।
নিষ্ঠাবান্ শিক্ষিতো ভক্তঃ যোগাভ্যাসে রতশ্চ যঃ॥

তস্মৈ **'সেবাব্রতঃ'** খ্যাতির্দীয়তে পরয়া মুদা।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥

সন্ধ্যাঙ্গদ্বারযোগাঙ্গভূম্যব্দে শকসংজ্ঞকে।
সরস্বতীত্রিমার্গগাসঙ্গমে সুরসেবিতে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৬। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

ননীগোপালদাসাখ্যো বনচারিব্রতে স্থিতঃ।
ব্রাহ্মণকুলসম্ভূতঃ সদাচারসমন্বিতঃ॥

কলিকাতা মঠে তিষ্ঠন্ সেবায়াং নিরতো মুদা।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবানাঞ্চ সদানুগতসেবকঃ॥

যোঽনলসঃ শুচিঃ স্নিগ্ধো বৈষ্ণবানাং প্রিয়ঃ সদা।
'সেবাসুন্দর' ইত্যাখ্যা দীয়তে তস্য সজ্জনৈঃ॥

গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ।
সরস্বতীত্রিমার্গগাসঙ্গমে সুরসেবিতে॥

সন্ধ্যাঙ্গদ্বারসিদ্ধিভূমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৭। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

শ্রীধনঞ্জয়দাসাখ্যো শ্রমশীলশ্চ শিক্ষিতঃ।
শ্রীধর্ম্মপালসেক্রীতি যস্যাসীৎ পূর্ব নাম চ॥

বসতির্যস্য পঞ্জাবে নানাগুণসমন্বিতঃ।
চণ্ডীগড়স্থ চৈতন্য-গৌড়ীয়মঠসেবকঃ॥

ভারতরাজশক্তেশ্চ সেবাং করোতি নিত্যশঃ।
কর্ম্মণোঽবসরে কালে মঠসেবারতশ্চ যঃ॥

মঠস্য ভক্তিগ্রন্থানাং মুদ্রণে হিন্দিভাষয়া।
যথেষ্টশ্রমশীলো যো বিষ্ণুভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

তস্মৈ স্নিগ্ধায় ভক্তায় দীয়তে **'ভক্তিবান্ধবঃ'**।
ইতি খ্যাতির্মহদ্ভিশ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

রামাঙ্গদ্বারযোগাঙ্গভূম্যব্দে গৌরধামনি।
সরস্বতীত্রিমার্গগাসঙ্গমে সুরসেবিতে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান ঃ—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা .৬২

(২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১.৫০

(৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) — ঐ — " ১.০০

(৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — " .৫০

(৫) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — " .৬২

(৬) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — " ১.০০

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS : by THAKUR BHAKTIVINODE —Re. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ :—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — " ৫.০০

(৯) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — " ১.০০

(১০) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—
ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — " ১.৫০

(১১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৬ : বঙ্গাব্দ –১৩৭৮–৭৯

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-নির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, ১৬ ফাল্গুন (১৩৭৮), ২৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৭২) তারিখে প্রকাশিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—.৫০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত—.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১২শ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৭৯। ৩ বামন, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার; ২৯ জুন, ১৯৭২। | ৫ম সংখ্যা

ধুবড়ীতে প্রভুপাদ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠার পর)

শাস্ত্রী—হাঁ, ভক্তিই কলিযুগের সহজ ধর্ম্ম।

প্রভুপাদ—ভক্তি কলিযুগে কেন, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মই—'ভক্তি'। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি নৈমিত্তিক প্রস্তাবিত ধর্ম্ম মাত্র। তাহা জীবের সহজ বৃত্তি নয়। ভক্তি মুক্তপুরুষগণের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। আর বদ্ধজীব তা'দের বদ্ধধারণায় অনর্থগ্রস্ত হ'য়ে যে-সকল ধর্ম্মের প্রস্তাব করে, তাহাই কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ ও ব্রত। আপনি ত' ভাগবতে জেনেছেন,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

[ব্রহ্মানন্দ-সুখমগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কার মুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন, কেননা ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।]

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥

[ভক্তিযোগপ্রভাবে অমল মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনবুদ্ধি জ্ঞান করে, তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্ত্তৃত্বাদিমূলে সংসার-বাসনা লাভ করে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-ভোগ-দুঃখ নিবৃত্ত হয়, দর্শন করিলেন। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসীসংহিতা রচনা করিলেন। যে পারমহংসীসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় করায়।]

'মা যা'='যাহা নহে'='মায়া'। আর 'যাহা হয়' তাহা ভগবান্, Positive Something. ভগবদ্রাহিত্য বা Negative Idea='মায়া'। Positive. Personal God এর সঙ্গে মায়ার ধারণা-সংযোগেই অহংগ্রহোপাসনা। আমি যে সময় ভগবানের সেবক ব'লে বুঝ্‌তে পারি, তখনই মায়ার সেবায় আচ্ছন্ন হই না। আর যতক্ষণ ভগবৎসেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা না আসে, ততক্ষণ যোষাকরূপে জগৎ দেখি, তখন আর 'ঈশাবাস্য' জগৎ দর্শন হয় না। তখন প্রভুত্ব ব'লে একটা মেজাজ মাথায় ঢুকে পড়ে। পরহিংসারত হ'য়ে ছাগল, মুরগী, মাছ মার্‌তে যাই অথবা নদীর জল, গাছের ফল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌তে ধাবিত হই। যখন বিজ্ঞান উপস্থিত হবে, তখনই বুঝ্‌তে পার্‌বো, ইন্দ্রিয়গুলি Delegated power (প্রতিনিধি অধিকারে ন্যস্তশক্তি) মাত্র। আমার ভোগের প্রবৃত্তি—দুর্ব্বুদ্ধি কেটে যেতে পারে একমাত্র দিব্যজ্ঞানের দ্বারা। কাম-ক্রোধ-মোহ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্যে গর্ব্বিত professor class (প্রচারক শ্রেণী) এর নিকট যাব না। তা' হ'লে কখনই দিব্যজ্ঞান লাভ কর্‌তে পার্‌বো না। আমার যে nature (স্বভাব), তাহা এই বিকৃত প্রতিফলিত জগতে এসে ভুলে গিয়েছি।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

[শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।]

শাস্ত্রী—হাঁ, আমাদের ভগবৎস্মৃতিই সর্ব্বদা দরকার।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।"

প্রভুপাদ—ভগবান্‌কে যে মুহূর্ত্তে ভুলে যাবো, সেই মুহূর্ত্তেই I am an acquisitionist. I plunge myself to acquire land, knowledge, money and so on (অর্থাৎ আমি একজন অভ্যুদয়বাদী বা সংগ্রহকারী হ'য়ে পড়ি। আমি তখন ভূমি, বিদ্যা, অর্থ প্রভৃতি অপস্বার্থপূরক প্রাকৃত দ্রব্য সংগ্রহের জন্য আমার মনঃ, প্রাণ ঢেলে দি)। তা'হলে improper use হবে এবং আমার নিজ চেতনধর্ম্মে indiscretion এসে যাবে (অর্থাৎ আমার চেতনধর্ম্মের অসদ্ব্যবহার এবং তাহাতে অসদ্বিচার এসে যাবে); তখন আমি অধিরোহবাদী হ'য়ে জগতের বস্তু সংগ্রহে ব্যস্ত হব।

শাস্ত্রী—'অধিরোহবাদ' বল্‌তে কি লক্ষ্য কচ্ছেন্?

প্রভুপাদ—'অধিরোহবাদ' বল্‌তে রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধ্‌বার নীতি। সেইরূপ uphill work is the most puzzling task. শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ uphill work বা রাবণের 'স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা' নীতি পরিত্যাগ কর্ত্তে বল্‌ছেন।

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্॥

[হে বিভো! চরমকল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝর-সমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে, তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগ্‌ড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তদ্রূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই সার হইয়া থাকে।]

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

[হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে।

তাহারা শমদমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।]

একটা হচ্ছে লণ্ঠন যোগাড় ক'রে গায়ের জোরে রাত্তিরে সূর্য্য দেখ্‌তে যাওয়ার চেষ্টা, আর একটা হচ্ছে অরুণোদয়ের সাধনা ক'রে সূর্য্যরশ্মিতে সূর্য্য দেখা। প্রেয়ঃকামী হ'লেই আমাদের আরোহবাদী হ'তে হবে, জ্ঞানের প্রয়াস, যোগের প্রয়াস, কর্ম্মের প্রয়াস কর্‌তে হবে। আরোহবাদের চেষ্টাটা সর্ব্বদাই অসম্পূর্ণ থাক্‌বে। বিশ বছরের সভ্যতা বা অভিজ্ঞতা একশো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতার কাছে ক্ষুদ্র মনে হবে। আবার দু'শো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতার কাছে আরও অসম্পূর্ণ ও ভুলভ্রান্তিপূর্ণ প্রমাণিত হবে, হাজার বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতার কাছে দু'শো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতা একেবারে বাতিল হ'তে পারে। কাজেই আরোহবাদের রাস্তা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনুসরণ করেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, এই সমাজের দ্বারা জনসমাজের বিশেষ উপকার হইবে। ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন যে, "যে বা মানে, যে না মানে, সব তাঁর দাস।" শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, তাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই স্বীকার করেন। জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস। তন্মধ্যে কতকগুলি লোক অপরাধপীড়িত হইয়া কৃষ্ণদাস্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা অবশ্য এই গৌরাঙ্গসমাজকে উপেক্ষণ করিবেন। সমাজও সুতরাং তাঁহাদিগকে উপেক্ষা না করিয়া আর কি করিবেন? যে সকল লোক শ্রীগৌরাঙ্গকে মানেন, তাঁহারা সকলেই একমনে এই সমাজে যোগ দিবেন ইহাতে সন্দেহ কি? গৌরাঙ্গপ্রভুতে বিশ্বাস করাও তিন প্রকার। কতকগুলি লোক তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন। কতকগুলি লোক তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম ভক্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। কতকগুলি লোক তাঁহাকে উত্তম লোকদিগের মধ্যে একজন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনপ্রকার লোকই গৌরাঙ্গের প্রতি আদর করেন, অতএব তাঁহারা সকলেই গৌরাঙ্গসমাজে ভুক্ত হইতে পারেন। যাঁহারা গৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়া ভজন করেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত। তাঁহারা গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গগণ ভুক্ত। ইঁহাদের মধ্যেও প্রকার-ভেদ আছে; কেননা কেহ কেহ গৌরাঙ্গকে ঈশ্বর জানিয়াও তাঁহাকে ভজনের বিষয় বলিয়া মনে করেন না। তথাপি সকলেই তাঁহার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তোত্তম বলিয়া জানেন, তাঁহারাও অন্য সম্প্রদায়ের উপাসক হইলেও, গৌরপ্রেমপ্রচারে সময়ে সময়ে প্রবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। গৌরাঙ্গ-সমাজের উন্নতিসাধনে তাঁহারা কখনই পরাঙ্মুখ হইতে পারিবেন না। যাঁহারা গৌরাঙ্গকে সাধারণ ভক্ত ও স্বদেশীয় সমাজ-সংস্কারক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও এই সমাজের অঙ্গবিশেষ। এই শেষোক্ত দুইশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে এই সমাজে না লইলে গৌরাঙ্গসমাজ জগতে কোন সামাজিক উপকার সাধনে ক্ষমতাবান্ হইতে পারিবেন না। গৌরাঙ্গসমাজে তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতএব ইহাই স্থির হইয়াছে যে, যে সকল মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর্শ বলিয়া মানেন, সেই সকলকে লইয়া গৌরাঙ্গসমাজ গঠিত হইবে। এখন একটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। এ প্রকার গৌরাঙ্গ-সমাজ গৌরাঙ্গের অভিপ্রেত কিনা? আমরা ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিতেছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট-লীলার সময়েই তিনি এরূপ সমাজের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ! আপনাদের কি মনে পড়ে যে, বারাণসীধামে শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশে একটি বিরাট্

সভা হইয়াছিল? যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সেই সভার সংঘটন করেন, তিনিও একজন পার্ষদ ভক্তবিশেষ। কাশীর সমস্ত শাঙ্কর সন্ন্যাসী ও পরমহংসদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি বিশেষ অনুনয়পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুকে সেই সভায় লইয়া যান। শাঙ্কর সন্ন্যাসিগণ প্রথমে শ্রীমহাপ্রভুকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সকলের প্রতি কৃপা করিবার মানসে সেই সমাজটি স্বীকার করত নিজের কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। সেই ঐশ্বর্য্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়া সন্ন্যাসিগণ নিজ নিজ আসন হইতে উঠিয়া আমাদের হৃদয়নাথকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন। সেই বিরাট্ সভায় প্রভু শুদ্ধ স্বভক্তি প্রচার করিয়া সকলের পূজিত হন। সন্ন্যাসিগণ গলদশ্রু হইয়া প্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন। সেই সভায় সর্ব্বপ্রকার লোকের আগমন হইয়াছিল। পরমহংস সন্ন্যাসিগণ, কর্ম্মাশ্রয়ী ব্রাহ্মণনিচয়, বহু বহু বিষয়ী লোক, সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ এবং পরম শুদ্ধভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী, চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র ও পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া সকলেই সেই সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে, (আদি ৭ম পঃ)—

আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্রভবনে।
দেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে॥
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ।
মহাতেজোময় বপুঃ কোটিসূর্য্য-ভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিলা সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব, ছাড়িয়া আসন॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥
প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি' সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি' গেল, কহে মধুর বচন॥
যে কিছু কহিলা তুমি, সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয়॥

এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতেছি যে, প্রভুর ইচ্ছামতে সেই আদি গৌরাঙ্গসমাজ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রভবনে বসিয়াছিল। যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে বর্ত্তমান গৌরাঙ্গসমাজেও সেইরূপ ফল হইবে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে মানেন, তাঁহারা তদীয় মাহাত্ম্য অনুশীলন করিতে করিতে অবিলম্বে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব হইবেন। আবার যাঁহারা একেবারে গৌরাঙ্গ মানেন না, তাঁহারাও সভায় উপস্থিত হইলে গৌরাঙ্গবিষয়ক মিষ্টকথা শুনিতে শুনিতে নরম হইয়া পড়িবেন। শুধু তাহা নয়, বরং কিছুদিনের মধ্যে অন্য-সম্প্রদায়-মল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ গৌরভক্ত হইবেন। কবিরাজ গোস্বামী এ কথাটী পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যথা ;—

যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত॥ (চৈঃ চঃ ম ২।৮৭)

শাস্ত্রমতে বৈষ্ণব তিনপ্রকার, অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। এই তিনপ্রকার বৈষ্ণবের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব সামাজিক ন'ন। তথাপি তিনি কৃপা করিয়া গৌরাঙ্গ-সমাজে থাকিলে সমাজের বড়ই হিত হয়। তাঁহার ভাব এই যে, তিনি সর্ব্বভূতে ভগবৎসম্বন্ধ দেখিয়া আর আত্ম-পর ভেদ করেন না। সর্ব্বভূতকে ভগবত্তত্ত্বে অধিষ্ঠিত দেখিয়া শত্রু, মিত্র, বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব ভেদ বিচার হইতে রহিত হন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব। পূর্ব্বোক্ত ভাবসকল তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে থাকিলেও তিনি ভক্তগোষ্ঠিপ্রিয় এবং ভক্তিপ্রচার-অনুরক্ত; যথা শ্রীসনাতন গোস্বামিবাক্য (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০০-১০৩) ;—

অবতার-কার্য্য প্রভুর নাম-প্রচার।
সে নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার॥
প্রত্যহ কর' তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সবার আগে কর' নামের মহিমা কথন॥
আপনে আচরে' কেহ, না করে' প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

মধ্যম বৈষ্ণবগণ উত্তম বৈষ্ণবের অনুগত এবং কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের উপকারক। সুতরাং উত্তম ভক্ত ও মধ্যম ভক্তগণ গৌরাঙ্গ-সমাজের ভজন-বিভাগের যোগ্য। ইঁহারা কার্য্যবিভাগে সময়ে সময়ে থাকিলেও কার্য্যপ্রিয়

কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণের ন্যায় কার্য্যক্ষম হন না। তথাপি তাঁহারা কনিষ্ঠবৈষ্ণবের সহায়রূপে সকলকার্য্যই করেন, ভজনবিভাগের বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গ-সমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রায় নির্জ্জনভজন ও ইষ্টগোষ্ঠীতে আনন্দ লাভ করেন। ইষ্টগোষ্ঠী দুইপ্রকার, আচার ও প্রচার। আচারপালনে তিনি শ্রীভাগবতাদি পাঠ ও শ্রবণ এবং হরিনামকীর্ত্তনে রত। প্রচারসময়ে ভগবত্তত্ত্ব, জীব ও রসতত্ত্ব ও নামমহিমা অধিকারিভেদে প্রদান করেন।

যেমত সাধারণ গৌরাঙ্গ-সমাজ বারাণসীতে প্রকট-লীলায় সংস্থাপিত, সেইরূপ ইষ্টগোষ্ঠী পদ্ধতিও সেইকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বপূর্ব্ব বৈষ্ণবগণও কোনপ্রকার ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। প্রভুর সময় ঐরূপ ইষ্ট-গোষ্ঠীকেও গৌরাঙ্গসমাজ বা বৈষ্ণবসমাজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রভু সিদ্ধবকুলে সমস্ত পার্ষদবর্গকে লইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন এবং সেই সময় শ্রীরূপকে কহিলেন—

প্রভু কহে,—কহ, কেনে কি সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণবসমাজে॥ (চৈঃ চঃ অ ১।১৩০)

শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠী হয় না। 'ইষ্ট'শব্দে—অভিলষিত বিষয়; 'গোষ্ঠী' শব্দে—সভা। এই দুইশব্দ মিলিত হইয়া শুদ্ধভক্তিপরায়ণ সাধুদিগের সভাকে ইষ্টগোষ্ঠী বলিয়া নামকরণ করা হয়। শুদ্ধভক্ত জগতে অতিশয় বিরল। অতএব তাঁহাদের মিলনরূপ ইষ্টগোষ্ঠীতে দুই-চারিজন ব্যতীত একস্থানে অধিক পাওয়া যায় না। তিনজন বৈষ্ণবেও ইষ্টগোষ্ঠী হইতে পারে, তাহাও শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে (চৈঃ চঃ অ ৪।৫২)—

প্রভু আসি' প্রতিদিন মিলেন দুই জনে।
ইষ্টগোষ্ঠী, কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে॥

দুইজনে মিলিত হইয়া যে গোষ্ঠী হয়, তাহাকে কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী—বলে, যথা শ্রীচরিতামৃতে (চৈঃ চঃ অ ৪।১৩৬);—

দুইজন বসি' কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কৈলা।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা॥

তাৎপর্য্য এই যে, যে-স্থলে সর্ব্বপ্রকার লোকের সমাগম, সে স্থলে গৌরাঙ্গের সামাজিক সভা হয়। যে স্থলে কেবল ভক্তগণের সমাগম, সে স্থলে বৈষ্ণবসমাজ বা বৈষ্ণবদিগের ইষ্টগোষ্ঠী। যে স্থলে দুইজন শুদ্ধভক্তের মিলন, সে স্থলে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী। যে স্থলে একজন শুদ্ধভক্তের অবস্থান, সেস্থলে কেবলমাত্র নামাদির নির্জ্জন-ভজন। এই সমস্তই শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের অন্তর্গত। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ বিশ্বব্যাপী জৈবধর্ম্মের ক্রিয়া-বিকাশ।

এই গৌরাঙ্গসমাজ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণায় এই কলিকাতা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। এখন এই সমাজের সংরক্ষণ ও উন্নতি যাহাতে হয়, তাহা সকল সহৃদয় ব্যক্তির করা উচিত। স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা হইতে বিশেষ সতর্ক না হইলে এই সমাজ স্থির থাকিবে না। এই বঙ্গভূমিতে যে-সকল বৃহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, সে সকলই অল্পদিনের মধ্যে উক্ত তিনটি দোষে দূষিত হইয়া নষ্ট হইয়া পড়ে। এই সমাজের নেতা মহোদয়-দিগকে আমরা করযোড়ে নিবেদন করি, যেন তাঁহারা আমাদের এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখেন। উক্ত তিনটি দোষ হইতে মুক্ত থাকিয়া সদ্ধর্ম্মের প্রাচীন বিধিগুলি পালন করিতে পারিলে এ সমাজের ততই উন্নতি সাধন হইবে। একতাই সমাজের জীবন। নূতন মত বা মতভেদের দ্বারা একতা নষ্ট হইলে সমাজেরও জীবন নষ্ট হইবে। আমরা গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তন করিব, কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত ও অনুষ্ঠানের প্রতি কখনই অসূয়া বা বিদ্বেষ করিব না। পূজ্যপাদ হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন;—

"শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুতে-যবনে।
পরমার্থ 'এক' কহে কোরাণে-পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সে প্রভুর নামগুণসকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজশাস্ত্রমতে॥
যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলে সে তাঁহার হিংসা হয়॥
খণ্ড খণ্ড যদি হই, যায় দেহ-প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ অঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সভ্য মহোদয়গণ এই ভাবে কার্য্য করিলে অবশ্যই সভার উন্নতি সাধন হইবে।

কএকটি প্রাচীন বিধি পালন করা আবশ্যক। গৌরাঙ্গসভার সাধারণ অধিবেশনে পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও নাম-সংকীর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু রসকীর্ত্তন বা রসব্যাখ্যা করিতে গেলে অপরাধ হইবে। রস-ব্যাখ্যা বা রস-কীর্ত্তন কেবল ইষ্টগোষ্ঠীতে হইতে পারিবে। এ বিষয়ের একটি বিধি হওয়া আবশ্যক। শ্রীমহাপ্রভুর চরিত্রে এই বিধিটি লক্ষিত হয়—

দিনে নৃত্যকীর্ত্তন, ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন॥

ইহার তাৎপর্য্য এই, সাধারণের সঙ্গে রসালাপে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়। ইষ্টগোষ্ঠীতে সেরূপ রসভঙ্গ হয় না। নামকীর্ত্তন-স্থলে কীর্ত্তনের মর্য্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক। তদ্বিষয়েও একটি কার্য্য নির্দ্ধারিত করা চাই। সভ্যগণ স্বয়ং কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনের অধিক ফল হয়। অর্থ দিয়া কীর্ত্তন-শ্রবণে কোন অংশে অপরাধ এবং কোন অংশে নিষ্ফলতা উপস্থিত হয়।

গৌরাঙ্গ-সভার প্রচারকার্য্য-সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র কলিহত জীবের প্রতি অপার কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে-সকল উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, গৌরাঙ্গসভার প্রচারকেরা সেই সকল উপদেশ অনুসারে বক্তৃতা করিবেন এবং অন্য জীবকে শিক্ষা দিবেন। প্রচার-কার্য্যটির ভার ভজন-বিভাগের সভ্যগণের প্রতি অর্পণ করিলে ভাল হয়। কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই গৌরশিক্ষা-প্রচারক হইতে পারে না। অল্পবয়স্ক কৃতবিদ্য কতকগুলি মহাত্মা যদি ভজনবিভাগের ইষ্টগোষ্ঠীতে বসিয়া সরলভাবে গৌরশিক্ষা আলোচনা করেন, তবে অতি শীঘ্রই প্রচারকের কার্য্যে পটু হইবেন। যাঁহাদের নাম-নামীতে অভেদজ্ঞান নাই এবং সেই অভেদতত্ত্বকে পরব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস নাই, তাঁহারা গৌরাঙ্গসভার প্রচারক হইলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিবে। একথাটি বড়ই গুরুতর। শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নামরস সেবন করেন, তাঁহারাই প্রচারকের যোগ্য। প্রচারকদিগের নামাপরাধগুলি ভাল-রূপে জানা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম-প্রচারক হইবেন। নাম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেরাও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।

জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

[শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এ, বি-টি]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৮২ পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজন-বিচারে আমরা দেখিতে পাই,—ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মার ব্রহ্মনির্বাণরূপ ফলের উদ্দেশ থাকে। মুক্তিতে জীবাত্মার পৃথক্ অবস্থানের কথা অদ্বৈতবাদী জ্ঞানিগণ স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম—নির্ব্বিশেষ এবং জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইবে—ব্রহ্ম হইয়া যাইবে, ইহাই তাঁহাদের বিচার এবং ইহাকেই তাঁহারা প্রাপ্যফল বলিয়া থাকেন। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়,—এইরূপ অবস্থাতে আনন্দের কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা মনে করেন—'নিজের পৃথক্ সত্তার পরিচয় আছে বলিয়াই যত দুঃখ। ইহা লোপ হইয়া গেলেই—'আমি' বলিয়া কিছু না থাকিলেই শান্তি'। কিন্তু ইহা ভ্রান্তি। যেমন, ধরুন—কাহারও মাথা ব্যথা হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই যন্ত্রণার প্রতিকার কি? তদুত্তরে একজন ব্যবস্থা দিলেন—'মাথাটি কাটিয়া ফেলা দরকার। তাহা হইলে আর কখনও মাথা ব্যথা হইবে না'। এইরূপ বাতুলতাময় ব্যবস্থাই জ্ঞানিগণের বিচারে পাওয়া যায়। তাঁহারা যে ব্রহ্মা-নন্দের কথা বলেন, মুক্তিতে তাহার অনুভব কর্ত্তা যদি না-ই থাকে তাহা হইলে কে আনন্দ পাইবে? তাহা হইলে 'আনন্দং ব্রহ্ম', 'রসো বৈ সঃ', রসং হ্যেবায়ং

লব্ধ্বানন্দী ভবতি' প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যের সার্থকতা কোথায়? তাঁহারা দুঃখ-নিবৃত্তিটাকে সুখ মনে করেন। প্রস্তরতুল্য হওয়াটাই কি প্রয়োজন?

ভক্তগণের শুষ্ক জ্ঞানিবৎ কুবিচার নাই। তাঁহাদের বিচার,—মাথা না কাটিয়া এমন ঔষধ ব্যবহার কর যাহাতে আর কোনদিন মাথাব্যথা না হয় এবং নিত্য-কাল সুস্থ, সবল, নির্ভীক ও নিশ্চিন্তে থাকিয়া পরমানন্দ লাভ হয়। এই অব্যর্থ ঔষধ হইল—সর্ব্বদুঃখ-নাশিনী নিত্যানন্দদায়িনী ভগবদ্ভক্তি। ভগবান্ নিত্য, ভক্ত নিত্য এবং ভক্তি নিত্য। ভগবদ্‌রাজ্যে মাথার কোন অধিকার নাই। ভক্ত ভক্তিপ্রভাবে ভগবান্‌কে লাভ করত নিত্যকাল প্রেমানন্দে নিমগ্ন থাকেন। জ্ঞানিগণের বিচারের অসারতা প্রদর্শনকল্পে ভগবৎ-পার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—"নির্ভেদ ব্রহ্মনির্ব্বাণে আনন্দ বা প্রীতি কিরূপে সম্ভব হয়? যখন আমিত্বের একেবারে লোপ হইল, তখন আনন্দের ভোক্তা কে? আবার যখন সমস্ত বস্তু এক হইয়া গেল, তখন আনন্দই বা কোথায়? আনন্দের অনুভবই বা কে করিবে? ব্রহ্ম আনন্দ হইলেও ভোক্তার অভাবে নিরর্থক; তখন আনন্দ আছে কি না, এ বিষয়ে সিদ্ধান্তই বা কি? আমিত্ব-নাশের সহিত আমার সর্ব্বনাশ; আমার আর তখন কি রহিল, যে আমার প্রয়োজন-লাভের অনুভব করিবে? আমি নাই ত' কিছুই নাই। যদি বল, ব্রহ্মরূপ আমি রহিলাম, তাহাও অকিঞ্চিৎকর; কেননা ব্রহ্মরূপ আমি ত' নিত্য আছি, তাহার সাধন ও সিদ্ধি অকর্ম্মণ্য ও অযুক্ত; অতএব ব্রহ্মনির্ব্বাণটা প্রীতিসিদ্ধ নয়—জীবের পক্ষে একটা ভাণ মাত্র; খ-পুষ্পের ন্যায় অনুভূত। ভক্তিতেই কেবল প্রয়োজন-সিদ্ধি দেখা যায়। ভক্তির চরম অবস্থায় প্রীতি; সেই প্রীতিই নিত্য।"

অদ্বৈতবাদী—জ্ঞানী 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-অভিমানে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার না করায় তাঁহার মতে জীবের আনন্দলাভের কোন কথা নাই। তাঁহার এইরূপ বিচার ভ্রমপূর্ণ এবং একদেশদর্শিতাবলম্বনে সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত।

শাস্ত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেন—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল॥
'সিদ্ধলোক' নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার॥
সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ॥
তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি-বিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫ম পঃ)

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥

তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে সিদ্ধলোক নামক ব্রহ্মধাম। সেখানে জ্ঞান-যোগদ্বারা সাযুজ্য-প্রাপ্ত মুক্তগণ এবং ভগবান্ শ্রীহরি কর্ত্তৃক হত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে মগ্ন থাকেন। (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পরিচ্ছেদ)

ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম। জীব সূর্য্যের কিরণকণার ন্যায় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীহরির বিভিন্নাংশ। ভগবান্ বিভুচেতন, আর জীব অণুচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্ আর জীব শক্তি—তটস্থা শক্তি। ভগবান্ যেরূপ নিত্য, তদধীন জীবও তদ্রূপ নিত্য। অণুত্ব ও তটস্থাশক্তি-নিবন্ধন জীব ভগবদ্বৈ-মুখ্যবশতঃ মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া সংসারে কষ্ট পায়। ইহাই তাহার বদ্ধ অবস্থা। দুঃখের দ্বারা প্রপীড়িত জীব ভাগ্যক্রমে ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তির জন্য সাধনের পথ অবলম্বন করে। মহাভাগ্যফলে ভক্তসঙ্গপ্রভাবে ভক্তির আশ্রয়ে জীব মায়ানির্ম্মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত দেহে নিত্যলীলাময় আনন্দমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরির পার্ষদরূপে নিত্যকাল প্রেমানন্দ লাভ করিতে পারে। আর যদি জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে, তবে ভক্তির সাহচর্য্যে ভগবানের অঙ্গকান্তিরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ইহাতে জীবের সত্তা লোপ হয় না। সে নির্ব্বিশেষস্বরূপে ব্রহ্মে নিত্যকাল তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহাই জ্ঞানিগণের প্রাপ্ত ফল মনে করা যাইতে

পারে। ব্রহ্ম কেবল নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ধাম। সেখানে কোন ক্রিয়ার বা শক্তির প্রকাশ নাই; আনন্দের কোন বিচিত্রতা নাই। দুঃখ-লেশশূন্য ও মায়াতীত বলিয়া স্বর্গাদি সুখ হইতে ব্রহ্মানন্দ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পিত হইলেও ভক্তিসুখের নিকট তাহা অতি তুচ্ছ। ভগবৎসেবানন্দ তাহা হইতে কোটি কোটি গুণ অধিক; তাই ভক্ত—"নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।" ভগবৎপ্রেমানন্দরূপ অফুরন্ত সুখের অধিকারী জীবের পক্ষে এই মুক্তি প্রশংসনীয় ত' নহেই, বস্তুতঃ ইহা দণ্ড-স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবৎপার্ষদ জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু (বৃঃ ভাঃ ২।২।২০০) বলিয়াছেন—

অহো শ্লাঘ্যঃ কথং মোক্ষো দৈত্যানামপি দৃশ্যতে।
তৈরেব শাস্ত্রৈর্নিন্দ্যন্তে যে গো-বিপ্রাদিঘাতিনঃ॥

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন—
নির্ব্বাণ শব্দে ব্রহ্মসাযুজ্য বা সাযুজ্যমুক্তিকে বুঝায়।

যে দৈত্যগণকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য মোক্ষ লাভ করিয়াছে, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়?

বৃহস্পতির অবতার গৌরপার্ষদ শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বলিয়াছেন—

ভট্টাচার্য্য কহে,—'ভক্তি'-সম নহে মুক্তি-ফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৬৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও বলেন—

মুক্তি, ভক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দুঁহার গতি?
'স্থাবরদেহে, দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি'॥
(ঐ মধ্য ৮।২৫৭)

কর্ম্মী বা বিষয়ী হওয়া বরং ভাল, তথাপি এতাদৃশ মুক্তি কখনও কাম্য নহে। কারণ বিষয়ী বা সংসারী ব্যক্তি কখনও ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিসুখ লাভ করত ধন্য হইতে পারে। তাহার সৎসঙ্গ লাভের সুযোগ আছে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ মুক্তি লাভ করিলে তাহা কোনদিনই সম্ভব হয় না, উপরন্তু নিত্যকালের জন্য ভক্তি-সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যদিও ঐরূপ জ্ঞানীর জীবন্মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মানুভব আরম্ভ-সময়ে কোন শুদ্ধভক্তের সঙ্গ-কৃপা লাভের সুযোগ থাকে এবং তৎ-প্রভাবে তিনি ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদন করত সাযুজ্য পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্ত হইতে পারেন, তথাপি ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তসঙ্গ খুবই দুর্ল্লভ এবং খুবই বিরল। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (৬।১৪।৫) বলেন—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

হে মহামুনে, ঐরূপ কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"তেষাং সিদ্ধানাং মধ্যে কোঽপি ভক্ত্যা তৎপদার্থানুভবারম্ভ-সময়ে যদি কস্যচিচ্ছুদ্ধভক্তস্য কৃপয়া পূর্ণাং শুদ্ধাং ভক্তিং প্রাপ্নোতি তদা তন্মাধুর্য্যলাভাৎ সাযুজ্যমরোচয়িত্বা নারায়ণপরায়ণঃ স্যাদিতি। অস্যাতি-বৈরল্যেন দৌর্লভ্যাৎ প্রক্রান্তসহস্রশব্দমপ্রযুজ্য কোটিষ্বপি ইত্যাহ স্ম।" মুক্তি হইতে ভক্তসঙ্গ শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবত (৪।২৪।৫৭) বলেন—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

ভক্তগণের সঙ্গ যদি ক্ষণার্দ্ধকালও লাভ হয়, তাহা হইলে আমরা রাজত্ব প্রভৃতি মর্ত্ত্যলোকের সুখের কথা দূরে থাকুক্, স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি।

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥
(ভাঃ ৪।৩০।৩৪)

ভগবৎসঙ্গি-ভাগবতগণের অত্যল্পকালমাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের ভক্তিরূপ অসীম মঙ্গল লাভ হয়, তাহার সহিত স্বর্গ, এমন কি মোক্ষেরও তুলনা করিতে পারি না। মরণ-ধর্ম্মশীল মানবগণের রাজ্যভোগাদি সুখের কথা আর কি বলিব?

মুক্তি পঞ্চবিধ—'সার্ষ্টি' অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় প্রায় সমান ঐশ্বর্য্য লাভ, 'সারূপ্য' অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় প্রায় সমান রূপ প্রাপ্ত হওয়া, 'সালোক্য' অর্থাৎ ভগবৎ-

লোক বৈকুণ্ঠে বাস, 'সামীপ্য' অর্থাৎ শ্রীহরির নিকটে বাস এবং 'সাযুজ্য' অর্থাৎ ভগবানে বা ব্রহ্মে লয়-প্রাপ্তি। এই যাবতীয় মুক্তি সুখ হইতে ভক্তি-সুখ কোটি কোটি গুণ অধিক। তাই ভক্ত ভক্তি ব্যতীত কখনও মুক্তি বাঞ্ছা করেন না। 'সার্ষ্টি' প্রভৃতি মুক্তি-চতুষ্টয় ভগবৎসেবার অনুকূল হইলে কখনও কখনও ভক্ত তাহা অঙ্গীকার করেন। কিন্তু সাযুজ্যমুক্তিতে সেবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভক্ত স্বপ্নেও তাহা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভক্তির নিকট মুক্তিসুখ তিরস্কৃত। তাই শ্রীহনুমান্‌জী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্যৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

হে প্রভো, আমি এইরূপ মুক্তি প্রার্থনা করি না, যাহাতে আপনি 'প্রভু' আর আমি 'দাস' এই সেব্য-সেবক-ভাব লুপ্ত হইয়া যায়।

শাস্ত্র (চৈঃ চঃ আদি ৬।৪৩) বলেন—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥

ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন সাধনই ফলদানে সমর্থ হয় না বলিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী স্ব-স্ব ফলসিদ্ধির জন্য ভক্তির আশ্রয় করিলেও তাঁহারা ভক্ত বলিয়া অভিহিত হন না। তাঁহারা কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকেন। কারণ সে-সকল কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-সাধনে ভক্তিদেবী গৌণরূপে থাকিয়াই তাঁহা-দিগকে কৃপাপূর্ব্বক নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইয়া যান। যাঁহারা অনন্যভাবে কেবলমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই যথার্থ ভক্ত বলা হয়।

এক শ্রেণীর জ্ঞানী আছেন তাঁহারা ভক্তিসম্পর্ক-বর্জ্জিত হইয়া কেবল জ্ঞান লইয়া ব্যস্ত। এইরূপ জ্ঞানীর কোন ফলই হয় না, কেবল ক্লেশই সার হয়। কারণ ভক্তিহীন সাধন সাধনপদ-বাচ্যই নহে, বৃথা প্রয়াস মাত্র। আর এক শ্রেণীর জ্ঞানী আছেন যাঁহারা শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-অর্চ্চন-বন্দনাদি-লক্ষণময়ী ভক্তির সাহচর্য্যে জ্ঞানের সাধন করিলেও নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-ধাম প্রভৃতি অপ্রাকৃত নিত্য-বস্তুকে প্রাকৃত বা মায়িক বলিয়া মনে করেন। ইহারা সকলেই মায়াবাদী বলিয়া অভিহিত। এই জ্ঞানিগণ মায়াতীত নিত্যবস্তু ভগবান্‌কে দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িক অনিত্য মনে করায় ভগবচ্চরণে অপরাধী। তাই এতাদৃশ জ্ঞানীরও সিদ্ধি হয় না। ইহাদের অধঃপতন ও নরক হইয়া থাকে। ইহারা সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া কষ্ট পায়। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরাদির অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে বেদাদি সমস্তশাস্ত্রে সহস্র সহস্র প্রমাণ-থাকা সত্ত্বেও ঈশমায়া-বিমোহিত এই সমস্ত দুর্ভাগাগণের তাহা বোধগম্য হয় না। এই সমস্ত নারকিগণকে লক্ষ্য করিয়াই কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

চিদানন্দ—দেহ তাঁর, স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার॥

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৩, ১১৫)

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্ব-গুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৬, ১৬৭)

"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে॥
পড়ায় বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে?
সত্য কহোঁ মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ॥
অজ ভবানন্ত প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি' পূজে সর্ব্বদেবে॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে?

সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তাঁর দাস॥
সত্য মোর লীলা-কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে, মোরে করে খান খান॥
যে যশঃশ্রবণে আদি-অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে 'মিথ্যা সে বিলাস'॥
যে যশঃশ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর॥
যে যশঃশ্রবণে শুক-নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ত্ব॥
হেন পুণ্যকীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার॥
গুপ্ত-লক্ষ্যে সবারে শিখায় ভগবান্।
সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলা, স্থান॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০।৩৩-৪৫)

আর এক শ্রেণীর জ্ঞানী আছেন, যাঁহারা ভগবানে মায়িক-বুদ্ধিরূপ এতাদৃশ অপরাধ পোষণ না করিয়া ভক্তির সাহচর্য্যে জ্ঞান অবলম্বন করিয়াছেন—এই তৃতীয় প্রকার জ্ঞানীই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইঁহারাই যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত।

কর্ম্মের ফল—তুচ্ছ বিষয়ভোগ বা স্বর্গপ্রাপ্তি; নিষ্কাম কর্ম্মের ফল—অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং তৎফলে জ্ঞানলাভ; জ্ঞানের ফল—মুক্তি, আর ভক্তির ফল—প্রেম।

ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র অভিধেয় বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, আর কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। ভক্তির পরিপক্ব অবস্থাকে প্রেম বলে। প্রেমেই ভগবৎসাক্ষাৎকার বা ভগবৎ-সেবানন্দ লাভ সম্ভব। জ্ঞানের ফল—মুক্তি, আর ভক্তির ফল—মুক্তিসুখ-ধিক্কারী ভগবৎপ্রেম বা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার। মুক্তিসুখ হইতে ভক্তিসুখ বা ভগবৎসেবা-সুখ যে কোটি-কোটিগুন অধিক ইহা সমস্ত শাস্ত্রই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে আমরা নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি—

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা—পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি-পুরুষার্থ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।৮৪, ৮৫,৯৭)

তাঁহার চরণে প্রীতি—পুরুষার্থ-সার॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক 'কণ'।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১৯৪-১৯৫)

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি 'মুক্তি' দেখে নরকের সম॥

(ঐ মধ্য ৯।২৬৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (ম ৬।২৬৬-২৬৮) আমরা আরও পাই—

যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ-প্রকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর॥
'সালোক্যাদি' চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও (৩।২৫।৩৪) আমরা পাই—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥

[ভগবান্ কপিলদেব মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া মাতা দেবহূতিদেবীকে বলিতেছেন—

যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা আমার পাদপদ্মসেবাতে নিরত, যাঁহারা আমার জন্য অখিল-চেষ্টাযুক্ত, যাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া আমারই মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া আস্বাদন করেন, তাদৃশ ভক্তগণকে আমার সহিত একাত্মতারূপ সাযুজ্যমুক্তি প্রদান করিলেও তাঁহারা ভগবানের সেবা ব্যতীত এসমস্ত কিছুই গ্রহণ করেন না।]

শ্রীধ্রুব মহারাজও (ভাঃ ৪।৯।১০) বলিয়াছেন—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥

ভগবান্ ও ভক্তের চরিতাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন-ধ্যানাদিময়ী ভক্তিতে যে পরমানন্দ লাভ হয়, সেইরূপ সুখ ব্রহ্মানন্দেও নাই। সুতরাং অনিত্য স্বর্গাদিতে যে, সে-সুখের লেশমাত্রও নাই, তাহা আর কি বলিব?

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও দৈত্যবালকগণকে (ভাঃ ৭।৬।২৫) বলিতেছেন—সকলের আদি এবং অনন্তগুণ ও সর্ব্ব কারণস্বরূপ সেই ভগবান্ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হইলে ভক্তগণের কি আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে? সত্ত্বাদি গুণের পরিণামে যে-সকল ধর্ম্মাদি সম্পন্ন হয় তদ্দ্বারাই বা কি ফল হইবে? তদীয় পদারবিন্দ-সেবারত তদ্গুণকীর্ত্তনকারী ও সারগ্রাহী আমাদের পক্ষে সাযুজ্য-মোক্ষেই বা প্রয়োজন কি? শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ (ভাঃ ১০।৮৭।২১ টীকা) বলিয়াছেন—

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্॥

ভগবান্ শ্রীহরির কথারূপ অমৃতসমুদ্রে বিচরণশীল সুদুর্ল্লভ কৃতিপুরুষ ভক্তগণ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকে তৃণের ন্যায় মনে করেন।

শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৩৩) বলিয়াছেন—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধগুণ করিলেও তাহা ভক্তিরূপ সুখ-সমুদ্রের পরমাণুতুল্যও হইতে পারে না।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্ নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥ (ভাঃ ৫।১৪।৪৪)

রাজর্ষি ভরত যে দুস্ত্যাজ্য রাজ্য, পুত্র, কলত্র, ধন, এমন কি, যিনি তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী সেই সুরজন-প্রার্থনীয় রাজলক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার উপযুক্ত কার্য্যই বটে; কারণ যে-সকল মহাপুরুষের চিত্ত শ্রীহরির চরণ-সেবায় অনুরক্ত, সেই ভক্তগণের নিকট মুক্তিও নিতান্ত নগণ্য বা তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীউদ্ধব ভগবান্‌কে বলিতেছেন—

কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ॥ (ভাঃ ৩।৪।১৫)

হে ঈশ, যে সকল ব্যক্তি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবক, তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্‌টিই বা সুলভ নহে? তথাপি হে প্রভো, ভবদীয় শ্রীচরণসেবোৎসুক আমি আপনার সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না।

ভক্ত চিত্রকেতু বৃত্রাসুর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্তকালে শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥ (ভাঃ ৬।১১।২৫)

হে সর্ব্বসৌভাগ্যনিধে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গ, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য, পাতালের আধিপত্য এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষও ইচ্ছা করি না।

নাগপত্নীগণও (ভাঃ ১০।১৬।৩৭ শ্লোকে) ভগবান্‌কে বলিয়াছেন—হে প্রভো, আপনার পদরজঃপ্রাপ্ত ভক্তগণ স্বর্গলোক, সার্বভৌম পদ, ব্রহ্মারপদ, পৃথিবী বা রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি কিম্বা মোক্ষও কামনা করেন না।

শাস্ত্রে আমরা আরও দেখিতে পাই—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥
(হরিভক্তিসুধোদয় ১৪।৩৬)

কোন ভক্ত ভগবান্‌কে বলিতেছেন—হে জগদ্‌গুরো, তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমি পরমানন্দ-সমুদ্রে অবস্থিত আছি।

অন্য সুখের কথা আর কি বলিব, সাযুজ্যমুক্তিরূপ ব্রহ্মানন্দও সেই আনন্দসমুদ্রের নিকট গোষ্পদ অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে তদনুরূপ বোধ হইতেছে।

ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর।
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে॥
(হরিভক্তিসুধোদয় ১৪।৩৬)

হে বরদেশ্বর, আমি আপনার পাদপদ্মে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কিম্বা মোক্ষ কিছুই কামনা করি না, কেবল আপনার দাস্যরূপ ভক্তিই আমি প্রার্থনা করি।

পুনঃ পুনর্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্॥
যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশরথেস্তু যঃ।
নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ॥ (ঐ)

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব পুনঃ পুনঃ বর দিতে চাহিলেও যিনি মুক্তি প্রার্থনা না করিয়া ভক্তিই বরণ করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রহ্লাদকে নমস্কার করি।

অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেও যিনি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট দাস্য ব্যতীত মুক্তি বাঞ্ছা করেন নাই, আমি সেই হনুমান্‌কে প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।১২।২২) আরও বলিয়াছেন—

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ॥

পরম মঙ্গলাধিপতি ভগবান্ শ্রীহরিতে যাঁহার ভক্তি রহিয়াছে, তিনি অমৃত-সাগরে ক্রীড়া করিতেছেন, ক্ষুদ্র খাতোদক তুল্য স্বর্গাদিতে তাঁহার কি প্রয়োজন? (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রতোৎসব উপলক্ষে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৬৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা ৭।২০ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, নানা প্রকার কামনা-বাসনা দ্বারা নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব রাজসিক তামসিক প্রকৃতি-চালিত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের কাম্য ফল লাভের আশায় নানা দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানে প্রীতি বিশিষ্ট হইতে পারে না।

"যে ব্যক্তি ব্রহ্মতেজঃ কামনা করেন, তিনি বেদপতি ব্রহ্মার, ইন্দ্রিয়গ্রামের পটুতা-কামী ইন্দ্রের, পুত্রাদি-কামী দক্ষাদি প্রজাপতির, শ্রীকাম ব্যক্তি দুর্গাদেবীর, তেজস্কাম ব্যক্তি অগ্নির, ধনার্থী অষ্টবসুর, বীর্য্যকাম (বলপ্রার্থী বা 'বহুস্ত্রীসম্ভোগার্থং শুক্রাধিক্যকামশ্চেৎ') সোৎসাহে রুদ্রগণের, ভক্ষ্য ও ভোজ্যকামী ব্যক্তি অদিতির, স্বর্গকাম পুরুষ দ্বাদশ আদিত্যের, রাজ্যকাম পুরুষ বিশ্বদেবগণের, কৃষি ও বাণিজ্যাদির সম্যক্ স্বাধীনতাকামি ব্যক্তি সাধ্যগণের, আয়ুষ্কাম পুরুষ অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের, পুষ্টিকাম ব্যক্তি ইলা অর্থাৎ পৃথিবীর, প্রতিষ্ঠাকাম (স্বপদ হইতে যাহাতে চ্যুতি না ঘটে, এই কামনাপরায়ণ) ব্যক্তি রোদসী অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবীর, সৌন্দর্য্যাভিলাষী গন্ধর্ব্বগণের, স্ত্রীকাম পুরুষ উর্ব্বশী অপ্সরার, সকলের উপর আধিপত্য-কামী পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার, যশোলিপ্সু ব্যক্তি যজ্ঞ-সংজ্ঞক ইন্দ্রের, ধনসঞ্চয়াভিলাষী প্রচেতস বা বরুণের, বিদ্যাভিলাষী শিবের, দাম্পত্য অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রীতিকাম ব্যক্তি সতী উমাদেবীর, ধর্ম্মকাম ব্যক্তি উত্তমঃশ্লোক বিষ্ণুর, সন্তানবৃদ্ধিকামী পিতৃগণের রক্ষা (বাধানিবৃত্তি)-কাম ব্যক্তি পুণ্যজন যক্ষসমূহের, ওজস্কাম (বলকাম) মনুষ্য মরুদ্গণ বা দেবগণের, রাজ্যকাম ব্যক্তি মনুগণ অর্থাৎ মন্বন্তরাধিপতি দেবগণের, শত্রুর মৃত্যু ইচ্ছুক নির্ঋতি বা রাক্ষসের, কাম কাম (কামভোগেচ্ছু) সোমদেবের এবং অকাম অর্থাৎ কামনা ক্ষয়কাম ব্যক্তি পরম পুরুষ পুরুষোত্তম ভগবানের আরাধনা করেন।"

—(ভাঃ ২।৩।২-৯)

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

—ভাঃ ২।৩।১০

অর্থাৎ "পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষ-কামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধ ভক্তিযোগে পরমপুরুষ কৃষ্ণের ভজন করিবেন।"

—(অঃ প্রঃ ভাঃ)

মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥—চৈঃ চঃ ম ২২।৩৫

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন—

উদারধীঃ সুবুদ্ধিঃ। কামরাহিত্যে কামসাহিত্যে বা ভক্তের্ভগবদ্ বিষয়ত্বমেব সুবুদ্ধিত্বচিহ্নম্, তদভাব এব মন্দবুদ্ধিত্বচিহ্নমিত্যর্থঃ। তীব্রেণ জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যমিশ্রেণ মেঘাদ্যমিশ্র এব সৌরকিরণো যথা তীব্রঃ স্যাৎ তথেত্যর্থঃ।

অর্থাৎ কামরহিতই হউক আর কাম সহিতই হউক, ভক্তির ভগবদ্‌বিষয়ত্বই সুবুদ্ধিত্বের চিহ্ন, তাহার অভাবই মন্দবুদ্ধিত্বের চিহ্ন। মেঘাদি অমিশ্র সূর্য্যকিরণ যেমন তীব্র হয়, তদ্রূপ জ্ঞান-কর্ম্মাদি অমিশ্রা শুদ্ধা ভক্তিই তীব্রভক্তি। সেই তীব্রা বা 'গাঢ়ভক্তি'-যোগে কৃষ্ণের ভজন করিতে হইবে।

শ্রীভগবানের চরম উপদেশ 'মামেকং শরণং ব্রজ' সর্ব্বক্ষণ স্মরণ পথে থাকিলে তাঁহার বহিরঙ্গা মায়ার বিক্রম আর আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না। ঐ মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তি আমাদের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেয়—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া নানা কামনা বাসনা পরিচালিত করে। একাভিমুখিনী ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তিরোহিত করিয়া দিয়া অনন্তশাখা-বিশিষ্টা অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মায়, তাহাতে বুদ্ধির গতি বিভিন্নমুখিনী হইয়া পড়ে, জীবকে আর ব্রজের পথের পথিক্ হইতে দেয় না—পথভ্রষ্ট করাইয়া অসৎপথে চালিত করে। এমতাবস্থায়—

"দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্ম্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥"
"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান' না যায়।
সাধুগুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥"

শ্রীমদ্ ভাগবতে (১২।৭।২৩-২৪ শ্লোকে) অষ্টাদশ পুরাণের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছেঃ—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদীয়, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ঐ সকল পুরাণের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিভাগ এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥

অর্থাৎ হে শুভদর্শনে, অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মনীষিগণ বিষ্ণু, নারদীয়, মঙ্গলময় ভাগবত, গরুড়, পদ্ম এবং বরাহ-পুরাণ—এই ছয়টি পুরাণকে সাত্ত্বিক পুরাণ বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টি 'রাজসিক' এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টি 'তামসিক' বলিয়া কথিত হয়।

সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাঞ্চ নিগদ্যতে॥

—তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭ সংখ্যাধৃত মৎস্যপুরাণ-বাক্য

অর্থাৎ সাত্ত্বিক-পুরাণাদি-শাস্ত্রে হরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক-পুরাণে ব্রহ্মার মহিমার আধিক্য এবং তামসিক-পুরাণে ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোমিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবতার মহিমা তথা পিতৃলোকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কিন্তু বিশেষ করিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, সমগ্র পুরাণে ও আগমে বিষ্ণুরই পরমেশ্বরত্ব স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে কথিত হইয়াছে—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥

—চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৫

সেই সেই পুরাণ ও আগম-গ্রন্থ-সকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য 'প্রধান' বলিয়া কল্পাবধি জল্পনা করিতে থাকুন। কিন্তু সেই সমস্ত আগমাদি ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায়— সিদ্ধান্তস্থলে বিষ্ণুকেই একমাত্র ভগবান্ বলিয়া নিশ্চয় করা হইয়াছে।

মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥

—চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৬

বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।১।৩৫-৩৭) কথিত হইয়াছে— পুরাকালে প্রাগ্জ্যোতিষপুরে (কামরূপ-দেশীয়—গৌহাটী) এক শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বহুধন কামনায় প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত কামাখ্যা দেবীর পূজা করিতেন। দেবী ঐ ব্রাহ্মণের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে ক্রমদীপিকা-তন্ত্রোক্ত দশাক্ষর গোপালমন্ত্র প্রদান করেন। ঐ মন্ত্রের উপাস্য দেবতা স্বয়ং শ্রীমদনগোপাল। মন্ত্রটি সাক্ষাৎ মহানিধি-স্বরূপ। দেবী ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদান কালে ঐ মন্ত্রের ধ্যান, ন্যাস, মুদ্রা ও পূজাদির বিধিসমূহও উপদেশ করিয়াছিলেন। দেব্যাদেশে ব্রাহ্মণ নির্জ্জনে সতত ঐ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাতে তাঁহার ধনকামনার নিবৃত্তি হইল এবং হৃদয়েও পরা শান্তির উদয় হইল ইত্যাদি। সুতরাং পরমা বৈষ্ণবী মাতা যাঁহার প্রতি প্রকৃত সদয়া হন, তাঁহাকে তদারাধ্য ভগবদ্ভজনেরই উপদেশ করিয়া থাকেন।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের নবম তরঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা **শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ-কথা** লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ এইরূপ। তিনি কুমারনগরে বাস করিতেন। পরম দেবীভক্ত। শ্রীদামোদর কবিরাজ তাঁহার মাতামহ। তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন। তাঁহার কন্যা সুনন্দাই গোবিন্দের গর্ভধারিণী জননী। গোবিন্দ যখন মাতৃগর্ভে অবস্থিত, সেই সময়ে তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার কালে মাতৃদেবীর বড় কষ্ট হইতে থাকে। দাসী আসিয়া ভগবতী পূজারত মৌন দামোদর কবিরাজকে মা'র কষ্টের কথা জানাইল। তাহাতে দামোদর মৌন ভঙ্গ না করিয়া নেত্র ও হস্তভঙ্গী দ্বারা ইঙ্গিতে দাসীকে শ্রীদুর্গাদেবীর যন্ত্র লইয়া গিয়া তাহা সুনন্দা দেবীকে দেখাইবার কথা বলিলে দাসী সে ইঙ্গিত ভাল করিয়া না বুঝিলেও সেই যন্ত্রধৌত জল শীঘ্র করিয়া সুনন্দা দেবীকে খাইতে দিল। সেই জল খাওয়াইবার পরই সুনন্দা এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। ইনিই শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ। পুত্র দিনদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অল্পকালেই পিতা পরলোক গমন করিলেন। গোবিন্দ মাতামহালয়েই লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। মাতামহ-সঙ্গ-প্রভাবে গোবিন্দ ক্রমশঃ দেবীভক্ত হইলেন। সকলকেই দেবী-পূজা ব্যতীত কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার নহে, এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। এদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে গোবিন্দ একান্তে বসিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন— ভগবতীপাদপদ্ম আরাধনা করিলে কি ভববন্ধ বিমোচন হইতে পারে না? এমন সময়ে শ্রীভগবতী অলক্ষ্যে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি ॥"

দেবীবাক্য শ্রবণে শ্রীগোবিন্দ কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজনে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণভজনের সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের জন্য বড়ই ব্যাকুলচিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তেলিয়া-বুধরী গ্রামে তাঁহার অবস্থিতি। শ্রীচৈতন্যের প্রিয়পার্ষদ শ্রীল চিরঞ্জীব সেন তনয় হইয়াও তিনি পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও শ্রীল আচার্য্য প্রভুর চরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য পাইলেন, তিনিই কেবল বঞ্চিত হইয়া রহিলেন। এই সকল চিন্তা করিয়া শ্রীগোবিন্দ খুবই হাহুতাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময় একদিন দৈববাণী হইল—'অভিলাষ পূর্ণ হবে অল্প দিবসে'।

"ভক্তমাল" (১৩৭৫ বঙ্গাব্দে শ্রীসুবোধ চন্দ্র মজুমদার

সম্পাদিত) গ্রন্থে ১৭শ মালায় উক্ত **শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ-কথা** এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে ঃ—

বুধুরিনিবাসী শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রথম জীবনে শক্তি-উপাসক ছিলেন। দেবী সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিতেন। একদিন এক বিপ্র বৈষ্ণব, কবিরাজ যে শক্তি-উপাসক, ইহা না জানিয়া তাঁহার অতিথি হইলেন। পরম সমাদরে বিপ্রকে স্নান করাইয়া শ্রীকবিরাজ তাঁহাকে দেবীগৃহে সন্ধ্যাপূজা করিবার কথা কহিলেন। বিপ্র দেবীমণ্ডপে গিয়া দেখেন—মন্দির মধ্যে এক মুক্তকেশী কালীমূর্ত্তি বিদ্যমান্। তথায় সেই মূর্ত্তি সমক্ষে এক মূর্ত্তি শালগ্রাম দর্শনে বড়ই প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণ দেবীপূজার জন্য আহৃত পুষ্প-নৈবেদ্যাদিদ্বারা মহানন্দে সেই শালগ্রামের পূজা সম্পাদন করিলেন। পূজা সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ ভোগ রন্ধনার্থ পাকশালায় গিয়াছেন, এমন সময় দেবীর পূজারী পূজা করিতে আসিয়া শ্রীশালগ্রামে নিবেদিত সেই সমস্ত প্রসাদী পুষ্প-নৈবেদ্যাদি-দ্বারা দেবীর পূজা সম্পাদন করিলেন। পূজারী জানিতেন না যে, ঐ সকল প্রসাদী, তিনি যেমন প্রত্যহ পূজা করেন, সেই প্রকারেই পূজা করিলেন। ঐ সকল পুষ্পনৈবেদ্য যে শ্রীশালগ্রামে পূর্ব্বেই সমর্পিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু দেবী সেইদিন শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদ-নির্ম্মাল্য পাইয়া বড়ই তুষ্ট হইয়া রাত্রে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজকে স্বপ্নে কহিলেন,—'কবিরাজ, আজ আমি তোমার নিয়মিত পূজা ভোগাদি কিছু না পাইলেও শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ পাইয়া বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি।' গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মাতঃ! তুমি বিষ্ণুর প্রসাদ কিরূপে পাইলে?' তখন দেবী ঐ স্বপ্নেই সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে গোবিন্দ সবিস্ময়ে কহিলেন—'মাতঃ, তুমি ত' স্বয়ং ঈশ্বরী, তোমার আবার ঈশ্বর কে তাহা ত' বুঝিতে পারিতেছি না? তুমি কাহার প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট হইলে? আমার সংশয় ছেদন কর মা, তোমার কথা আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।' তখন দেবী কহিতে লাগিলেন—"গোবিন্দ, তুমি নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে কর মাত্র, কিন্তু মূলতত্ত্ব কিছুই জান না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর; তিনিই আমার প্রভু।" শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার লীলাপুষ্টিকারিণী অচিন্ত্যচিচ্ছক্তিবৃত্তি যোগমায়া, মহামায়া তাঁহার স্বাংশভূতা। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কেবল শ্রীজগন্নাথ-স্বরূপ তাঁহারই প্রসাদের আশায় তিনি বিমলা-রূপে বাস করেন।

পদ্মপুরাণে তথা স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুতে নিবেদিত অন্নের দ্বারা সকল দেবতার পূজা বিধেয়। পিতৃগণের উদ্দেশ্যেও তাহাই অর্পণ করিতে হয়। এইরূপ পূজা ও শ্রাদ্ধ-তর্পণই অনন্তকালের জন্য ফলপ্রদ হয়।

শ্রীগোবিন্দ সাক্ষাৎ দেবী মুখে বিষ্ণুর প্রসাদান্ন দেবতাগণেরও বাঞ্ছনীয়, ইহা শ্রবণ করিয়া এবং শাস্ত্র-বাক্যেরও তৎসহ একতাৎপর্য্যপরতা দেখিয়া খুবই উদ্বেগপূর্ণ চিত্তে নানা ভাবনা চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে তিনি গ্রহণী রোগাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন, কণ্ঠাগত প্রাণ, শ্বাস ঊর্দ্ধ বহিতেছে। এমতাবস্থায় সকাতরে ইষ্টদেবীকে কহিতে লাগিলেন—

"এই তো আমার হৈল অবশেষ কাল।
কৃপাবলোকনে ছিণ্ড সংসারের জাল॥"

তখন দেবী আকাশবাণীতে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন—

"গোবিন্দ-শরণ লও হইবে নিস্তার॥"

সেইস্থানে গুরুও বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনিও কহিলেন—'গতি নাহি নারায়ণ বিনে'। উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোবিন্দ রোদন করিতে লাগিলেন। অনেক বিলাপাদির পর ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র সমীপে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পত্রপ্রেরণ এবং সেই পত্রদ্বারে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-চরণাশ্রয়াকাঙ্ক্ষা-জ্ঞাপন স্থির করতঃ পত্রসহ চারিজন লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রস্থানে পত্র দিলে তিনি সেই পত্রপাঠে উল্লসিত হইয়া শ্রীআচার্য্য প্রভুর চরণ ধরিয়া কহিতে লাগিলেন—প্রভো, তুমি আমাদের কুলের দেবতা, তুমি ব্যতীত আমাদের আর ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাই। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (ভক্তিরত্নাকরে রামচন্দ্রকেই

জ্যেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে) তোমার আশ্রয়প্রার্থী, তাহার মৃত্যুকাল আসন্ন, এখানে আসিবার সামর্থ্য নাই। তাহাকে গৃহে গিয়া শ্রীচরণাশ্রয়-দানে কৃতার্থ করিতেই হইবে। পরম দয়াল আচার্য্য প্রভুর হৃদয় বিগলিত হইল। তখনই তিনি রামচন্দ্রসহ যাত্রা করিলেন এবং যথাকালে কবিরাজ গৃহে উপনীত হইয়া গোবিন্দকে দর্শন দিলেন। গোবিন্দের উঠিয়া প্রণাম করিবার সামর্থ্য নাই। দুটি হস্ত মাত্র মস্তকে উঠাইয়া মৃদুস্বরে অত্যন্ত কাতরভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়প্রার্থী হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, নয়নজলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীল আচার্য্য প্রভুও কৃপার্দ্র চিত্তে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন—

"অচিরাৎ প্রভু কৃপা তোমারে করিব।
সর্ব্ববিঘ্ন দূরে যাবে মঙ্গল হইব॥"

ইহা বলিয়া তাঁহার কর্ণে হরিনাম মহামন্ত্র দিয়া স্নেহভরে 'শ্রীচরণ মস্তকে অর্পিলা'।

গুরুকৃপায় তৎক্ষণাৎ গোবিন্দের সর্ব্বরোগ শান্তি হইল। তিনি স্বচ্ছন্দে উঠিয়া বসিলেন। গুরুদেবের সেবার নানা আয়োজন করাইয়া মহামহোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। পরদিন শ্রীশ্রীল আচার্য্য প্রভুর আদেশে গোবিন্দ কবিরাজ মহাশয়কে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করান' হইল। প্রভু তাঁহার কর্ণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করিলেন। শঙ্খধ্বনিসহ হরিধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হইল। নানা বাদ্যধ্বনিসহ মহা-সঙ্কীর্ত্তন—মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। আনন্দের আর সীমা নাই। গুরুদেব শিষ্যপ্রবরকে কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব ভজন-প্রক্রিয়াদি শিক্ষা দিলেন। মহা-কবি গোবিন্দ কৃতকৃতার্থ হইয়া গুরুপাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন এবং কিছু পরে তখনই পদ রচনা করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

"ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ (দুর্ল্লভ) মানব- জনম সৎসঙ্গে,
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত-আতপ- বাত-বরিষণ,
এ দিন যামিনী জাগি' রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখলব লাগি' রে॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমল-দল-জল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন,
পাদসেবন, দাস্য রে।
পূজন, সখিজন, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দদাস-অভিলাষ রে॥"

গোবিন্দের সুললিত পদ-শ্রবণে আচার্য্য প্রভু প্রেম-বিহ্বল হইয়া গোবিন্দকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে করিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দও প্রেমরসাপ্লুত হইয়া গুরুকৃপালব্ধ জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিলেন। তাঁহার নাম হইল—শ্রীগোবিন্দ দাস ঠাকুর। এইরূপে স্বয়ং দেবীই নিজমুখে শ্রীকৃষ্ণারাধনার পরতমত্ব জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিরাবরণা করুণার পরিচয় দিলেন, তাঁহার সাবরণা কৃপাই বঞ্চনা। তাহাতে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অবান্তর বস্তু দিয়া জীবকে বিমোহিত করিয়া থাকেন।

শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ-কথা

(ভক্তমাল—১৯শ মালা)

বুধরী নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ পণ্ডিত সমাজে পরম শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রশংসিত। শ্রীশ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু নিজগৃহ সম্মুখস্থ একটি বৃক্ষতলে বসিয়া দুই চারিজন ভক্তসহ কৃষ্ণকথা আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করিয়া শিবিকারোহণে বহু লোকজন বাদ্যভাণ্ডাদিসহ ঐ বৃক্ষতলস্থিত প্রভুর সম্মুখ দিয়া যাইবার কালে সকলের সহিত বিশ্রামার্থ সেখানে শিবিকা থামাইলেন। আচার্য্য প্রভুর নিকটই শিবিকা অবস্থিত ছিল। তন্মধ্যে থাকা অবস্থায় তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃতা অমৃত-মধুর-বাণী রামচন্দ্রের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রামচন্দ্র শিবিকায় বসিয়া তাহা শুনিতে

পাইতেছেন। প্রভু নিজগণপ্রতি হাসিতে হাসিতে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের কর্ণগোচর হয় এমনভাবে বহু বৈরাগ্য ব্যঞ্জিকা ও ভক্তিরসোদ্দীপিকা কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্র প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া কহিতে লাগিলেন—আহা এই যে পুরুষটি (রামচন্দ্র কবিরাজ) এমন সুন্দর-দর্শন, কিন্তু এ যদি কৃষ্ণদাস হইত, তাহা হইলেই এই সৌন্দর্য্য সার্থক হইত। রামচন্দ্র পণ্ডিত-শিরোমণি, শিবিকায় বসিয়া শ্রীল আচার্য্যপাদের সেই সকল নিত্য-কল্যাণবিধায়িনীকথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে মনে মনে নিজেকে খুবই ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ঘরে গেলেন, কিন্তু মনে আর উৎসাহ নাই। দুই তিন দিন পরে একদিন কাহাকেও না বলিয়া প্রভুর নিকট গেলেন এবং শ্রীচরণে পড়িয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দয়ার্দ্র হৃদয় শ্রীনিবাস ক্রমশঃ তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক রাধাকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। রামচন্দ্র গুরুকৃপায় ভাগবত-শ্রেষ্ঠ হইলেন। ইনিই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্ন-সুহৃদ্‌বর, ক্ষণকালের জন্যও ঠাকুর মহাশয় ইঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না।

একদিন শ্রীল আচার্য্য প্রভু রাত্রে কৃষ্ণকথারঙ্গে অঙ্গনে ভ্রমণ করিতেছেন। সঙ্গে প্রিয় সেবক রামচন্দ্র। প্রভু একটি খড়-বড়কে (জড়ানো খড়) সর্প বলিয়া দেখাইতে রামচন্দ্র সত্যই তাহা প্রত্যক্ষ সর্পরূপেই দেখিতে লাগিলেন। প্রভু কহিতে লাগিলেন—হাঁ, খুব বড় সর্প বটে। আবার কহিলেন, না, ইহা খড়-বড় বটে, তখন রামচন্দ্রও 'বড়' বলিয়া জানিতে পারিলেন। গুরুবাক্যে অপূর্ব্ব নিষ্ঠা।

অন্য আর একদিন শ্রীল আচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-স্মরণ-মননে বসিয়া দিব্য মানস নেত্রে দেখিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সহ যমুনায় জলকেলি করিতেছেন। নিজেও নিজ নিত্যসিদ্ধ গোপীদেহে গোপী-গণানুগত্যে ক্রীড়ারত হইয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ এইরূপে জলক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরাধারাণীর কর্ণের কুণ্ডল খসিয়া যমুনার জলে পড়িয়া যায়। সখীগণ কত খুঁজিয়াও পাইতেছেন না। প্রভুও তখন সখীগণানুগত্যে সেই কুণ্ডল খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সপ্ত রাত্রি অতিবাহিত, প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই, একাসনে সমাধিস্থ। শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া ঠাকুরাণী প্রভৃতি কাঁদিয়া আকুল। সপ্ত দিবারাত্র অতীত হইলেও ধ্যান ভাঙ্গিল না। সকলেই (বীরহাম্বীরাদিও তথায় উপস্থিত) মনে ভাবিতেছেন—প্রভু বোধ হয় এইবার লীলা সম্বরণ করিলেন। অতি প্রিয়তম শিষ্যবর রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার অন্তর ভালভাবে জানেন বলিয়া আচার্য্যগৃহিণী শীঘ্র রামচন্দ্রকে ডাকাইলেন। রামচন্দ্র শীঘ্রই আসিয়া আদ্যন্ত সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া প্রভুপদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবামাত্র প্রভুর অন্তর্বৃত্তি বুঝিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকটেই বস্ত্রাবৃত হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দেখিলেন—প্রভু যমুনার জলে শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল খুঁজিতেছেন। তখন নিজেও গুরুদত্ত নিত্যসিদ্ধ দেহে গুরুরূপা সখীসঙ্গে কুণ্ডল খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে এক পদ্মপত্রতলে সেই কুণ্ডল পাইয়া অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহাশ্রিত গুরু ও শিষ্য উভয়ে শ্রীমতীর কর্ণে সেই কৃষ্ণপ্রিয় কুণ্ডল পরাইয়া দিলেন। প্রসন্না হইয়া শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী নিজ ভুক্তাবশেষ তাঁহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উভয়ের হস্তে দিলেন। তখন এ দেহেতে বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল। উভয়ের হস্তেই সেই বাস্তব অপূর্ব্ব প্রসাদ বিরাজিত, তাহার সৌরভে দশদিক্‌ আমোদিত। এই পরম চমৎকারকারী অভাবনীয় ঘটনা দর্শনে সকলেই প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। প্রভু সেই প্রসাদ সকলকেই বাঁটিয়া দিলেন, নিজেরাও (গুরু শিষ্য) সেই প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের আর একটি যুক্তিপূর্ণ সুসিদ্ধান্ত বিশেষ জ্ঞাতব্য ও শ্রোতব্য। শ্রীরামচন্দ্র প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যান, স্নান পূজা করিয়া চলিয়া আসেন। সেই গঙ্গাঘাটে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্নানান্তে তটে বসিয়া শিবপূজা করিতেন। কবিরাজকে তাঁহারা একদিন ক্রুদ্ধচিত্তে বলিলেন—কবিরাজ তুমি পূজা কর বটে, কিন্তু শিবপূজা কর না কেন? কবিরাজ কহিলেন—আমি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও স্বতন্ত্রভাবে পূজা করি না, ইহাই সদাচার। গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রে 'অনন্যভাক্' হইয়া কৃষ্ণ ভজনের

কর্ত্তব্যতা সর্ব্বজনবিদিত। তথাপি ব্রাহ্মণগণ 'অনন্যভাক্' কথাটির উপর ধ্যান না দিয়া রুষ্টভাবে কহিতে লাগিলেন —তোমার যে কৃষ্ণ, সেও শিব-আরাধনা করে। শিব-আরাধনা না করিয়া তুমি কাহার সেবা কর ? কবিরাজ দেখিলেন—এই ব্রাহ্মণগণ মহা তমঃস্বভাব। কবিরাজ সবিনয়ে করজোড়ে তাঁহাদিগের নিকট কিছু নিবেদন করিতে লাগিলেন। মহাশয় আমি মূর্খ, শাস্ত্র বিচার করিবার সামর্থ্য আমার নাই। তথাপি এক স্বাভাবিক ক্রমবিচারে শ্রীকৃষ্ণকেই পরম উপাস্য জানিয়া আমি তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিয়াছি। আমার বিচারক্রমটি এই প্রকার—

"শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোঽপি শৈবঃ স্বয়ং
তথা সমতয়াস্তু বা বিধিহরাদি মূর্ত্তিত্রয়ম্।
বিলোক্য ভববেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমং
প্রণম্য শিরসা হি তৌ বয়মুপেন্দ্রদাস্যং শ্রিতাঃ॥

প্রহ্লাদ-ধ্রুব-রাবণানুজ-বলি-ব্যাসাম্বরীষাদয়-
স্তে বৈ বিষ্ণুপরায়ণা বিধি-ভব-প্রেষ্ঠা জগন্মঙ্গলাঃ।
যেঽন্যে রাবণ-বাণ-পৌণ্ড্রক-বৃকাঃ ক্রৌঞ্চান্ধকাদ্যা অমী
যদ্ভক্তা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ॥

অর্থাৎ শিব বিষ্ণুর উপাসক বা স্বয়ং বিষ্ণু শিবের উপাসক হউন, অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি সমান হউন, কিন্তু শিব ও ব্রহ্মার ভক্তদের কি এক ক্রম দেখিয়া সেই শিব ও ব্রহ্মাকে নত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক আমরা বিষ্ণুরই দাস্য আশ্রয় করিয়াছি। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, ব্যাস ও অম্বরীষ প্রভৃতি বিষ্ণু-পরায়ণ, সুতরাং ব্রহ্মা ও শিবের প্রিয় এবং জগতের মঙ্গল-স্বরূপ। কিন্তু রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক, ক্রৌঞ্চ, অন্ধক প্রভৃতি ব্রহ্মা ও শিবের ভক্ত অথচ তাঁহাদেরও প্রিয় নহে, শ্রীহরিরও প্রিয় নহে, সুতরাং তাহারা জগতের শত্রু।

"শিব বিষ্ণু ভজু কিংবা বিষ্ণু শৈব হন।
কিংবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হন বা সমান॥
আমি নাহি জানি কিন্তু ইঁহা সভাকার।
ভক্তের যে ক্রম দেখি করিনু বিচার॥
বিষ্ণু ভজনীয় বলি লইনু শরণ।
ভক্তের যে ক্রম তার শুন বিবরণ॥
হরির ভকত ধ্রুব ব্যাস বিভীষণ।
প্রহ্লাদাম্বরীষ বলি-আদি যত জন॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সভাকার প্রিয়তম।
সর্ব্বদেবতার মান্য প্রিয়মাণ (প্রাণ) সম॥
সর্ব্বগুণালয় সর্ব্বজনহিতকারী।
মঙ্গলস্বরূপ ভবসাগরের তরী॥
ব্রহ্মা-শিব-ভক্ত বাণ, রাবণ, পৌণ্ড্রক।
বৃকাসুর আদি করি নরক ক্রৌঞ্চক॥
কেহ যুদ্ধ চাহে নিজ ইষ্টদেব সনে।
কেহ নিজ বল হৈতে তুচ্ছ করি মানে॥
কেহ শিরে হস্ত দিয়া ভস্ম করিবারে।
ত্রিলোক ভ্রমায় নিজ ইষ্ট দেবতারে॥
কেহ ত' কৈলাস-প্রভু হইতে চাহিল।
কেহ অনোচিত-বাক্য গৌরীকে কহিল॥
কি আশ্চর্য্য যার ভক্ত তার নহে প্রিয়।
দমন করিলা বিষ্ণু করিয়া অধীর॥
জগতের বৈরী সর্ব্বজন বিঘ্নকারী।
ইহা দেখি' আশ্রয় করিনু মুঞি হরি॥"

শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বন করিলেন।

শ্রীহরিভজন ব্যতীত মুক্তি ত' দূরের কথা, তমঃই দূরীভূত হয় না। শ্রীহরিভক্ত আবার মুক্তিও চাহেন না। তিনি কেবল প্রভুর প্রেমানন্দেই ভাসিতে থাকেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে (১।৭।১০) কথিত হইয়াছে—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

"ব্রহ্মানন্দে মগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কার-মুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধান-রহিতা নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। কেন না, ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশগুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করেন।"

মহাপুরুষ-ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত রাজা মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ পুরাকালে অসুরভয়গ্রস্ত ইন্দ্রাদিদেবগণ কর্ত্তৃক

তাঁহাদের রক্ষার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল স্বর্গে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা কার্ত্তিকেয়কে স্বর্গরক্ষক সেনাপতিরূপে লাভ করিয়া মুচুকুন্দকে বিশ্রাম লাভার্থ বলেন। কিন্তু তাঁহার সমকালীন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও প্রজাগণ সকলেই তৎকাল মধ্যে কালগ্রস্ত হওয়ায় নিজরাজ্যে ফিরিয়া গিয়া সুখ পাইবেন না। সুতরাং তিনি অন্য মুক্তি ব্যতীত অপর যে কোনও বর তাঁহাদের নিকট হইতে প্রার্থনা করুন। মুক্তিদাতা একমাত্র শ্রীভগবান্ বিষ্ণু—

বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥

—ভাঃ ১০।৫১।২০

অর্থাৎ দেবতারা কহিলেন, হে রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক আপনি অদ্য মুক্তি ব্যতীত অপর যে কোন বর প্রার্থনা করুন। আমাদের মধ্যে একমাত্র অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তি-প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ভক্তগণের ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই ঐ মুক্তি লভ্য হইয়া থাকে। মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া ভক্তের সেবা প্রার্থনা করেন। ধর্ম্মার্থকামের ত' কথাই নাই। তাঁহারা সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ একান্তীভক্ত পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত মুক্ত্যাভাস সাযুজ্য ত' চানই না, বৈকুণ্ঠের চারিপ্রকার মুক্তিও তাঁহাদের প্রার্থনীয় হয় না। "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।" "ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥"

সুতরাং অন্যান্য দেবদেবী-ভক্তবৎ ভগবদ্ভক্ত ভক্তি ব্যতীত ধনজনাদির কোন প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের প্রার্থনা—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হায়দ্রাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-ভবন ও শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ সহরের দেওয়ান-দেওড়ী—নিজামবাগস্থিত (পুরাতন সালারজং মিউজিয়ামের অভ্যন্তরস্থ) শ্রীমঠের জন্য সংগৃহীত ভূখণ্ডে বিগত ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ মে বৃহস্পতিবার ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় বেদমন্ত্রপাঠসহযোগে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ভবন ও শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। ভিত্তি-সংস্থাপন-কালে নিরন্তর শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন এবং তৎ পশ্চাৎ প্রসাদ বিতরণ ও বৈষ্ণবহোম অনুষ্ঠিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের এন্ডাওমেণ্ট বিভাগের মন্ত্রী শ্রী সি-এইচ্, ভি, পি, মূর্ত্তি রাজু, এন্ডাওমেণ্ট কমিশনার শ্রী কে, বাসুদেব রাও, ডেপুটী কমিশনার শ্রী কে, গোপালন, য়্যাসিষ্টেণ্ট কমিশনার শ্রীআনন্দ রাও প্রভৃতি বহু অফিসার এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শুভানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমন্দিরের ভিত্তিতে ইষ্টকখণ্ড অর্পণ করেন। ভিত্তি-সংস্থাপন অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে মঠের জমিতে নির্ম্মিত সুসজ্জিত বৃহৎ সভামণ্ডপে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকা হইতে মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—

"বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, সমাজ-সংস্কারক ও অর্থনীতিবিদ্গণ মনুষ্য সমাজের সমৃদ্ধির জন্য প্রচুর উদ্যম করিতেছেন সত্য, কিন্তু বিশ্ব-পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, উহা ক্রমশঃ আরও জটিল হইয়া উঠিতেছে। নিশ্চয়ই উক্ত নেতৃবর্গের প্রচেষ্টার মধ্যে বিশেষ কোনও ত্রুটী আছে। উহা অবধারণের জন্য তাঁহাদের উচিত তত্ত্ববিদ্ মহাপুরুষগণের বাণীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

মধ্যস্থানে—বেদমন্ত্রপাঠরত শ্রীল আচার্য্যদেব, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে এন্ডাওমেণ্ট কমিশনার শ্রী কে, বাসুদেব রাও এবং এন্ডাওমেণ্ট মন্ত্রী শ্রী সি-এইচ, ভি, পি, মূর্ত্তি রাজু

বিশেষতঃ আজ এই সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি-বাণীর পর্য্যালোচনার জন্য আবেদন জানাইব। অধুনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী সমাদৃত ও গৃহীত হইতেছে। কেবলমাত্র শিল্পোন্নতি, খাদ্যাভাব দূরীকরণ, অর্থনৈতিক সমাধান ইত্যাদির দ্বারা প্রকৃত শান্তি আসিবে না, যদি না মানুষের কামময় মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটে এবং ভগবদ্ভক্তির দ্বারা হৃদয়ের স্নিগ্ধতা বা পবিত্রতা না আসে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে সর্ব্বস্তরের ব্যক্তির জন্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ ও সুগম সাধনরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।"

তিনি আরও বলেন,—"দক্ষিণ ভারত পবিত্র ভূমি। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৮-৪০) এরূপ বর্ণিত আছে—

'কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥
কচিৎ কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥'

সত্যযুগের প্রজাগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কারণ এই কলিযুগে ভগবদ্ভক্ত কোনও কোনও স্থানে অল্পসংখ্যক, কিন্তু দ্রাবিড়দেশে বিপুল সংখ্যায় জন্ম গ্রহণ করিবেন। দ্রাবিড়দেশে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, কাবেরী ও প্রতীচী নাম্নী মহানদী প্রবাহিতা। যাঁহারা এই নদীসমূহের পবিত্র জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্ত হন। এই দ্রাবিড় ভূমিতেই শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ এবং শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীমন্মধ্বমুনি, শ্রীপাদ নিম্বাদিত্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা অধুনা এই পবিত্র দাক্ষিণাত্যে ভগবদ্ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণ ও বিচারের প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে যে প্রকার বিশাল সুরম্য শ্রীমন্দির বিদ্যমান এবং উক্ত মন্দির-সমূহের যে বিপুল আয় তাহা ভারতের অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। শুনিতে পাই, উক্ত আয় দেবসেবার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত না হইয়া বিভিন্ন জাগতিক পরিকল্পনায় ব্যয়িত

হইতেছে। যে উদ্দেশ্যে যে অর্থ প্রদত্ত, উহা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হওয়া বাঞ্ছনীয় ও সমীচীন। আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম্মনিরপেক্ষ হওয়ায় ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে আমরা রাষ্ট্র হইতে কোনও সহায়তা লাভ করিতে পারি না। খৃষ্টানধর্ম্মপ্রসারে কোটি কোটি ডলার বরাদ্দ থাকায় উক্ত ধর্ম্মের প্রচারকগণ বিপুল অর্থ ব্যয়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র উক্ত ধর্ম্মের প্রসারতার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে আমরা সনাতনধর্ম্মের প্রচারকগণ ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা ও পাথেয়াদি সংগ্রহ করতঃ বহু কষ্টে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে যত্ন করিয়া থাকি। এমতাবস্থায় সনাতনধর্ম্মের দেবসেবার সামান্য অর্থও যদি উক্ত ধর্ম্মের প্রসারে ব্যয়িত না হইয়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে! আশা করি, উক্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দেবসেবার অর্থ যাহাতে দেবসেবাতেই বা দেবতার মহিমা বিস্তারের জন্য ধর্ম্মপ্রচার সেবায়ই ব্যয়িত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

এন্‌ডাওমেণ্ট বিভাগের **মন্ত্রী শ্রীমূর্ত্তি রাজু** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"রাজনৈতিক নেতৃবর্গের ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা না থাকায় উক্ত শিক্ষা বিস্তারের যোগ্যতা তাঁহাদের নাই। ধর্ম্ম-শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদি প্রতিষ্ঠানসমূহেই ন্যস্ত আছে। আমরা আমাদের উপর যে সকল মন্দিরের সেবাভার ন্যস্ত আছে তাহাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এবং উক্ত মন্দিরসমূহে গমনাগমনকারী ব্যক্তিগণের পার্থিব প্রয়োজনাদি-বিষয়েই ধ্যান দিয়া থাকি। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, যানবাহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, যাত্রিনিবাস, যাত্রিগণের দর্শন সৌকর্য্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা, তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের সেবায় প্রাপ্ত বা প্রদত্ত অর্থ সরকার শ্রীমন্দিরের বহুমুখী সেবাতেই ব্যয় করিয়া থাকেন, অপব্যয় করেন বলিয়া যে অপবাদ প্রচারিত আছে, তাহা সত্য নহে।"

এন্‌ডাওমেণ্ট কমিশনার শ্রী কে, বাসুদেব রাও হিন্দীতে ও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন।

স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক (Hakeem Rameswar Rao) হাকীম শ্রীরামেশ্বর রাও শ্রীমঠনির্ম্মাণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি মাসে একশত টাকা এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ঔষধ ও গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থ মঠকে দান করিবেন বলিয়া সভায় ঘোষণা করেন।

যে স্থানে হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ও মঠ-ভবনের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে উহা হায়দরাবাদ সহরের কেন্দ্রস্থল, প্রসিদ্ধ স্থান। নবাব সালারজং এর ইহা পূর্ব্বনিবাস। ইনি নিজাম সরকারের প্রধান মন্ত্রীত্বপদ লাভ করিলে এবং বিখ্যাত সালরজাং মিউজিয়াম স্থাপন করিলে এই স্থানের বিশেষ প্রসিদ্ধি হয়। অধুনা নবাব উক্ত স্থানটী বিক্রয় করিয়া দিলে, সালারজং মিউজিয়াম অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় এবং মিউজিয়ামের অভ্যন্তরস্থ ভূখণ্ড বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্ন ব্যক্তি গ্রহণ করেন। শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী উক্ত পুরাতন সালারজং মিউজিয়ামের অভ্যন্তরস্থ এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করতঃ মঠ স্থাপনের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানকে দান করেন। তদ্ব্যতীত শেঠ মাতাদিনজী উক্ত জমীর সংলগ্ন তাঁহার জমীর অংশটুকুও মঠকে দান করেন। তাঁহাদের এই মহৎ সেবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সভায় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করতঃ তাঁহাদের প্রতি হার্দ্দী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানান। শ্রীল আচার্য্যদেব সজ্জনবর লালা শ্রীশ্যামসুন্দর লালজীর বহুমুখী সেবাপ্রচেষ্টার এবং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসত্যনারায়ণ স্বামীর শ্রীমঠের প্ল্যান নির্ম্মাণসেবার জন্য তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীচুলিচাঁদ কনোড়িয়াজী তাঁহার জননীদেবীর স্মৃতি সংরক্ষণকল্পে একটী কামরার এবং ভিত্তি-সংস্থাপন উৎসবের পূর্ণানুকূল্য করতঃ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ দাস বনচারী ও শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই এই জমী সংগৃহীত হওয়ায় তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হন।

উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যাঁহারা বিভিন্নভাবে আনুকূল্য ও যত্ন করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য

—শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, মঠরক্ষক শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণদাস বনচারী ভক্তিব্রত, শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দ-লোচনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর, শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ দাস, শ্রীহরিপ্রসাদ দাসাধিকারী (শ্রীহনুমানপ্রসাদজী), শ্রীরাধেশ্যামজী, শ্রীবলদেব দাসাধি-কারী (শ্রীবজ্রং সিংজী) শ্রীজগা রেড্ডি, শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডি।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীল মথুরানাথ দাস বাবাজী—গত ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ ; ইং ২৮ মে, ১৯৭২ রবিবার পূর্ণিমা—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল ও সলিলবিহার তথা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদ ও শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপাদের আবির্ভাব ও শ্রীল পরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীবুদ্ধদেবের শুভাবির্ভাববাসরে সন্ধ্যা ঘ ৬।২০ মিঃ এ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত স্নিগ্ধ ভক্তপ্রবর শ্রীমন্মথুরানাথ দাস বাবাজী মহাশয় বৃদ্ধাবস্থায় অনুমান ৭৫ বৎসর বয়সে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠবাসি-ভক্তবৃন্দের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন শুভদিনে সাক্ষাৎ শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-পদরজঃপ্রাপ্তি সাধারণ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। তিনি পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের জনৈক একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন। আচার্য্যদেব হায়দ্রাবাদে অবস্থানকালে অকস্মাৎ ব্রজধাম হইতে তারযোগে তাঁহার অপ্রকট সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়া পড়েন এবং ভক্তবৃন্দের নিকট পুনঃ পুনঃ তাঁহার সরলতা ও সেবৈকপ্রাণতার কথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। 'যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ-প্রসাদঃ'—শ্রীগুরুদেব যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, ভগবৎপ্রসাদ তাঁহার পক্ষে কখনই অলভ্য হইবার নহে। তাঁহার সৌভাগ্য-স্মরণে ভক্তগণ হৃদয়ে গৌরব অনুভব করিলেও তাঁহার বিচ্ছেদ-বেদনা তদীয় গুনমুগ্ধ সেবকগণকে বড়ই মুহ্যমান করিয়া ফেলিতেছে। "কৃপা করি কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ-ভঙ্গ॥" ইহা বলিতে বলিতে অনেকেই নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

শ্রীপাদ মথুরানাথ দাস বাবাজী

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রম ছিল—ঢাকা জেলায়, গ্রাম ও পোঃ বাঘরা। তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থিত ছিলেন, পরে বিপত্নীক হন। শ্রীল আচার্য্যদেব একসময়ে প্রচারপার্টিসহ তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীমহেন্দ্রলাল সাহা। ঐ গ্রামে শ্রীবাসুদেব বাড়ীতে ও তাঁহাদের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত

অমোঘবীর্য্যবতী শ্রীচৈতন্যবাণীতে আকৃষ্ট হইয়া মহেন্দ্রলাল বাবু বিগত ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ; ইং ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত বাঘরা গ্রামেই শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে ৬ মাঘ, ১৩৫৫; ১৯ জানুয়ারী, ১৯৪৯ সালে তাঁহার মন্ত্র-দীক্ষা ও সংস্কার-লাভ হয় এবং 'শ্রীমথুরানাথ দাস অধিকারী' এইরূপ নিজ নিত্য স্বরূপগত পরিচয়ে পরিচিত হন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি মঠবাসী হন। এই মঠ-বাসাবস্থায় তিনি শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীমায়াপুর, সুবর্ণবিহার গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম-স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জ, মামগাছীস্থ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, অমর্ষি গৌড়ীয় মঠ (জেঃ মেদিনীপুর) এবং শ্রীপুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি মঠে বহুদিন যাবৎ অকপটে সেবা করিয়াছিলেন। পরে রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে কিছুদিন সেবা করিবার পর শ্রীধাম বৃন্দাবনে শেঠজীর মন্দিরের পার্শ্বে উক্ত মঠের ভাড়া বাড়ীতে মঠ আরম্ভ করা হইতে তিনি শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্থায়ী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভারপ্রাপ্ত সেবকরূপে নিষ্কপটে বহু পরিশ্রম সহকারে শ্রীমঠের সেবা পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিষ্কপট সেবাচেষ্টা দর্শনে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব বাবাজী-বেষ প্রদান করতঃ 'শ্রীমথুরানাথ দাস বাবাজী' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর সেবাভার দিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সতীর্থ বৈষ্ণব মাত্রেরই হৃদয় আজ তাঁহার বিরহ-সন্তপ্ত, সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ ও নির্য্যাণ-সৌভাগ্য-শংসন-রত। দুঃখ মধ্যে কৃষ্ণভক্ত-বিরহ-দুঃখই অতীব গুরুতর। অবশ্য বৈষ্ণবে রতি বা প্রীতি-বিশিষ্ট ভজনপরায়ণ ভক্তের হৃদয়ই এই দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তিনিই ভক্ত-বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। আমরা ব্রজবাসী বাবাজী মহাশয়ের নিষ্কপট সেবাদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক যাহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেমধনে ধনী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, ইহাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে একান্তভাবে প্রার্থনা করি।

শ্রীচারুবালা দাসী—বাংলাদেশান্তর্গত টাঙ্গাইল জেলার অধীন পাকুল্যা গ্রাম নিবাসী পরলোকগত শ্রীপ্রাণগোবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয়ের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা চারুবালা দাসী গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯; ইং ১৮ই মে; ১৯৭২ বৃহস্পতিবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় তাঁহার নিজ বাস ভবনে ভক্তমুখে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ও শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তৎকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯০ বৎসর। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য ও শিষ্যা ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ লোকনাথ শেঠ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী সাহা, ডাক্তার শ্রীরমণীমোহন শেঠ, শ্রীহরিদাস দাসাধিকারী প্রমুখ প্রায় ৫০ মূর্ত্তি ভক্তের উপস্থিতিতে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্যাদি সম্পাদিত হয়।

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ২৮শে মে রবিবার বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারীজীর পৌরোহিত্যে সাত্বত-স্মৃতি-বিধানে মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ডাঃ রমণীরঞ্জন অধিকারী, শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ, শ্রীঅধীরকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোপাল কিশোর চক্রবর্ত্তী, শ্রীভোলানাথ কর্ম্মকার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। তিনি খুব স্নিগ্ধস্বভাবা ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। তিন পুত্র ও চারিটি কন্যা রাখিয়া তিনি স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্য কল্যাণ প্রার্থনা করি।

কলিকাতায় শ্রীল আচার্য্যদেব

ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী ও হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে তিন মাসের অধিককাল শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারান্তে বিগত ৬ আষাঢ়, ২০ জুন মঙ্গলবার কলিকাতা মঠে শুভাগমন করিয়াছেন।

যশড়া শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

নদীয়া জেলার চাকদহ মিউনিসিপালিটির অধীন যশড়া গ্রামস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাটবাসী সজ্জন-বৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতায় শুভাগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে এবার তথাকার শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য অত্যাগ্রহ প্রকাশ করায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সতীর্থচতুষ্টয়—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ ও শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী এবং কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে ১১ আষাঢ়, ২৫ জুন অপরাহ্ণে তথায় শুভবিজয় করেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ উক্ত শ্রীপাটের মহিমা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের পূত চরিত্র এবং শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণমুখে শ্রীপাটবাসীর সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করেন।

পরদিবস প্রত্যূষে শ্রীমঙ্গলারাত্রিকান্তে পূর্ব্বাহ্ণে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ কর্তৃক শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীদামোদর শালগ্রাম, শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহগণ সম্যক্ অর্চ্চিত হইলে ভোগারাত্রিকের পর বেলা ১১ ঘটিকায় শুভ মুহূর্ত্তে মূল শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের পাহাণ্ডি আরম্ভ হয় এবং সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীজগন্নাথদেব মেলা-ময়দানস্থ স্নানবেদীতে শুভ-বিজয় করেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্‌সি, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তনসহযোগে গঙ্গায় গমন করতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেকার্থ চারিটী কলসে গঙ্গাজল মস্তকে বহন করিয়া লইয়া আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বিশেষ ইচ্ছাক্রমে ও উপস্থিতিতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ স্নানবেদীতে অষ্টোত্তরশত নবঘট জলে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাস্নান এবং তৎপর পুষ্পারাত্রিক সম্পন্ন করেন। পাহাণ্ডি ও মহাভিষেককালে শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থানীয় সজ্জনগণ এবং স্নানযাত্রা মেলায় শ্রীপাঁচু ঠাকুর মহাশয় বিভিন্নভাবে সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অভিষেক-কালে মূল কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন-বিনোদ, শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতির উচ্চ সংকীর্ত্তনে স্থানটী মুখরিত হইয়াছিল। অতঃপর কলিকাতা এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত কএকশত পুরুষ ও মহিলা অতিথিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ঐ দিন দিবারাত্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় স্নানযাত্রায় অসংখ্য দর্শনার্থীর ভীড় ও মেলায় সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। রাত্রিতে শ্রীমঠে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সহসম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্‌সি বিদ্যারত্ন বক্তৃতা করেন।

স্নান-মহিমা ঃ—পৌরাণিক যুগে এই স্থান রথবর্ত্ম নামে খ্যাত ছিল। দ্বাপরান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শ্রীপ্রদ্যুম্ন এক সময়ে সম্বরাসুরকে এখানে নিধন করেন। তৎপর উহা 'প্রদ্যুম্ন-নগর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সগর-বংশ উদ্ধার মানসে শ্রীভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়নকালে উক্ত স্থানে তাঁহার রথচক্র প্রোথিত হওয়ায় তদবধি প্রদ্যুম্ন-নগর 'চক্রদহ' নামে প্রচারিত হয়। অধুনা উক্ত স্থানই 'চাকদহ' নামে খ্যাত হইয়াছে।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভু শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকটেই বাস করিতেন। শিশুকালে 'নিমাই' ক্রন্দনচ্ছলে একাদশীতে শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের গৃহে বিষ্ণু নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত নীলাচলে নাম-প্রচারকালে শ্রীল জগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা ফলে তাঁহার কৃপায় শ্রীপুরুষোত্তম হইতে তিনি শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তি একটি যষ্টির সাহায্যে বহন করিয়া আনিয়া চাকদহের সংলগ্ন গঙ্গাতীরস্থ যশড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদে দুইবার যশড়া শ্রীপাটে আগমন পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনবিহার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শেষবার শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের গৃহ পবিত্র করতঃ যখন নীলাচলে গমনের জন্য উদ্যত হইলেন তখন তৎপত্নী শ্রীদুঃখিনীদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইলে শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহরূপে তিনি দুঃখিনী মাতার সেবাগ্রহণে স্বীকৃত হন; তদবধি শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহ (পীতবর্ণ দারুময়ী গৌরগোপাল মূর্ত্তি) উক্ত শ্রীপাটে সেবিত হইতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার সময় এখানে প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ·৬২

(২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১·৫০

(৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) — ঐ — „ ১·০০

(৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ ·৫০

(৫) উপদেশামৃত — শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ ·৬২

(৬) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত — শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — „ ১·০০

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS : by THAKUR BHAKTIVINODE —Re. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ :—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — „ ৫·০০

(৯) ভক্ত-ধ্রুব — শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত — „ ১·০০

(১০) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার —
ডাঃ এস, এন, ঘোষ প্রণীত — „ ১·৫০

(১১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৬ : বঙ্গাব্দ —১৩৭৮–৭৯

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-নির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, ১৬ ফাল্গুন (১৩৭৮), ২৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৭২) তারিখে প্রকাশিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। **ভিক্ষা—·৫০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত—·২৫ পয়সা।**

দ্রষ্টব্য :— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১২শ বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১১৭৪০

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১১০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৭৯। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
৫ শ্রীধর, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, সোমবার; ৩১ জুলাই, ১৯৭২।

ধুবড়ীতে প্রভুপাদ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ৯৯ পৃষ্ঠার পর)

শাস্ত্রী—আরোহবাদ কি একেবারে ছাড়া যায়?

প্রভুপাদ—যতদিত আমাদের নিজের শক্তির উপর—নিজের আত্মম্ভরিতার উপর—নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর কর্‌বার বুদ্ধি থাকে, ততদিন মানুষ ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হ'তে পারে না। প্রপত্তি বা শরণাগতি-বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমরা আরোহবাদকেই বহুমানন ক'রে থাকি। যখন নিজের ধার-করা-শক্তির ক্ষুদ্রতা—নিজের আত্মম্ভরিতার অকিঞ্চিৎকরতা—নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝ্‌তে পরি, তখনই আমরা শরণাগত হ'য়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। আপনি শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্রের উপাখ্যান পাঠ ক'রেছেন। ঐ গজেন্দ্র পূর্ব্বে মদমত্ত হ'য়ে ঋতুমৎ উদ্যানের সরোবরে হস্তিনীগণের সঙ্গে যখন ক্রীড়াতে উন্মত্ত হয়েছিল, তখন সকল জলচর জীবের জীবনসঙ্কট উপস্থিত হ'য়েছিল। তা'র ভয়ে অন্যান্য প্রাণীর তিষ্ঠানো দায় হয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দৈবাৎ একটা মহাবলবান কুম্ভীর এসে ঐ মদমত্ত গজেন্দ্রের পা আঁকড়ে ধর্‌লে। হাতীতে ও কুমীরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো, এমন যুদ্ধ হ'তে থাক্‌ল যে, একহাজার বছর কেটে গেল, তথাপি যুদ্ধ শেষ হয় না, দু'জনেই দু'জনের শক্তির বাহাদুরী দেখা'তে লাগ্‌ল। এদিকে গজেন্দ্রের বল ক্রমশঃই কমে আস্‌তে থাক্‌ল, বল হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততা, নিজ শক্তির বড়াই, বাহাদুরী সবই কমে যেতে লাগ্‌ল। গজেন্দ্র কুম্ভীরের গ্রাসে প'ড়ে আর কোন উপায় দেখ্‌তে না পেয়ে একমাত্র ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করাই সব চেয়ে মঙ্গল স্থির কর্‌ল। যতক্ষণ জীব ঐ মদমত্ত গজের ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র অহমিকাকে বড় মনে করে—তা'র উপর অহমিকা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সে আরোহবাদকে বহুমানন করে, আর যখন তা'র চিত্তে ভগবদাশ্রয়ত্বের মহিমা উদিত হয়, তখন প্রপত্তি বা অবরোহবাদে তার চিত্ত ধাবিত হয়। সাধুগণ প্রপত্তির কথাই ব'লে থাকেন। তাঁ'রা অধিরোহবাদের উপদেশ দেন না। যিনি যত বড়ই হউন না কেন, অধিরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে কর্‌লে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, অন্যাশ্রয়-বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা কর্‌তে পারে না,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মগণেরই—কর্ম্মকাণ্ডীয়বুদ্ধি, তা'রা অভ্যুদয়বাদী—তা'রাই আরোহবাদী, আর মোক্ষবাদী

জ্ঞানি-যোগিগণ নিজের চেষ্টায় উঁচু হ'তে চান। "জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।" জ্ঞানী ব্রহ্ম হ'তে চান। ক্ষুদ্রের বড় হওয়ার পিপাসার নামই—আরোহবাদ। যোগী দু'চারপাঁচ হাত উঁচু হতে চান,—বিভূতি বা কৈবল্য লাভ করতে চান—এ সকলই আরোহচেষ্টা। এতে জীব—

"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকে আরোহবাদী জ্ঞানী হওয়ার যত্ন না ক'রে—আরোহবাদী কর্ম্মী-যোগী হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে—বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা দ্বারা তাড়িত না হ'য়ে যদি কায়মনোবাক্যে প্রপন্ন হ'য়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা'হলেই অজিত আমাদের কাছে জিত হ'বেন। যতটা পণ্ডিত আছি বা মূর্খ আছি—যে যেখানে আছি, সেখানে থাকাকালেই সাধু-দিগের মুখ-দ্বারে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে আমরা পরিচ্ছিন্ন ভূমিকায় অর্থাৎ কুণ্ঠরাজ্যে বাস কর্‌ছি, আমরা যদি এখানে আমাদের mental speculation নিয়ে শাস্ত্র বিচার করতে আরম্ভ করি, তা'হলে আমরা বঞ্চিত হ'ব। 'বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার দ্বারা তাড়িত হ'য়ে শাস্ত্র আলোচনা করা' মানে—শাস্ত্রকে আমাদের অধীন ক'রে ফেল্‌তে চাওয়া, কিন্তু শাস্ত্র—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—কৃষ্ণের অবতার। তিনি বল্‌ছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

মায়ার প্রভু হওয়ার জন্য যে চেষ্টা, সেটা—কর্ম্মকাণ্ড। প্রভুমদমত্ত হয়ে যে উপদেশ লাভ করবার অভিনয় করি, তাতে আমরা বঞ্চিত হই, শাস্ত্র আমাদের কাছে প্রকাশিত হন না। শাস্ত্র শরণাগতের কাছেই প্রকাশিত হন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যাঁর ভগবানে উত্তমাভক্তি, পরা ভক্তি অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিশূন্যা অহৈতুকী ভক্তি আছে, আবার যেমন ভগবানে তেমনি শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, তাঁর কাছেই শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে। মহাপ্রভুর উপদেশ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যে সময় 'তৃণাদপি সুনীচ' থাকা যাবে, সেই সময়ই হরিকীর্ত্তন হ'বে; একটুকু উঁচু হতে চাইলেই কীর্ত্তন হতে ছুটি পেতে হবে।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

যখন অদ্বয়জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন Rupture (সংঘর্ষ) ব'লে কোন কথা এসে উপস্থিত হয় না।

শাস্ত্রী—"মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্" এই স্থানে 'চ' শব্দের দ্বারা 'ভগবান্' ও 'মায়া' দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব লক্ষিত হচ্ছে?

প্রভুপাদ—'চ' শব্দের প্রয়োগ দেখে কেউ কেউ মনে করতে পারেন,—ভগবান্ একটী, আর মায়া আর একটী, এই দুটো জিনিষ; কিন্তু তা' নয়। 'চ' শব্দের প্রয়োগের তাৎপর্য্য—মায়া কৃষ্ণেরই শক্তি, কৃষ্ণকে নির্দ্দেশ ক'রে 'মায়া' বলা যায় না, অথচ 'মায়া' কৃষ্ণ ছাড়া বস্তু নয়। চতুঃশ্লোকীতে এই কথাটী এইরূপভাবে বলা হ'য়েছে,—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।"

মায়া ভগবানের বাইরের অঙ্গের একটা শক্তি। শ্রীধরস্বামী টীকায় বল্‌ছেন,—'তদপাশ্রয়াং ঈশ্বরাশ্রয়াং তদধীনাং মায়াঞ্চাপশ্যৎ'। জীব পূর্ণপুরুষের শক্তি—স্বয়ং পূর্ণপুরুষ নহে। পূর্ণপুরুষ কখনও মায়ার দ্বারা অভিভূত হন না; যেহেতু পূর্ণপুরুষের অধীনা—'মায়া'—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

যারা দরিদ্রতাকেই 'নারায়ণত্ব' বলে, তা'রা নারায়ণের মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে কর্ম্মকাণ্ডী হ'য়ে পড়ে—ভগবৎসেবা হ'তে বিচ্যুত হয়। নারায়ণ কখনও মায়া-বশীভূত হন না—লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কখনও 'দরিদ্র' হন না—ব্রহ্ম কখনও মায়ার ফাঁদে প'ড়ে কাঁদেন না; এসকল কথা শ্রীচৈতন্যদেব খুব ভাল ক'রে জানিয়েছেন।

ক্ষুদ্র জীবই কৃষ্ণ-বিস্মৃতিফলে আপনাকে কখনও দরিদ্র, কখনও ধনী, কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও বুভুক্ষু, কখনও মুমুক্ষু, কখনও যোগী, তপস্বী মনে করে ; অণুচিৎ জীবেরই মায়া-দ্বারা অভিভূত হবার যোগ্যতা। নারায়ণ দরিদ্র হন, ব্রহ্ম মায়ার ফাঁদে প'ড়ে কাঁদেন—এই সকল কল্পিত দুষ্টমত নিরাস কর্‌বার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ব'ল্‌ছেন,—তা' নয়, ঐ পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণের বিস্মৃতি-ফলে জীব মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে, "আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।" জীব 'পর' হয়েও অনর্থকে বহুমানন করে। 'আমি দরিদ্র,' 'আমি ধনী' ইত্যাদি জ্ঞানই অনর্থ বা স্বরূপবিস্মৃতি। 'পর' অর্থে—গুণত্রয়ের ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়েও মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি দ্বারা আবদ্ধ হ'য়ে জীব আপনাকে দরিদ্রাদি বিচার করে ; সুতরাং এটা নারায়ণের দরিদ্রতা-প্রাপ্তি নয়, জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতিফলস্বরূপ মায়া-কবলিত হ'য়ে অনর্থের বহুমানন। যা'রা নারায়ণের দরিদ্রত্ব কল্পনা করে, তা'রা অনর্থগ্রস্ত জীব। তাই ভাগবত ব'ল্‌লেন,—এই অনর্থ-ব্যাধি উপশমের মহৌষধি—অধোক্ষজে সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগ :—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।"

অক্ষজ-বস্তুর সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া কৈতবমাত্র। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপ কৈতবধর্ম্মের আশ্রিত হ'য়ে কখনও ভগবানের সেবা লাভ করা যায় না। কর্ম্মাবৃত, জ্ঞানাবৃত, যোগাবৃত, তপস্যাবৃত বিদ্ধভক্তি সাক্ষাদ্ভক্তিযোগ নহে ; সুতরাং উহা অধোক্ষজের পাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারে না। কাজেই অধোক্ষজে সাক্ষাদ্ভক্তি-যোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অনর্থেরও উপশম হয় না, অনর্থের উপশম না হওয়ার দরুণ অনর্থগ্রস্ত জীব নানা প্রলাপ ব'কে থাকে—নারায়ণের দরিদ্রত্ব দর্শন করে! কেবলা-ভক্তি বা সেবাপ্রবৃত্তির দ্বারা—approaching tendency নিয়ে কাণ দু'টোকে সর্ব্বদা সাধুর কাছে খাড়া ক'রে রাখ্‌লে একমাত্র সে জগতের বস্তুর খবর পাওয়া যায়। বিষ্ণু-পরতত্ত্বকে ইতরদেবসামান্যে কল্পনা করা অনর্থ-ব্যারামীর একটী স্বভাব ; তাই সুচিকিৎসক ব্যাসদেব তাঁর নিদান-গ্রন্থে সাবধান ক'রেছেন,—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্য বুদ্ধি-র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে—নারকী।

এসব কথা বল্লেই যাঁদের বাস্তবসত্যে সুদৃঢ় আদর নেই, তাঁ'রা বল্‌বেন,—বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বড় ক'রে তুলেছেন, শৈবশাস্ত্রে শিবকেই বড় ক'রে বলা হয়েছে, শাক্তগণ শক্তিকেই সব চেয়ে বড় ব'লেছেন, গাণপত্যগণ গণপতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লেছেন, সৌরগণ সূর্য্যকে শ্রেষ্ঠ বল্‌ছেন ; সুতরাং সবই সমান। যে যার দেবতাকে বড় ক'রে সাজিয়েছে। বেদশাস্ত্রে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, বিষ্ণু—সকলেরই যখন কথা আছে, তখন বিষ্ণু ইতর দেবতা-গণেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত,—এরূপ কথা বাস্তব-সত্যে বা অদ্বয়জ্ঞানে বিশ্বাসের অভাব হ'তেই অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বিচার এসে উপস্থিত হয় ; এটা একটা Sophistry বা একপ্রকার Scepticism (সন্দেহবাদ) Sophistগণ ব'লে থাকেন,—"The (individual) man is the measure of all things." Different men judge differently and one man's opinion is as good as another. "So many men, so many minds" 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।' একে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ 'relativism' বলে, কারণ It makes our opinions about things to be relative to our mental constitutions. এসব empericism (অভিজ্ঞতাবাদ) হ'তে প্রসূত Scepticism (সন্দেহবাদ) অথবা agnosticism (অজ্ঞেয়তাবাদ) এর প্রকারভেদ। এতে Absolute Truth বা বাস্তব সত্যের প্রতি আদর নেই—মুখে আদর দেখালেও কার্য্যতঃ নেই। এসকল নাস্তিকতার প্রকারভেদ মাত্র। বাস্তবসত্যাশ্রয়িগণ—নির্ম্মৎসর, তাঁরা বলেন,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

কৃষ্ণই—অখিল রসামৃতসিন্ধু। পাঁচ প্রকার রসে তত্তন্নিত্যরসিকভক্তগণের অনুগত হ'য়ে তাঁ'র সেবা কর্‌তে হবে।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

এ সকল উপলব্ধি যিনি করিয়ে দেন, তিনিই দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা গুরুদেব; সেই গুরুদেবের নিকটই উপনীত হ'তে হবে,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

হরিকথা বা ভাগবত এইরূপ গুরু-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ কর্‌তে হবে। কেবল অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা ব্যক্তির নিকট নহে—পরোপদেশে পণ্ডিতের নিকট নহে, আচরণশীল মহাভাগবতের নিকট,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র তরঙ্গ॥"

অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্‌তে হ'বে। মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন,—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। 'সদা' শব্দে কালের কোন ব্যবধান নেই, জানা যাচ্ছে। মানুষের মুহূর্ত্ত মাত্রও অন্য কোন কাজ নেই—কর্ত্তব্য নেই, হরিকীর্ত্তন ছাড়া; এমন কি, পশু-পক্ষীর কাছেও হরিকথা কীর্ত্তন কর্‌তে হবে। অনভিজ্ঞ লোকে আমাদিগকে উন্মত্ত বলুক, অবুঝ বলুক, ক্ষতি নাই—

পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরামদাতিমত্তাঃ
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ।

আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম। আপনি যখন ভাগবত আলোচনা করেন, তখন আপনি এ সকল অনেক কথাই শুনে থাক্‌বেন।

শাস্ত্রী—যদি আপনার ন্যায় গুরু পাই, তবেই ভাগবত আলোচনার সম্ভব। আপনি আমাকে যথেষ্ট কৃপা কর্‌লেন। ভক্তির স্বরূপটী জানাইয়া দিন।

প্রভুপাদ—কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অচিন্মাত্রবাদ ও চিন্মাত্রবাদ বিচার এবং চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্তের কথামাত্র উল্লেখ ক'রেছিলাম, তখন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কিছু চিদ্‌বিলাসের কথা শুন্‌তে চেয়েছিলেন।

শাস্ত্রী—মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ আমার বৈবাহিক।

প্রভুপাদ—এবার কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে সূর্য্যোপরাগ-চ্ছলে পূর্ব্বকালে যে রাধাগোবিন্দের মিলন হ'য়েছিল, সেই অভিনয়ের সেবা কর্‌বার জন্য, সেই লীলার উদ্দীপনার জন্য বাংলাদেশ হ'তে আমরা বহুলোক তথায় যাচ্ছি। এবার সূর্য্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে সেই ভাগবতী লীলার অভিনয় হবে। আপনার অতিরিক্ত সময় হ'য়ে যাচ্ছে, আপনাকে আর আমি কষ্ট দিতে চাই না। আমাদের অন্য কাজকর্ম্ম নেই, আমরা এ সকল কথা নিয়েই দিনরাত্রি কাটাতে পারি।

শাস্ত্রী—এতে আমার কোনই কষ্ট হচ্ছে না, বরং আপনার উপদেশ লাভ ক'রে আমি আজ ধন্য হ'লাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই কথা বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং যাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে 'হারমনিষ্ট-সজ্জনতোষণী,' 'গৌড়ীয়' এবং 'নদীয়া-প্রকাশ'—এই পারমার্থিক পত্রগুলি উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন। 'দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ' দর্শনে শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—আপনাদের দৈনিক কাগজও আছে! পরমার্থবিষয়ের দৈনিক কাগজ! বিশেষতঃ বাংলার মত স্থানে সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব!

প্রভুপাদ—মহাপ্রভুর আদেশ,— "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" লোকে রোজ রোজ হরিকথা শুনুক। জগতের লোক প্রত্যহ গ্রাম্যকথা শুন্‌বার জন্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহ পাঠ ক'রে থাকে, পরস্পর দেখাশুনা হ'লে গ্রাম্য আলাপ ক'রে থাকে, গ্রাম্যবার্ত্তার আব্‌হাওয়া তাহাদিগকে সব

সময়ই ঘিরে রেখেছে। আমরা বল্‌ছি,—রোজ রোজ চৈতন্য-কথা শ্রবণ করুক, পরস্পর দেখা-শুনা হ'লে চৈতন্য-কথা আলাপ-প্রলাপ করুক, অনুক্ষণ চৈতন্য কথার আব্‌হাওয়ার ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুক, জগতে যেন চৈতন্য-কথা ছাড়া আর অচৈতন্য-কথা না থাকে। চৈতন্যানুশীলন অনুক্ষণ সঞ্জীবিত রাখ্‌তে হ'লে আমাদিগকে অনুক্ষণ চৈতন্যের কথার ভিতরে থাক্‌তে হবে। আজ অচৈতন্যবাদী বহু লোকের বাধা এবং বহু লোকের পরিশ্রম, অর্থব্যয় স্বীকার ক'রে প্রত্যহ—অনুক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে। অচৈতন্য বিশ্ব এমন অনর্থ-রোগে প্রপীড়িত হ'য়ে রয়েছে—এমন অচেতনতার নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে যে, তার মঙ্গলের ঔষধটী গ্রহণ কর্‌বে না, আর বাদবাকী সব কর্‌বে, চৈতন্য-কথা কিছুতেই শুন্‌তে চাইবে না। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি—সব খরচ ক'রে অচৈতন্য কথা শুন্‌বে—নিজের অমঙ্গল নিজে ডেকে আন্‌বে—কুপথ্য খেয়ে খেয়ে রোগ আরো বৃদ্ধি কর্‌বে—শেষে নরকে চলে যাবে, তথাপি রোজ রোজ একটুকু করে চৈতন্যের কথা শুন্‌লে কত মঙ্গল হ'তে পারে—কত সুবিধা হ'তে পারে, সেই মঙ্গল—সেই সুবিধা কিছুতেই নেবে না। কিছুতেই মঙ্গল নোব না—এটা যেন প্রতিজ্ঞা ক'রে তারা বসে রয়েছে; তথাপি অচৈতন্য জগতের সমস্ত বাধা-বিপত্তির পাহাড় যেন উপ্‌ড়ে ঠেলে ফেলে চৈতন্য ভক্তগণ রোজ রোজ চৈতন্যের বার্ত্তাবহ নদীয়া-প্রকাশকে জগতে প্রকাশ কর্‌ছেন।

শাস্ত্রী—পারমার্থিক দৈনিকপত্র বাস্তবিকই বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা!

শাস্ত্রী মহাশয় এই কথা বলিয়া পুনরায় প্রভুপাদকে প্রণতি-সম্ভাষণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

বৈষ্ণবের জীবনবৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী এই উভয় দলের মধ্যে যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত, তিনি বৈষ্ণব। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ভিক্ষা-দ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। গৃহস্থবৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম অনুসারে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম নাই, তাঁহারাও স্বীয় স্বীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে ন্যায্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মস্বভাবপ্রাপ্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপদিষ্ট যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি জীবনযাপনের বৃত্তি। রাজ্যপালন, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্যবৃত্তি ও ত্রিবর্ণের সেবা,—ইহাই শূদ্রবৃত্তি। এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ন্যায়পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করত প্রাণরক্ষা করার নাম ধর্ম্ম। রাজকার্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ শূদ্রযোগ্য রাজকার্য্য ও ক্ষত্রযোগ্য রাজকার্য্য। কার্য্যালয়ে নিয়মিত সময়ে গমনপূর্ব্বক লেখাপড়ার দ্বারা রাজ্যশাসন-কার্য্যে যাঁহারা রাজসেবা করেন, তাঁহাদের ক্ষাত্রবৃত্তি। এই সকল রাজসেবকদিগের পক্ষে রাজদত্ত বেতন-দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করাই উচিত। গোপনে অর্থসংগ্রহ করাটা চৌর্য্যবৃত্তি। তাহা দুই প্রকার। রাজদত্ত বেতন অপেক্ষা অধিক ধন রাজভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া লওয়া একপ্রকার চৌর্য্য। নিজকর্ত্তব্য কার্য্য-সূত্রে অপর লোকের নিকট হইতে উৎকোচগ্রহণ করা দ্বিতীয় প্রকার চৌর্য্য। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়াছেন;—

রাজবর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥

যে সকল রাজকর্ম্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রভুর মতে দণ্ড্য, অতএব অবৈষ্ণব। এই পাপক্রিয়া তাঁহারা সত্বরে পরিত্যাগ করিবেন। বেতনের দ্বারা জীবনযাত্রা যতদূর নির্ব্বাহ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বৈষ্ণবের উচিত।

যাঁহারা রাজার নিকট নিয়মিত অর্থদান চুক্তি করিয়া বিষয় ভোগ করেন, তাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া যাহা পান তাহাই তাঁহাদের সদ্‌বৃত্তিপ্রাপ্ত ধন। তৎসম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—

"ব্যয় না করিও কভু রাজার মূলধন ॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিও নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় ॥
অসদ্ব্যয় না করিও যাতে দুইলোক যায়।"

মদ্যমাংসভোজন, অসৎ নাট্যাদি দর্শন, বৃথা মোকদ্দমা ইত্যাদিতে ব্যয়, অসৎপাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসৎ ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথিসেবা, দুঃখী-লোককে অন্নদান, পীড়িত-লোককে ঔষধ ও পথ্য দান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান, দরিদ্রলোককে কন্যাদি দায় হইতে মুক্তকরণ, এই সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা একটি বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎসেবা ও শ্রীভাগবত-সেবাতে হইয়া থাকে। যে সব ধনী, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরে ভগবৎসেবার উদ্দেশে অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের তুল্য সদ্বৈষ্ণব আর কে আছেন? প্রভুর দৈনন্দিন-সেবা সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থবৈষ্ণবদিগের অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য।

———

জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

[শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এ, বি-টি]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর)

মুক্তিসুখ অপেক্ষা ভক্তিসুখ বা ভগবৎ-সেবানন্দ কোটি কোটি গুণ অধিক বলিয়াই ভক্ত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিন্তু মুক্তগণ ভাগ্যক্রমে ভগবান্ ও ভক্তের কৃপায় ভগবৎপ্রীতি-মাধুর্য্য অনুভব করত শ্রীহরিপাদপদ্মে ভক্তি করিয়া থাকেন। মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠতার জন্যই মুক্তগণ ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীশুকদেব ও সনকাদি মুনিগণই তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৭-১৪২)—

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১২।৬৯)

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥

[যিনি সংসার-নির্ম্মুক্ত এবং ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিলেও কৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলায় আকৃষ্ট হইয়া সেই ব্রহ্মসুখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণসম্বন্ধী তত্ত্বদীপস্বরূপ শ্রীভাগবত-পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিল পাপনাশী ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি।]

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

[জীবন্মুক্ত আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরির পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। এতাদৃশ শ্রীহরির গুণ-মাধুর্য্য।]

এই সব রহু, কৃষ্ণ-চরণ-সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥

[সেই অরবিন্দনেত্র শ্রীহরির পাদপদ্মে স্থিত তুলসীর মধুগন্ধযুক্ত বায়ু সনকাদি মুনি-চতুষ্টয়ের নাসিকায় প্রবিষ্ট হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ভগবৎ-পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়াছিল।]

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—

ভগবানে ভক্তি—পরম পুরুষার্থ হয়॥
'আত্মারাম' পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৮৪-৮৫)

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি।"
(ভাঃ ১০।৮৭।২১ টীকা)

অর্থাৎ শ্রুতিতে মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছেন। তাই মুক্ত পুরুষগণ যে ভগবানের ভজন করেন এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

'যং বৈ সর্ব্বে দেবা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।'
(শ্রীনৃসিংহপূর্ব্বতাপনী-উপনিষৎ)

সেই ভগবান্‌কে সমস্ত দেবতা, মুমুক্ষু (মোক্ষাভিলাষী) এবং ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ মুক্তগণ নমস্কারের দ্বারা ভজনা করেন।

ব্রহ্মণা বদিতুং স্থিরীভবিতুং শীলমেষামিতি ব্রহ্মবাদিনো মুক্তা ইতি। বদ স্থৈর্য্যে ইতি স্মরণাৎ। (প্রীতিসন্দর্ভ)

অদ্বৈতবাদগুরু আচার্য্য শঙ্করও উক্ত শ্রুতির ভাষ্যে এ কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।'

অর্থাৎ মুক্ত পুরুষও ভক্তির কৃপায় উপযুক্ত দেহ পাইয়া ভগবানের ভজনা করেন—ভগবানের সেবা অর্থাৎ ভক্তি করেন।

শ্রুতি আরও বলেন—

সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তি। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত।
(বেদান্তদর্শন ৪।১।১২ সূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত সৌপর্ণশ্রুতি)

সর্ব্বদা ভগবানের উপাসনা করিবে, মুক্তি পর্য্যন্ত উপাসনা করিবে, মুক্তগণও ভগবানের উপাসনা করেন।

"মুক্তানামপি ভক্তির্হি পরমানন্দরূপিণী।"
(শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত মহাভারততাৎপর্য্যধৃত শ্রুতিবাক্য)
"ভক্তি মুক্তগণেরও পরমানন্দরূপিণী।"

শাস্ত্র আরও বলেন—

যথা শ্রীর্নিত্যমুক্তাপি প্রাপ্তকামাপি সর্ব্বদা।
উপাস্তে নিত্যশো বিষ্ণুমেবং ভক্তো হরের্ভবেৎ॥
(বেদান্তদর্শন ৩।৩।৪১ সূত্রের মধ্বভাষ্যধৃত বৃহত্তন্ত্র)

লক্ষ্মী নিত্যমুক্তা, তাঁহার নিখিল অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল, তথাপি তিনি যেমন সতত বিষ্ণুকে উপাসনা করেন, হরির অন্য ভক্তগণও সেইরূপ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা নিত্যমুক্তপার্ষদ এবং পরিপূর্ণ সর্ব্বমনোরথ হইলেও কেবল প্রেমবশতঃ শ্রীহরির সেবা করেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—

ন হ্রাসো ন চ বৃদ্ধির্বা মুক্তানাং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
বিদ্বৎপ্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ কারণাভাবতোঽনুমা॥
হরেরুপাসনা চাত্র সদৈব সুখরূপিণী।
ন চ সাধনভূতা সা সিদ্ধিরেবাত্র সা যতঃ॥

মুক্তগণের কোন হ্রাসবৃদ্ধি নাই, ইহা জ্ঞানিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং হ্রাসবৃদ্ধির কারণাভাবহেতুও তাহা অনুমিত হয়। হরির উপাসনা সর্ব্বদাই মুক্তাবস্থায়ও সুখরূপিণী। মুক্তাবস্থায় তাহা সাধনভূতা নহে, যেহেতু এস্থলে তাহা সিদ্ধি। মুক্তি হইতে ভক্তি-সুখের আধিক্য বলিয়াই মুক্তগণ ভগবানের উপাসনা করেন। কারণ তাঁহাদের অন্য কোন কামনা নাই।

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমরা ত্রৈলোক্য-সম্মোহন তন্ত্রেও ব্রহ্মবিদ্যা ও জাবালি-মুনির একটি উপাখ্যান পাই—

জাবালি নামে বিখ্যাত এক ব্রহ্মচারী মুনি অধ্যাত্মচর্চায় নিরত থাকিয়া চিত্ত-সংযম করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একদিন দেখিলেন যে—এক তাপসী কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিমগ্না আছেন, তিনি বয়সে তরুণী, পরম রূপান্বিতা ও দিব্যজ্যোতির্বিশিষ্টা। তাপসী কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করত নির্ণিমেষ-নয়নে মৌনী ও নিশ্চল হইয়া রহিয়াছেন, আহারাদি কিছুই নাই।

তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মবাদী সেই মুনি তথায় বহুদিন অবস্থান করিলেন। একদিন তপস্যা হইতে উঠিলে পর অবসর পাইয়া মুনি তাঁহাকে প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিলেন—'হে তাপসী, আপনার পরিচয় কি এবং আপনি কি জন্য তপস্যা করিতেছেন—ইহা আমার জানিবার একান্ত ইচ্ছা। যদি যোগ্য হয় তবে কৃপাপূর্ব্বক বলুন।' তপশ্চর্য্যায় শরীর কৃশ হইয়াছিল বলিয়া তখন তাপসী ধীরে ধীরে বলিলেন—'আমি

অতুলনীয় ব্রহ্মবিদ্যা, আমাকে যোগীন্দ্রগণ অনুসন্ধান করেন, আমি ইন্দ্রিয় ও আহার সংযম করত দুষ্কর তপস্যার্থ পুরুষোত্তমের ধ্যান করিতে করিতে ঘোর বনে ভ্রমণ করিয়া থাকি—

ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাহং জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তধীঃ।
তথাপি শূন্যমাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা॥
(ত্রৈলোক্যসম্মোহন তন্ত্র)

আমি ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানাদিতে পরিতৃপ্ত, তথাপি কৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত নিজেকে শূন্য মনে করিতেছি। এক্ষণে মহানির্বেদগ্রস্ত হইয়া এই দেহত্যাগ করিবার জন্য এই পুণ্য সরোবরে যাইতেছি।' তাঁহার এই বাক্য-শ্রবণে মুনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণতি পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণোপাসনার শুভবিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনির আর্ত্তি দেখিয়া তাপসী তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করত ভজনবিধি জ্ঞাপন করেন। তখন মুনি ব্রহ্মবিদ্যা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অধ্যাত্মচর্চ্চা জ্ঞানাভ্যাসাদি ত্যাগ পূর্ব্বক পরমানন্দে মানস-সরোবরে গমন করিলেন এবং তথায় ভগবদ্ভজন করত বৃন্দাবনে শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তি-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বলিয়াছেন—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূ-বিটেন॥
(ভঃ রঃ সি ৩।১।৪৪ ধৃত বিল্বমঙ্গলবাক্য)

অহো! অদ্বৈতমার্গের পথিকগণের দ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দসিংহাসনে পূজাপ্রাপ্ত অর্থাৎ আত্মানন্দে পূর্ণ থাকিয়াও আমি কোন গোপবধূলম্পট শঠ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি। অদ্বৈতবাদিগণের গুরু শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও কৃষ্ণপ্রীতিরসে আকৃষ্ট হইয়া স্বকৃত 'ব্রহ্মানন্দ' নামক গ্রন্থের শেষে উপরি উক্ত শ্লোক উল্লেখপূর্ব্বক নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি অন্যত্র আরও বলিয়াছেন—

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণ-বিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দু-সুন্দর-মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

নবজলধরশ্যাম, পীতাম্বর-পরিহিত, যাঁহার ওষ্ঠযুগল বিম্বফলের ন্যায় অরুণ, পূর্ণচন্দ্র হইতেও যাঁহার শ্রীমুখ সুন্দর, সেই ভুবনমোহন বংশীধারী কৃষ্ণ হইতে আমি আর শ্রেষ্ঠতত্ত্ব কিছু জানি না।

লোকশিক্ষার্থ ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সান্দীপনি মুনির অবতার সন্ন্যাসীবর শ্রীমৎ কেশবভারতীকে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে তিনি ভক্তির শ্রেষ্ঠতার কথাই বলিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯ম)—

প্রভু বলে—'জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি, কহ ত করি দঢ়॥'
কতক্ষণ ভারতী বিচার করি' মনে।
কহিতে লাগিল গৌরসুন্দরের স্থানে॥
ভারতী বলেন—'মনে বিচারিল তত্ত্ব।
সবা হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব॥'
প্রভু বলে—'জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে?
'জ্ঞান বড়' করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে॥'
ভারতী বলেন—'তারা না বুঝে বিচার।
মহাজন-পথে সে গমন সবাকার॥'
বেদশাস্ত্রে মহাজন-পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি' অবুধ সে অন্যপথে যায়॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ শুক ব্যাস।
সনকাদি করি যুধিষ্ঠির পঞ্চ দাস॥
প্রিয়ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রূর উদ্ধব।
'মহাজন' হেন নাম যত আছে সব॥
'ভক্তি' সে মাগেন সবে ঈশ্বর-চরণে।
'জ্ঞান' বড় হৈলে 'ভক্তি' মাগে কি কারণে?
বিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ॥
সবার বচন এই পুরাণে প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান॥

তথা হি (ভাঃ ১০।১৪।৩০)

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥

'কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই' যেন তোমা সেবিয়ে সর্ব্বথা॥
এইমত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি' ভক্তি মাত্র চায়॥

তথা হি (বিষ্ণুপুরাণ ১।২০।১৮)

নাথ, যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন-পথ সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ॥

তথা হি (মহাভারত বনপর্ব্ব ৩১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

'ভক্তি বড়' শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
'হরি' বলি' গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেমসুখে॥
প্রভু বলে,—'যা'র মুখে নাহি ভক্তিকথা।
তপ, শিখা-সূত্র-ত্যাগ তা'র সব বৃথা॥'

জগদ্গুরু শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

ওঁ সা তু কর্ম্মজ্ঞান-যোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা॥
ওঁ ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী।

(নারদীয় ভক্তিসূত্র ৪।২৫, ১০।৮১)

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সাধন অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ এবং সকল সাধনের ফল অপেক্ষা ভক্তির ফল অতি উৎকৃষ্ট। তাই কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি সাধক অপেক্ষা ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বোপনিষৎসার গীতাশাস্ত্রে (৬।৪৬-৪৭) ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

হে অর্জ্জুন, যোগী তপোনিষ্ঠগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার মত।

যিনি আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজন করেন, তিনি সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; ইহাই আমার অভিমত।

উক্ত গীঃ ৬।৪৭ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা,—

'যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে, স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ, অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ।'

এখন প্রশ্ন,—শাস্ত্র তারস্বরে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিলেও সকলে ভক্তির পথ গ্রহণ করে না কেন? তদুত্তর এই যে,—ভক্তি সর্ব্বগুহ্যতম পরম-ধর্ম্ম। মহামূল্য মণি-মাণিক্য যেরূপ সকলে ব্যবহার করিতে পারে না, সেইরূপ মহাভাগ্য না থাকিলে কেহই ভক্তি-পথ আশ্রয় করে না। দুর্ভাগা ব্যক্তি ভগবানের ভজন করে না। ভক্তি সুদুর্ল্লভ। তাই পদ্মপুরাণ বলেন—

লক্ষেষু শৃণুতে কশ্চিৎ কোটিষ্বেকস্তু বুধ্যতে।
ভক্তিতত্ত্বং পরিজ্ঞায় কশ্চিদেব সমাচরেৎ॥

লক্ষলোকের মধ্যে একজন ভক্তির কথা শুনেন, শ্রবণকারী কোটি ব্যক্তির মধ্যে একজন ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে পারেন এবং তন্মধ্য হইতে বিশেষ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই ভক্তিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা নিজ জীবনে আচরণ করিয়া ধন্য হন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥

(স্কন্দপুরাণ)

যাহাদের লেশমাত্রও পুণ্য নাই সেই মহাপাপী, মূঢ় ও কুটিল ব্যক্তিগণের গোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তি হয়

না—তাহারা শ্রীহরির কীর্ত্তন-স্মরণাদিরূপ ভক্তি যাজন করিতে পারে না।

ভক্তি একমাত্র ভক্তকৃপৈকলভ্যা। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ভক্তি লাভ হয় না।

শাস্ত্র বলেন—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ দ্বারা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সেই সুদুর্ল্লভ ভক্তসঙ্গও পূর্ব্বসঞ্চিত ভাগ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্গুরুং ভজেৎ॥
(হঃ ভঃ বি ১।২৩)

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ লাভ হয়। তখন ভক্তের শ্রীমুখে ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভক্তিলাভার্থ সদ্গুরুচরণাশ্রয় করত তৎকৃপায় ভক্তিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক ধন্য ও কৃতার্থ হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে সাধুসঙ্গ-প্রশস্তি

[শ্রীনর্ম্মদা কুমার দাস—শিলং]

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥
কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ

শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ, একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তিনি গ্রাহ্য, অনন্যা ভক্তির দ্বারাই তিনি লভ্য—ইত্যাকার সংবাদ দিয়াছেন বেদ-ভাগবত-গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে যাহা 'প্রমাণমমলম্'—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া **পুনঃ পুনঃ** তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। এই ভক্তিযোগ ভাগবত-ধর্ম, সাত্বত-ধর্ম, প্রেমধর্ম ইত্যাদি নামেও অভিহিত হয়। শুদ্ধা ভক্তি লাভের উপায় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য, ২৪শ পঃ) বলেন—"সাধুসঙ্গ কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়। কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥" কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে জীবের পক্ষে এরূপ কৃষ্ণ-কৃপালাভ সাধারণতঃ দুর্ঘট। এমতাবস্থায় **সাধুসঙ্গই** তাহার একমাত্র সম্বল।

ভাগবত-ধর্ম্মের সাধনার প্রথম সোপান শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ (গুরুপাদাশ্রয় এই সাধুসঙ্গের অন্তর্ভূত)। "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া"—বলিয়াছেন শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে। অতএব শ্রদ্ধা কি তাহাই আগে জানিয়া লওয়া আবশ্যক। "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়॥" (চৈঃ চঃ)। গুরু-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস—ইহাও শ্রদ্ধার আর একটী সংজ্ঞা। কিন্তু ইহা পরের কথা। ভক্তিমার্গে প্রথম শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় কিসে?

তাহাও প্রাথমিক সাধুসঙ্গেরই ফল। শ্রীমদ্ভাগবতের "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্" (১১।২০।৮) ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় 'যদৃচ্ছয়া' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—'কেনাপি পরমস্বতন্ত্র **ভগবদ্ভক্তসঙ্গ**-তৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন'—পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-হেতুক সেই ভক্তের কৃপাজাত কোনও পরম সৌভাগ্যবশতঃই (ভগবৎ কথাদিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়)। আবার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের 'যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে' (১।২।১৪) এই শ্লোকের 'অতিভাগ্যেন' শব্দের ব্যাখ্যায়ও তিনি লিখিয়াছেন—'অতিভাগ্যেন **মহৎসঙ্গাদিজাত** সংস্কার বিশেষেণ'। অর্থাৎ 'অতিভাগ্য' শব্দেও মহৎসঙ্গাদিজাত সংস্কার-বিশেষকেই বুঝাইতেছে। **ভগবদ্ভক্তসঙ্গ, মহৎসঙ্গ** এবং **সাধুসঙ্গ** একই কথা। ভগবদ্ভক্তিই সাধু-মহান্তগণের স্বরূপলক্ষণ। বিশেষতঃ যে সাধুদের সঙ্গগুণে ভক্তিমার্গে প্রবেশলাভ ঘটিবে তাঁহারা অবশ্যই শুদ্ধ ভক্ত হইবেন। সুতরাং

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ" তাহাতে আর সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নাই। সাধুগণই ভগবদ্ভক্তিধারার ধারক ও বাহক।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১২)

—যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে তাঁহাতে যাবতীয় গুণরাশিসহ দেবগণ সমাসীন থাকেন। যে ব্যক্তি হরিভক্তিবিহীন সে মহদ্‌গুণরাজি কোথায় পাইবে? সে ত বহির্মুখ হইয়া আপন মনোরথে অসদ্বিষয়েই ধাবিত হইবে।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্‌গতচেতসঃ॥
(ভাঃ ৩।২৫।২১-২৩)

—(মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব) সাধুগণ সহিষ্ণু, কারুণিক, সর্বদেহীর সুহৃদ্, সকলের প্রতি শত্রুভাববর্জিত, শান্ত (নিষ্কাম) ও অন্যান্য উত্তম গুণাদি দ্বারা সমলঙ্কৃত। তাঁহারা আমাতে (ভগবানে) অনন্যা ও দৃঢ়া ভক্তি করিয়া থাকেন এবং আমার (সেবাবিধানের) জন্য অন্য সমস্ত ধর্মকর্ম ও স্বজন-বান্ধবাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মদ্বিষয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন। মদ্‌গতচিত্ত এই সাধুগণকে আধ্যাত্মিকাদি তাপে তাপিত করে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের আরও অনেক স্থলে সাধু-মহান্তগণের বিবিধ সদ্‌গুণের উল্লেখ আছে, যথা ৫।৫।২-৩, ১১।১১। ২৯-৩২ ইত্যাদি শ্লোকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আছে—মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সাধুদের স্মরণ, দর্শন, প্রণাম, পদধূলি গ্রহণ, সেবা, উপদেশাদি শ্রবণ ইত্যাদি সব কিছুই সাধুসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাদ্‌ভাবে এবং তাৎপর্যবৃত্তিদ্বারা সাধুসঙ্গের প্রশস্তি কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহার কারণ উপলব্ধ হইবে। এক্ষণে ভাগবতের সাধুসঙ্গ-প্রশস্তিবাচক শ্লোকসমূহের কতকগুলি যথাসম্ভব আলোচিত হইতেছে—যাহা এই নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

* * মুনয়ঃ প্রশমায়মানাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ **স্বর্ধুন্যাপোহ**নুসেবয়া॥
(ভাঃ ১।১।১৫)

—ভগবন্নিষ্ঠাপরায়ণ মুনিগণ সান্নিধ্যমাত্র দ্বারা সেবিত হইয়া (দর্শনমাত্র) **সদ্যই** লোককে পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু **সুরধনীর জল** সাক্ষাৎ সেবা অর্থাৎ স্পর্শাবগাহনাদি করিবার পরে পবিত্র করেন।

[এই শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। নিম্নে তাহার ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইল।

'**সদ্যঃ**' শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে হইবে—স্মৃতমাত্রই পবিত্র করেন, অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত মালিন্যসমূহ শোধন করেন; দৃষ্ট, স্পৃষ্ট অথবা সেবিত হইলে যে তাহা করেন, ইহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলেই (ভাঃ ১।১৯।৩৩) 'যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসঃ সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনর্দর্শন-স্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥'—এই শ্লোকের সহিত একার্থতা প্রাপ্তি হয়। 'স্বর্ধুন্যা আপঃ' (সুরধুনীর জল) এই কথায় সুরধুনী হইতে দূরদেশে নীত জল বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে 'তোমার দর্শনেই মুক্তি হয়, স্নানের ফল যে কি হয়, তাহা জানি না (অর্থাৎ তাহা দুর্জ্ঞেয়)'—এই উক্তির সহিত বিরোধ হয়। আর, সুরধুনীর দর্শনেই এবং সাধুগণের স্মরণেই মুক্তি, ইহা হইতে সাধুগণেরই উৎকর্ষ জানিতে হইবে।]

ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্॥
(ভাঃ ১।১।২২)

—(পরম ভাগবত শ্রীসূতগোস্বামীর প্রতি ঋষি-বাক্য) আমরা বলবুদ্ধিনাশক দুস্তর কলিকালরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক। সমুদ্রের পরপারে গমনাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে যেমন কর্ণধার, আমাদের পক্ষে আপনিও তেমন।

বিধাতার বিধানেই আমরা আপনার সন্দর্শন লাভ করিলাম।

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎ-সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥

(ভাঃ ১।২।১৬)

—হে ঋষিগণ, পুণ্যতীর্থের সেবা হইতে মহদ্গণের সেবা লাভ হয় এবং তাহা হইতে শ্রদ্ধাবান্ হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তির হরিকথায় রুচি জন্মে।

[এতৎপ্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য—'প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ' (ভাঃ ১।১৯।৮)—প্রায়ই তীর্থগমনব্যপদেশে সাধুগণ তীর্থসমূহকে পবিত্র করেন।].

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥

(ভাঃ ১।২।১৮)

—নিত্য ভগবদ্ভক্তের সেবা দ্বারা **অনর্থ**সমূহ নষ্টপ্রায় হইলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মে। [**অনর্থ**=অপ্রারব্ধ-প্রারব্ধ-রূপ পাপ।]

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

(ভাঃ ১।১৮।১৩, ৪।৩০।৩৪)

—ভগবদ্ভক্তের সহিত অত্যল্পকালমাত্রব্যাপী সঙ্গের দ্বারা যে কল্যাণ সাধিত হয় তাহার সহিত স্বর্গের বা মোক্ষেরও তুলনা হয় না। মরণধর্মী মানুষের ভোগ্য তুচ্ছ পার্থিব সম্পদের যে তুলনা হয় না। তাহা বলাই বাহুল্য।

অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
কৃপয়াতিথিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ॥
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন-স্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥
সান্নিধ্যাৎ তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি।
সদ্যো নশ্যন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ॥

(ভাঃ ১।১৯।৩২ ৩৪)

—(শ্রীশুকদেব গোস্বামীর দর্শনে পরীক্ষিৎ) অহো ব্রহ্মন্, আপনারা কৃপা করিয়া অতিথিরূপে আসিয়াছেন, ইহাতে আমরা ক্ষত্রিয়াধম হইয়াও সাধুগণের আদরণীয় এবং তীর্থসদৃশ পবিত্র হইলাম। যাঁহাদের সংস্মরণমাত্র মানবগণের গৃহ সদ্যই পবিত্র হয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং তাঁহাদিগকে আসনাদিপ্রদান করিলে যে মনুষ্য পবিত্রতা লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? হে মহাযোগিন্, যেমন বিষ্ণুর সান্নিধ্যহেতু অসুরগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনই আপনার সান্নিধ্যহেতু মানবের মহাপাতকসমূহ সদ্যই বিনষ্ট হয়।

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ॥
দুরাপা **হ্যল্পতপসঃ** সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ॥

(ভাঃ ৩।৭।১৯-২০)

—যে ভাগবতগণের সেবা দ্বারা সর্ব্বকালব্যাপী শ্রীমধুসূদনের পদযুগলে সংসার-বন্ধন-বিনাশী দুর্ব্বার প্রেমোৎসব উদিত হয়।

—**অল্পসুকৃতিমান জনের** পক্ষে বিষ্ণুর (অথবা তদ্ধামের) প্রাপ্তির বর্ত্মস্বরূপ ভক্তগণের সেবালাভ দুর্ঘট। এই ভক্তগণ-সমাজেই দেবদেব জনার্দন নিত্য কীর্ত্তিত হন। [এই শ্লোকে 'হ্যল্পতপসঃ' (অল্পসুকৃতিমান্ জনের)—এই উক্তি লোকরীত্যনুসারে, যেহেতু মহৎসেবা একমাত্র মহতের কৃপায়ই লাভ হয়, সুকৃতি দ্বারা নহে। —বিশ্বনাথ। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"—চৈঃ চঃ ম ২২।৫১]

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

(ভাঃ ৩।২৩।৫৫)

—অজ্ঞানতা বশতঃ অসদ্ব্যক্তিগণের সহিত কৃত যে সংসর্গ সংসারবন্ধনের কারণ হয়, সেই সংসর্গই সাধুগণের সহিত অজ্ঞানেও কৃত হইলে তাহা সংসার নিবৃত্তির কারণ হয়। (বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না—বিশ্বনাথ)।

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥

(ভাঃ ৩।২৫।২০)

—(দারাগার পুত্রাদিতে) আসক্তি জীবের দৃঢ় সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন। সাধুগণে বিহিত সেই আসক্তিই অনাবৃত মোক্ষদ্বারস্বরূপ হয়। [সালোক্যাদি মুক্তি ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলমাত্র — বিশ্বনাথ। ভক্তির মুখ্য ফল—ভগবৎ-প্রেম।]

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥
সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৪-২৫)

—(পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাঃ ৩।২৫।২১-২৩ শ্লোকে সাধুগণের গুণ বর্ণনা করিয়া ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন—) হে সাধ্বি, উক্ত প্রকার গুণ-সম্পন্ন সাধুগণ সকল-বিষয়ে আসক্তিরহিত (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয়েও তাঁহাদের আসক্তি নাই)। অসৎসঙ্গজনিত সকল দোষ তাঁহারা হরণ করিতে সমর্থ। অতএব তাঁহাদের সঙ্গই আপনার কাম্য।

—সাধুগণের প্রকৃষ্ট সংসর্গ হইতে আমার (ভগবানের) মাহাত্ম্য-প্রকাশক ও হৃৎকর্ণের সুখপ্রদ কথার আবির্ভাব হয়। আদরের সহিত তাহার শ্রবণে অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির (=প্রেমের) উদয় হইবে।

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

(ভাঃ ৪।২৪।৫৭)

—(রুদ্রবাক্য—ভগবদ্ভক্তগণের এমনই মহিমা যে) ভক্তসঙ্গের ক্ষণার্দ্ধের সহিতও স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনা হয় না; মর্ত্ত্যগণের রাজ্যাদি ঐহিক সম্পদের যে তুলনা হয় না সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥
যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে॥

(ভাঃ ৫।১২।১২-১৩)

—(ভরত-বাক্য) হে রহূগণ, মহতের পদধূলির দ্বারা অভিষেক ব্যতীত চিত্তের একাগ্রতা, বৈদিক কর্ম, অন্নাদি সংবিভাগ, গার্হস্থ্য-নিমিত্ত পরোপকারাদি, বেদাভ্যাস অথবা জলাগ্নিসূর্যাবলম্বনে তপশ্চরণ দ্বারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। মহৎসমাজে উত্তমঃশ্লোক-গুণকথা প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হয়, যাহা গ্রাম্য-কথাবিঘাতক। নিরন্তর তাহার আদরপূর্ব্বক শ্রবণে মুমুক্ষু ব্যক্তিরও বসুদেবনন্দনে শুদ্ধা (মোক্ষবাঞ্ছারহিতা) মতি হয়।

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া॥

(ভাঃ ৬।১।১৬)

—হে রাজন্, কৃষ্ণভক্তের সেবার প্রভাবে যিনি কৃষ্ণে প্রাণ অর্পণ করেন, তিনি যেরূপ পবিত্রতা লাভ করেন, পাপী ব্যক্তি তপস্যাদি দ্বারা সেরূপ পবিত্রতা লাভ করিতে পারে না।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

—নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণের পদরেণু দ্বারা যে পর্য্যন্ত দুরাশয়গণের অভিষেক না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদের মতি বিষ্ণুপদ স্পর্শ করিয়া অনর্থাপগমরূপ প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না।

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্ন ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥

(ভাঃ ১০।১০।৪১)

—(ভগবদ্বাক্য) সাধুরা মানাপমানে সমজ্ঞানবিশিষ্ট, সুতরাং মদেকনিষ্ঠ। সূর্যোদয়ে যেমন নয়নের অন্ধকার ঘুচিয়া যায়, তাঁহাদের দর্শনেও তেমনই জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়।

পুংসো ভবেদ্‌যর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥
(ভাঃ ১০।৪০।২৮)

—(অক্রূরবাক্য) হে পদ্মনাভ, যখন মানুষের সংসার-নিবৃত্তির কাল উপস্থিত হয় তখনই সাধুজনের উপাসনার প্রভাবে তোমাতে তাহার মতি হয়। [ইহার ভাবার্থ এই যে মহদুপাসনার ফলেই তোমাতে জীবের মতি হয় এবং তাহার ফলেই সংসার-নিবৃত্তি হয়। "আদৌ যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা ততঃ সংসারনাশারম্ভঃ ততঃ সদুপাসনাৎ ততঃ কৃষ্ণে মতিরিতি ক্রমঃ—বিশ্বনাথ

"কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥"
"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৪৫।৪৯]

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥
(ভাঃ ১০।৪৮।৩০)

—(অক্রূরের প্রতি ভগবান্) আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠতম মহাভাগগণ শ্রেয়স্কাম মানবগণ কর্ত্তৃক নিত্য সংসেব্য। দেবতারা স্বার্থের অপেক্ষায় জীবের উপকার করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধুগণ করেন নিঃস্বার্থভাবে।

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥
(ভাঃ ১০।৪৮।৩১, ১০।৮৪।১১)

—জলময় তীর্থসমূহ এবং মৃৎ-শিলাময় দেবগণ দীর্ঘকাল সেবিত হইলে সেবকের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, দর্শনমাত্রেই নহে; কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই দর্শককে পবিত্র করেন। [পূর্বোদ্ধৃত ভাঃ ১১।১।১৫ শ্লোকের পরে প্রদত্ত চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার ভাবার্থ দ্রষ্টব্য।]

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥
(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

—হে অচ্যুত, সংসার ভ্রমণকারী জীবের যখন সংসারনিবৃত্তি আসন্ন হয় তখনই সাধুগণের গতি সর্বেশ্বর তোমাতে রতি উৎপন্ন হয়। [অর্থাৎ সাধুসঙ্গ হইতে ভগবানে ভক্তিলাভ এবং তাহা হইতেই সংসারনিবৃত্তি। এস্থলে 'সদ্‌গতৌ' শব্দের 'বৈষ্ণবতোষণী' অনুসারিণী ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই প্রকার—"যদিবল ভগবৎকৃপা ব্যতীত সাধুসঙ্গ লাভ হয় না, সুতরাং ভগবৎকৃপাই আদি কারণ হউক। তাহাতে বলিতেছেন—সদ্‌গতৌ সন্ত এব গতিরাশ্রয়ো যস্য তস্মিন্ অর্থাৎ সাধুগণই যাঁহার আশ্রয় তাঁহাতে। 'স্বেচ্ছাময়স্য' (ভাঃ ১০।১৪।২), 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' (ভাঃ ৯।৪।৬৩ ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রীভগবানের ভক্তপ্রেমাধীনত্বহেতু ভক্ত-ইচ্ছাপরতন্ত্রতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার জন্মকর্ম্মাদি সকলই ভক্ত-ইচ্ছানুসারে প্রবর্ত্তিত হয়, স্বতঃপ্রবর্ত্তিত হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে। এজন্য ভগবৎ-কৃপাও তাঁহার ভক্তকৃপানুগামিনী।" তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন —মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।]

নাগ্নির্ন সূর্যো ন চ চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্‌মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া ॥
(ভাঃ ১০।৮৪।১২)

—অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, ভূ, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্, মন (অর্থাৎ তত্তদভিমানী দেবতাগণ) কেহই (দীর্ঘকাল) উপাসিত হইয়াও 'তুমি-তোমার' 'আমি-আমার' ইত্যাদিরূপ ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির পাপমূল অজ্ঞান হরণ করেন না। কিন্তু বিবেকী সাধুগণের মুহূর্ত্তকাল সেবা করিলেও তাঁহারা তাহা বিনাশ করেন।

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥
(ভাঃ ১১।২।৬)

—যাহারা যেভাবে দেবগণের ভজনা করেন দেবতাগণ তাহাদিগকে তদনুরূপ ভাবেই অনুগ্রহ করেন, কারণ তাঁহারা ছায়ার ন্যায় পুরুষের কর্মানুসারী। কিন্তু সাধুগণ দীনজনের প্রতি অহৈতুককৃপা-পরায়ণ।

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥
... ...
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্॥
(ভাঃ ১১।২।২৯-৩০)

—দেহিগণের পক্ষে মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও দুর্লভ (ইহা দ্বারা মোক্ষের সাধন হইতে পারে বলিয়া—বিশ্বনাথ)। তাহাতে আবার ভগবৎপ্রিয়জনের দর্শন অতিশয় দুর্লভ (মোক্ষ হইতেও অধিক ভক্তিযোগের প্রদায়ক বলিয়া—বিশ্বনাথ)। ... এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধ-কালও সৎসঙ্গ লাভ হইলে তাহা মানবের পরমাভীষ্ট নিধিপ্রাপ্তি-স্বরূপ আনন্দজনক হইয়া থাকে।

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্॥
(ভাঃ ১১।১১।৪৮)

—(ভগবদ্বাক্য) হে উদ্ধব, প্রায়ই সাধুসঙ্গজাত ভক্তিযোগ ব্যতীত আর সম্যক্ উপায় নাই, যেহেতু আমি সাধুগণের নিশ্চয়ই প্রকৃষ্ট আশ্রয় (অতএব সৎসঙ্গ আমার অন্তরঙ্গ—শ্রীধর)।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥
(ভাঃ ১১।১২।১-২)

—(ভগবদ্বাক্য) যোগ, তত্ত্বজ্ঞান, বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, অগ্নিহোত্রাদি ইষ্টকর্ম, কূপাদি প্রতিষ্ঠারূপ পূর্ত্তকর্ম, দান, ব্রত, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ দেবপূজা, রহস্যমন্ত্র, তীর্থভ্রমণ এবং যম-নিয়ম—এই সবের কিছুই আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না, যেমন পারে সকল আসক্তির নিরাসক সৎসঙ্গ। [এই শ্লোকদ্বারা একাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণবব্রতের হানি হয় না।]

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৬)

—(ভগবদ্বাক্য) আমি নিষ্কাম, (মদ্রূপগুণলীলা-পরিকরাদির) মনন-পরায়ণ, ক্ষোভরহিত, নির্বৈর ও সমদর্শী ভক্তগণের নিত্য অনুগমন করিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহাদের পদরেণুদ্বারা আমার অন্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে পবিত্র করিতে পারি। (অতএব তাঁহাদের সঙ্গগুণে মানুষ যে পবিত্রতা লাভ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?)।

[গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীভগবদ্বাক্যে এবং অন্যান্য শাস্ত্রোক্তিতে ভক্তের বিশেষ মর্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' (ভাঃ ১১।১৯।২১); 'যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥' (আদি-পুরাণে); 'আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥' (পাদ্মোত্তর-খণ্ডে; 'ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্ (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯)।]

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
... ...
তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥
(ভাঃ ১১।২৬।২৬, ২৮-২৯)

—(ভগবদ্বাক্য) অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে আসক্ত হইবেন। সাধুরাই সদুপদেশ প্রদান করিয়া মনের বিরুদ্ধাসক্তি নষ্ট করেন। ......

—হে মহাভাগ উদ্ধব, সেই মহাভাগবতগণের সভায় নিত্য মানবের কল্যাণকর মদ্বিষয়ক কথা উদিত হয়, যাহা সাদর শ্রবণকারীর পাপ প্রকৃষ্টরূপে মোচন করে।

—সেই সমস্ত কথা যাঁহারা মৎপরায়ণ ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আদরের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুমোদন করেন, তাঁহারা আমাতে ভক্তি লাভ করেন।

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তাঃ নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥

(ভাঃ ১১।২৬।৩১-৩৪)

—(ভগবদ্বাক্য) ভগবান্ অগ্নিদেবকে আশ্রয় করিলে যেমন আশ্রয়কারীর শীত, ভয় ও অন্ধকার অপগত হয়, তদ্রূপ সাধুগণের সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তির সংসার-মূল অজ্ঞান দূর হয়।

—জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির পক্ষে দৃঢ় নৌকা যেরূপ, এই ঘোর ভবসমুদ্রে যাহারা (উচ্চ-নীচ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া) হাবুডুবু খাইতেছে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্ মন্নিষ্ঠবুদ্ধি সাধুগণ সেইরূপ পরম আশ্রয়।

—যেমন অন্ন প্রাণিগণের প্রাণ, যেমন আমি আর্ত্ত-জনের আশ্রয়, যেমন ধর্ম মানুষের পরকালের সম্পদ্ তেমনই সাধুগণ সংসার-পতন-ভীত ব্যক্তির আশ্রয়।

—সাধুগণ বহিঃস্থিত সম্যক্ উত্থিত সূর্যস্বরূপ ; তাঁহারা ভজন-চক্ষুর প্রকাশক (নববিধ ভজন প্রদানকারী); তাঁহারা (ভক্তিপথের পথিকগণের) দেবতা, বান্ধব, আত্মা (প্রেমাস্পদ) ও আমি (ইষ্টদেব)। [অন্বার্থ—সাধুগণই মানবগণের আভ্যন্তরীণ জ্ঞাননেত্র প্রকাশক। সূর্যদেব সম্যক্ উদিত হইলেও কেবলমাত্র বাহ্যনেত্রেরই প্রকাশ হইয়া থাকে। সাধুগণই মানবগণের পূজনীয় দেবতা, বান্ধব, আত্মা ও ইষ্টদেবস্বরূপ।]

অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ। (ভাঃ ১২।১০।৭)

—মানবের পক্ষে সাধুসঙ্গই **পরম লাভ**।

[**পরম লাভ** কথাটীর ব্যঞ্জনা বোধহয় এইরূপ—সংসার-নিবৃত্তিতে জীবের আত্মারূপ মূলধনের উদ্ধার ; সাধুসঙ্গে অধিকন্তু ভক্তিলাভ, যাহাতে ভগবান্ বশ ; উহাই পরম লাভ।]

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ।
শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ॥

(ভাঃ ১২।১০।২৫)

—(মার্কণ্ডেয়ের প্রতি শিববাক্য) তোমাদের গুণগাথা-শ্রবণে (অথবা তোমাদের বাক্যশ্রবণে) অথবা তোমাদের দর্শনেই মহাপাতকী এবং অন্ত্যজ ব্যক্তিরাও শুদ্ধ হয়। তোমাদের সম্ভাষণাদি দ্বারা যে শুদ্ধ হয়, তাহাতে আর বক্তব্য কি?

শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকে সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ আলোচিত হইল। সাধুগণই মানব-জীবনে প্রকৃষ্ট শ্রেয়োলাভের পথ-প্রদর্শক। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এখনও এইরূপ সাধুগণের নিতান্ত অভাব হয় নাই। এখনও তাঁহারা দেশের জনগণের কল্যাণ-কামনায় তাহাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং জগদ্বাসী জনসাধারণের কল্যাণার্থে বিদেশেও যথাসম্ভব প্রচার-কার্য্যাদি করিতেছেন। অপেক্ষা শুধু তাঁহাদের প্রতি জনগণের উন্মুখতার—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য॥

(ভাঃ ৩।৫।৩)

—অদৃষ্টবশে অধর্মপরায়ণ ভগবদ্বিমুখজনের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিবার জন্য জনার্দনের কল্যাণমূর্ত্তি ভক্তগণ ভূতলে বিচরণ করেন, ইহা নিশ্চিত।

বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি।

(ভাঃ ১১।২।২৮)

—ভগবানের ভক্তগণ জনগণকে পবিত্র করিবার জন্যই পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সাধুমহাত্মগণের সঙ্গ যেমন অশেষ কল্যাণকর তাঁহাদের মর্যাদার অতিক্রম তেমনই সর্ববিধ কল্যাণের বিঘাতক—

আয়ুঃশ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

(ভাঃ ১০।৪।৪৬)

—মহতের মর্যাদা লঙ্ঘনে আয়ুঃ, সম্পদ্, যশঃ, ধর্ম, পরকালের কাম্য স্বর্গাদিলোক, ইহকালের কাম্যবিষয়-সমূহ—এক কথায় সকলপ্রকার কল্যাণের হানি হয়।

প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।

—পূজ্য ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম শ্রেয়োলাভের প্রতিবন্ধক হয়।

মহাভাগবতগণের চরণধূলিতে যখন মানবসমাজের অভিষেক হইবে তখনই ধরাতলে নবযুগের আবির্ভাব ঘটিবে।

"দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥"—চৈঃ চঃ অ ১।২

—পথ দুর্গম, আমি অন্ধ, পদে পদে পদস্খলন ঘটিতেছে। সাধু-মহাত্মগণ স্বকৃপা-যষ্টি দান করিয়া আমার অবলম্বন হউন।

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শ্রীব্যাসদেব কি আবেশাবতার ?

উত্তর—ভগবান্ জ্ঞান-শক্ত্যাদির অংশদ্বারা যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হন্, সেই ভগবদাবিষ্ট মহত্তম জীবগণই আবেশ নামে কথিত হইয়া থাকেন। যেমন—নারদ, অনন্তদেব ও সনকাদি ঋষিগণ।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত (১ম পঃ ১৮।১৯ শ্লোক) বলেন—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥
বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ।
অক্রূরদৃষ্টান্তে চামী দশমে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ৩য় পঃ ৮১-৮৪ শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ও মহাভারতের কথা উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন—

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥
(ভাঃ ১।৩।২১)

'দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাম্' ইতি শৌরির্যদূচিবান্।
অতো বিষ্ণুপুরণাদৌ বিশেষেণৈব বর্ণিতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে—

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্।
কো হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ॥
শ্রূয়তেঽপান্তরতমা দ্বৈপায়নমগাদিতি।
কিং সাযুজ্যং গতঃ সোঽত্র বিষ্ণ্বংশঃ সোঽপি বা ভবেৎ।
তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্ বদন্তি চ॥
(বিঃ পুঃ ৩।৪।৫ ; মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ৩৪৬।১১)

ভগবান্ নারায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে অল্পবুদ্ধি জানিয়া পরাশর মুনি হইতে সত্যবতীনাম্নী উপরিচরবসু-কন্যাতে বেদব্যাসরূপে অবতরণপূর্ব্বক বেদরূপ কল্পবৃক্ষের শাখা-সকল বিভাগ করিয়াছিলেন—একাদশস্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—বেদশাখা-বিভাগকারী অষ্টাবিংশতি-ব্যাসদিগের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন। অতএব বিষ্ণু-পুরাণাদিতে দ্বৈপায়নকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ ভিন্ন এমন কে আছেন যিনি মহাভারত প্রণয়ন করিতে সমর্থ। মহাভারতের নারায়ণোপাখ্যানে শ্রবণ করা যায়—অপান্তরতমা নামক কোন তপস্বী ব্রাহ্মণ দ্বৈপায়ন হইয়াছিলেন। এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে—অপান্তরতমা-ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নে সাযুজ্যলাভ করিয়াছেন কিম্বা সেই অপান্তরতমা বিষ্ণুরই অংশ। এইজন্য কেহ কেহ দ্বৈপায়নকে বিষ্ণুর আবেশাবতাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

প্রভু কহে—আমি 'জীব', অতি তুচ্ছ জ্ঞান!
ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস—ভগবান্॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে!
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৮৯-৯০)

প্রভু কহে—বেদান্তসূত্র—ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১০৬)

শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীব্যাসদেবকে প্রাভব-অবতার বলিয়াছেন। যথা, শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—

হরিস্বরূপরূপা যে পরাবস্থেভ্য উনকাঃ।
শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাৎ তে তত্তদাখ্যকাঃ॥
প্রাভবাশ্চ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্র-চক্ষুষা।
একে নাতিচিরব্যক্তা নাতিবিস্তৃত-কীর্ত্তয়ঃ।
তে মোহিনী চ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চ যুগানুগাঃ॥
অপরে শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রায়ঃ স্যুর্মুনি চেষ্টিতাঃ।
ধন্বন্তর্ঋষভৌ ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে॥
(শ্রীলঘুভাগবতামৃত ৪র্থ পঃ ৪৫-৪৭ শ্লোক)

শ্রীহরির পরাবস্থা হইতে ন্যূন হইয়াও যাঁহারা হরি-স্বরূপ, তাঁহাদিগকে প্রাভব ও বৈভব বলে। শক্তির অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারেই তাঁহাদিগের প্রাভব ও বৈভব নাম হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাভবে যাদৃশ শক্তির প্রকাশ হয়, বৈভবে তদপেক্ষায় অধিক শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে।

প্রাভব দ্বিবিধ। একপ্রকার প্রাভব অল্পকালমাত্র আবির্ভূত হইয়া পুনরায় অপ্রকট হইয়া থাকেন। যেমন —মোহিনী, হংস এবং শুক্ল ও রক্ত প্রভৃতি অবতার-চতুষ্টয়। অন্যপ্রকারের প্রাভব দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রপঞ্চে প্রকট থাকেন। ইঁহারা শাস্ত্র-প্রণয়নকর্ত্তা ও ইঁহাদিগের আচরণ প্রায়ই মুনিগণের ন্যায়। যেমন—ধন্বন্তরি, ঋষভ-দেব, কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাস, দত্তাত্রেয় ও কপিল। শাস্ত্র দৃষ্টিদ্বারাই উক্ত দ্বিবিধ প্রাভবের জ্ঞান হইয়া থাকে।

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈঃ চঃ আঃ ১৬৭ পয়ারে শ্রীব্যাসদেবকে শক্ত্যাবেশ-অবতার বলিয়াছেন। যথা—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন অবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশাবতার—পৃথু, ব্যাসমুনি॥

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই পয়ারের স্বকৃত টীকায় জানাইয়াছেন—শ্রীব্যাসদেব প্রাভব অবতার। তবে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার পরমত অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে আবেশাবতার বলিয়াছেন। যথা—

শ্রীব্যাসস্য প্রাভবাবতারত্বেঽপি পরমতাবলম্বনেনা-বেশত্বং। তথাহি শ্রূয়তেঽপান্তরতমা দ্বৈপায়নমগাৎ স্বয়ং। কিং সাযুজ্যং গত স্তস্মিন্ বিভ্রংশঃ সোঽপি বা ভবেৎ। তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্বদন্তি চ। —শ্রীবিশ্বনাথ।

প্রশ্ন—মহিষী-বিবাহে যে কৃষ্ণের প্রকাশ, তাহা কি মুখ্য প্রকাশ?

উত্তর—না। রাসে যে কৃষ্ণের বহু প্রকাশ দেখা যায়, তাহাই কৃষ্ণের মুখ্যপ্রকাশ বা প্রাভব-প্রকাশ। আর মহিষী-বিবাহে যে কৃষ্ণের প্রকাশ, তাহা কৃষ্ণের প্রাভববিলাস বলিয়া কথিত। ইহা কৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশ বা মুখ্য-প্রকাশ নহে পরন্তু গৌণপ্রকাশ।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

'স্বয়ংরূপ', 'স্বয়ং প্রকাশ',—দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে—এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥
'প্রাভব'-'বৈভব'-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক-বপু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে॥
মহিষী-বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
প্রাভববিলাস—এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধি॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬৬-১৬৮.)

জগদ্গুরু শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর চৈঃ চঃ আঃ ১।৭০—

মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য-প্রকাশ॥

এই পয়ারের টীকায় জানাইয়াছেন—আকারৈক্যে মুখ্যপ্রকাশঃ আকারভিন্নত্বে গৌণপ্রকাশঃ। তথা মহিষী-বিবাহদর্শনাভাবাৎ তদুপলক্ষিত নারদ-দৃষ্ট-প্রকাশস্য চিহ্নাদিভিন্নত্বেন সর্ব্বথা তৎস্বরূপাভাবাৎ রাস-প্রকাশস্যৈব মুখ্যত্বম্।

প্রশ্ন—ব্রজনাথ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ত' পূর্ণতম?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে 'পূর্ণতর', 'পূর্ণ'॥
এক কৃষ্ণ—ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' নাম॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৯৬, ৪০০)

এ সম্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও (ভঃ রঃ সিঃ দক্ষিণ-বিভাগ বিভাব-লহরী ২২১-২২৩) বলিয়াছেন—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোহল্পদর্শকঃ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু॥

ভগবান্ শ্রীহরি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম—এই তিন প্রকারে অবস্থিত।

অল্পগুণের প্রকাশক হরি পূর্ণ, সর্ব্বগুণের স্বল্পপ্রকাশক হরি পূর্ণতর; আর যাঁহাতে অখিল গুণ প্রকাশিত, সেই হরি পূর্ণতম। গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা এবং দ্বারকায় ও বৈকুণ্ঠে পূর্ণতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থেও নায়কভেদ-প্রকরণে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায়—এই ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমত্ব, পূর্ণতরত্ব ও পূর্ণত্বের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বকৃত ভাগবতামৃতকণা গ্রন্থেও (১২ অনুচ্ছেদ) এই কথা জানাইয়াছেন—

"কৃষ্ণঃ সপরিবারো বলদেবসহিতো ব্রজে পূর্ণতমঃ, মথুরায়াং পূর্ণতরঃ, দ্বারকায়াং প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাভ্যাং পরিবার-সহিতঃ পূর্ণঃ"।

অর্থাৎ কৃষ্ণ সপরিবার বলদেব সহিত ব্রজে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি পরিবার সহিত পূর্ণ।

শ্রীসনৎকুমার-সংহিতায়ও আমরা পাই—
শ্রীসদাশিব শ্রীনারদকে বলিতেছেন—

"ব্রজরাজসুতো বৃন্দাবনে পূর্ণতমো বসন্।
সম্পূর্ণ ষোড়শকলো বিহারং কুরুতে সদা॥
সম্পূর্ণ ষোড়শকলঃ কেবলো নন্দনন্দনঃ।
বিক্রীড়ন্ রাধয়া সার্দ্ধং লভতে পরমং সুখম্॥
বাসুদেবঃ পূর্ণতরো মথুরায়াং বসন্ পুরি।
কলাভিঃ পঞ্চদশভির্যুতঃ ক্রীড়তি সর্ব্বদা॥
দ্বারকাধিপতির্দ্বারবত্যাং পূর্ণস্তসৌ বসন্।
চতুর্দ্দশকলাযুক্তো বিহরত্যেব সর্ব্বদা॥

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে 'পূর্ণতম'-রূপে বিরাজমান্। তিনি ষোড়শকলাবিশিষ্ট হইয়া শ্রীরাধার সহিত সর্ব্বদা সানন্দে ক্রীড়া করিতেছেন। মথুরায় কৃষ্ণ বাসুদেবরূপে পঞ্চদশকলাবিশিষ্ট হইয়া নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি 'পূর্ণতর'। আর দ্বারকাধিপতি চতুর্দ্দশ-কলাযুক্ত হইয়া 'পূর্ণ'-রূপে দ্বারকায় লীলা করিতেছেন।

প্রশ্ন—শ্রীরামচন্দ্র কি শ্রীবলদেবের অংশের অংশ প্রথম-পুরুষাবতার শ্রীকারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বা দ্বিতীয়-পুরুষাবতার শ্রীগর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ বা অবতার?

উত্তর—শ্রীরামচন্দ্র যদি পুরুষাবতারের অংশ বা অবতার হইতেন, তাহা হইলে, কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশী শ্রীবলদেব ত্রেতাযুগে লক্ষ্মণরূপে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিতেন না। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে—শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা অবতার। শাস্ত্র বলেন—

নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইয়া লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হইয়া করে রামের সেবন॥
রামের চরিত্র সব,—দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ,—সহেন লক্ষ্মণ॥
নিষেধ করিতে নারে, যাতে ছোট ভাই।
মৌন ধরি' রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই॥
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন॥
রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৯-১৫৩)

শ্রীকৃষ্ণই রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ এবং শ্রীবলদেব লক্ষ্মণ-রূপে আবির্ভূত। তাই লঘুভাগবতামৃত (৩য় পঃ ৭৭ সংখ্যা) বলেন—ভগবান্ বাসুদেব সুর-কার্য্যসাধনার্থ শ্রীরামচন্দ্র-রূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনাদি অচিন্ত্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১।৩।২২)

বৈবস্বতমন্বন্তরীয় চতুর্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতায় যখন শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় আবির্ভূত হন, তখন তৎসঙ্গে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

স্কন্দপুরাণীয় রামগীতাতে শ্রীরামচন্দ্রকে আদিব্যূহ বাসুদেবরূপে এবং লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-গ্রন্থে (২২ অনুচ্ছেদ) শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলেন—স্কন্দপুরাণের শ্রীরামগীতায় শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিশ্বরূপ-আবির্ভাবকারী শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রকৃত স্তব শুনা যায় বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র পুরুষের অবতার নহেন—সাক্ষাৎ পুরুষ।

লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীল শ্রীরূপ প্রভু আরও বলেন, (পূর্ব্ব খণ্ড ৫ম পঃ ১৬,১০,২৫,৩৪,৩৫,৩৬ সংখ্যা)—

নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্।
পরাবস্থাস্তু তে তস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ ॥১৬॥ (পাদ্মে)

নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে ষাড়্গুণ্য বিদ্যমান আছে। যেমন প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তরের উৎপত্তি হইলেও সকলদীপই সমানধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাম ও নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইলেও, এই তিনজনই ষাড়্গুণ্যের পরাবস্থাপন্ন।

পরাবস্থশ্চ সম্পূর্ণাবস্থঃ শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ (হরিবংশ)
শাস্ত্রে সম্পূর্ণাবস্থকে 'পরাবস্থ' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বতোঽপ্যেষ নিঃশেষমাধুর্য্যামৃতচন্দ্রমাঃ।
ভাতি সদ্গুণসঙ্ঘেন তুঙ্গঃ শ্রীরঘুপুঙ্গবঃ ॥২৫॥

অশেষ-মাধুর্য্য এবং সদ্গুণরাশির বহুলরূপে অভিব্যক্তি হওয়ায়, নৃসিংহদেব হইতে শ্রীরামচন্দ্রে ষাড়্গুণ্য-পূর্ত্তির আধিক্য রহিয়াছে।

বাসুদেবাদিরূপাণামবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রাম-লক্ষ্মণাদ্যাঃ ক্রমাদমী ॥৩৪॥
পাদ্মে তু রামো ভগবান্ নারায়ণ ইতীরিতঃ।
শেষশ্চক্রঞ্চ শঙ্খশ্চ ক্রমাৎ স্যুর্লক্ষ্মণাদয়ঃ ॥৩৫॥
মধ্যদেশস্থিতাযোধ্যাপুরেঽস্য বসতিঃ স্মৃতা।
মহাবৈকুণ্ঠলোকে চ রাঘবেন্দ্রস্য কীর্ত্তিতা ॥৩৬॥

'বিষ্ণুধর্মোত্তর' নামক গ্রন্থে শ্রীরাম-লক্ষ্মণাদিকে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'পদ্মপুরাণে' রামকে নারায়ণ এবং লক্ষ্মণাদিকে যথাক্রমে শেষ, চক্র এবং শঙ্খ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই রাঘবেন্দ্রের বসতি-স্থান মধ্যদেশস্থিত অযোধ্যাপুরী এবং মহাবৈকুণ্ঠলোক।

কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বার্ষিক উৎসব গত ২৫ আষাঢ়, ৯ জুলাই রবিবার হইতে ২৮ আষাঢ়, ১২ জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ২৫ ও ২৮ আষাঢ় শ্রীমঠে এবং ২৬ ও ২৭ আষাঢ় স্থানীয় টাউন হলে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। নদীয়া জেলার এস্, পি শ্রীসুবল গুহ মজুমদার, কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের বাংলাবিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি,এস্-সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। 'মানবজীবনের কর্ত্তব্য', 'সমস্যাবহুল বিশ্বে শান্তি লাভের উপায়', 'প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ', 'শ্রীরথযাত্রার তাৎপর্য্য' বক্তব্যবিষয়গুলি যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়। সভার আদিতে উদ্বোধন সঙ্গীত ও অন্তে পদাবলী ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনামোদের মূল-গায়কত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ আষাঢ় শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্নে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক ও মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিক সম্পন্ন করেন। তৎপর সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরদিবস শ্রীরথযাত্রা তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা-সহযোগে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন

করেন। রথের রজ্জু আকর্ষণে নরনারীগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মূল কীর্ত্তনীয়াদ্বয়ের নেতৃত্বে সমস্ত রাস্তা নৃত্য-কীর্ত্তন হয়।

এস্, পি শ্রীসুবল গুহ মজুমদার প্রথম দিন সভাপতি অভিভাষণে বলেন—"আমার পক্ষে ভাষণ দেওয়ার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। যে-সব সারগর্ভ আলোচনা শুন্‌লাম তাতে আমি বিশেষ লাভবান্ হয়েছি ও আনন্দ লাভ করেছি। আমরা সাধারণ গৃহী হিসাবে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব না জান্‌লেও সাধারণ নীতিগুলি অবশ্যই পালন কর্‌তে পারি। নীতি পালনে পরাঙ্মুখ থাক্‌লে সমাজকে সুস্থ ও সমৃদ্ধ কর্‌তে পার্‌বো না। আপনারা প্রত্যক্ষ কর্‌ছেন কৃষ্ণনগরে যে দুর্নীতি চল্‌ছে তাতে সমাজের লোক আপনারা সকলেই কষ্ট পাচ্ছেন এবং অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।"

শ্রীবাবুরাম প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় দিন সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আপনারা অনেক মূল্যবান কথা শুনেছেন উপযুক্ত অধিকারী ব্যক্তির নিকট। অতিরিক্ত বলার কিছু আছে বলে মনে করি না। সভার প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে সভা সার্থকতা মণ্ডিত হয়েছে। আপনারা দীর্ঘসময় ধীরভাবে বসে শুনেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাত্ত্বিক স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করার যোগ্যতা আমাদের নাই। সাংসারিক ব্যক্তি হিসাবেও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনী পর্য্যালোচনা কর্‌লে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যেতে হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অধ্যয়নের দ্বারা আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাত্ত্বিক স্বরূপ, তাঁহার অলৌকিক চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নিতে পারি। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনাদির জন্য মর্ত্ত্য-ভূমিতে ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, এটা সাধারণ কথা। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই, তিনি অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিচারে সকলকেই প্রেম দিয়েছিলেন। এই প্রকার অদ্ভুত উদারতা ও প্রেমময়ী লীলা কোনও অবতারে দেখা যায় না। অন্যান্য অবতারে অসুরগণকে নিধন করেছেন। কিন্তু গৌরাবতারে ভালবাসার দ্বারা সকলকে জয় করেছেন। তিনি অপরকে নিজমতাবলম্বী করেও তাঁকে তাঁর পরাজয়ের গ্লানি অনুভব কর্‌তে দেন নি। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করেও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে মর্য্যাদা প্রদান ক'রে তাঁর পরাজয়ের দুঃখ লাঘবের যত্ন করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হ'য়েও তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও অমানী মানদ হয়ে কি ভাবে হরিকীর্ত্তন করতে হয় তার আদর্শ আমাদিগকে দেখিয়েছেন॥"

অন্তিম অধিবেশনের সভাপতি **পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী** মহারাজ 'রথযাত্রার তাৎপর্য্য' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী সুমধুর ভাষণের দ্বারা গৌরদাসগণের উল্লাস বর্দ্ধন করেন। তিনি বলেন,—"রথযাত্রা হ'লেই সর্ব্ব সময়ে ভক্তগণের উল্লাসকর হবে এমন নয়। যে সময়ে অক্রূর কংসের দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে কৃষ্ণ-বলরামকে আনয়নের জন্য রথ নিয়ে গোকুলে পৌঁছেছিলেন তখন গোকুলবাসী ভক্তগণ ভীত ও মর্ম্মাহত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা হ'তে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন তখন কৃষ্ণবিরহকাতর ব্রজের ভক্তগণ তথায় গিয়ে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হ'য়ে পরমানন্দ লাভ করেছিলেন এবং গোপীগণ পরমোৎসাহে রথাকর্ষণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনয়নের যত্ন করেছিলেন। শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপীভাবে বিভাবিত হ'য়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে নন্দনন্দন কৃষ্ণরূপে অনুভব করেছেন এবং 'সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু। যাহা লাগি' মদন দহনে ঝুরি গেনু॥' ইত্যাদি বিরহবাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্যলীলাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল হ'তে মাধুর্য্যলীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনরূপ সুন্দরাচলে বা গুণ্ডিচা-মন্দিরে ভক্তগণসহ আকর্ষণ লীলা প্রকাশ করেছেন। 'কৃষ্ণ লয়ে ব্রজে যাই, এ ভাব অন্তরে'।"

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, সর্ব্বশ্রী মদনগোপাল ব্রহ্মচারী, রাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, তমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ননীগোপাল বনচারী, নবীনমদন ব্রহ্মচারী, বলভদ্র ব্রহ্মচারী, প্রভুপদ-দাস ব্রহ্মচারী, গোর'চাঁদ, রামদাস, কৃষ্ণদাস, ভূপেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে

শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন ও ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

"যথা মাঘে প্রয়াগঃ স্যাদ্বৈশাখে জাহ্নবী যথা।
কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা ততোৎকর্ষপরো ন হি॥
কিং যজ্ঞৈঃ কিন্তপোভিশ্চ তীর্থৈরন্যৈশ্চ সেবিতৈঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চেদর্চ্চ্যতে রাধিকাপ্রিয়ঃ॥" —পদ্মপুরাণ

"মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখ মাসে জাহ্নবীসেবার ন্যায় কার্ত্তিক মাসে মথুরা পরমাদরে সেবনীয়, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট আর নাই। কার্ত্তিকে যিনি মথুরাধামে শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদরের অর্চ্চন করেন, তাঁহার আর যজ্ঞ, তপস্যা ও অন্যান্য তীর্থসেবার কি প্রয়োজন?"

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে এই বৎসর শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত (শ্রীঊর্জ্জব্রত, কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা) পালন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, খদিরবন, কাম্যবন, বৃন্দাবন—যমুনার পশ্চিমতীরস্থ এই সাতটী এবং পূর্ব্বতীরস্থ ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, লোহবন, গোকুল-মহাবন—এই পাঁচটী, মোট দ্বাদশবন এবং বিভিন্ন উপবনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিপুল অয়োজন হইয়াছে। দেহ-গেহ-কলত্র-বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে যেমন তত্তদ্বিষয়ে আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত ও শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তাঁহাদের প্রতি আসক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং শুদ্ধ-প্রেমা লাভের অধিকারী হওয়া যায়। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিপিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ কিঞ্চিদধিক এক মাসের জন্য অবসর লইয়া সাধুভক্তবৃন্দের আনুগত্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, শ্রীভাগবত-শ্রবণ, মথুরা-বাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবনরূপ পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন-মুখে শ্রীব্রজধাম পরিক্রমার এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিবার তারিখ—পরিক্রমণেচ্ছু যাত্রিগণকে ৪ কার্ত্তিক (১৩৭৯), ২১ অক্টোবর (১৯৭২) তারিখে শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা—যাঁহারা কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত যাইবেন তাঁহারা আগামী ৩ কার্ত্তিক (১৩৭৯), ২০ অক্টোবর (১৯৭২) শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ টা ৩৫ মিঃ এ হাওড়া ষ্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস অপরাহ্ণে মথুরাজংসন ষ্টেশনে পৌঁছিবেন।

ব্রতারম্ভ ও সমাপ্তি—৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর রবিবার শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসপূর্ণিমা তিথিতে প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়া ৫ অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের রাসপূর্ণিমা তিথিতে সমাপ্ত হইবে।

প্রত্যাবর্ত্তন—৬ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর বুধবার যাত্রিগণ শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কলিকাতার যাত্রিগণ উক্ত তারিখে মথুরা জংসন ষ্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসযোগে যাত্রা করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট ব্যয়—শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন, ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজধাম পরিক্রমণ ও শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট দিবসে যোগদান হইতে ব্রত সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রীমঠের ব্যবস্থাধীনে মাসাধিকব্যাপী শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন (ব্রতকালে শাস্ত্রবিহিত আহারের ব্যবস্থা থাকিবে), দূর দূর স্থানে গমনাগমনের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসাদির জন্য নিজ ব্যয় বাবদ মঠকর্ত্তৃপক্ষের নিকট ৩০০৲ তিনশত টাকা জমা দিবেন। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী স্থানে যাঁহারা পদব্রজে যাইতে পারিবেন না তাঁহারা টাঙ্গা রিক্সাদির ভাড়া বাবদ নিজ নিজ ব্যয়ের পৃথক্ ব্যবস্থা করিবেন। কলিকাতা হইতে শ্রীমঠের দায়িত্বে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ হাওড়া ষ্টেশন হইতে তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াত ট্রেণভাড়া প্রভৃতি বাবদ প্রত্যেককে ১০০৲ একশত টাকা অতিরিক্ত জমা দিতে হইবে। রেলওয়ে পাশ থাকিলে অবশ্য রেলভাড়া বাদ যাইবে।

যাত্রিগণের জ্ঞাতব্যবিষয়—যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এখন হইতে নিজেদের নাম ও ঠিকানাসহ খরচের নির্দ্দিষ্ট সম্পুর্ণ টাকা অথবা ২০ আশ্বিন ৭ অক্টোবর শনিবার মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করতঃ নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ১লা কার্ত্তিক, ১৮ অক্টোবর বুধবার মধ্যে প্রদেয় সম্পূর্ণ টাকা জমা দিতে হইবে।

প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি, কিছু শীতবস্ত্র ও গরমের উপযোগী বস্ত্রাদি লইবেন। এতদ্ব্যতীত ছোট থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটি, টর্চ্চ আদি সঙ্গে লইতে পারিলে ভাল হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক কিংবা শ্রীবৃন্দাবনস্থ শাখামঠের মঠরক্ষকের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে অথবা পত্রের দ্বারা বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—

(১) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন নং ৪৬-৫৯০০

(২) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, মঠরক্ষক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ—বৃন্দাবন
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—দৈবানুরোধে প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনযোগ্য। কোন প্রকার দৈব দুর্ঘটনার জন্য মঠের কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ফোন নং ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

১৬ বামন, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ;
২৮ আষাঢ়, ১৩৭৯, ১২ জুলাই ১৯৭২।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব** প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ২৫ শ্রীধর, ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট রবিবার হইতে ৩০ হৃষীকেশ, ৬ আশ্বিন, ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত অত্র শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী, কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্য মাসাধিকব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও বহু সাধু-সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা এবং ১৪ ভাদ্র বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ ভাদ্র সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক

দ্রষ্টব্য—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১২শ বর্ষ

৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৭৯। ৮ হৃষীকেশ, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ভাদ্র, শুক্রবার; ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২। { ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

বিগত ১১ই জানুয়ারী ১৯২৮, ২৬শে পৌষ ১৩৩৪ বুধবার বেলা ১ ঘটিকার সময় 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও তৎকালীন ইংরেজী "বসুমতী" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে (বাগবাজার) আগমন করেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে আগমন করিয়া প্রভুপাদকে অভিবাদন পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিবার পর প্রভুপাদকে বলিলেন,—"আজ আপনার দর্শন পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হ'লাম। অনেকদিন আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে নাই।"

প্রভুপাদ—আমি নিতান্ত অকিঞ্চন দীন ব্যক্তি, আপনি দেশের অনেক কাজ কর্‌লেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী—কই কিছু হ'লনা, এখন মনে হচ্ছে এতদিন নিশ্চয়ই ভুল পথে চলেছি, কোন একটী নিশ্চিত সিদ্ধান্তের উপরেই দাঁড়াতে পাচ্ছি না—সর্ব্বদা shift (স্থানচ্যুত) করাচ্ছে।

প্রভুপাদ—আপনার ন্যায় প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে এরূপ সরল ভাবের কথা শুনে আমাদের বড়ই আনন্দ হচ্ছে।

পণ্ডিত—আমাদের পাঠ্যাবস্থায় কয়েকবার আপনার ঠাকুরের (শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) বক্তৃতা শুনেছি। তিনি কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সময় প্রচার কর্ত্তেন।

প্রভুপাদ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন।

পণ্ডিত—সেই সময়ইত' আপনার ঠাকুর প্রচার কর্ত্তেন?

প্রভুপাদ—তা'র অনেক পূর্ব্ব থেকে।

পণ্ডিত—গৌড়ীয় মঠ কতকাল হ'ল স্থাপিত হয়েছে?

প্রভুপাদ—ন' দশ বৎসর হবে। ইঁহার মূল মঠ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠ। শ্রীচৈতন্য দেবের ইচ্ছায় ইঁহার শাখা-প্রশাখা কাশী, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানেও প্রকাশিত হ'য়েছেন।

পঃ—নৈমিষারণ্যটী কোথায়?

প্রভুপাদ—সীতাপুর ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে। আউদ্ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ে লক্ষ্ণৌ হ'য়ে বালামৌ জংসন, বালামৌ জংসন হ'তে সীতাপুর ব্রাঞ্চ লাইনে আর্সেনি, বেণীগঞ্জ, তা'র পর 'নিমসার'-ষ্টেশন।

পঃ—সেদিন মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর সঙ্গে কিছু শাস্ত্রীয় কথা হচ্ছিল।

প্রভুপাদ—নৈমিষারণ্য-school ও বেনারস-school এর মধ্যে বিচারপ্রণালীর বিশেষ পার্থক্য আছে।

নৈমিষারণ্য-schoolএর লোকেরা অকৃত্রিম বৈদান্তিক, তাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্যকেই স্বীকার করেন। কৃত্রিম বা মনগড়া ভাষ্যকে স্বীকার করেন না।

পঃ—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য কি?

প্রভুপাদ—শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য।

পঃ—বেনারস-schoolএর পণ্ডিতগণ কি "ভাগবত" মানেন না?

প্রভুপাদ—তাঁহারা ভাগবতকে অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে একটী পুস্তক বিশেষ—পুরাণের মধ্যে একটী 'পুরাণ' বিশেষ জ্ঞান করেন মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন না। আমরা মনে করি, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য গ্রন্থের আবশ্যকই নাই। অন্যান্য গ্রন্থ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূলে কিছু বলেন, তা' হলেই সে'গুলি স্বীকার্য্য। ভাগবতবিরোধী বিচার-প্রণালী 'পারমার্থিক-ধর্ম্ম'-পদ-বাচ্য নহে।

পঃ—ভাগবত বিরোধী বিচার আবার কি আছে?

প্রভুপাদ—জগতে ভাগবত-বিরোধী বিচার ছাড়া আর কিছুই নাই। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব-মাত্রের স্বতন্ত্র-বিচার-স্রোত-মাত্রই ভাগবত-বিরোধী বিচার।

পঃ—সাক্ষাদ্ভাবে ভাগবতের বিচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হ'য়েছে, এমন লোক কি আছে?

প্রভুপাদ—সত্যযুগ হ'তে ভাগবত বিচারের প্রতিকূলাচরণকারী ব্যক্তির আদর্শ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। হিরণ্যকশিপু একজন ভাগবত-বিচারের বিরোধী। ভাগবতবিরোধী দ্বিবিধ—প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট। স্পষ্টবিরোধকারী অপেক্ষা প্রচ্ছন্ন-প্রতিকূলাচরণকারী অধিকতর শত্রু। আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক দয়ানন্দ ও কবিরাজ গঙ্গাধর সেন—ইঁহারা স্পষ্টভাবে ভাগবত-বিরোধী ছিলেন। বেনারস-schoolএ যে মত প্রবর্ত্তিত, তন্মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ভাগবতের বিরোধী মত দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব নৈমিষারণ্য-schoolএর কথার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা তদানীন্তন বেনারস-schoolএর সর্ব্ব-প্রধান ব্যক্তি প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তাঁ'র ষাটহাজার শিষ্যের সহিত জানিয়েছিলেন। প্রকাশানন্দ বেনারস-schoolএর বিচার-প্রণালীর অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা বুঝ্‌তে পেরেই পরে নৈমিষারণ্য-school-এ প্রবেশ করেছিলেন।

পঃ—নৈমিষারণ্য school (সম্প্রদায়) ছাড়া অন্য schoolএ কি 'সত্য' নাই?

প্রভুপাদ—অন্য school (বাদ)-এ কুহকযুক্ত সত্য আছে, কিন্তু নৈমিষারণ্য-schoolএর বেদান্ত-ভাষ্যের সর্ব্বপ্রথমেই বলা হ'য়েছে—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" নৈমিষারণ্য schoolএর লোকেরা সমস্ত কপটতা-নির্ম্মুক্ত পরম সত্যের ধ্যান করেন। 'ধীমহি' পদটী বহু বচনান্ত। এই বহু বচনের পদের দ্বারা নৈমিষারণ্য schoolএর পুরুষগণ বা বৈয়াসকি-সম্প্রদায় নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে। এখানে ধ্যানকারীর বহুত্ব, পরম-সত্যের অদ্বয়ত্ব এবং মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া ধ্যানরূপ কার্য্যের নিত্যত্ব সূচিত হ'য়েছে। 'ধ্যান' শব্দে মানবের স্বতন্ত্র-চিন্তাপ্রণালী নহে। সেই পরম সত্য অচিন্ত্য ও অধোক্ষজ বস্তু।

পঃ—ধ্যান-যোগ্য বস্তু 'অচিন্ত্য' কিরূপে?

প্রভুপাদ—আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপগোস্বামী ব'লেছেন—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বৃত্তিদ্বারাই সেই পরম সত্যস্বরূপ বাসুদেবের ধ্যান হয়। রজঃ ও তমের অন্তর্বর্ত্তী অধিষ্ঠানরূপ মিশ্র-সত্ত্ব 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব' নহে। বিশুদ্ধসত্ত্ব ইহ জগতের কোন বস্তু নহে,

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো-
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

'অধোক্ষজ'-শব্দে জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত। Godhead is He Who has reserved the absolute right of not being exposed to present human senses, (তাঁহাকেই 'ভগবান্' বলা যায়, যিনি কখনও মনুষ্য বা প্রাণী-জগতের ভোগোন্মুখ জড়েন্দ্রিয়ের অধীন হন না। তিনি এই অধিকারটী সম্পূর্ণভাবে নিজের করায়ত্ত রাখিয়াছেন)।

পঃ—ভগবান্ যদি এইরূপ বস্তুই হন, তা' হলে 'মনসা' শব্দের প্রয়োগ কেন?

প্রভুপাদ—"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতেঽমলে
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥"

[ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন] সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক-ধর্ম্মবিশিষ্ট হৃদয়ই প্রাকৃত লোকের মন, আর প্রাকৃত-ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত চিত্তই পূর্ণপুরুষের বিহারস্থলী শুদ্ধ-মন। শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্য ব'লেছেন,—

"অন্যের হৃদয়—'মন', মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীঠাকুর মহাশয়ও ব'লেছেন,—

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সে শ্রীবৃন্দাবন॥"

রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের নাম—'বিষয়', ইহাদের ভোক্তাভিমানকারী মনই বিষয়াবিষ্ট অশুদ্ধ-মন। সেই মনে কখনও পূর্ণ পুরুষের উপলব্ধি হয় না। নিত্য ভজনীয় সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত অণু সম্বিৎ নিত্যানন্দ-বস্তুর নিত্য-সেবন-প্রথাই চঞ্চল মনের অনুপাদেয়তা মার্জ্জিত ক'রে ভক্তি-চিত্তে সমাধি আনয়ন কর্ত্তে পারে। এই নিত্য সেবোন্মুখতা ইন্দ্রিয়জভোগ বা নিরিন্দ্রিয়-ত্যাগের সাহায্য গ্রহণ না করায় নির্ম্মল আত্মার নিত্য-সেবা-প্রবৃত্তিক্রমেই সুদর্শনপ্রভাবে পূর্ণ পুরুষের দর্শন করেন। সরস্বতীনদীর তটে শম্যাপ্রাস-নামক বদরিকাশ্রমে ব্যাস নারদের শিক্ষানুসারে এইরূপ শুদ্ধ-ভক্তিযোগ-সমাহিত নির্ম্মলচিত্তে স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তৎপরাঙ্মুখী বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং স্বরূপতঃ চিন্ময় কৃষ্ণদাস-জীব আপনাকে জড়ভোক্তা মনে ক'রে যে অনর্থের আবাহন ক'রে থাকে, আর অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ অবলম্বনদ্বারা কিরূপে তা'র সেই অনর্থের উপশম হ'তে পারে তা' দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। 'পূর্ণ পুরুষ'-শব্দে সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবান্‌কেই বুঝায়। কর্ম্ম বা জ্ঞান-চেষ্টায় পূর্ণ-পুরুষের দর্শন লাভ হয় না। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম-ভূমির প্রাপ্য বস্তু পাওয়া যায়, সেই ভূমিকার অতীত বস্তু পাওয়া যায় না। নির্ভেদজ্ঞানের দ্বারাও 'পূর্ণ-পুরুষ' দর্শন হয় না—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন আক্রান্ত হয়। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তিতে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ থাকে, সাযুজ্যে থাকে না। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।" (ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

শ্রীগৌরকৃষ্ণের স্বরূপ ও ভজন-প্রণালী—

"আজকাল কতকগুলি লোকের মনে এইরূপ হইয়াছে যে, কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর গতি নাই। তাঁহার নামস্মরণ ও তাঁহার মন্ত্র উপাসনা ব্যতীত আর উপাসনা নাই। এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই—একথা নিতান্ত সত্য, কিন্তু কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ আশ্রয় করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহারাই জগতে পরম ধন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করা যাঁহাদের মত হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। গৌর-কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই; যাঁহারা মনে করেন গৌরাঙ্গচরণ আশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাঁহাদের গৌর-কৃষ্ণে ভেদ জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। কৃষ্ণ-লীলায় ভজন বিষয় প্রতিভাত; গৌর-লীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায় কৃষ্ণলীলায় ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা যত পাঠ করা যায় ততই গৌরলীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া গৌর এবং গৌর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। গৌরকে পরোপাস্য

বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদিত হয়। এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। 'আমরা গৌর ভজিব আর কৃষ্ণ স্মরণ করিব না'—একথা একটী দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ 'কৃষ্ণ ভজিব গৌরকে স্মরণ করিব না',—ইহাও মহাদুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে কলিজীবের পরমামৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণশূন্য গৌর-উপাসনা একটী নূতন প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা গৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না। সমস্ত গোস্বামি-মণ্ডলীর উপদেশ অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাঁহারা কেবল গৌরবাদী হইবেন, তাঁহাদের একটী নূতন পন্থা হইল বলিতে হইবে।" (সঃ তোঃ ১১।৬।১৯)

"গৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ হইতে কোন ক্রমে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটী পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে 'নবদ্বীপ-নাগর' মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না; কিন্তু রসমার্গে তিনি শ্রীরাধাবল্লভরূপে একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্দনরূপে সেই ব্রজরসের একমাত্র গুরুরূপে উদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞান কর। অষ্টকালীয় কৃষ্ণলীলার উদ্বোধক ভাবস্বরূপ গৌরলীলা সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ কর।" (জৈবধর্ম্ম ৩৯ অঃ)

শ্রীগৌরকৃষ্ণৈকনিষ্ঠের সঙ্কল্প কিরূপ?—

"তুয়া-ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যা'তে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥
তুয়া-ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥
ভক্তি-প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব॥
গৌরাঙ্গ-বর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তিবহির্ম্মুখ নিজ-জনে জানি পর॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয় বাণী॥" (শরণাগতি)

বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবাই প্রেমলাভের একমাত্র উপায়—

"শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। * * * কেবল গ্রন্থচর্চ্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম-ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর যোগাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবা দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্নসহকারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতা উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধুবৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য-প্রকার সকল যত্নই বিফল হয়।"

(জৈবধর্ম্ম ১৭শ অঃ ও সঃ তোঃ ৮।২।৬৭-৬৮)

শুদ্ধভক্তিযাজীর নিরপেক্ষ আচার ও নিষ্ঠা কিরূপ?—

"কেবল দীক্ষাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্যভক্তিতে যাঁহার অনন্যশ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে

শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচি পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ। আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন— যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না, ভক্ত দেখিলেই অশ্রু পুলক হয়, কখনও কখনও কথা আলোচনায় দশা প্রাপ্ত হন; আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সহায়তা করেন; বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোকসকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা-লাভের লোভে এবং কোন স্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তিলোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।" (সঃ তোঃ ৮।১০।২৯৭)

"চিৎশরীরে যে জীবের গোপীদেহ প্রাপ্তি ও কৃষ্ণসঙ্গ লাভ, তাহা প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত। উক্ত সম্প্রদায়ে যে কোন পুরুষ ভেদ থাকিলেও চিদ্দেহে সকলেই স্ত্রী। বাহ্যদেহগত স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক এবং পুরুষদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক। কেন না একত্র হইলে রসতত্ত্বে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষগত বৈরস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্ত্রের অন্যার্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে বাঁচাইবার চেষ্টায়, উত্তম সাধুদিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকারে গুপ্ত রসিকগণ অনেকেই পতিত হইয়া সাধারণ লম্পট স্ত্রীপুরুষের ন্যায় জগতে ঘৃণিত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণভজন করিতে হইলে প্রথমে সাধুচরিত্র হওয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষসঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। জড়চিন্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী না হইতে পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।" (সঃ তোঃ ২০।৬।১৭)

"কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাদৃশ জ্ঞান-কর্ম্ম প্রয়াস পরিত্যাগ করতঃ ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ ভজনের মূল; তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।" (সঃ তোঃ ১১।৭।২)

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।" (সঃ তোঃ ১৩।১।২)

"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতি বিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা **মৌন** ধরি॥"

(কল্যাণকল্পতরু)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ শ্রীবলদেবপ্রভু কি দ্বারকার আদিচতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-রূপে প্রকাশিত?

উত্তর—না। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই দ্বারকায় আদি-চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-রূপে প্রকাশিত। এই আদি-চতুর্ব্যূহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাভব-বিলাস-মূর্ত্তি।

শ্রীবলদেবপ্রভু দ্বারকায় দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীবলদেব শ্রীবাসুদেবের অংশ। শ্রীবলরাম বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের অন্যতম মহাসঙ্কর্ষণ এবং

ত্রিবিধ পুরুষাবতার—(কারণোদকশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী) ও শেষ—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীবলদেব মহাসঙ্কর্ষণ ও ত্রিবিধ পুরুষাবতার—এই চারি-রূপে সৃষ্টি-লীলাদি কার্য্য করেন।

শাস্ত্র বলেন—

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূলসঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলাকার্য্য করে ধরি' চারি কায়॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা, তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ' রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৮-১১)

শ্রীবলদেব যে শ্রীবাসুদেবের অংশ সে-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

"শ্রীকৃষ্ণরূপেণ নিজাংশরূপত্বাদ্ রামরূপেণাপি ভার-হারিত্বং ভগবত এবেত্যুভয়ত্রাপি ভগবানহরদ্ভরমিতি। শ্রীকৃষ্ণস্য বাসুদেবত্বাৎ শ্রীরামস্য চ সঙ্কর্ষণত্বাদ্ যুক্তমেব তদিতি।"

(কৃষ্ণসন্দর্ভ ২৩ অনুচ্ছেদ)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং এবং নিজাংশ শ্রীবলরামরূপে পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবলরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অংশ। চতুর্ব্ব্যূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব-রূপে এবং শ্রীবলরাম সঙ্কর্ষণরূপে বিরাজিত।

"বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।"

(ভাঃ ১০।১।২৪)

—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু আরও বলেন—

"শ্রীবসুদেবনন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোহংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ।" (কৃষ্ণসন্দর্ভ ৮৬ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ শ্রীবসুদেব-নন্দন বাসুদেবের প্রথম অংশ হলেন শ্রীসঙ্কর্ষণ।

উক্ত শ্লোকের টীকায় জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

"বাসুদেবস্য দ্বারকাদি-প্রসিদ্ধচতুর্ব্ব্যূহপ্রধানস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কলা অংশঃ সঙ্কর্ষণত্বাৎ।" (বৃঃ বৈষ্ণবতোষণী)

বাসুদেবের অর্থাৎ দ্বারকাদি-প্রসিদ্ধ চতুর্ব্ব্যূহের প্রধান শ্রীকৃষ্ণের কলা অর্থাৎ অংশ—শ্রীসঙ্কর্ষণ।

'শেষাখ্যং ধাম মামকম্'—এই শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।২।৮) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে 'মামকং ধাম' অর্থাৎ 'আমার অংশ' বলিয়াছেন। জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত শ্লোকাংশের টীকায় বলিয়াছেন—"মামকং ধাম মদংশভূতং বলদেবস্বরূপং কীদৃশং শেষ ইতি অংশেন আখ্যা, যস্য 'যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতেঃ' ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। অতএব তস্য রোহিণী নিত্যমাতৃকত্বেঽপি দেবক্যা গর্ভে মৎপ্রবেশানুরোধেন এব প্রথমং তেন প্রবিষ্টং। ততঃ স্বাংশং মন্নিবাসশয্যাসনাদ্যাত্মকং শেষং তত্র দেবকীগর্ভে স্থাপয়িত্বৈব স্বমাতুঃ রোহিণ্যা গর্ভে যিয়াসদিত্যর্থঃ।"

শেষ যাঁহার অংশ সেই বলদেব শ্রীকৃষ্ণের (বাসুদেবের) অংশ-স্বরূপ। তাই তিনি নিত্যকাল রোহিণীনন্দন হইয়াও কৃষ্ণ (বাসুদেব) দেবকীগর্ভে প্রবেশ করিবেন বলিয়া প্রথমে তিনি দেবকীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় নিজ অংশ ভগবৎ-নিবাস-শয্যা-আসনাদিস্বরূপ শেষকে রাখিয়া নিজমাতা রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করেন।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও উক্ত শ্লোকাংশের স্বকৃত লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

"শেষাখ্যং শিষ্যতে ইতি শেষোঽংশঃ স আখ্যা খ্যাতির্যস্য তং মমাংশত্বেন খ্যাতমিত্যর্থঃ। মামকং সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞং ধামরূপম্।"

হরিবংশেও আমরা পাই—ভগবান্ শ্রীবাসুদেব মায়াকে বলিতেছেন—

সপ্তমো দেবকীগর্ভো যোঽংশ সৌম্যো মমাগ্রজঃ।
স সংক্রময়িতব্যস্তে সপ্তমে মাসি রোহিণ্যাম্॥

দেবকীর সপ্তমগর্ভে আমার অগ্রজস্বরূপ অংশ বলরাম বিদ্যমান থাকিবেন। তুমি সপ্তম মাসে তাঁহাকে রোহিণীর গর্ভে আকর্ষণ করিয়া লইবে।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজও শ্রীশুকদেবগোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন—

যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ॥

(ভাঃ ১০।১।২)

"অংশেন বলদেবেন সহ"

(বৃঃ বৈষ্ণবতোষণী ও চক্রবর্ত্তী টীকা)

আমি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে যে-কার্য্য সম্পাদনের জন্য অংশ বলদেবের সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই ভূভার-হরণরূপ দেবকার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

শাস্ত্র আরও বলেন—

'আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণমথাসৃজৎ।'

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৩৮-২৩৯ অনুভাষ্যধৃত হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র-বাক্য)

অর্থাৎ আদিমূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণকে প্রকাশ করেন।

শাম্বের লক্ষ্মণা হরণ-প্রসঙ্গে শ্রীবলরাম নিজেও বলিয়াছেন—

যস্যাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থ-তীর্থম্।
ব্রহ্মা-ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥

(ভাঃ ১০।৬৮।৩৭)

চরণপঙ্কজ যাঁর বাঞ্ছে লোকনাথে
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র যাঁরে চিন্তে ধ্যান-পথে॥
তীর্থ সেবি' তীর্থ যাঁর চরণ-কমল।
প্রজাপতি ভৃত্য যাঁর, শঙ্কর কিঙ্কর॥
বিরিঞ্চি, শঙ্কর, আমি, সহস্র-বদন।
এ সব যাঁহার অংশ-অংশের সৃজন॥
হেন পরিপূর্ণ কৃষ্ণ, প্রভু ভগবান্।
রাজাসন করি' তাঁর কোন্ বস্তুজ্ঞান॥

(কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

কৃষ্ণ হইতেই যে চতুর্ব্ব্যূহের প্রাকট্য, একথা জগদ্গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও স্বকৃত সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত গ্রন্থে (পূর্ব্ব খণ্ড ৫ম পঃ ৪৬৩-৪৬৬) বলিয়াছেন—

"অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্।
যো বাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ॥
তাস্তা মধুপুরে লীলাঃ প্রকটষ্য যদূদ্বহঃ।
দ্বারাবত্যাং তথা যাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশকঃ॥
তত্রাবিষ্কুরুতে ব্যূহং প্রদ্যুম্নাখ্যং তৃতীয়কম্।
যতো ব্যূহোঽনিরুদ্ধাখ্যস্তুর্য্যঃ প্রকটতাং ব্রজেৎ॥
ইতি ব্যূহ-চতুষ্কস্য লোকোত্তর-চমৎক্রিয়াঃ।
বিবাহাদ্যাশ্চ বহুধা লীলাস্তত্রৈব বর্ণিতাঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-লীলায় নন্দনন্দনত্ব আচ্ছাদন ও স্বীয় বাসুদেবত্ব প্রকাশ করতঃ মথুরাপুরীতে গমন করেন। তিনি যে বাসুদেব-মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, তাহা দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ উভয়রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবরূপে মথুরাপুরীতে নানাবিধ লীলা প্রকাশ করিয়া পরে মহিষী বিবাহ ও অসুর বধাদি লীলা প্রকাশ করিবার জন্য দ্বারকাধামে গমন করেন। তথায় কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন নামক তৃতীয় ব্যূহকে প্রকাশ করেন এবং সেই প্রদ্যুম্ন হইতে চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ প্রকটিত হন। এইরূপে সেই দ্বারকা-ধামে শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্ব্যূহের আশ্চর্য্যজনক বহুবিধ বিবাহাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

বলরাম কৃষ্ণের অংশ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ (বাসুদেব) উদ্ধবকে বলিতেছেন—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

হে উদ্ধব, তুমি যেরূপ আমার প্রিয়তম ব্রহ্মা, শিব, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মীদেবী অথবা আমার স্বরূপও আমার তদ্রূপ প্রিয় নহে।

"ভাই সঙ্কর্ষণ মোর তেন প্রিয় নহে।"

স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 'স্বয়ংরূপ ও 'স্বয়ং-প্রকাশ'—এই দ্বিবিধরূপে প্রকাশিত। 'স্বয়ংপ্রকাশ' আবার 'প্রাভবপ্রকাশ' ও 'বৈভবপ্রকাশ' নামে দ্বিবিধ। ব্রজে রাসলীলা-কালে শ্রীকৃষ্ণ যে বহু মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের 'প্রাভব প্রকাশ' আর দ্বিভুজ বসুদেব-নন্দন—বাসুদেব ও বলরাম হলেন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের 'বৈভব প্রকাশ'। এই দ্বিভুজ দেবকীনন্দন যখন চতুর্ভুজ

হন বা মহিষী বিবাহে বহুমূর্ত্তি ধারণ করেন তখন তাঁহাকে 'প্রাভব-বিলাস' বলা হয়। স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন কৃষ্ণের গোপবেশ ও গোপ-অভিমান আর বৈভব-প্রকাশ বসুদেবনন্দন বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ ও ক্ষত্রিয়-অভিমান। বাসুদেব অপেক্ষা নন্দনন্দনের মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির চমৎকারিতা বেশী।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'স্বয়ংরূপ', 'স্বয়ংপ্রকাশ'—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে—এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥
'প্রাভব'-'বৈভব'-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
একবপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে॥
মহিষী-বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
'প্রাভব-বিলাস'—এই শাস্ত্র পরসিদ্ধি॥
সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয়॥
বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান॥
বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ॥
যেকালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভব-প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম—প্রাভব-বিলাস॥
স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ, 'আমি—ক্ষত্রিয়'-জ্ঞান॥
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধবিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে-মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৬৬-১৬৯, ১৭৪-১৭৯)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ও দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে লীলা-বিলাস করেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের আদি চতুর্ব্যূহ। এই আদি চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাভব-বিলাস-মূর্ত্তি। কারণ শ্রীবলদেব চতুর্ব্যূহের অন্যতম সঙ্কর্ষণমাত্র।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভগ্রন্থে (২৩ অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণস্য বাসুদেবত্বাৎ, শ্রীরামস্য চ সঙ্কর্ষণত্বাৎ"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ বাসুদেব, আর শ্রীবলরাম সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও স্বকৃত লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে (পূর্ব্বখণ্ড ৩য় পঃ ৮৭) বলিয়াছেন—

"সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি।"

অর্থাৎ শ্রীবলরাম চতুর্ব্যূহের মধ্যে দ্বিতীয়ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণরূপেই বিরাজিত।

শাস্ত্র বলেন—

প্রাভব-বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন॥
আদি-চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস।
দ্বারকা-মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৮৬,১৮৯-১৯০)

উপরি-উক্ত চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৯০ পয়ারের অনুভাষ্যে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোকের ত্রিবিধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে মথুরা ও দ্বারকা-পুরীতে কৃষ্ণের প্রাভববিলাস নিত্য অবস্থিত।"

শাস্ত্র আরও বলেন (চৈঃ চঃ আদি ৫।২৩-২৫)—

মথুরা-দ্বারকায় নিজ-রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হঞা॥
বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥

উপরি-উক্ত চৈঃ চঃ আদি ৫।২৩ পয়ারের অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণধামের মথুরা-দ্বারকাখণ্ডে কৃষ্ণ, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই আদি-চতুর্ব্যূহ প্রকাশ করতঃ নানারূপে বিলাস করেন।"

শ্রীবলরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ ও প্রাভববিলাস উভয়ই। ব্রজে তাঁহার গোপভাব এবং দ্বারকা-মথুরায় তিনি ক্ষত্রিয়াভিমানী। ব্রজে গোপ-অভিমানী বলদেব কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ। আবার সেই বলদেবই দ্বারকা-মথুরায় যখন ক্ষত্রিয়-ভাবান্বিত, তখন তাঁহাকে প্রাভব-বিলাস বলা হয়। তখন এই বলদেব আদি-চতুর্ব্যূহের মধ্যে সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হন।

তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে 'বিলাস' তাঁর নাম॥
বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে।
একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৮৭-১৮৮)

শ্রীবলদেবপ্রভু বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহের অন্যতম সঙ্কর্ষণরূপে প্রকাশিত। দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ দ্বারকার আদি-চতুর্ব্যূহের অংশ। সুতরাং শ্রীবলদেবপ্রভু যে আদি-চতুর্ব্যূহেরও অন্যতম সঙ্কর্ষণমাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য।

শাস্ত্র বলেন—

পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৯২)

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে।
দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয় প্রকাশে॥
বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
'দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ' এই—তুরীয়, বিশুদ্ধ॥
তাঁহা যে **রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।**
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিঁহো, কারণের কারণ॥
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে।
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহ-মধ্যে
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫।৪০-৪২, ৫।১৩)

মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত (দ্বিতীয়) চতুর্ব্যূহ-মধ্যে শ্রীবলরাম সঙ্কর্ষণরূপে বিরাজমান।

শ্রীবলদেব প্রভু যদি দ্বারকার আদি-চতুর্ব্যূহ প্রাভব-বিলাস বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদিরূপে প্রকাশিত হন, তাহা হইলে বাসুদেবকে বলদেবের অংশ বলিতে হয় এবং বলদেবকে রুক্মিণীনাথ বলিয়া অভিহিত করিতে হয়, কিন্তু তাহা অসম্ভব ও অসঙ্গত।

প্রশ্ন—চৈঃ চঃ আদি ৫।৭৮, ৮০, ৮২ পয়ারে দেখা যায়—

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের 'কলা' করি।
মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী॥
সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা॥
আদ্য অবতার, 'মহাপুরুষ', ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয়-ধাম॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৭৮, ৮০, ৮২)

এখানে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুকে সকল অবতারের কারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতেই অন্যান্য অবতার প্রকাশিত হন শুনা যায়। সুতরাং ইহার মীমাংসা কি?

উত্তর—উপরি-উক্ত চৈঃ চঃ আদি ৫।৮০,৮২ পয়ারের স্বকৃত টীকায় জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

"স এব মহাবিষ্ণুঃ সৃষ্ট্যাদিকং তথা জগৎ পালনার্থং লীলাবতার-গুণাবতার-যুগমন্বন্তরাবতারাদিকং সর্ব্বং করোতীতি স সর্ব্বকর্ত্তা।

নন্থ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবানাং সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তৃত্বং, তথা দ্বিতীয়পুরুষাদীনাং নানাবতারকর্ত্তৃত্বং তথা ব্রহ্মাদীনাং প্রপঞ্চাবতারত্বং প্রসিদ্ধং ন তু মহাবিষ্ণোঃ, তদা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদনায় কথং তস্য তৎকর্ত্তৃত্বাদিকমুক্তমিতি চেৎ, তত্রাহ 'আদ্য' ইতি। আদ্য-অবতার প্রথমাবতার ইত্যনেন মহাবিষ্ণোরবতারকত্বং। সর্ব্বেষামবতারাণাং বীজং কারণমিতি তস্য নানাবতারকর্ত্তৃত্বং। সর্ব্বাশ্রমধাম সর্ব্বেষাং জগতাং আশ্রয়া যে দ্বিতীয়-পুরুষাদয়স্তেষাং ধাম আশ্রয়ঃ। দ্বিতীয়-পুরুষাদীনাং সর্ব্বেষাং কারণত্বেন সর্ব্বং করোতীতি স মহাবিষ্ণুঃ সর্ব্বকর্ত্তা।"

সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু সৃষ্টি প্রভৃতি এবং জগৎপালনের জন্য লীলাবতার, গুণাবতার ও যুগ-মন্বন্তরাবতারাদি সমস্ত করেন, তাই তিনি সর্ব্বকর্ত্তা।

এখন প্রশ্ন এই যে—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা এবং দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু নানা অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্র-প্রসিদ্ধি, তাহা হইলে কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণুকে ঐ সকলের কর্ত্তা বলা হইল কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—

কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু আদ্য অবতার অর্থাৎ প্রথম অবতার বলিয়া তাঁহাতে সমস্ত অবতার বিদ্যমান। তাই তিনি 'সর্ব্ব-অবতার বীজ' অর্থাৎ সকল অবতারের কারণ। এইজন্যই তাঁহাকে সর্ব্ব-অবতার-কর্ত্তা বলা হইয়াছে। তিনি সর্ব্বাশ্রয়ধাম অর্থাৎ সমস্ত জগতের আশ্রয় যে গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতি, তাঁহাদের তিনি আশ্রয়। গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতি সকল অবতারগণের কারণহেতু তিনিই সমস্ত করেন। তাই সেই কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু সর্ব্বকর্ত্তা।

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতেই পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও সংহার-কর্ত্তা শিব এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন প্রভৃতি অবতারসকল প্রকাশিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইঁহারা গুণাবতার। তন্মধ্যে বিষ্ণুই ভগবান্ বা ঈশ্বর, আর ব্রহ্মা ও শিব ইঁহার ভক্ত। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর 'গুণাবতার'।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনের অধিকার॥
হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী—গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি' বেদে যাঁরে গাই॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৯১-২৯২)

অনন্তশয্যাতে তেঁহো করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন॥
সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র-নয়ন।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণুস্পর্শ নাহি মায়া-গুণে॥
রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—ইচ্ছায় যাঁহার॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫।১০০-১০৫)

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩১৭)

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বকৃত শ্রীভাগবতামৃতকণা গ্রন্থে (১৩ সংখ্যা) বলিয়াছেন—

"গোলোকনাথ যস্য দ্বিতীয় ব্যূহো যো
বলদেবস্তস্য বিলাসো বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণঃ,
তস্যাংশ কারণার্ণবশায়ী, তস্য বিলাসো
গর্ভোদশায়ী, তস্য বিলাসো ক্ষীরোদশায়ী।
মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতারঃ গর্ভোদশায়ী-বিলাসঃ।"

গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়ব্যূহ যে শ্রীবলরাম, তাঁহার বিলাস হইলেন বৈকুণ্ঠের মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণের অংশ—কারণার্ণবশায়ী। কারণার্ণবশায়ীর বিলাস—গর্ভোদকশায়ী। আর গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর বিলাস— ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ও মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণ।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।৫ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলেন—

"তত্র ভগবন্তং সুষ্ঠু স্পষ্টীকর্ত্তুং
গর্ভোদকস্থস্য দ্বিতীয়স্য পুরুষস্য
নানাবতারিত্বং বিবৃণোতি।"

অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতেই অবতারসকল প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতারগণ প্রকাশিত। শাস্ত্র বলেন—

তাঁহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু,—তাঁর সেই নিজ ধাম॥
সকল জীবের তিঁহো হয়ে অন্তর্য্যামী।
জগৎপালক তিঁহো জগতের স্বামী॥

যুগ-মন্বন্তরে ধরি' নানা অবতার।
ধর্ম্ম স্থাপন করে, অধর্ম্ম সংহার॥
দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই' করেন স্তবন॥
তবে অবতরি' করে জগৎপালন।
অনন্তবৈভব তাঁর নাহিক গণন॥
সেই বিষ্ণু 'শেষ' রূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী, শিরে, হেন নাহি জানি॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১১১-১১৫,১১৭)

মহাকবি শ্রীজয়দেব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পরমভক্ত কবিবর শ্রীজয়দেব বীরভূম জেলার অজয়-নদ-তটে কেন্দুবিল্ব (বর্ত্তমান কেন্দুলি) নামক গ্রামে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীভোজদেব, মাতার নাম শ্রীবামাদেবী। কেহ কেহ বলেন—শ্রীজয়দেব মুখোপাধ্যায় বংশোদ্ভুত। ইনিই সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বভক্তিরস-রসিকজনসমাদৃত শৃঙ্গাররসকাব্য শ্রীগীতগোবিন্দ রচয়িতা। শ্রীরাধামাধবই শ্রীজয়দেবের আরাধ্যদেবতা। শ্রীরাধা-মাধবের রহঃকেলিজ্ঞ পরাশরাদিকে কবিবর প্রিয় বান্ধব বলিয়াছেন॥ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি ১৩।৪২ পয়ারের অনুভাষ্যে সংক্ষেপে শ্রীজয়দেব-কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—"বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেন রাজার রাজত্বকালে ইনি ভোজদেবের ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে উদ্ভুত হন। ঐ কাল কাহারও মতে একাদশ বা দ্বাদশ শক শতাব্দী। বঙ্গদেশের রাজধানী নবদ্বীপনগরে ইনি অনেক দিন বাস করেন। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে, অন্য কাহারও মতে উৎকলদেশে, অপরের মতে দাক্ষিণাত্যে জয়দেবের জন্মস্থান। তিনি শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার কবিতাগ্রন্থের নাম 'গীতগোবিন্দ' বা 'অষ্টপদী'। ইহাতেও প্রচুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসের সমাবেশ দেখা যায়। শ্রীভাগবত-কথিত রাসস্থলী হইতে ব্রজরাজ কুমারের উৎক্রমণোপলক্ষে যে সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভরসের অবতারণা, তাহা ইহাতে বর্ণিত। অষ্টপদীর টীকা ও টীকাকারগণের নাম 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা' (১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।"

[বৈষ্ণবমঞ্জুষায় লিখিত আছে—"অষ্টপদী—শ্রীজয়দেব-প্রণীত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের দাক্ষিণাত্য দেশে প্রচলিত নাম বিশেষ। * * এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত টীকাগুলি আছে:—

১। বালবোধিনী (চৈতন্যদাস), ২। অর্থরত্নাবলী (চৈতন্যদাস), ৩। অর্থরত্নাবলী (গোপাল), ৪। কৃষ্ণদাস-টীকা, ৫। কৃষ্ণদত্তটীকা, ৬। পদদ্যোতনী (নারায়ণভট্ট), ৭। পদভাবার্থচন্দ্রিকা (শ্রীকান্ত মিশ্র), ৮। তিলকোত্তম (হৃদয়াভরণ), ৯। পীতাম্বর টীকা, ১০। ভাব-বিভাবিনী (উদয়নাচার্য্য), ১১। ভাবাচার্য্য-টীকা, ১২। প্রথমাষ্টপদীবিবৃতি (দীক্ষিত), ১৩। শ্রীহর্ষ-টীকা, ১৪। মানঙ্কটীকা, ১৫। মাধুরী (রামদত্ত) ১৬। মাধুরী (রামতারণ), ১৭। বচনকলিকা, ১৮। রত্নমালা (কমলাকর), ১৯। রসিকপ্রিয়া (কুম্ভকর্ণ মহেন্দ্র), ২০। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী (নারায়ণ দাস), ২১। রসকদম্ব কল্লোলিনী (ভগবদ্দাস), ২২। স্বানন্দগোবিন্দ (রূপদেব), ২৩। স্বানন্দগোবিন্দ (লক্ষ্মণ ভট্ট), ২৪। শ্রুতি-রঞ্জিনী (লক্ষ্মণ সূরি), ২৫। শ্রুতিরঞ্জিনী (বনমালিভট্ট বা দাস), ২৬। শ্রুতিরঞ্জিনী (বিশ্বেশ্বর ভট্ট), ২৭। রসমঞ্জরী (শঙ্কর মিশ্র), ২৮। শালিনাথ টীকা, ২৯। সাহিত্য রত্নাকর (শেষ রত্নাকর), ৩০। পূজারী গোস্বামিকৃতা বালবোধিনী টীকা।]

শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় ৪৭০ শ্রীগৌরাব্দে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদকৃত বলিয়া কথিত 'শ্রীগীত-গোবিন্দ ব্যাখ্যান' নাম্নী একটি টীকা সম্বলিত একখানি গীতগোবিন্দ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ টীকাটি তিনি জয়পুর শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থাগার হইতে প্রাপ্ত বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি তৎসম্পাদিত গ্রন্থের শেষাংশে বালবোধিনী টীকার আনুগত্যে কোন অজ্ঞাতনামা কবি-

রচিত একটি বাংলা পদ্যানুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদটি সুখবোধ্য হইয়াছে। ইহা বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির হইতে সংগৃহীত বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাভাবে বিভাবিত অবস্থায় নীলাচলে গম্ভীরায় অবস্থান-কালে শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দ সঙ্গে শ্রীচণ্ডীদাস ও শ্রীবিদ্যাপতি-কৃত পদাবলী, শ্রীরায়রামানন্দকৃত জগন্নাথবল্লভনাটক, শ্রীবিল্বমঙ্গল গোস্বামিরচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও শ্রীজয়দেব-গোস্বামি বিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ—এই রসগ্রন্থপঞ্চক কীর্ত্তন ও শ্রবণে পরম আনন্দ অনুভব করিতেন।

—(চৈঃ চঃ ম ২।৭৭ দ্রষ্টব্য)

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥

শ্রীগীতগোবিন্দ মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় দেখিতে পাই—একদিন মহাপ্রভু নীলাচলে যমেশ্বর-টোটা যাইবার কালে পথি-মধ্যে এক দেবদাসীর গুর্জ্জরী রাগিণীতে সুমধুর স্বরে 'গীতগোবিন্দ'-পদ-গান-শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইয়া গায়ককে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। বাহ্যজ্ঞান-শূন্য মহাপ্রভুর স্ত্রী বা পুরুষকণ্ঠ, তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই। সম্মুখে কাঁটাসিজের বেড়া ছিল, শ্রীঅঙ্গে ফুটিয়া গেল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, জ্ঞানও নাই। গোবিন্দ পিছনে পিছনে মহাবেগে ছুটিলেন। আর অল্পদূরে গায়িকাটি বিরাজিতা। গোবিন্দ আস্তে ব্যস্তে 'স্ত্রীগান' বলিয়া সাবধান করিয়া মহাপ্রভুকে কোলে করিয়া লইলেন। স্ত্রীনাম শুনিয়া মহাপ্রভুর বাহ্য হইল, আবার যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া চলিলেন। মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষাদানার্থ গোবিন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"(প্রভু কহে—) গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার।"

গোবিন্দ তদুত্তরে কহিলেন—'জগন্নাথ রাখেন, মুঞি কোন্ ছার'।

"প্রভু কহে—গোবিন্দ, মোর সঙ্গে রহিবা।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা॥"

—চৈঃ চঃ অ ১৩।৭৮-৮৭

সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক প্রত্নতত্ত্ববিশারদ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব উক্ত বিশ্বকোষে লিখিয়াছেন—"সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের সূক্তিকর্ণামৃত জয়দেবের বিমোহিনী কবিতামালা উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের একখানি প্রাচীন পুঁথির শেষে লিখিত আছে—

'সমাপ্তশ্চেদং শ্রীগীতগোবিন্দাভিধং সমীচীনতমং শাস্ত্রং সম্পূর্ণম্। কৃতিঃ শ্রীভোজদেবাত্মজ শ্রীবামাদেবী-পুত্র শ্রীজয়দেব পণ্ডিতরাজস্যেতি শ্রেয়ঃ॥ অথ লক্ষ্মণসেন নাম নৃপতি-সময়ে শ্রীজয়দেবস্য কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা।'

উক্ত প্রমাণ-দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মহাকবি জয়দেব কিছুদিন গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সভায় ছিলেন। দিল্লী মুসলমানাধিকৃত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা মাণিক্য চন্দ্রের আদেশে রচিত 'অলঙ্কার-শেখরে' লিখিত আছে, জয়দেব উৎকলরাজের সভাকবি ছিলেন।"

সংস্কৃত 'ভক্তিমাহাত্ম্য' ও 'ভক্তমাল' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীজয়দেবের জীবনচরিত সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়,—

শ্রীজয়দেব অল্পবয়সেই সংসার-বিরক্ত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ভক্তবৎসল ভক্তিপ্রিয় শ্রীভগবান্ জগন্নাথ দেবও তাঁহার ভক্তিতে তুষ্ট হন। উৎকলাধিপতি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সভাকবির পদে বরণ করিয়াছিলেন। তথায় কতিপয় ব্যক্তি শ্রীজয়দেবের শিষ্যত্বও স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

কথিত আছে, জনৈক অপুত্রক ব্রাহ্মণ শ্রীজগন্নাথদেবের আরাধনা করিয়া তৎকৃপায় বহুকাল পরে একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। কন্যাটির নাম রাখেন—পদ্মাবতী। যথাকালে কন্যাটি বিবাহযোগ্যা হইলে ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে জগন্নাথ-পাদপদ্মে উৎসর্গ করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আনিলে, শ্রীজগন্নাথ ব্রাহ্মণকে প্রত্যাদেশে জানাইলেন—

"ব্রাহ্মণ, তুমি তোমার সুলক্ষণা ভক্তিমতী কন্যার জন্য চিন্তিত হইও না। জয়দেব নামক আমার এক পরমভক্ত ব্রাহ্মণতনয় আমার এই ক্ষেত্রে আমার ভজন করিতেছে, তুমি তাহাকেই তোমার এই কন্যাটিকে সম্প্রদান কর।"

ব্রাহ্মণ প্রভুর আদেশ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে অনতিবিলম্বে জয়দেবের সন্ধান পাইয়া কন্যাসহ তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ জয়দেবকে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ জানাইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণার্থ অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু জয়দেব সবিনয়ে তাঁহার সংসার-বিরক্ত হইয়া একান্তভাবে ভগবদ্‌ভজন-সংকল্প জানাইয়া ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণে কোন মতেই সম্মত হইতে চাহিলেন না। তখন ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া জয়দেবকে বিশেষ কাতরভাবে বলিলেন—'আমি দৃঢ়সত্য করিয়া বলিতেছি —শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ অনুসারেই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, তাঁহার শ্রীমুখবাক্যানুসারে তাঁহাকে সাক্ষী করিয়াই আমি আজ এই কন্যাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিয়া যাইতেছি, এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা করুন।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। জয়দেব মহাসঙ্কটে পড়িয়া কন্যাকে বলিলেন, দেখ সংসার স্বীকার করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই, তুমি কোথায় যাইতে চাহ বল, আমি তোমাকে সেখানে রাখিয়া আসিব। তোমার পিতার অবর্ত্তমানে একাকিনী এখানে তোমার অবস্থিতি কোন মতেই সম্ভব হইবে না। তখন পদ্মাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে জয়দেবকে বলিলেন, "নাথ, সাক্ষাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশানুসারে আমার পিতা আপনার করকমলে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, ইহা পরম সত্য। আপনি আমার সাক্ষাৎ ভগবানের বাগ্‌-দত্ত স্বামী, হৃদয়সর্ব্বস্ব দেবতা। আমি আপনার সাক্ষাৎ ভগবদ্দত্তা পতিপরায়ণা ধর্ম্মপত্নী। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে কোন মতেই ছাড়িতে পারিব না। কায়মনোবাক্যে আপনার শ্রীচরণ সেবা করিব, আপনার ভজনসাধনে আমি কিছুমাত্র অন্তরায় হইব না।"

ভক্তরাজ শ্রীজয়দেব ভগবদ্‌বাক্য স্মরণ করিয়া পদ্মাবতীকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, ভগবদিচ্ছা জানিয়া সংসার স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। পদ্মাবতী পরমা ভক্তিমতী, শিশুকাল হইতেই শ্রীজগন্নাথ-পাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা। তিনি স্বামীর ভগবৎসেবার কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতে লাগিলেন। জয়দেব তাঁহার নিত্যারাধ্য শ্রীরাধামাধবের সেবাভার পদ্মাবতীর হস্তে ন্যস্ত করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় শ্রীজয়দেবের ভক্তিমতী সাধ্বী পত্নী পদ্মাবতীদেবীর সহিত ভগবদ্‌-ভজনলালসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে লাগিল, হৃদয়ে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইতে থাকিল, শ্রীজয়দেব উন্নত উজ্জ্বল রস-মাধুর্য্য নবনবায়মান চমৎকারিতার সহিত আস্বাদন করিতে করিতে পরমোৎসাহে শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্য রচনা করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই জয়দেব-ব্যপদেশে এই কাব্যের কবি। অথবা 'জয়' শব্দে শ্রীকৃষ্ণ, তং দ্যোতয়তি প্রকাশয়তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করেন, এই অর্থে জয়দেব। শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ-কাব্য শ্রীভগবানের বড় প্রিয় আস্বাদনীয় গ্রন্থরাজ হইলেন। একে একে দ্বাদশ সর্গ রচিত হইল। ইহাতে বিভিন্ন তাল ও রাগরাগিণী নির্দ্দেশ সহ ২৪টি গীত আছে। গীতগুলি প্রায়ই আটআটটি পদে রচিত বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে 'অষ্টপদী'ও বলিয়া থাকেন। শ্রীগীতগোবিন্দের তৃতীয় শ্লোকে কবিবর অনধিকারি-ব্যক্তিকে গীতগোবিন্দ অনুশীলনে শপথ দিয়া লিখিয়াছেন—

"যদি হরি-স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥"

অর্থাৎ হে সজ্জনগণ, যদি কৃষ্ণানুচিন্তনে আপনাদের মন অখিল ব্রজজনযুবতীচিত্তচোর শ্রীমৎ কমনীয়-কিশোর-ব্রজরাজনন্দনে ভক্তিরসসিক্ত হয়—বিশেষতঃ শৃঙ্গার-রসাস্বাদনযোগ্য হয়, যদি ব্রজবধূশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীপ্রমুখ ভগবৎ-প্রেয়সীগণের বিলাস-কলায় (বিলাস—হাববিশেষ অর্থাৎ শৃঙ্গারভাবজনিত মানসিকবিক্রিয়া ও তৎসম্বন্ধিনী কলা অর্থাৎ ক্রীড়া—চতুঃষষ্টি রতিকলা) প্রকৃত কুতূহল (ঔৎসুক্য) হৃদয়ে

জাগে, তখনই শ্রীজয়দেব কবির শৃঙ্গাররসপ্রাচুর্য্যহেতু মধুরা, শীঘ্রবোধ্যত্বহেতু কোমলা—শব্দকোমলত্ব ও অর্থ-কোমলত্ববিশিষ্টা, গেয়ত্ব-হেতু কান্তা—কমনীয়া পদপরম্পরা-শ্রিতা বাণী শ্রবণ করিবেন অর্থাৎ তখনই (প্রকৃত) শ্রবণাধিকার লাভ হইবে।

শ্রীগীতগোবিন্দের চতুর্থ শ্লোকে শ্রীজয়দেবের সমসাময়িক উমাপতিধর, শরণ, গোবর্দ্ধন আচার্য্য ও ধোয়ী—এই কবিচতুষ্টয়ের নাম আছে। স্বধামগত পণ্ডিত শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"সম্ভবতঃ ইঁহারা সকলেই মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ছিলেন। উমাপতিধর—বিজয় সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ-সেনের মহামন্ত্রী ছিলেন। পদ্যাবলীতে (৩৭১) ইঁহার রচনা সমাহৃত হইয়াছে। বিজয়সেন দেবের প্রশস্তিতে ইঁহার কর্তৃত্ব আছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে ৯২টি শ্লোক ইঁহার রচিত। শরণ-রচিত ২০টি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আচার্য্য গোবর্দ্ধন আর্য্যা-সপ্তশতীর রচয়িতা, সদুক্তি-কর্ণামৃতে ইঁহার ছয়টি শ্লোক সমাহৃত হইয়াছে। ধোয়ী পবনদূত-কাব্যের প্রণেতা, সদুক্তিকর্ণামৃতে ইঁহার ২০টি শ্লোক সংকলিত হইয়াছে। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের রাজ-সভাতেও গতায়াত করিতেন, সেকশুভোদয়ায় (১৩) জয়দেব ও পদ্মাবতীর সঙ্গীত-কলাপারদর্শিতার কাহিনী আছে।"

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার পয়ারছন্দে রচিত শ্রীনবদ্বীপ-ধামমাহাত্ম্য গ্রন্থে চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটী মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"যে সময়ে শ্রীলক্ষ্মণসেন নদীয়ার রাজা ছিলেন, সেই সময়ে শ্রীজয়দেব নবদ্বীপে তাঁহার প্রজা-রূপে বল্লালদীর্ঘি-কাকূলে কুটীর বাঁধিয়া সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতী সহ কিছুকাল বাস করেন। এখানেই তিনি দশাবতার-স্তব রচনা করেন ("দশ অবতার-স্তব রচিল তথায়"), সেই স্তব কোন প্রকারে লক্ষ্মণসেনের হস্তগত হইলে তিনি তাহা পাঠ করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হন এবং রচয়িতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে কবিবর শ্রীগোবর্দ্ধন আচার্য্য মহাকবি জয়দেবকেই ঐ স্তবের রচয়িতা বলিয়া জানাইলে রাজা তাঁহার অবস্থিতি স্থানের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধনাচার্য্য এই নবদ্বীপেই তিনি বিরাজিত, এইরূপ জানাইলে রাজা সন্ধান লইয়া একদিন রাত্রযোগে বৈষ্ণববেশে তাঁহার কুটীরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে সদৈন্যে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে জয়দেব তাঁহাকে নরপতি বলিয়া জানিতে পারিলেন, রাজাও অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়া বিনয়নম্রবচনে কবিবরকে একবার রাজভবনে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণভক্ত শ্রীজয়দেব অত্যন্ত বিরক্ত পুরুষ, বিষয়ি গৃহে যাইতে সম্মত হইলেন না, কহিলেন—রাজন্! বিষয়িসংসর্গ কখনও মঙ্গলদায়ক হয় না, আমি আপনার দেশেই থাকিব না, গঙ্গাপার হইয়া নীলাচলে চলিয়া যাইব। রাজা তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন—প্রভো, আপনার বাক্যও সত্য হয় এবং আমার ইচ্ছাও রহে (পূর্ণ হয়) আমার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া এইরূপ একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। গঙ্গাপারে চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটী বলিয়া একটি মনোহর স্থান বিদ্যমান, তথায় আপনি দু'এক বৎসর কৃপা পূর্ব্বক অবস্থান করুন। আমি আমার নিজের খুসী বা খেয়াল মত তথায় যাইব না, আপনার ইচ্ছা হইলে আপনার চরণ দেখিয়া আসিব। রাজার দৈন্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণে মহাকবি জয়দেব সন্তুষ্ট হইয়া চাঁপাহাটীতে থাকিতে সম্মত হইলেন এবং রাজাকে কহিলেন—"রাজন্, যদিও আপনি বিষয়ী, এরাজ্য আপনার, তথাপি যেহেতু আপনি কৃষ্ণভক্ত, আপনার আবার সংসার কোথায়? আমি পরীক্ষা করিবার জন্য আপনাকে 'বিষয়ী' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছি, কিন্তু আপনি সকলই সহ্য করিয়াছেন, ইহাতে জানিলাম—আপনি কৃষ্ণভক্ত, অনাসক্ত হইয়া বিষয় স্বীকার করিতে-ছেন। আমি কিছুদিন চম্পকহট্টে অবস্থান করিব, আপনি নিজ ইচ্ছামত মধ্যে মধ্যে গোপনে আসিয়া দেখা করিবেন।" রাজা তচ্ছ্রবণে হৃষ্ট হইলেন। নিজ অমাত্য দ্বারা চম্পহট্টে শ্রীজয়দেবের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া

দিলেন। কবিবর তথায় পদ্মাবতী দেবীর সহিত কিছুকাল অবস্থান করিয়া রাগমার্গানুসারে শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভজন করিলেন। পদ্মাবতী ভারে ভারে চম্পকপুষ্প আহরণ করিয়া আনেন, জয়দেব মহাসুখে মহাপ্রেমে তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করিতে লাগিলেন। একদিন চম্পকবরণ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিলেন, ভক্তদম্পতি সেই অপূর্ব্বরূপ দর্শনে প্রেমে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষঃ প্লাবিত করিতে লাগিলেন। প্রেমময় পরমকরুণ গৌরহরি পদ্মহস্ত-স্পর্শে তাঁহাদিগের চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক কহিলেন—তোমরা আমার পরমভক্ত, তোমাদিগকে দর্শন দিতে ইচ্ছা হইল, তাই আত্মপ্রকাশ করিলাম। অতি অল্পদিনে আমি এই নদীয়ানগরে শ্রীশচী-জগন্নাথপুত্ররূপে উদিত হইয়া সর্ব্ব অবতারের সকলভক্ত সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনরঙ্গে বিহার পূর্ব্বক অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল স্বভক্তিরসসম্পৎ-স্বরূপ পরমাদ্ভুত ব্রজপ্রেম বিতরণ করিব। তৎকালে চব্বিশ বৎসর গৃহে অবস্থানের পর সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে গিয়া ভক্তগণসঙ্গে মহা-প্রেমাবেশে তোমার রচিত গীতগোবিন্দ আস্বাদন করিব, তাহা আমার অত্যন্ত প্রিয়বস্তু। এই নবদ্বীপধাম অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন পরম চিন্ময়ধাম, তুমি দেহান্তে এখানে আসিবে, এখন তোমরা উভয়ে নীলাচলে গিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের প্রেমসেবায় আত্মনিয়োগ কর। ইহা বলিয়া গৌরসুন্দর অন্তর্দ্ধান হইলেন। ভক্তদম্পতি প্রেমভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন, অপ্রাকৃত শ্রীনবদ্বীপধামচরণে কি কিছু অপরাধ হইল? তাই প্রভু আমাদিগকে সেই ধামবাসে বঞ্চিত করিলেন? হে প্রভো, আমাদিগকে কৃপা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দাও বলিয়া উভয়েই কাঁদিতে লাগিলেন। দৈববাণী হইল—'তোমরা কিছুদিন পূর্ব্বে নীলাচলে বাস প্রার্থনা করিয়াছিলে, সুতরাং তথায় যাও, বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শ্রীজগবন্ধু তোমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তথায় যথাকালে দেহরক্ষার পর শ্রীনবদ্বীপ-ধামে নিত্যস্থিতি লাভ করিবে।' দৈববাণী শ্রবণে তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরভূমি পার হইয়া শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হইলেন এবং প্রেমাবেশে শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও সেবন করিতে লাগিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কালে চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ ঠাকুরের সেবিত প্রাচীন শ্রীগৌরগদাধর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিদ্যানগরগমন-পথে অদ্যাপি জয়দেবের ভিটা বলিয়া একটি উচ্চস্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীধাম মায়াপুরেও শ্রীগৌরজন্মস্থানের অনতিদূরে অদ্যাপি 'জয়দেবের ভিটা' বলিয়া একটি স্থান দর্শন করা হয় এবং তথায় শ্রীজয়দেবকথাবর্ণনসহ তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দের ২৪টি মধুর গীতিও কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে। ইহার অনতিদূরে রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের গৃহের স্থান—যাহা অদ্যাপি 'বল্লাল ঢিপি' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বল্লাল ঢিপি, বল্লালদীঘী ও চাঁদকাজীর সমাধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালীয় প্রাচীন নবদ্বীপের জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শনস্বরূপ।

'বিশ্বকোষ' সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীজয়দেব শ্রীপদ্মাবতীদেবীকে শ্রীজগন্নাথাদেশে স্বীয় সহধর্ম্মিণী-রূপে অঙ্গীকার করিবার পর গৃহে এক 'নারায়ণবিগ্রহ' প্রতিষ্ঠা করিয়া পদ্মাবতীদেবীর উপর তাঁহার সেবাভার ন্যস্ত করেন। কিন্তু 'শ্রীরাধামাধব'ই শ্রীজয়দেবের আরাধ্য-দেবতা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এখনও রাজস্থানে জয়পুরে শ্রীজয়দেবের শ্রীরাধামাধব-সেবা প্রকটিত আছেন। প্রাচীন পদকর্ত্তারাও শ্রীরাধামাধবকে 'জয়দেবের প্রাণধন হে' বলিয়া অক্ষর-সংযোজনা করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীরাধামাধবই বিশ্বকোষোল্লিখিত 'শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহ'। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের দ্বাদশ মালায় শ্রীজয়দেব গোস্বামি-চরিত বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"ঝোপড়া বাঁধিয়া এক সেবা প্রকাশিলা॥
শ্রীরাধামাধব নাম ঠাকুরের হৈলা॥
তাঁর পরিচর্য্যায় পদ্মারে নিয়োজিলা।
রাধামাধবের দাসী করিয়া সোঁপিলা॥"

পদ্মাবতী পরমা ভক্তিমতী। পতিদেবতার প্রদত্ত শ্রীরাধামাধব সেবায় তিনি তন্ময়া রহিলেন। পতির মনোজ্ঞ সেবায়ও পরমতৎপরা স্বামীর সাধন-ভজনে কায়মনঃপ্রাণে সহায়তা করিয়া সত্য সত্য সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বা ধর্ম্মপত্নী নামের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এদিকে কবিবর জয়দেবও প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণ-ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর হইলেন—

প্রেমসমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। হৃদয়ে প্রেমের লহরী খেলিতে লাগিল। কত দিব্য অনুভূতি পাইতে লাগিলেন। কবিবর এইরূপ প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীরাধা-মাধবের অপূর্ব্ব প্রেমরসপরিপূরিত অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসময় দ্বাদশ সর্গাত্মক মহাকাব্য 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীরাধামাধবই তাঁহার হৃদয়ে অপ্রাকৃত কাব্যরস সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে কেবল নিমিত্তমাত্র করতঃ তদ্দ্বারা তাঁহাদের (শ্রীরাধামাধবের) এবং তদ্গতপ্রাণ অপ্রাকৃত রসবিশেষভাবনাচতুর রসিক ভক্তগণের নিত্যাস্বাদ্য রসকাব্য প্রচার করাইলেন।

এই শ্রীগীতগোবিন্দে 'সামোদদামোদরঃ', 'অক্লেশ-কেশবঃ', 'মুগ্ধ-মধুসূদনঃ' 'স্নিগ্ধ-মধুসূদনঃ', 'সাকাঙ্ক্ষ-পুণ্ডরী-কাক্ষঃ', ধন্য (ধৃষ্ট)-বৈকুণ্ঠঃ', 'নাগর-নারায়ণঃ', 'বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতিঃ', 'মুগ্ধ-মুকুন্দঃ', 'মুগ্ধমাধবঃ', 'সানন্দ-গোবিন্দঃ' ও 'সুপ্রীতপীতাম্বরঃ' নামক দ্বাদশটি সর্গ এবং চব্বিশটি গীতি (১ম সর্গে ৪ + ২য় সঃ ২ + ৩য় সঃ ১ + ৪র্থ সঃ ২ + ৫ম সঃ ২ + ৬ষ্ঠ সঃ ১ + ৭ম সঃ ৪ + ৮ম সঃ ১ + ৯ম সঃ ১ + ১০ম সঃ ১ + ১১শ সঃ ৩ + ১২শ সঃ ২ = ২৪টি গীতি) বিভিন্ন রাগরাগিণী ও তাল নির্দ্দেশ সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীজয়দেব গীতির ফলশ্রুতিতে পাওয়া যায় —

"শ্রীজয়দেব-ভণিত-হরি-রমিতং
কলি-কলুষং জনয়তি পরিশমিতম্" ॥ ১৪।৮॥

অর্থাৎ শ্রীজয়দেব বিরচিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার বর্ণনা ভক্তগণের কামাদি কলিকলুষ-নাশ করুক।

ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে-
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥১৫।৮॥

অর্থাৎ মধুরিপু শ্রীহরিপাদপদ্মসেবক কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব শৃঙ্গাররসসমন্বিত এই শ্রীহরিগুণ কীর্ত্তন করিলেন, তাঁহাতে যেন কলিযুগজনিত দুরিত অর্থাৎ কলিকলুষ বাস না করিতে পারে।

শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥ ১৬।৮ ॥

অর্থাৎ শ্রীজয়দেবরচিত শ্রীমাধবোদ্দেশে শ্রীরাধার এই বচনাবলীর সহিত শ্রীহরিও ভক্তগণের হৃদয়ে প্রবেশ করুন।

শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমনুপদ-নিগদিত-মধুরিপু-মোদম্।
জনয়তু রসিক জনেষু মনোরম-রতিরস-ভাব-বিনোদম্ ॥
২৩।৮ ॥

অর্থাৎ শ্রীজয়দেব কথিত এই গীত প্রতিপদে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধক। ইহা রসজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের হৃদয়ে পরম মনোরম শ্রীকৃষ্ণরতিরসে ভাবনা-চমৎকৃতি উৎপাদন করুক।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে রাসপঞ্চাধ্যায়ের নিম্নোক্ত (৩৩।৩৯) সর্ব্বশেষ শ্লোকটিতেও রাসলীলাশ্রবণের ফলও এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

[অর্থাৎ "ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে অনুক্ষণ শ্রবণ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন।"]

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐ শ্লোকের তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় নিম্নোক্তমর্ম্মে লিখিয়াছেন :—

"সর্ব্বলীলাচূড়ামণি রাসলীলার শ্রবণকীর্ত্তন ফলও সর্ব্বফলচূড়ামণি-স্বরূপ। * * 'শ্রদ্ধান্বিতো 'নু' শৃণুয়াৎ' এস্থলে 'নু' অর্থে 'নিশ্চিতং' আর 'শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াৎ' এস্থলে 'অনু' অনুদিনং বা শৃণুয়াৎ—অর্থাৎ গুরুমুখে নিশ্চিত বা অনুদিন শ্রবণ করিবে। অথ বর্ণয়েৎ অনন্তর কীর্ত্তন করিবে। এইরূপ শ্রবণকীর্ত্তন ফলে ভগবানে প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ করিয়া ধীর ব্যক্তি অচিরেই হৃদ্‌রোগ কাম দূর করিতে সমর্থ হন—এস্থলে হৃদ্‌রোগবিশিষ্ট অধিকারী-তেও প্রথমতঃ প্রেমের প্রবেশ এবং তদনন্তর তৎপ্রভাবেই হৃদ্‌রোগ-নাশ সূচিত হইতেছে। এই প্রেম জ্ঞানযোগের ন্যায় দুর্ব্বল ও পরতন্ত্র নহে। [ইহা স্বতঃপ্রবল – "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥" অর্থাৎ "কৃষ্ণপ্রেম—নিত্যসিদ্ধবস্তু, তাহা কখনও সাধ্য নয়, কেবলমাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তেই

তাহার উদয় সম্ভব।" (চৈঃ চঃ ম ২২।১০৪ অঃ প্রঃ ভাঃ)]। 'হৃদ্রোগকাম' বলিতে ভগবদ্বিষয়ক কাম ব্যবচ্ছিন্ন (বিভিন্ন, বিভক্ত বা খণ্ডিত) হইতেছে। যেহেতু তাহার প্রেমামৃত-রূপত্বহেতু তাহা তদ্‌বিপরীত। 'ধীর' বলিতে 'পণ্ডিত' অর্থাৎ 'হৃদ্‌রোগ থাকিতে কিপ্রকারে প্রেমোদয় হইবে', এইপ্রকার অনাস্তিকালক্ষণাত্মিকা—মূর্খতা-রহিত। 'অতএব শ্রদ্ধান্বিত ইতি' অর্থাৎ এইজন্যই বলা হইয়াছে 'শ্রদ্ধান্বিত', শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাসী নামাপরাধীকে কখনও প্রেমা অঙ্গীকার করেন না। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীরও দুরধিগম্যা এই রাসলীলা শাস্ত্রবুদ্ধিবিবেকাদিরও দুর্গম বলিয়া বিচারিত হয়। গোপীগণের এই রসবর্ত্মে তাঁহাদের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত কাহারও প্রবেশাধিকার সম্ভব হয় না।"

শ্রীরায় রামানন্দমুখে শ্রীশ্রীরাধাপ্রেমের 'প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত' অর্থাৎ 'বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগাভাবেও সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি' রূপ এক অপূর্ব্ব ভাবের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকেই—'সাধ্যাবধি' বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক তাহার সাধন-রহস্য শুনিতে চাহিলে রায় কহিতে লাগিলেন—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইঁহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

—চৈঃ চঃ ম ৮।২০১-২০৫

'সখীভাবে অনুগতি'র কথা শুনিয়া একশ্রেণীর অরসজ্ঞ ব্যক্তি নিজের ভোগায়তন পুরুষ দেহকে কৃত্রিম-ভাবে সখী সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হন। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃত-প্রবাহভাষ্যে ঐসকল পয়ারের এইরূপ মর্ম্মার্থ জানাইতেছেন:—

"দাস্য-বাৎসল্যাদি রসে এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায় না। ব্রজসখী বিনা এই লীলায় অন্যের প্রবেশ অসম্ভব; ব্রজসখীর ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক **সখীর আনুগত্যে** সাধন করিতে পারিলে রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়, অন্য উপায় নাই।"

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

'সখীভেকী' ও 'গৌরনাগরী' প্রভৃতি প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্য জড়দেহেন্দ্রিয়ের ও চর্ম্মের শোভা-বর্দ্ধন কখনই কৃষ্ণকে আনন্দিত করায় না অর্থাৎ কৃষ্ণেতর ঐ সকল কৃত্রিম চেষ্টা জড়েন্দ্রিয়েরই তৃপ্তিকর বলিয়া কৃষ্ণ উহাদিগকে উপভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করেন না। চিন্ময়ী শ্রীরাধা ও তৎসখীগণের দেহ, গেহ, বেষ-ভূষণ প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া বা চেষ্টা, সমস্তই চিন্ময়, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিকর ও কৃষ্ণবশকারী, দেবীধামান্তর্গত চৌদ্দভুবনের কোন ব্যাপার বা বস্তু নহে। কৃষ্ণ ভুবনমোহন হইলেও তাঁহারা কিন্তু ভুবনমোহিনী নহেন, তাঁহারা—ভুবনমোহন-মনোমোহিনী।

ভোগপর মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের কাল্পনিক সিদ্ধদেহে আপনাকে 'সখী' বলিয়া অভিমান করাও অহংগ্রহোপাসনাই হইয়া যায়; ফলে, কল্পনাকারীর দেবীধামেই বাস হয়। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু প্রাকৃত জীবকে এই বিষয়ে সতর্কও করিয়াছেন—যথা ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ ১৬০ সংখ্যক—"লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ। ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাব-চেষ্টিতমুদ্রয়া॥" শ্লোকের 'দুর্গম সঙ্গমনী' টীকা:—"ন তু ব্রজেন্দ্রাদিত্বাভিমানেনাপীত্যর্থঃ। পিতৃত্বাদ্যভিমানো হি দ্বিধা সম্ভবতি—স্বতন্ত্রত্বেন, তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়া চ। তত্রাদ্যমনুচিতং ভগবদভেদোপাসনাবত্তেষু ভগবদ্বদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণেষু, তদনৌচিত্যাৎ; তথা তৎপরিকরেষু তদনুচিত-ভাবনাবিশেষেণাপরাধপাতাৎ।" এই জন্যই শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—(ঐ) "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

(টীকা—"ব্রজলোকাস্তত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাস্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ"—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৫১-১৫৫ দ্রষ্টব্য।)

—চৈঃ চঃ অনুভাষ্য ম ৮।২০২-৫

বৈধীভক্তি শ্রদ্ধা-মূলা, রাগানুগাভক্তি লালসা-মূলা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

"রাগাত্মিকা ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে॥
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাঃ লঃ ১০৪ শ্লোঃ)

[অর্থাৎ 'ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবন-প্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ', কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (তদ্রূপ রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন।]

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—তটস্থ লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
'তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
"বিরাজন্তীমভিব্যক্তাং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্রশাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাঃ লঃ ১০৩ ও ১১৮ শ্লোঃ)
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৪৬-১৫০

["ব্রজবাসিজনাদির মধ্যে অভিব্যক্তরূপে রাগাত্মিকা ভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুসৃতা (অনুগতা) যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগা ভক্তি।

ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগাভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তি-লক্ষণ নয়।]

এই জন্যই রায়রামানন্দ কহিয়াছিলেন—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

(চৈঃ চঃ ম ৮।৭০ ধৃত পদ্যাবলী ১২শ অঙ্কে ধৃত রায়রামানন্দ কৃত শ্লোক)

[অর্থাৎ "কোটিজন্ম-কৃত সুকৃতি দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটি মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত মতি যাহা হইতেই পাও, ক্রয় করিয়া ফেল।"]

এইরূপে মহাজনবাক্য অনুসরণ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, লোভোদয়ে ব্রজবাসীর ভাবের আনুগত্যই রাগানুগাভক্তি। সখীর অনুগত হইয়া ভজন করিবার কথাই মহাজন-সম্মত। সুতরাং ললিতা-বিশাখাদি সখী নিজে সাজিতে হইবে না, তাঁহাদের আনুগত্যেই ভজন করিতে হইবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদি লীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে লিখিতেছেন—

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

[অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে গোলোকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহধারী প্রাণী মাত্রেই ভগবৎসেবাপর হইবে।"]

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ, সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায়॥

—চৈঃ চঃ আ ৪।৩৩-৩৫

["উক্ত শ্লোকে 'ভবেৎ' পদরূপ ক্রিয়ায় বিধিলিঙ্ ব্যবহার করা হইয়াছে; অতএব ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত; অন্যথা অর্থাৎ না করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ দোষ আছে।"—'অমৃতপ্রবাহভাষ্য']

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত 'অনুগ্রহায়' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

"ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে (করোতি) যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ তৎপরস্তদ্বিষয়কঃ শ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যাঃ অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশী মণিমন্ত্রমহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যা শক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তদ্ভক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতম্।"

অর্থাৎ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ সেই প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহাশ্রিত জীব তৎপর অর্থাৎ তদ্বিষয়ক শ্রদ্ধাবান্ হন। অন্য ক্রীড়া হইতে বৈলক্ষণ্য হেতু মধুররসময়ী এই রাসক্রীড়ার মণিমন্ত্র মহৌষধাদির ন্যায় তাদৃশী কোন এক অবিচিন্ত্য মহাশক্তি আছে বলিয়াই অবগত হওয়া যায়। মানুষদেহধারী জীবের তাঁহার ভক্তিতে অধিকারিত্বই মুখ্য, ইহাই অভিপ্রেত হইয়াছে।

সুতরাং অধিকারভেদে রাসলীলা-শ্রবণের ফল যেমন 'তৎপরতা' অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা পরায়ণতা ব্যতীত আর কিছু হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নহে, তদ্রূপ মহাকবি জয়দেবের শৃঙ্গাররসময়ী গীতগোবিন্দগাথা শ্রবণেরও কৃষ্ণভক্তি ফলই কাঙ্ক্ষণীয়।

[আমরা 'বিশ্বকোষ' ও 'ভক্তমাল' প্রভৃতি গ্রন্থাবলম্বনে শ্রীজয়দেবচরিত সম্বন্ধে কএকটি অলৌকিক ঘটনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—]

শ্রীজয়দেব তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' মহাকাব্যে সকল ভাবের ও সকল রসের অবতারণা করিলেন বটে, কিন্তু একদা খণ্ডিতা- * নায়িকার মান-প্রকরণ-বর্ণন-কালে নায়ক শ্রীগোবিন্দ মানিনী নায়িকা শ্রীরাধার মান-ভঞ্জন-প্রকরণ-বর্ণনপ্রসঙ্গে 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' পর্য্যন্ত লিখিয়া 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' এই পাদপূরণ-বাক্যটি আর লিখিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মানিনী শ্রীরাধার চরণে পড়িয়া তাঁহার মান ভঞ্জন করাইবার কথা ত্রিজগতে প্রসিদ্ধি থাকিলেও কবিবরের তাহা নিজ হস্তে লিখিতে বড়ই সঙ্কোচবোধ হইতে লাগিল। তিনি মহাসমস্যায় পড়িলেন। চিত্তের মধ্যে অনেক আলোড়ন বিলোড়ন করিয়াও পাদপূরণ করিতে পারিলেন না। পুঁথি বন্ধ করিয়া পদ্মাবতীকে জানাইয়া সমুদ্রস্নানে গমন করিলেন। তিনি স্নানে বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই রসিকচূড়ামণি ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংই জয়দেবরূপ ধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করতঃ ভক্তের সমস্যা সমাধানার্থ নিজ শ্রীহস্তে উজ্জ্বল অক্ষরে তাঁহার পুঁথিমধ্যে পাদপূরণ করিয়া দিলেন—**"দেহি পদপল্লবমুদারম্"**। স্বামী এইমাত্র স্নানে বাহির হইলেন, আবার তখনই ফিরিয়া পুঁথি খুলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন, ইহা দেখিয়া পদ্মাবতী কৌতূহলবশতঃ পতিদেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো, আপনি এইমাত্র

* অভিসারিকা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকা—এই অষ্ট নায়িকার ভাবই শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীতে বিদ্যমান। (১) প্রণয়ীর উদ্দেশে গৃহ হইতে সঙ্কেত স্থানে গমনকারিণী নারী 'অভিসারিকা'। (২) সঙ্কেতস্থানস্থিতা যে নায়িকা নায়কের অনাগমন-জন্য ব্যাকুলা হন, তিনিই 'উৎকণ্ঠিতা', (৩) যে নায়িকা বেশভূষা করিয়া ও রাসগৃহ বা বাসর সাজাইয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই 'বাসকসজ্জা', (৪) যে নায়িকা সঙ্কেত স্থানে নায়ককে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হন এবং নিজেকে বঞ্চিতা—প্রতারিতা মনে করেন, তিনিই 'বিপ্রলব্ধা', (৫) উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্। ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা॥ (উজ্জ্বলনীলমণি) অর্থাৎ যাঁহার প্রিয়তম তাঁহার নিকট আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করতঃ প্রাতঃকালে তৎসমীপে আসিয়া উপস্থিত হন, তিনিই 'খণ্ডিতা' অর্থাৎ কান্তের পরস্ত্রী-সঙ্গচিহ্ন-দর্শনে ঈর্ষাযুক্তা—"অন্যের সম্ভোগ-চিহ্ন করিয়া ধারণ। আসে প্রাতে প্রিয় যার 'খণ্ডিতা' সে জন॥"—(রসমঞ্জরী), (৬) নায়কের সহিত কলহ করার পর অনুতাপিনী নায়িকাই 'কলহান্তরিতা', (৭) "সদা কান্ত করে যার আদেশ পালন। স্বাধীন-ভর্তৃকা তারে কহে কবিগণ॥" (রসমঞ্জরী), নায়ক যাঁহার বশীভূত এমন নায়িকাই স্বাধীন-ভর্তৃকা' এবং (৮) প্রোষিত অর্থাৎ বিদেশগত। প্রবাসী স্বামীর বিরহে দুঃখকাতরা নারীই—'প্রোষিত-ভর্তৃকা'।

'স্মরগরল·········মুদারম্'—ইহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ মানিনী শ্রীরাধার মানভঞ্জনার্থ কহিতেছেন—"অয়ি প্রাণেশ্বরি! কামকালকূটদমনকারী, আমার শিরোদেশের মণ্ডন অর্থাৎ ভূষণ স্বরূপ তোমার ঐ পরম উদার পাদপদ্ম আমার মস্তকে প্রদান কর" ইত্যাদি।

স্নানার্থ বাহির হইয়া আবার এখনই ফিরিয়া আসিলেন, ইহার কারণ কি? তচ্ছ্রবণে জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—"হাঁ, পথে যাইতে যাইতে কবিতার একটি ছন্দঃ মনে পড়িয়া গেল, তাই তাহা বিস্মৃত হইবার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি আসিয়া লিখিয়া রাখিয়া গেলাম।"

চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণ পদ্মাবতীকে এইরূপে ফাঁকি দিয়া শীঘ্রগতি বাহির হইয়া যাইবার একটু পরেই কবিবর শ্রীজয়দেব স্নানসমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পদ্মাবতী অতীব বিস্মিতা হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো আপনি এইমাত্র পুঁথি লিখিয়া স্নানে বাহির হইলেন, ইহার মধ্যে আপনার পক্ষে অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রস্নানান্তে এতশীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?" তচ্ছ্রবণে শ্রীজয়দেবও সবিস্ময়ে কহিলেন— "সে কি! আমি ত' স্নান সমাপনান্তে এখনই গৃহে পৌঁছিতেছি, ইহার পূর্ব্বে আবার কখন আসিয়া পুঁথি লিখিয়া গেলাম?" তখন পদ্মাবতী অত্যন্ত অধীরা হইয়া কহিতে লাগিলেন—তাহা হইলে যিনি পুঁথি লিখিয়া গেলেন, তিনিই বা কে, আর আপনিই বা কে, কে আমার প্রকৃত সত্যকার স্বামী, তাহা প্রকাশ করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন; আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছে, আমি মতিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।" বুদ্ধিমান জয়দেব অন্তরে বুঝিলেন—ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে, তিনি ত্বরিতগতিতে গৃহমধ্যে গিয়া পুঁথি খুলিয়া দেখেন—অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—'দেহি পদপল্লবমুদারম্'। তাঁহার আর বুঝিতে একটুও বিলম্ব হইল না যে, শ্রীভগবান্ স্বয়ংই আসিয়া এই পাদপূরণ করতঃ তাঁহার সকল সঙ্কোচ অপসারিত করিয়া দিয়াছেন। আহা, জয়দেব এখনও আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্তন করেন নাই। স্বয়ং ভগবানের শ্রীহস্তাক্ষর একবার মস্তকে একবার বক্ষে ধারণ করিতে করিতে অজস্রধারে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাচ্ছন্ন হইয়া উন্মাদের ন্যায় মহাপ্রেমাবেশে পরমা ভক্তিমতী ভাগ্যবতী সাক্ষাৎ জগন্নাথ-দত্তা সাধ্বী সহধর্ম্মিনী পদ্মাবতীর চরণ ধারণ করিয়া আবেগভরে কহিতে লাগিলেন—পদ্মাবতি! তুমিই ধন্যা, তুমিই এতদিনে তোমার নিত্য সত্য সনাতন স্বামীর সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া সত্যসত্য জীবন সার্থক করিয়াছ:—

"জনম সফল তা'র কৃষ্ণ দরশন যার
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।"

আমার ভাগ্যে তাঁহার দর্শন হইল না, আমি নিতান্ত হতভাগ্য। জয়দেব শিরে বক্ষে করাঘাত করিয়া এমন করুণভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়। পদ্মাবতীও প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভক্ত স্বামীর সেবায় তৎপরা হইলেন। স্বামীকে নানাভাবে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ভক্তদম্পতি পরম প্রেমভরে সেই অক্ষরাকৃতি পরংব্রহ্ম শ্রীভগবান্‌কে বক্ষে মস্তকে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—রাধাপ্রেমে বাঁধা কৃষ্ণকে শ্রীরাধার একান্ত আনুগত্য ব্যতীত পাইবার আর কোন উপায়ই নাই। শ্রীজয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত করিয়া পুঁথিখানি শ্রীজগন্নাথ পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন। তৎকালে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার না হইলেও ভক্তবৃন্দের মুখে মুখেই শ্রীগীতগোবিন্দের 'মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী' কীর্ত্তিত হইতে হইতে তাঁহার মহিমা দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত হইতে লাগিল। "তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ" ন্যায়ানুসারে স্বয়ং ভগবানের প্রীতিপ্রদ বলিয়া জয়দেবের গ্রন্থরাজ জগতের প্রায় সকল লোকেরই চিত্তাকর্ষক হইয়া পড়িলেন। অর্থ না বুঝিলেও উহা যেন সকল সম্প্রদায়েরই জনগণমনো অধিনায়ক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-মায়াপুর ও ঈশোদ্যান মহিমা

শ্রীগৌরসুন্দরের মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল

শ্রীনবদ্বীপভাব-তরঙ্গ গ্রন্থে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন :—

মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
'ঈশোদ্যান' নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজন-স্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা ল'য়ে ভক্তজন॥
বনশোভা হেরি রাধা-কৃষ্ণ পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে॥
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানাপক্ষী গায় তথা গৌরগুণগান॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়।
হিরণ্যহীরকনীলপীতমণি ভায়॥
বহির্ম্মুখজন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে॥
দেখে মাত্র কণ্টক আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনীবন্যার বেগে সদা লণ্ডভণ্ড॥

———

শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যবিরাজিত

"মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল মহাবন।"

"ভাগীরথীপূর্ব্বতীরে হয় মায়াপুর।
মায়াপুরে নিত্য আছেন আমার ঠাকুর॥
লোকদৃষ্ট্যে সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্বম্ভর।
ছাড়ি নবদ্বীপ ফিরে দেশ-দেশান্তর॥
বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ মোর নবদ্বীপধাম।
ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম॥"
পূর্ব্বদক্ষিণেতে এক সরস্বতী ধার।
নিরবধি বহে ঈশোদ্যান তটে যার॥
ঈশোদ্যান সন্নিকটে নিজকুঞ্জে বসি।
ভজিব যুগল ধন শ্রীগৌরাঙ্গ-শশী॥
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-ক্ষেত্রবাসিগণ।
ঈশাক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন॥

———

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ রচিত অন্তর্দ্বীপ—শ্রীধামমায়াপুর-স্তুতি

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানা চিত্রমনোহরং খগমৃগাদ্যাশ্চর্য্যরাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
র্ভূমে গৌরকিশোর-কেলিভবনং মায়াপুরং জীবনম্॥

[যে স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং উজ্জ্বল রত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে ধাম বিচিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশুপক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্যপ্রীতিতে আবদ্ধ অথবা যে ধাম পশুপক্ষিকুলের আশ্চর্য্য নিনাদে মুখরিত, যেস্থানে ফুলফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুতা শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়াবিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরই আমার জীবন।]

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেঽপি যায়াদহো
শ্রীগৌরাঙ্গপুরস্য যত্র মহিমা নাত্যদ্ভুতঃ শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতামাপ্নুয়ু-
র্যে মায়াপুর-বৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ॥

[শ্রীগৌরধামের অত্যদ্ভুত মহিমা যে শাস্ত্রে শ্রুত হয় না, অহো সেই অসৎশাস্ত্র স্বপ্নেও যেন আমার শ্রুতিপথে আগমন না করে,; যে-সকল খল ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিংবা সম্ভাষণের বিষয় না হয়।]

———

সেবার কি অদ্ভুত শক্তি!

[শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, বি-এ, বি-টি]

প্রতিষ্ঠানপুরে এক সরল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দরিদ্র হইলেও 'কর্ম্মফল অবশ্যই ভোক্তব্য' মনে করিয়া শান্তচিত্তে কালযাপন করিতেন। একদিন সেই উদার বিপ্র, বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সভায় শ্রবণ করিলেন যে—ভগবৎ-সেবাধর্ম্ম মনে মনে আচরণ করিলেও নিত্য-মঙ্গল লাভ হয়। দারিদ্র্য হেতু ব্রাহ্মণ তদবধি উহা মনে মনে আচরণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ গোদাবরী জলে স্নান ও নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক নির্জ্জনস্থানে শুদ্ধচিত্তে স্বাভিমত শ্রীহরির মূর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর নিজে মানসে উত্তম বসন পরিধান ও উত্তরীয়াদি ধারণপূর্ব্বক ঐ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দির মার্জ্জন-পূর্ব্বক রজত ও সুবর্ণময় কলসে গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থের জল আহরণ ও নানাবিধ সেবোপকরণ আনয়ন করত তদ্দ্বারা শ্রীহরির স্নানাদি-ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগান্তে আরাত্রিক পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান মহা-রাজোপচারে মনে মনে সমাধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মানসে সেবা করিয়া ব্রাহ্মণ দিন দিন অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহুকাল গত হইল। একদিন মনে মনে সঘৃত পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় মনোময়ী শ্রীমূর্ত্তিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত উঠাইয়া ধরিলেন। কিন্তু উহা অত্যন্ত তপ্ত মনে হওয়ায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া 'হায়, দগ্ধ অঙ্গুষ্ঠ-স্পর্শে পায়স অপবিত্র হইল'—দুঃখিতচিত্তে এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। বাহিরেও তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধ হইয়াছে দেখিলেন এবং ঠাকুরের পরমান্ন ভোগ হইল না চিন্তা করিয়া ব্যথিত হইলেন। তখন বৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণ, লক্ষ্মী প্রভৃতি পার্ষদবর্গ-পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া হাস্য করিলেন। হঠাৎ শ্রীহরিকে হাস্য করিতে দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও তত্রস্থ ভক্তগণ শ্রীনারায়ণকে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ প্রথমে কিছু না বলিয়া সেই ব্রাহ্মণকে মুক্ত করিয়া বিমানে বৈকুণ্ঠে আনয়ন পূর্ব্বক পার্ষদগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর শ্রীহরি কৃপা পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণকে নিকটে রাখিয়া সেবা প্রদান করিলেন।

এই উপাখ্যানটি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের টীকায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণিদেবী:—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রাপ্তা দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীমতী লক্ষ্মমণিদেবী বিগত ১৫ শ্রাবণ, ৩১ জুলাই সোমবার শ্রাবণ কৃষ্ণাষষ্ঠী তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে প্রায় ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নিজ কলিকাতাস্থ বাসভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি ভাগ্যবতী, কাহাকেও উদ্বেগ না দিয়া পতির অগ্রে শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্য দর্শন করিতে করিতে ও শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতেই দেহত্যাগ করেন। বিগত ৮ চৈত্র ১৩৫৮, ইং ২১ মার্চ্চ ১৯৫২ তিনি কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা মঠে ফোনে অকস্মাৎ তাঁহার দেহরক্ষার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীল আচার্য্যদেব মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হন। মঠের বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিরহদুঃখ ও তাঁহার গুণাবলী বর্ণন-প্রচেষ্টাতে ইহাই নিঃসংশয়িতভাবে অনুভূত হয়, লক্ষ্মীমণিদেবী তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠার দ্বারা বৈষ্ণবগণের চিত্তকে কিরূপ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার সান্নিধ্যে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার বৈষ্ণবোচিত স্নিগ্ধ প্রকৃতি, বৈষ্ণবসেবার জন্য আর্ত্তি, সর্ব্বোপরি গাঢ় গুরুনিষ্ঠা দর্শন করিয়া আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই। তাঁহারই ভক্তিবলে ও প্রেরণায় তাঁহার পতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরবর্ত্তিকালে ভক্তিসদাচার গ্রহণ

করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করেন। সহধর্ম্মিণীর প্রেরণায় কৃষ্ণচন্দ্রবাবু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভূমিতে ভজন-কুটীর নির্ম্মাণের এবং মঠের বিবিধ সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হন। মঠের বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণে লক্ষ্মীমণিদেবীর এরূপ আগ্রহ ছিল যে শারীরিক অপটুতা বা বার্দ্ধক্যকে অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি মঠে চলিয়া আসিতেন। মঠের বৈষ্ণবগণ কখনও তাঁহার বাটীতে পৌঁছিলে তিনি কতই না আনন্দিত হইতেন এবং অপটু শরীর লইয়াও বৈষ্ণব-সেবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন।

মঠে দেহরক্ষার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিবামাত্র শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে প্রথমে শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী ও শ্রীননীগোপাল বনচারী মৃদঙ্গ করতালাদি সহ তাঁহার বাসভবনে পৌঁছিলে পরবর্ত্তিকালে মঠের সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী তাহাদের সহিত যোগদান করতঃ সংকীর্ত্তন সহযোগে কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীমঠ হইতে আনীত শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী মালা, চন্দন ও চরণতুলসী প্রভৃতি লক্ষ্মীমণির অবয়বে প্রদত্ত হইলে পর তাঁহার শেষকৃত্য তথায় সম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি উপলক্ষে মঠে রাত্রিতে একটী বিশেষ সভার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত সভায় পূজনীয় মহারাজগণের বক্তৃতার পর শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাহার বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্মীমণি দেবীর কথা উল্লেখ করতঃ হৃদয়ের বিরহ-বেদনা ব্যক্ত করেন এবং তাঁহার আত্মার নিত্য শ্রীভগবৎসেবা লাভের জন্য করুণাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানান।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পারলৌকিক কৃত্য গত ২৫ শ্রাবণ, ১০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার কলিকাতাস্থ শ্রীমঠে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে ও পণ্ডিত শ্রীজগদীশ পণ্ডা মহোদয়ের সহায়তায় বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী বৈষ্ণব-হোম সহযোগে মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্পন্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাবুর কলিকাতা এবং গয়ালগাছাস্থিত ভ্রাতুষ্পুত্র ও স্বজনগণ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অন্যূন দুইশত মহিলা ও পুরুষ ভক্ত উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মঠে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করতঃ পরিতৃপ্ত হন।

পণ্ডিত শ্রীকমলকান্ত দাসাধিকারী:— বিগত ৪ঠা আষাঢ়, ১৮ জুন রবিবার জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-অষ্টমী তিথিতে রাত্রি ২-৩০ ঘটিকায় আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলার ভাটীপাড়া গ্রামে নিজালয়ে শ্রীকমলকান্ত দাসাধিকারী ৯২ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। প্রয়াণকালে ইনি পত্নীদ্বয় ও ছয়টী পুত্রসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের আসাম প্রদেশস্থ পুরাতন গৃহস্থ শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বিগত ১৪ আষাঢ়, ১৩৫১ বঙ্গাব্দে তিনি হরিনাম প্রাপ্ত হন ও পরে উক্ত বৎসরই ১৯ চৈত্র মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন। উক্ত গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে ইঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তত্রস্থ গৃহস্থ ভক্তগণের ইনি অভিভাবকসদৃশ ছিলেন। শ্রীকমলাকান্ত প্রভুর আদ্যশ্রাদ্ধ বৈষ্ণববিধানমতে তাঁহার গৃহেই সুসম্পন্ন হয়। কামরূপ জেলান্তর্গত সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ এবং শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীউপনন্দ দাসাধিকারী প্রমুখ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ তথায় যাইয়া ভক্ত্যনুকুল কৃত্য সম্পাদন করেন। শ্রাদ্ধদিবস রাত্রিতে তাঁহার গৃহে একটী বিরহ-সভায় উপরি উক্ত বৈষ্ণবত্রয় কমলাকান্ত প্রভুর ভক্তিনিষ্ঠা ও মহিমা কীর্ত্তনমুখে বিরহ-দুঃখ অভিব্যক্ত করেন। বিরহ-মহোৎসবে ও সভায় বহু নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী সন্তোষকুমারী দাসী:— শ্রীল আচার্য্য-দেবের দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য বাঁকুড়া জেলান্তর্গত ওন্দাগ্রাম-নিবাসী শ্রীহরিপদ দাসাধিকারীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সন্তোষকুমারী দাসী গত ২৬ আষাঢ়, ১০ জুলাই সোমবার আষাঢ়ী অমাবস্যা তিথিতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাববাসরে অপরাহ্ণ ২ টায় নিজালয়ে পতি, দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া

৬৬ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্তা হইয়াছেন। ইনি শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ১১ অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দে শ্রীনাম ও মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করতঃ সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীর ধর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া:—কাঁথি ও কাশী শ্রীভাগবত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের অনুকম্পিতা শিষ্যা মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানান্তর্গত জগুদাসগ্রামনিবাসী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ তাঁহার পতি, তিন পুত্র ও দুই কন্যাকে রাখিয়া গত ১৪ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই রবিবার শ্রাবণ কৃষ্ণাপঞ্চমী শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পতি শ্রীবটকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজের পুরাতন শিষ্য। তিনি বহুদিন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক মঠে থাকিবার পর পরে গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশ করেন। সুতরাং বৈষ্ণব-পতি লাভ করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া নিশ্চিন্তমনে ঐকান্তিকতার সহিত বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় "শ্রীরাধা-মদন-গোপাল-সেবাকুঞ্জ" টোলের অধ্যাপিকা ছিলেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাপরায়ণা এই বিদুষী মহিলার অকালে অকস্মাৎ দেহত্যাগে সারস্বত বৈষ্ণবমাত্রই বিশেষভাবে বিরহসন্তপ্ত হইয়াছেন। পরম করুণাময় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহাদের নিত্যসেবা প্রদান করুন।

বিপর্য্যয়ের প্রতিকার

প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানাবিধ বিপর্য্যয়ে পৃথিবীর মানুষ আজ বিপর্য্যস্ত। মানুষ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে বিপর্য্যয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দিশাহারা হ'য়ে পড়্ছে। তাঁদের বুদ্ধিমত্তার বড়াই, বৈজ্ঞানিক সাফল্য সর্ব্বপ্রকার গরিমা ধূলায় মিশে যাচ্ছে। এই মুহুর্মুহুঃ বিপর্য্যয়ের কারণ কি এবং তার প্রতিকার কি? ব্যাধির মূল কারণ নির্ণয় ক'রে উহা দূরীকরণের চেষ্টা ব্যতীত কেবলমাত্র উপর উপর চিকিৎসায় ব্যাধি হ'তে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, বরং বহু উপসর্গ নিয়ে উহা আরও গুরুতর আকারে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। ব্যাধির মূল কারণ নির্ণয়-বিষয়ে নিদানবিৎ সুচিকিৎসকের বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা উহার প্রতিকার হ'তে পারে। তদ্রূপ মনুষ্যের বিপর্য্যয়ের কারণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের পরামর্শেই আমরা উহা হ'তে নিষ্কৃতি পেতে পারি। বৈদিক কৃষ্টিতে ঋষিগণের শিক্ষায় আমরা পাই জগতে যে বস্তুগুলিকে আমরা প্রাকৃত মনে করি, তা' তাদের বাহ্য দিক (morphological aspect) মাত্র, তৎপশ্চাতে চেতনের অধিষ্ঠান রয়েছে। যেমন জল প্রাকৃত বস্তু রূপে প্রতীয়মান হলেও তৎপশ্চাতে চেতনের অধিষ্ঠান রয়েছে, তিনি বরুণদেব; তদ্রূপ পবনদেব, অগ্নিদেব, মেঘের অধিপতি ইন্দ্রদেব ইত্যাদি। দেবতাগণ শ্রেষ্ঠ চেতন, মানুষের dictation অনুসারে তাঁরা চল্‌তে বাধ্য নহেন। অধুনা প্রবল খড়াতে যখন মানুষ দিশাহারা হ'য়ে পড়্লো, তখন কৃষকগণ স্থানে স্থানে সমবেত প্রার্থনা জানাতে আরম্ভ কর্লেন। কোথাও কোথাও মেঘের অধিপতি ইন্দ্রের পূজা আরম্ভ হলো ইত্যাদি। যে যেভাবেই হউক শ্রেষ্ঠচেতন—নিয়ন্তা ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। আমরা জীবনধারণের জন্য বহু দিক হ'তে সহায়তা গ্রহণ করি—দেবতা, ঋষি, পিতা-মাতা, অন্যান্য মনুষ্য ও প্রাণী হ'তে। এজন্য আমাদের কর্ত্তব্য তাঁদিগকে দেওয়া অর্থাৎ তাঁদের আরাধনা করা। এক তরফা লুটপাট কর্‌বো, দিব না, এতে প্রতিক্রিয়া বা বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। প্রতিক্রিয়ার হাত হ'তে নিষ্কৃতির জন্য শাস্ত্রে পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়েছেন। শাস্ত্র যদি নাও মানি, যুক্তি মান্‌লেও প্রকৃতি unbalanced থাক্‌বে না, এটা অন্ততঃ আমাদের বুঝ্‌তে অসুবিধা হওয়া উচিত নহে। বহু দিকে কি করে দিব? সর্ব্বোত্তম পন্থা—সমস্তের মূল একজন রয়েছেন, যেখানে আত্মনিবেদন কর্‌লে আর প্রতিক্রিয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা প্রথমে দিলেও সর্ব্বশেষে বল্লেন:—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

সম্পাদক—

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

আশ্বিন, ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৭৯। | ৮ম সংখ্যা
১০ পদ্মনাভ, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, সোমবার; ২ অক্টোবর, ১৯৭২।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৪৭ পৃষ্ঠার পর)

পঃ—'মায়া' জিনিষটা কি?

প্রভুপাদ—"মীয়তে অনয়া ইতি মায়া" যা'কে মেপে নেওয়া যায়, সে'টাই 'মায়া'। ভগবান্—মায়াধীশ, তাঁ'কে মাপা যায় না। যেখানে ভগবান্‌কে মেপে নেওয়ার চেষ্টা দেখান হয়, তাহাই 'মায়া'—'ভগবান্' নহে; মা—যা=মায়া। Christian Theologyতে (খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে) যেমন Godhead একটী আলাদা; Satan একটী আলাদা; ভাগবতের কথিত 'মায়া' সেরূপ নহে। ভাগবত-schoolএর মতে 'মায়া' পূর্ণ পুরুষ ভগবানে condemned stateএ (গর্হিতভাবে) আছে,—মায়াবশ-যোগ্য অণুচিৎএর প্রতি বিশেষরূপে দণ্ডবিধান কর্‌বার জন্য।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো-বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

এই অপরা-শক্তিই—মায়াশক্তি। অপরা শক্তি নিরীশ্বর কপিলের "চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব" হ'য়ে, কখনও বা বৈশেষিকের "পরমাণু" হ'য়ে, কখনও জৈমিনীর "অভ্যুদয়বাদ" হ'য়ে, কখনও গৌতমের "ষোড়শ পদার্থ" হ'য়ে, কখনও পতঞ্জলীর "বিভূতি কৈবল্যাদি" হ'য়ে, কখনও বা "ব্রহ্মানুসন্ধানের ছলনা" নিয়ে অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব-কুলকে বাহ্য জগতের ক্রিয়ায় মুগ্ধ কচ্ছে—mis-understanding (বুঝ্‌তে ভুল) করাচ্ছে।

পঃ—এরূপ কেন হচ্ছে?

প্রভুপাদ—জীবের Free will (স্বতন্ত্রতা) রয়েছে।

পঃ—তা' হলে—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"—গীতার এই বাক্যের সার্থকতা কি?

প্রভুপাদ—গীতার এই বাক্য ত' ঐ কথাই সমর্থন করেন। বিষ্ণুই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীব-সকল যে যে কর্ম্ম ক'রে থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন। পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের প্রেরণাদ্বারা কার্য্য কর্ত্তে থাকে। জীব—হেতু-কর্ত্তা, আর ঈশ্বর—প্রয়োজক-কর্ত্তা। জীব নিজকর্ম্মের কর্ত্তা হ'য়ে যে ফলভোগের অধিকারী এবং যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হচ্ছে, সে-সকল ফলভোগে ও কার্য্য-করণে প্রয়োজক-কর্ত্তারূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব র'য়েছে। ঈশ্বর—ফলদাতা আর জীব—ফলভোক্তা।

পঃ—জীবের 'স্বতন্ত্রতা' থাকিল কেন?

প্রভুপাদ—জীব বিভু-চৈতন্য পরমেশ্বরের অণু অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জল-ধর্ম্ম অণু-পরিমাণে র'য়েছে। বিভু ভগবান্—পরমস্বতন্ত্র, অণুচিৎ জীবেও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা র'য়েছে।

পঃ—জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার কি ভগবৎ-প্রেরণীয় ?

প্রভুপাদ—ভগবৎ-প্রেরণায় হ'লে ত' তদ্দ্বারা ভগবৎ-সেবাই হ'ত—ভগবদ্-বিস্মৃতি হ'ত না।

পঃ—তা' হ'লে "ভগবানের ইচ্ছার উপরই সমস্ত নির্ভর করে"—এ সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়? আমি তর্ক কর্‌বার ইচ্ছায় এ সকল প্রশ্ন করি নাই, আপনি মহা-পণ্ডিত ও পরমভক্ত; তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। তিলকের হিন্দি গীতায় তুকারামের একটী অভঙ্গ প'ড়েছিলাম, তা'র তাৎপর্য্য এই—"হে ভগবন্! আমার কর্ম্মই যদি আমাকে উদ্ধার কর্‌ল, তা'হলে আর তোমার দরকার কি।"

প্রভুপাদ—ভাগবত এ'র জবাব দিয়েছেন,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

ইহ জগৎ হইতে যাঁ'র ছুটী পাওয়ার যোগ্যতা হ'য়েছে, তিনি বিচার করেন, পরম-মঙ্গলময় ভগবানের উপর যদি দোষ-গুলি চাপিয়ে দেওয়া যায়, তা' হলে সেবা-বৃত্তির অভাব হওয়ায় কোন দিনই মুক্তিলাভ করা যেতে পারে না। কিন্তু চেতনময়ী-সেবোন্মুখতা-ক্রমে যিনি সমস্ত অসুবিধা-গুলিকে 'ভগবানের অনুগ্রহ' বা 'দয়া' বিচার ক'রে ভগবানের প্রতি আরও অধিকতর আকৃষ্ট হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিপদের অধিকারী।

পঃ—তা' হলে আমরা যে পাপ করি, তাও কি ভগবানের দয়া ?

প্রভুপাদ—না; তা' নয়। পাপের প্রবৃত্তি দিয়েছেন আমাকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য। যেমন শিশুর অন্ন-প্রাশনের সময় পিতা-মাতা শিশুর রুচি পরীক্ষা কর্‌বার জন্য শিশুর কাছে পয়সা কড়ি, খই, ধান, ভাগবত-পুঁথি প্রভৃতি রেখে থাকেন, শিশু রুচি অনুসারে সেই গুলি গ্রহণ করে; উপনয়নের সময় যেমন আচার্য্য মানবকের বৃত্তি পরীক্ষা ক'রে থাকেন। ভগবানের নির্দ্দয়তা জিনিষটা বহির্ম্মুখ মানব-জ্ঞানে এসে উপলব্ধি হচ্ছে; তা'কে "দণ্ড" ব'লে গ্রহণ কর্‌লে Serving temper (সেবোন্মুখতা) বা attraction for God (ভগবানে আনু-রক্তি) এর অভাব হচ্ছে বুঝা গেল। তিনি সর্ব্বাশ্রয়; তাঁ'র কাছে আশ্রয় পাব ব'লে যে আশা করে যায়, ভগবান্ তা'র (আশ্রয়প্রার্থীর) ঐকান্তিকতা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য তাঁ'র (আশ্রয়প্রার্থীর) নিকট অনেক অসুবিধা এনে ফেলেন। যেমন কবিরাজের কাছে গেলাম তিনি পথ্যাপথ্যাদির ব্যবস্থা কর্‌লেন; ডাক্তার lancet (ছুরিকা) দিয়ে ফোঁড়ার মুখ খুলে দেন, তা'তে যদি ডাক্তার-কবিরাজের প্রতি বিরক্ত—অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁ'-দিগকে মার্‌তে যাই, তাঁ'রা 'নির্দ্দয়'—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন, বিচার করি, তা'হলে আমার দিক্ থেকে বিচারটা ভুল হোলো। প্রকৃত-মঙ্গলকারীকে—দয়াবানকে 'অমঙ্গলকারী' ও 'নির্দ্দয়' ব'লে ভুল কর্‌লাম। ভগবানের মায়া প্রলোভনের জিনিষগুলি এখানে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন; কত রকম টোপ, বড়্‌শী, যাঁতাকল, জাল, শেকল আমার কাছে সাজান রয়েছে যে, আমি তা'তে ক'রে পৃথিবীর জালে আরও বেশ ক'রে জড়িয়ে পর্ত্তে পারি। এ' সকল বড়্‌শীর প্রলোভনে প'ড়ে কখন আমি যথেচ্ছাচারী "অসৎকর্ম্মী" হচ্ছি, কখনও বা যাঁতা কলের প্রলোভনে প'ড়ে লোকহিতকর কার্য্য কর্‌বার নামে "সৎকর্ম্মী" হচ্ছি, কখনও নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই 'ভাল' মনে কচ্ছি, শাক্যসিংহ, কপিল, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতকে আদর কচ্ছি। কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদ—এই দুই প্রকার অন্যাভিলাষ-ময় বিচারে প্রতারিত হ'য়ে যাঁ'রা ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁ'দের যোগ্যতা বুঝে মায়াদেবী তাঁ'দের প্রলোভনের জন্য সেই রকম বিচিত্র টোপ সাজিয়ে রেখেছেন। ভগবানের কথায় নিযুক্ত হ'লেই জীবের মঙ্গল হবে, মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। ভগবান্ কা'রও স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না। তিনি চেতন-ধর্ম্মের হন্তারক নহেন; চেতনতার বৈশিষ্ট্যে বাধা দিলে তাঁ'র নির্দ্দয়তারই

পরিচয় হ'ত। তিনি চেতন বৃত্তির নিকট চেতন-বৃত্তির সৎ ও অসদ্-ব্যবহারের কথাগুলি জানাচ্ছেন মাত্র। শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি বল্‌ছেন—জৈমিনী ঋষির অভ্যুদয়-বাদের কথা, দত্তাত্রেয় শঙ্করাদির নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের কথায় নিরত হ'য়ো না। উহা চেতনতা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার নয়। ভগবানের সেবারূপ কর্ম্ম কর—ভগবানের সেবা যা'তে না হয় ঐরূপ কর্ম্ম করো না। শ্রীচৈতন্যরূপে অচিদ্ অনুভূতিযুক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য—চেতনতা উৎপন্ন কর্‌বার জন্য বল্‌ছেন। কেহই দুঃখেচ্ছা-দ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন না। পুত্র-শোক-কাতরা জননী বক্ষে করাঘাত কচ্ছেন, পাষাণে মাথা কুটছেন—দুঃখ-বিনাশের জন্য। রোগী গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি কচ্ছে—আশু প্রতিকার পাওয়ার জন্য। ফলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মি-সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যবস্থাদ্বারা আশু প্রতিকারেরই চেষ্টা কচ্ছেন। আমরা instantaneous relief (তাৎকালিক উপশম) পাওয়া দরকার—ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মিসম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত অভিলাষ। তাঁ'রা আপাত-সুখকর ব্যাপারে duped (প্রলুব্ধ) হ'য়ে মায়া-মরীচিকার প্রতি ধাবিত হচ্ছেন। আশু-প্রতিকার-প্রণালী হচ্ছে—'পৃথিবীর বাদসাহ' হ'ব—'স্বর্গের ইন্দ্র' হ'ব—জগতের 'বহু সুখের ভোক্তা বা প্রদাতা' হ'ব—এই সকল। ইহা ঈশ্বর-বিমুখতা মাত্র। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানও আশু-প্রতিকার-প্রাপ্তি-চেষ্টারই আর একটা দিক্। আমার কিছু Fees (শুল্ক, পারিশ্রমিক) দরকার in some shape or other (কোনও না কোনও আকারে)! আমরা যে part and parcel of God-head (ভগবানের অবিচ্ছিন্ন অংশ) তাঁ'র থেকে আমাদিগকে dissociated (বিচ্যুত) মনে কর্‌লেই ভোগ কর্ত্তে ধাবিত হই। তখন মনে করি, আমার Canine teeth (কুকুরদন্ত) এর সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক—যুবাধর্ম্মে প্রমত্ত হওয়া আবশ্যক—পাঁচটা লোককে Civic orderএ (সামাজিক-সভ্যতায়) আনাই আমার কর্ত্তব্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব চেষ্টা ভগবদ্-বিস্মৃতির ফলমাত্র—এ সকল প্রবৃত্তি—ভোগ-প্রবৃত্তি—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

জীবাত্মা—গুণাতীত বস্তু; জীব 'মায়া' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভগবদুপাসনা করেন। কিন্তু মায়ার ক্ষমতা অনেক অধিক। বহির্ম্মুখ জীবের aptitude—inclination (চিত্তের প্রবণতা, অভিলাষ) হচ্ছে মায়াতে আবদ্ধ হওয়া—মৎস্য হ'য়ে টোপ খাওয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পৌত্র-প্রপৌত্র-বৃদ্ধপ্রপৌত্র যা'দের সঙ্গে কোনকালে দেখা হবে না, তা'দের ভোগের জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভোগের ইন্ধন যোগাড় ক'রে রেখে যাওয়া! তালগাছ পুতলাম—তার ফল পাবে অন্যে—যা'র সঙ্গে আমার কখনও দেখা হবে না—আমার বহু কষ্টের সঞ্চিত ধন-দৌলত যে একদিন উড়িয়ে দিবে তা'র জন্যই সব চেষ্টা। এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে একটী শ্লোক আছে—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

হে ভগবন্, আমি কামাদি রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করেছি, তথাপি আমার প্রতি তা'দের করুণা হ'ল না, লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হ'ল না, হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করেছি। তা'দিগকে পরিত্যাগ ক'রে আমি তোমার অভয় চরণে শরণাগত হ'য়েছি। তুমি এখন আমাকে তোমার দাস্যে নিযুক্ত কর।

কর্ম্ম-প্রধান ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে গৌণভাবে স্বীকার করেন, জ্ঞানি-সম্প্রদায় ঈশ্বরের সহিত একীভূত হ'য়ে যাবার বাসনা করেন; কিন্তু আমরা সেরূপ কোন দুরাশা পোষণ করি না। আমাদের আশা যেন আমরা চিরকাল হরিদাসগণের জুতাবরদার হ'তে পারি—

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পদাত্রাণাবলম্বকাঃ॥"

আমাদের নিজের কোন বিদ্যা বুদ্ধি নাই, গুরুদাস-সূত্রে আমরা গুরুপাদপদ্মের সত্য বলি। আমরা নূতন কিছু প্রস্তাব করি না। ঐ একমাত্র সত্যকে পাওয়ার জন্য তদনুকূলে যে সকল কথা বল্‌বার আছে, তাই মাত্র বলি।

প্রথমে গুরুর নিকট যা' কিছু শ্রবণ করি, সেগুলি বড় revolting (সম্পূর্ণ বিপ্লবময় বাক্য) মনে হয়। আমার empiricism (অভিজ্ঞান) দ্বারা গুরুর in adequacyর (অসম্পূর্ণতার) পূর্ণতা সাধন ক'রব—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু 'গুরু' বস্তুকে বাহ্য জগতের চিন্তাস্রোত আক্রমণ কর্‌তে পারে না—তিনি ঐ সকলকে অনন্ত কোটি যোজন তফাৎ রাখ্‌তে পেরেছেন। তাঁ'র position (ভূমিকা বা অবস্থান) shifting (পরিবর্ত্তনশীল) নয় ব'লেই তিনি 'গুরু' অর্থাৎ সব চেয়ে ভারী জিনিষ। আমরা পূর্ব্বে মনে করি, বাহ্য জগতের বিষয়গুলো না জানার দরুণ বুঝি তিনি (গুরু) তাঁ'র সঙ্কীর্ণ-ধারণা পোষণ কচ্ছেন! সুতরাং empiric রাজ্যের সকল কথা ব'লে তাঁ'র ধারণা ও বিচারগুলিকে প্রসারিত করি—এরূপ বুদ্ধি empiricistic school (অভিজ্ঞতাবাদি-সম্প্রদায়ের) এর দুর্ব্বুদ্ধি! আমাদের গুরু তা' নয়। আমার গুরু Absolute Truth এর (বাস্তব সত্যের) সেবক—তাহা খণ্ডিত সত্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

একান্তভক্তের চিত্তবৃত্তি ও আচার-বিচার কিরূপ?

"কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আর কোন কার্য্য দ্বারা রক্ষা নাই বা আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই,—একান্তভক্ত এইমাত্র বিশ্বাস করেন।"—চৈঃ শিঃ ৬।৩

"একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়; প্রায়শঃ তাঁহারা ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না।"—সঃ তোঃ ১০।৬

"ভক্ষ্য আচ্ছাদন যদি সহজে না পায়।
অথবা পাইয়া কোন গতিকে হারায়॥
নামাশ্রিত ভক্ত অবিক্লবমতি হঞা।
গোবিন্দশরণ লয় আসক্তি ছাড়িয়া॥"

—ভঃ রঃ ৪র্থ যামসাধন

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টি চিত্তপ্রবৃত্তির অপব্যবহার হইতেই পাপ হয়। যিনি নামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোন পাপ করেন না। কৃষ্ণ কথায় ও কৃষ্ণসেবামূলক বৈষ্ণব-সংসারে কামকে নিযুক্ত করিয়া পরস্ত্রী-সংগ্রহ, প্রয়োজনাধিক অর্থ সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠাতৎপরতা, বঞ্চনা ও চৌর্য্য ইত্যাদি দুষ্ট কর্ম্ম আর করেন না; কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধকে নিযুক্ত করিয়া বহির্ম্মুখ সংসর্গ দূর করেন, সুতরাং পরপীড়ন ও নির্য্যাতনরূপ ক্রিয়া হইতে বিরত থাকেন,—ক্রোধ সে স্থলে তরুধর্ম্মের ন্যায় সহিষ্ণুতায় পরিণত হয়; কৃষ্ণরসাস্বাদনে লোভকে নিযুক্ত করিয়া আর ভাল খাওয়া পরা ও সুন্দরী স্ত্রীসঙ্গ ও অপর্য্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না; মোহকে চিদ্‌রসে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণলীলাসৌন্দর্য্য ও বৈষ্ণবচরিত্রে মোহিত হন; ধনজন ও জড় সুখাদিতে মোহপ্রাপ্ত হন না;—অসৎসিদ্ধান্তে মোহিত হইয়া মায়াবাদ বা নাস্তিক্য-বাদ ও কুতর্কপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেন না; মদকে কৃষ্ণদাস্যাভিমানে নিযুক্ত করিয়া জাতিমদ, ধনমদ, রূপমদ, বিদ্যামদ, জনমদ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরহিংসা দ্বারা আত্মোৎকর্ষ-সাধন একেবারে ত্যাগ করেন। এইরূপ নিয়মিত জীবনে পাপের উদয় হয় না, পাপপ্রবৃত্তি নির্ম্মূলিত হয়। তবে কখনও কাহারও ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটিয়া উঠিতে পারে; তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তেই প্রশমিত হয়।"

—সঃ তোঃ ৮।৯

"যাহারা নাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মজ্ঞানের সম্মত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।"

—শ্রী ভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৭

"নামগ্রহণ করিবার সময় এইরূপ আশা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকুক। অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক-সকল যেমত জননী দেখিবার আশা করে, বৎসতরগুলি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন্য পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয়ব্যক্তির ধ্যানে প্রিয়া যেরূপ বিষণ্ণ হইয়া থাকে, আমার মনও সেইরূপ তোমার দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক।"—শ্রী ভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৬

কৃষ্ণের নিত্যরাস কি ?—

"বৃহজ্জড় ক্ষুদ্র-জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্‌বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র-গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছ, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। * চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য; জীবসমূহ—তাঁহার লীলা-পরিকর। **কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র-গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন।** ফল এই যে, বলবৎ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ-সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষভাবে তাঁহার নিকটস্থ এবং সাধনসিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণের চিন্ময়লীলাই প্রীতিধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।"

—সঃ তোঃ ৮।৭

নিরাশ্রয় আমাদের আশ্রয় কে ?

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

অচেতন বস্তু বা অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য বস্তু বা চেতন বস্তুর আশ্রয় হইতে পারে না। আমরা চেতন জীব, আমরা নিত্য বস্তু। আর জগৎ হ'লো অচেতনবস্তু, জড়বস্তু, অনিত্যবস্তু। সুতরাং অচেতন বা অনিত্য জগৎ বা জগতের কোন বস্তু চেতন আমাদের আশ্রয় কি করিয়া হইবে ?

জীব চেতন হইলেও অপূর্ণ, ক্ষুদ্র বা অণুবস্তু। একজন গরীব যেমন অন্য গরীবের আশ্রয় হইতে পারে না, মূর্খ যেমন অপর মূর্খকে আশ্রয় দিতে অসমর্থ, তদ্রূপ একটী ক্ষুদ্র বা অপূর্ণ জীব আর একটী ক্ষুদ্র বা অপূর্ণ জীবের আশ্রয় কি করিয়া হইবে ? পূর্ণবস্তু বা বৃহদ্-বস্তুই অপূর্ণ বা ক্ষুদ্র বস্তুর আশ্রয়। সুতরাং অণুচেতন বা ক্ষুদ্রচেতন জীবের আশ্রয় যে বৃহৎচেতন বা বৃহদ্বস্তু হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এখন প্রশ্ন—সেই পূর্ণ বস্তুটী, বৃহদ্বস্তুটী বা বৃহৎচেতন বস্তুটী কি ? স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সেই ব্রহ্মবস্তু, বৃহদ্বস্তু, বিভুচেতন বস্তু।

জগতের ঈশ্বর, নিয়ামক ও রক্ষক হ'লেন—জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। এই শ্রীকৃষ্ণ শুধু মনুষ্য কেন, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণেরও ঈশ্বর, নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি ঈশ্বর-গণেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর। এইজন্য সমস্ত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকেই বৃহদ্বস্তু, ব্রহ্মবস্তু, মহাভগবান্, অংশী ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্, স্বয়ংরূপ ভগবান্ ও পরমেশ্বর বলিয়াছেন।

শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, পূর্ণবস্তু স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সকলের একমাত্র আশ্রয়, রক্ষক, নিয়ামক ও পালক। সুতরাং সর্ব্বাশ্রয় পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই যে নিরাশ্রয় আমাদের আশ্রয়ণীয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

বৃহদ্বস্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার ন্যায় স্নেহ, তাঁহার ন্যায় মাধুর্য্য, তাঁহার ন্যায় দয়া, তাঁহার ন্যায় শক্তি-সামর্থ্য ও অসাধারণ গুণ অন্য কোন অবতারেরও নাই। এই শ্রীকৃষ্ণের নাম অনন্ত, রূপ অনন্ত, গুণ অনন্ত, ধাম অনন্ত, লীলা অনন্ত, অবতার অনন্ত। অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের সবই অনন্ত।

শাস্ত্র বল্‌ছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীমদ্ভাগবতও (১।৩।২৮) ব'লেছেন—

এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও ব'লেছেন—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ—অধীশ্বর॥
(চৈঃ চঃ ম ২১।৩৬)

শাস্ত্র বলেন—

অম্বোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলিলবঃ শৈলতাং
শৈলো মৃৎকণতাং তৃণং কুলিশতাং বজ্রং তৃণক্ষীণতাম্।
বহ্নিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি যস্যেচ্ছয়া
লীলা-দুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনিনে কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ॥

যে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অসম্ভব সম্ভব হয় অর্থাৎ সমুদ্র স্থল হয়, স্থল সমুদ্র হয়, ধূলিকণা পর্ব্বত হয়, পর্ব্বত ধূলিকণায় পরিণত হয়, তৃণ বজ্রসদৃশ হয়, বজ্র তৃণতুল্য হইয়া থাকে, অগ্নি শীতলতা প্রাপ্ত হয়, হিম দগ্ধ করে, সেই অদ্ভুত-লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে আমরা আশ্রয় করিয়া তচ্চরণে প্রণত হই।

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণা-
দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃ-পদপ্রাপণাৎ।
সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে যতঃ সাক্ষিণঃ
প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যাহল্যা ধ্রুবঃ॥

বাৎসল্য (স্নেহ), অভয়দান, আর্ত্তরক্ষণ, বদান্যতা (দয়া), পাপনাশন এবং অসংখ্য মঙ্গলপ্রদ স্থানপ্রদান—এই ছয়টী অদ্ভুত গুণ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণই সকলের একমাত্র আশ্রয় ও আরাধ্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, দ্রৌপদী, অহল্যা ও ধ্রুব এই ছয় মহাত্মা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশো কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

কদাচারী ব্যাধের কোন সদাচার ছিল না, ধ্রুব অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন, গজরাজের কোন বিদ্যা ছিল না, ত্রিবক্রা কুব্জার রূপ ছিল না, সুদামা বিপ্র অতি গরীব ছিলেন, বিদুর দাসীপুত্র ছিলেন, যাদবপতি উগ্রসেনের ভীমের ন্যায় পৌরুষ বা বল ছিল না, তথাপি তাঁহারা ভক্তিবলে সকলেই কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই প্রসন্ন হন। ভক্তিহীন হইয়া ধন, বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বংশ, জাগতিক যোগ্যতা প্রভৃতির দ্বারা কেহ ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।৯২)

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥
(ভাঃ ১০।৪৮।২৬)

ভক্তের প্রতি স্নেহশীল, সত্যবাদী, নিঃস্বার্থ বন্ধু ও কৃতজ্ঞ কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয়? কোন সজ্জন ব্যক্তিই এমন দয়ালু, এমন স্নেহশীল, এমন কৃতজ্ঞ, এমন আশ্রিতবৎসল কৃষ্ণকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও আশ্রয় করে না। কারণ স্নেহময় ও দয়ার সাগর শ্রীকৃষ্ণ নিজ আশ্রিত ভক্তের যাবতীয় কামনা পূর্ণ ত' করেনই, উপরন্তু তাহাকে নিজেকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। এত তাঁর দয়া!

বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব প্রমাণ॥
(চৈঃ চঃ ২২।৯৪)

মহাভাগবত শ্রীউদ্ধব বিদুরকে বলিয়াছেন—

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ (ভাঃ ৩।২।২৩)

বকাসুরভগ্নী পূতনা-রাক্ষসী কৃষ্ণকে মারিবার উদ্দেশ্যে স্তনে বিষ মাখাইয়া তাহা কৃষ্ণকে পান করাইয়াছিল, তথাপি পরম-দয়ালু কৃষ্ণ তাহাকে ধাত্রীযোগ্য গতি দান করিয়া গোলোকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণের ন্যায়

এমন দয়ালু আর দেখা যায় না। অতএব সকলেরই যে কৃষ্ণকে আশ্রয় করা উচিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আরও বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার।
পরম মধুর, গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্ব্বরসময়॥
সকল-সদ্গুণবৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিক-শেখর॥
মধুর-চরিত কৃষ্ণের মধুর-বিলাস।
চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্যে করে যেঁহো লীলা রাস॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয়॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৩৮-১৪২)

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিয়াছেন—

"শুনহ, বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম-মধুর।
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম-বিলাস-প্রচুর॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা-দুহাঁর সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৩৪-৩৫)

শাস্ত্র বলেন—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে তৎকালে করে আত্মসম॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৯)

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ (ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—

মনুষ্যো যদা যাদৃচ্ছিক-মদ্ভক্তকৃপাপ্রসাদাৎ ত্যক্তানি সমস্তানি নিত্য-নৈমিত্তিককাম্যানি কর্ম্মাণি যেন সঃ **নিবেদিতাত্মা মৎস্বরূপভূতায় মন্মন্ত্রোপদেশকায় গুরবে।** "যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ। তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতম্" ইতি বচসা মনসা চ সমর্পিতাহন্তাস্পদমমতাস্পদো ভবতি তদা তৎক্ষণং আরভ্যৈব স মর্ত্ত্যো মে ময়া বিচিকীর্ষিতঃ বিশিষ্টঃ কর্ত্তুং ইষ্টঃ মৎপ্রতিপাদ্যমানেন মদ্ভক্ত্যাভাসেন যোগিজ্ঞানি-প্রভৃতিভ্যোঽপি বিলক্ষণ এব কর্ত্তুং ঈপ্সিতঃ স্যাৎ তেন স অমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানঃ ময়া সহৈব আত্মভূয়ায় স্বভূত্যৈ কল্পতে যোগ্যো ভবতি চকারেণ এতৎফলমননুসংহিতং ফলঞ্চ প্রেমবৎ পার্ষদত্বমিতি।

মানুষ ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গফলে যখনই দীক্ষাগুরুরূপী ভগবানের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মনিবেদন করে, তখনই করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সংসার হইতে মুক্তি দিয়া নিজ সেবা দান করেন, এমন কি আপনজ্ঞানে তাহাকে আত্মসাৎ করতঃ নিজের পার্ষদ ভক্ত করিয়া রাখেন। এত ভগবানের দয়া।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—(চক্রবর্ত্তীটীকা)

সকল-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। তাহা হইলে আমি তোমাকে যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত করিব, বিপদ্-আপদ্, অশান্তি, অভাব ও দুঃখ হইতে উদ্ধার করিব। সমস্ত অপরাধ হইতে রক্ষা করিব। তুমি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও অন্য-দেবতা-আশ্রয়—এসব ত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে আমাকে আশ্রয় কর। তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি আমাকে আশ্রয় করিয়া সুখে জীবনযাপন কর। তোমার কোন অসুবিধাই হইবে না। আমি তোমার রক্ষক আছি। হে জীব! তোমার পাপমোচনভার, দুঃখমোচনভার, সংসারমোচনভার, জীবনযাত্রার ভার, সংসারের ভার, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যাবতীয় ভার, এমন কি বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি এবং ভগবৎপ্রাপ্তির ভারও আশ্রিত-বৎসল আমি সানন্দে গ্রহণ করিলাম।

হে ভক্তগণ! 'আমি প্রভুর উপর সব ভার দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব'—এই বলিয়া তোমরা দুঃখ

বা চিন্তা করিও না। কারণ আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্। আমার ইচ্ছামাত্রেই জগদ্বাসিগণ অনায়াসে পালিত ও রক্ষিত হয়। তজ্জন্য আমাকে কোন চেষ্টা বা কষ্ট করিতে ত' হয়ই না, বরং ভক্তবৎসল আমার পক্ষে সংসারী লোকের স্ত্রী-পুত্র-পালনের ন্যায় তোমার যাবতীয় ভারগ্রহণ অত্যন্ত সুখপ্রদই হয়। সুতরাং তুমি সত্যবাদী আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত, নির্ভীক ও সুখী হইয়া আমার সেবা কর।

নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণও আমাদিগকে বলিয়াছেন—হে জীবগণ, সত্যবাদী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তোমরা কৃষ্ণকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় কর। তোমাদের কোন চিন্তা নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ সত্যবাদী। তাঁহার বাক্য কখন মিথ্যা বা ব্যর্থ হয় না।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—হে কৃষ্ণ, তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্। তাই বলিতেছি —কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া তুমি আমার পঞ্চপুত্রকে আমার নিকট আনিয়া দিও। শ্রীকৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া পঞ্চপাণ্ডবকে কুন্তীদেবীর নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণের এই সত্যবাদিতা দেখিয়া কোন ভক্ত বলিতেছেন—

পৃথে তনয়পঞ্চকং প্রকটমর্পয়িষ্যামি তে
রণাদ্বরিতমিত্যভূত্তব যথার্থমেবোদিতম্।
রবির্ভবতি শীতলঃ কুমুদবন্ধুরপ্যুজ্জ্বল-
স্তথাপি ন মুরান্তক ব্যভিচরিষ্ণুরুক্তিস্তব॥

'হে কুন্তী, তোমার পাঁচটী তনয় রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যানয়নপূর্ব্বক তোমাকে অর্পণ করিব'—হে কৃষ্ণ, তোমার এই বাক্য যথার্থ হইল। কেননা সূর্য্য যদি শীতল হন, চন্দ্র যদি উষ্ণ হন, তথাপি কখন তোমার বাক্যের ব্যভিচার হয় না। (পাঠান্তর—রণোর্ব্বরিতম্)

কৃষ্ণের ন্যায় কৃতজ্ঞও অন্যত্র দেখা যায় না। কৃষ্ণের জন্য যে যাহা করে, সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ তাহা সবই জানেন এবং তাহা কখনও ভুলেন না। তাই মহাভারতে কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-সময়ে আমি দূরে থাকায় দ্রৌপদী বিপন্না হইয়া 'হে গোবিন্দ' বলিয়া যে কাতরস্বরে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই ঋণ আমার হৃদয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা কোনক্রমেই হ্রাস হইতেছে না।

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন—

অনুগতিমতিপূর্ব্বাং চিন্তয়ন্নৃক্ষমৌলে-
রকুরুত বহুমানং শৌরিরাদায় কন্যাম্।
কথমপি কৃতমল্পং বিস্মরেন্নৈব সাধুঃ
কিমুত স খলু সাধুশ্রেণীচূড়াগ্ররত্নম্॥

শ্রীকৃষ্ণ জাম্বুবানের ত্রেতাযুগের পূর্ব্বসেবা স্মরণ করিয়া তদীয় কন্যাকে বিবাহ করতঃ ঐ ভল্লুকরাজকে বহুবিধ সম্মান করিলেন। কারণ সাধুজনের অত্যল্প সেবা করিলেও যখন তাঁহারা তাহা কখনও ভুলেন না, তখন সাধুগণের চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ জাম্বুবানের ঐ সেবা কি প্রকারে বিস্মৃত হইবেন?

সত্যবাদী ও কৃতজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সত্যব্রতও বটেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাক্য ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেনই। এজন্য কৃষ্ণাশ্রিত ভক্তগণ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক। তাই দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

গিরেরুদ্ধরণং কৃষ্ণ দুষ্করং কর্ম্ম কুর্ব্বতা।
মদ্ভক্তঃ স্যান্ন দুঃখীতি স্বব্রতং বিবৃতং ত্বয়া॥

ইন্দ্র কহিলেন—হে কৃষ্ণ, 'আমার ভক্ত কখন দুঃখ পায় না' এই যে আপনার ব্রত, তাহা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া আপনি প্রকাশ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অদোষদর্শী ও ক্ষমাশীল।

শাস্ত্র বলেন—

ঈশ্বরস্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে, আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ॥
(চৈঃ চঃ অ ১ম অধ্যায়)

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ কমলেক্ষণোঽয়ম্॥

ক্ষমার মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেবকের বা আশ্রিতের গুরুতর অপরাধসকলও গ্রহণ করেন না, সেবকের অতি অল্প সেবাকেও বহুমানন করেন এবং আত্ম-নিন্দাকারী খলের প্রতিও হিংসা করেন না।

ক্ষমাশীল শ্রীকৃষ্ণ নিজবিদ্বেষী শিশুপালের একশত অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিয়াছিলেন। পাষণ্ডী শিশুপাল কৃষ্ণের বহু নিন্দা করিলেও কৃষ্ণ ত কিছু বলেনই নাই, উপরন্তু তাহাকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজভক্তের কোটী অপরাধও ক্ষমা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বদান্য অর্থাৎ মহাদাতা। শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থিগণের এত প্রার্থনা ও কামনা পূর্ণ করেন যে, তাহা দেখিয়া চিন্তামণি, কামধেনু ও কল্পবৃক্ষপ্রভৃতিও লজ্জিত হইয়া থাকে।

দ্বারকায় ষোলহাজার একশত আটটী প্রাসাদে ষোলহাজার একশত আটটী শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে সালঙ্কারা, সবৎসা, প্রথম প্রসূতা গাভী ১৩০৮৪টী করিয়া দান করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এমন দাতা বা বদান্য আর কে হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতপালক। তিনি আশ্রিত ব্যক্তিকে নানাভাবে পালন ও রক্ষা করিয়া থাকেন। অপরাধী ব্যক্তিও কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলে কৃষ্ণ তাহাকে প্রচুর কৃপা করেন। তিনি এমনি শরণাগতবৎসল। কালিয়-নাগ কৃষ্ণের চরণে মহা অপরাধ করিয়া শরণ গ্রহণ করিবামাত্র কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করিয়া তাহার মস্তকে শ্রীচরণ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এমন ভক্তবৎসল যে, কেহ কেবলমাত্র জল-তুলসী দিয়া কৃষ্ণের সেবা করিলেও কৃষ্ণ সেই ভক্তের নিকট নিজেকে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র বলেন—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

মহাভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবন্ধু ও ভক্তগণের প্রেম-বশীভূত। তিনি সেবার অপেক্ষা না করিয়া কেবল প্রীতি দেখিলেই বশীভূত হইয়া থাকেন। 'কেবল প্রীতির বশ শ্রীকৃষ্ণ গোঁসাই'। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন কেবল স্নেহের ভিখারী। তিনি স্নেহ করেন ও স্নেহ চান এবং স্নেহ-দ্বারাই বশীভূত হন।

জগতের একমাত্র ঈশ্বর, প্রভু ও নিয়ামক কৃষ্ণ নিজ দাসেরও দাস্য করিয়া থাকেন। এ জগতের কল্পিত প্রভুগণ দাসের উপর প্রভুত্ব করেন। কিন্তু ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, প্রভুগণেরও প্রভু মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া ভক্তগণের সুখের জন্যই সতত যত্ন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের 'ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তি বিনা নাহি অন্য কৃত্য'। ভক্তের সুখবিধান ব্যতীত যাঁহার আর অন্য কোন কার্য্য নাই, তিনিই হ'লেন আমাদের নিত্য উপাস্য পরম-মধুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। কত আনন্দের সংবাদ! তাই হে আমার বন্ধুবর্গ, আসুন, আমরা সেই করুণাসাগর, স্নেহের সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত, নির্ভীক ও চিরসুখী হই।

শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তগণের অত্যন্ত পক্ষপাতী। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভক্ত পাণ্ডবগণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজনপক্ষপাতী ও ভক্তজীবন। ভক্তের জীবন হলেন কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের জীবন হ'লো ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত ছাড়া আর কিছু জানেন না। ভক্তই কৃষ্ণের হৃদয়, সার ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভক্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কখনও ভক্তকে ত্যাগ করেন না। ভক্তের জন্য কৃষ্ণের অকার্য্য বা অকরণীয় কিছুই নাই। কৃষ্ণ ভক্তের জন্য সবই করিতে প্রস্তুত। এমন ভক্তবান্ধব কৃষ্ণকে আমরা আশ্রয় করি না, ভজন করি না, কি দুঃখ! কি দুর্ভাগ্য!

পরমেশ্বর কৃষ্ণ কর্ত্তুং অকর্ত্তুং অন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ। তিনি সবই করিতে পারেন। তিনি অযোগ্যকেও যোগ্য করেন, কাককেও গরুড় করিতে সমর্থ। তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তের অধীন। 'ভক্তাধীন গোবিন্দ'।

যে কৃষ্ণকে আশ্রয় করে, কৃষ্ণও তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। যে কৃষ্ণের সেবা করে, কৃষ্ণও তাহার সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ সেবা-প্রার্থীকে সেবা দেন এবং তাহার সেবা করেন, ইহাই তাঁহার স্বভাব। এই জন্যই ভক্তগণ—

অসৎসঙ্গ ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥

তাই আজ সকলের নিকট প্রার্থনা—

নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
নাম বিনা কলিকালে গতি নাহি আর॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥

কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাই নামাশ্রয়ই কৃষ্ণাশ্রয়, নাম-ভজনই কৃষ্ণভজন, নাম-সেবাই কৃষ্ণসেবা, নামে প্রীতিই কৃষ্ণে প্রীতি, নামপ্রাপ্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

শাস্ত্র বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।
গতি অর্থে আশ্রয়, পন্থা, উপায়।

কলিকালে হরিনামই জীবের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র আশ্রয়। এতদ্ব্যতীত মঙ্গল লাভের বা শান্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই, নাই, নাই।

শ্রীরামচন্দ্রের শম্বুক-বধ-প্রসঙ্গ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বাল্মীকি রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে ৭৩-৭৬ সর্গে শূদ্র-কুলোদ্ভূত শম্বুকের শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র কর্তৃক শিরশ্ছেদ-প্রসঙ্গ এইরূপ লিপিবদ্ধ আছেঃ—

রাবণবধাদির পর প্রজাবৎসল শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রজাপালন করিতেছেন, এই সময়ে একদিন এক জনপদবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার কিশোর-বয়স্ক মৃতপুত্রকে রাজদ্বারে আনিয়া সকাতরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"আমি ইহ জন্মে কখনও মিথ্যা কথা বলিয়াছি, কোন জীবহিংসা-রত বা অন্য কোন পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না, তথাপি কোন্ দুষ্কৃতের ফলে আমার এই একমাত্র পুত্র পিতৃকার্য্য সম্পাদনের পূর্ব্বেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল? রামরাজ্যে এইরূপ ভয়ঙ্কর অকালমৃত্যু ত' ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই? অতএব রামের নিশ্চয়ই কোন মহৎ পাপ আছে, যাহার জন্য তাঁহার রাজ্যে এইরূপ বালকগণের মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে! অন্য রাজার রাজ্যে ত' এই প্রকার বালকদিগের মৃত্যুভয় নাই? সুতরাং হে মহারাজ! যেরূপেই হউক তুমি আমার এই মৃত্যুমুখে পতিত বালককে বাঁচাইয়া দাও। নতুবা এই রাজদ্বারে আমি আমার পত্নীর সহিত অনাথবৎ প্রাণত্যাগ করিব। অতঃপর তুমি ব্রহ্মহত্যার পাপ লইয়া সুখী হও। রাজার দোষে প্রজাগণ বিধিবৎ পালিত না হইলে প্রজাদিগকে এইরূপই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়। রাজা অসদাচারে প্রবৃত্ত হইলে বা অধর্ম্মাচারী হইলেই প্রজাদের অকালমৃত্যু প্রভৃতি অনর্থ ঘটে। অথবা নগর বা জনপদবাসী প্রজাবর্গ কোন অনুচিতকর্ম্মে—পাপাচারে রত হইতেছে, রাজা তাহাদিগকে সমুচিত শাসন করিতেছেন না, এইজন্য প্রজাগণের অকালমৃত্যুভয় উপস্থিত হইতেছে। রাজার দোষেই যে এইরূপ বালবধ সংঘটিত হইতেছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" ব্রাহ্মণ পুত্রশোকাবেগে অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীরামসমক্ষে এইরূপ মর্ম্মন্তুদবাক্য বলিতে বলিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণের এই প্রকার করুণবিলাপ-শ্রবণে প্রজাবৎসল পরদুঃখদুঃখী রামচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখ-সন্তপ্তচিত্তে তখনই স্বীয় মন্ত্রিবর্গ এবং বশিষ্ঠ, বামদেবাদি ঋষিগণসহ ভ্রাতৃগণকে মন্ত্রণার্থ আহ্বান করিলেন। তৎকালে বশিষ্ঠের সহিত মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ প্রমুখ আটজন দীপ্ততেজা ব্রহ্মর্ষি উপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। শ্রীরাম তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তৎসমীপে ব্রাহ্মণের বিষয় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ প্রার্থনা করিলে তন্মধ্য হইতে দেবর্ষি শ্রীনারদ কহিলেন—"মহারাজ, সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ,

ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়গণ এবং দ্বাপরযুগে বৈশ্যগণ ক্রমশঃ তপস্যায় অধিকারী হন। হে নরর্ষভ, ঐ তিনযুগে ঐ তিন বর্ণের আশ্রয় লইয়া তপস্যারূপ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ঐ তিনযুগে শূদ্রদিগের তপস্যারূপ ধর্ম্মে কোন অধিকার ছিল না। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, এমন এক সময় আসিবে যখন হীনবর্ণ মনুষ্যও সুমহত্তপস্যা অনুষ্ঠান করিবে। কলিযুগ আসিলে ভবিষ্যতে শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও তপস্যা করিবে। দ্বাপরযুগেও শূদ্রজাতির তপস্যা পরম অধর্ম্ম। কিন্তু বর্ত্তমানে ত্রেতাযুগে কোন দুর্ব্বুদ্ধি শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি আপনার রাজ্যে কঠোর তপস্যা করিতেছে, এইজন্যই এই ব্রাহ্মণবালক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যে রাজার রাজ্যে বা পুরে কোন দুর্ম্মতি মানব শাস্ত্র-বিগর্হিত অধর্ম্ম বা অকার্য্য করে, সেই রাজ্যে বা নগরে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় এবং সেই রাজাও শীঘ্র নরকে গমন করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনরত রাজা প্রজাকৃত অধ্যয়ন, তপস্যা ও সুকৃত কার্য্যসকলের পুণ্যের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হন। সুতরাং যে রাজা তাঁহার প্রজাগণের সুকৃতের ষড়্ভাগ ভোক্তা, তিনি কেন তাঁহার প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন না? অতএব হে রাজন্, আপনি আপনার রাজ্যের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করুন। দুষ্কৃত দর্শনমাত্রে তাহা সযত্নে নিবারণ করিবেন। ইহা করিলেই প্রজাগণের সহিত আপনার ধর্ম্মবৃদ্ধি ও আয়ুর্বৃদ্ধি সাধিত হইবে এবং এই বালকেরও পুনর্জীবন লাভ হইবে। (মূল শ্লোকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—)

ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ক্রমাদ্ বৈ তপ আবিশৎ॥

ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধর্ম্মশ্চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
ন শূদ্রো লভতে ধর্ম্মং যুগতস্তু নরর্ষভ॥

হীনবর্ণো নৃপশ্রেষ্ঠ তপ্যতে সুমহত্তপঃ।
ভবিষ্যচ্ছূদ্রযোন্যাং হি তপশ্চর্য্যা কলৌযুগে॥

অধর্ম্মঃ পরমো রাজন্ দ্বাপরে শূদ্রজন্মনঃ।
স বৈ বিষয়পর্য্যন্তে তব রাজন্ মহাতপাঃ॥

অদ্য তপ্যতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তেন বালবধো হ্যয়ম্।
যো হ্যধর্ম্মমকার্য্যং বা বিষয়ে পার্থিবস্য তু॥

করোতি চাশ্রীমূলং তৎপুরে বা দুর্মতির্নরঃ।
ক্ষিপ্রঞ্চ নরকং যাতি স চ রাজা ন সংশয়ঃ॥
অধীতস্য চ তপ্তস্য কর্ম্মণঃ সুকৃতস্য চ।
ষষ্ঠং ভজতি ভাগন্তু প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্॥
ষড়্ভাগস্য চ ভোক্তাসৌ রক্ষতে ন প্রজাঃ কথম্।
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল মার্গস্ব বিষয়ং স্বকম্॥
দুষ্কৃতং যত্র পশ্যেথাস্তত্র যত্নং সমাচর।
এবং চেদ্ ধর্ম্মবৃদ্ধিশ্চ নৃণাং চায়ুর্বিবর্দ্ধনম্।
ভবিষ্যতি নরশ্রেষ্ঠ বালস্যাস্য চ জীবিতম্॥

—বাঃ রাঃ উঃ কাঃ ৭৪।২৫-৩৩

দেবর্ষি নারদ-বাক্য শ্রবণে শ্রীরাম হৃষ্টচিত্তে প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন—"ভ্রাতঃ, তুমি ব্রাহ্মণকে সমাশ্বাস প্রদান করতঃ বালকের দেহটি যাহাতে বিকৃত বা নষ্ট না হয়, তজ্জন্য উহাতে গন্ধদ্রব্যাদি লেপন পূর্ব্বক উহাকে তৈলদ্রোণী মধ্যে সংরক্ষণ কর।" ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করতঃ শ্রীরাম ভরত ও লক্ষ্মণের উপর নগর রক্ষার ভার দিয়া পুষ্পকবিমানারোহণে রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিতে করিতে দক্ষিণদিকে শৈবল পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বস্থ সুমহৎ সরোবরতটে এক অধোমুখে লম্বমান কঠোর তপস্যারত তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীরাম তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তৎসমীপে অগ্রে নিজ-পরিচয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার (তপস্বীর) তপস্যার প্রকৃত কারণ, উদ্দেশ্য ও বর্ণাদির প্রকৃত পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তপস্বী শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অধোমুখ অবস্থায়ই যথাযথভাবে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন—

শূদ্রযোন্যাং প্রজাতোঽস্মি তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ।
দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ॥
ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া।
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বূকং নাম নামতঃ॥

—বাঃ রাঃ উঃ কাঃ ৭৬।২-৩

হে মহাযশস্বিন্, আমি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সশরীরে দেবলোকে গিয়া দেবত্ব-প্রার্থনায় এই উগ্র তপস্যায় সমাস্থিত হইয়াছি। হে রাম! আমি আপনার নিকট মিথ্যা বলিতেছি না। দেবলোক জয় করিবার

ইচ্ছায়ই আমি এই কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে কাকুৎস্থ, আপনি আমাকে শম্বূক নামক শূদ্র বলিয়া অবগত হউন।

শ্রীরাম তচ্ছ্রবণমাত্র কোষমুক্ত খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলে অগ্নি-পুরঃসর ইন্দ্রাদি দেবতা সকলেই 'সাধু সাধু' বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের কৃত্যের বারম্বার প্রশংসা করিতে করিতে দিব্যগন্ধ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সত্যপরাক্রম রামকে কহিতে লাগিলেন—"হে দেব, হে মহামতে, আপনি এই দেবকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিলেন। এই শূদ্র আপনার হস্তে নিহত হইয়াও স্বর্গভাগী হইল না। হে সৌম্য, আপনার ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ করুন।"

গৃহাণ চ বরং সৌম্য যং ত্বমিচ্ছস্যরিন্দম।
স্বর্গভাঙ্ ন হি শূদ্রোঽয়ং ত্বৎকৃতে রঘুনন্দন॥
—বাঃ রাঃ উঃ কাঃ ৭৬।৮

পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ বরদর্ষভ হইয়াও আজ নরলোকে নর-লীলাভিনয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট দ্বিজাত্মজের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। দেবরাজ কহিলেন—"হে কাকুৎস্থ, সেই বালক জীবিত হইয়া অদ্যই তাহার বন্ধুগণের সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে এই শূদ্র আপনার হস্তে নিহত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই ব্রাহ্মণবালক পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে।"

শম্বূক আরোহ-পন্থা অবলম্বনে সদ্গুরূপদেশ, সচ্ছাস্ত্রবিধি ও ত্রেতাযুগোচিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়াতেই পরম শান্তিপূর্ণ রামরাজ্যে নানা উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল। সেই জন্য সনাতনধর্ম্মবর্ম্মা মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র তাহাকে বধ করিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদা সংরক্ষণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত উৎপাত প্রশমিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে (১১শ অঃ ১৫শ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে—

"শূদ্রস্য দ্বিজ শুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ।"

উহার শ্রীস্বামিটীকাঃ—"শূদ্রস্য দ্বিজানাং শুশ্রূষা বিহিতা স্বামিনো দ্বিজস্য শুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ ভবেৎ।" অর্থাৎ শূদ্রজাতির ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাই ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত এবং ঐ ত্রিবর্ণের সেবাই তাঁহাদের বৃত্তি অর্থাৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়।

পুনরায় ঐ শ্রীভাগবতে ৭।১১।২৪ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই বর্ণত্রয়ে প্রণাম, শৌচ (শুদ্ধতা), প্রভুর নিষ্কপট সেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ (শ্রীস্বামিটীকা—নমস্কারেণৈব পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানম্—মন্ত্র উচ্চারণ ব্যতীত কেবল নমস্কার দ্বারাই পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান), অচৌর্য্য, সত্যভাষণ, গো-ব্রাহ্মণরক্ষা এই সকল শূদ্রের লক্ষণ।

[মনু-সংহিতা ৩।৭০ শ্লোকে পঞ্চযজ্ঞের কথা এইরূপ বর্ণিত আছে—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"

অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতামাতাকে তাঁহাদের জীবদ্দশায় সেবাশুশ্রূষা ও জীবিতোত্তরকালে সাত্বতশাস্ত্রবিহিত-শ্রাদ্ধতর্পণাদি-দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখাই পিতৃযজ্ঞ, হোম বা হবনই দৈবযজ্ঞ, পশুপক্ষী প্রভৃতির জন্য অন্ন সমর্পণ করাই ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি-সৎকারই নৃযজ্ঞ।]

ঐ শ্রীভাগবতে ১১।১৭।১৯ শ্লোকেও বলিয়াছেন—

"শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥"

অর্থাৎ "অকপটভাবে গো, ব্রাহ্মণ ও দেবসেবা এবং উক্ত সেবায় লব্ধ ধনাদি-দ্বারাই সন্তোষ-লাভ—ইহা শূদ্র-প্রকৃতি।"

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

"পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্" (গীঃ ১৮।৪৪)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা রূপ কর্ম্মই শূদ্রগণের স্বভাবজ কর্ম্ম।

শম্বূক ত্রেতাযুগানুবৃত্ত এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করায় জগজ্জীবের কল্যাণ বিধানার্থ মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র শম্বূককে বধ করিয়া সেই ধর্ম্মমর্য্যাদা পুনঃ সংস্থাপন করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায় ৩৮ তম শ্লোকে কলির ভবিষ্যআচার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে :—

"শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥"

অর্থাৎ "শূদ্রগণ তপস্যা ও দণ্ডাদি বেষ গ্রহণ পূর্ব্বক দান গ্রহণশীল হইবে এবং ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠপদ অধিকার পূর্ব্বক ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবে।"

অবশ্য এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য— এই সকল ঔপাধিক বর্ণাশ্রমাচারবিচারাদি দেহাত্মবোধ-সম্পন্ন অদীক্ষিত শোকমোহভয়ে দ্রবীভূতচিত্ত শূদ্র সম্বন্ধে। কিন্তু সদ্গুরু-পাদাশ্রিত, শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীবিষ্ণুপূজাপরায়ণ শূদ্রকুলোদ্ভূত ভক্তকে জাতিসামান্যে দর্শন শাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ—বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ—ইহা সাক্ষাৎ ব্যাস-বাক্য। শাস্ত্র বলেন (হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ধৃত পাদ্মবাক্য—)

" ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত নহেন। তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়াই কীর্ত্তন করা হয়। জনার্দ্দনে ভক্তিহীন ব্যক্তি যে কোন জাতিতে উদ্ভূত হউক না কেন, তাহারা 'শূদ্র' বলিয়াই গণনীয়।

এবিষয়ে অসংখ্য শাস্ত্রপ্রমাণ বিদ্যমান। যে ভক্ত-বৎসল শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র চণ্ডালরাজ গুহককে তাঁহার পরমমিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন, শবরকন্যা শবরীর পরম প্রীতিভরে সংরক্ষিত ফলমূলাদি পরমাদরে আস্বাদন করিয়া তাঁহাকে পরমাগতি প্রদান করিলেন, সেই ভক্তিপ্রিয় ভগবান্ রামচন্দ্র শম্বূককে শূদ্রকুলোদ্ভূত বলিয়া ঘৃণা করিবেন, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত বিচার হইতে পারে না। ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা অর্থাৎ ভক্তিতে—ভগবদ্ ভজনে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুলবিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাই জাতিকুলাদি বিচার॥"

শম্বূকের তপস্যা ভক্তিহীন তামসী তপস্যা। গীতা ১৭।১৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥"

অর্থাৎ মূঢ়ের ন্যায় বিচারহীন আগ্রহের সহিত নিজেকে পীড়া দিয়া অথবা পরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা কৃত হয়, তাহাকেই তামসিক তপস্যা বলা হয়।

শম্বূক দেবলোক জিগীষা-মূলে সশরীরে দেবত্ব লাভোদ্দেশে যে কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা দেব দ্বিজ ভগবান্ কাহারও অনুমোদিত ও প্রীতিপ্রদ না হওয়ায় তদ্দ্বারা মনুষ্যসমাজের অকল্যাণই সাধিত হইয়াছে, এইজন্যই তাহার তপস্যার আদর্শ জগতে প্রচারিত হইতে না দিয়া শ্রীভগবান্ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্তই করিয়া দিয়াছেন। উহা ভক্তিহীন তপস্যা হওয়ায় শ্রীভগবানের পরমপ্রিয় ভক্ত অবতার দেবর্ষি নারদ উহাকেই শ্রীরামরাজ্যের প্রজাগণের অকল্যাণ-হেতু বলিয়া জানাইয়াছিলেন। প্রজাবৎসল শ্রীভগবান্‌ও ঐরূপ তপস্বীর আদর্শ জগদ্বক্ষঃ হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিলেন।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কলিকাতা ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং বাংলাদেশ হইতে বহু নরনারী উৎসবে যোগদানের জন্য আসেন। মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ অতিথিবর্গের বাসস্থান এবং

আহারাদি সৎকারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় নরনারীগণও উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন।

১৪ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-অধিবাসবাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় এক বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, ডাঃ শরৎ বোস রোড, মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীনদাস রোড, ডাঃ শরৎ বোস রোড, লেক রোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, প্রতাপাদিত্য রোড, সদানন্দ রোড, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, মনোহরপুকুর রোড, সতীশ মুখার্জ্জি রোড প্রভৃতি পথে দক্ষিণ কলিকাতার একাংশ পরিক্রমা করতঃ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতিগণের অনুগমনে মঠের ত্যক্তাশ্রম সাধুগণ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমস্ত রাস্তা নৃত্য ও উচ্চ সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ ও ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে সংকীর্ত্তন করতঃ ভক্তগণকে সুখ দেন। নারীগণ মুহুর্মুহুঃ হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিদ্বারা সংকীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দের উল্লাস বর্দ্ধন করিতে থাকেন। সংকীর্ত্তনে হিন্দুস্থানী ভক্তবৃন্দের (শ্রীমোহন ঝার কীর্ত্তনপার্টি) এবং অন্যান্য যোগদানকারী নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।

পরদিবস শত শত নরনারী উপবাসী থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবতিথি-পূজা-ব্রত ধারণ করেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ হয়। তৎপর সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমণান্তে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে বক্তৃতার পর শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। মধ্যরাত্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, শৃঙ্গার, ভোগরাগ, আরাত্রিক সম্পন্ন করিলে পর শেষ রাত্রি ২ ঘটিকায় সমাগত নরনারীগণকে ব্রতানুকূল সরবৎ, ফল, মিষ্টি প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-ব্রতের পরদিন (১৬ ভাদ্র) শ্রীনন্দোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। রন্ধনসেবায় শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে, শ্রীমুরহরদাস ও শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারীর সহায়তায় এবং শ্রীপাদ সৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীদীনদয়াল আচার্য্য প্রভৃতি মঠবাসী এবং শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকৃষ্ণদাস প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের এবং স্থানীয় কতিপয় উৎসাহী যুবকবৃন্দের পরিবেশন-কার্য্যে সহায়তায় মহোৎসবটী নির্ব্বিঘ্নে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়।

১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ঃ

[শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস-বাসর]

সান্ধ্য ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন। আলোচ্য বিষয় ঃ—'ঈশ্বর বিশ্বাসের আবশ্যকতা'।

অদ্য **ব্যারিষ্টার শ্রীরণদেব চৌধুরী** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"আমি বক্তৃতা দিবার জন্য আসি নি, শুনতে এসেছি। স্বামীজীগণের নিকট অনেক মূল্যবান কথা শুনে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। ভগবানে বিশ্বাস কেন করবো? এর উত্তর সহজ। পৃথিবীশুদ্ধ লোক কোন না কোন ভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস করছে। যখন এতগুলি লোক ঈশ্বরকে মেনে নিচ্ছে আমাকেও মেনে নিতে হবে। মানুষে ও পশুতে তফাৎ কি? ঈশ্বর-বিশ্বাস আছে বলেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তিই ভগবদ্বিশ্বাস। আমরা দেশের উপকার, দশের উপকার ব'লে চিৎকার করি। কিন্তু যার ভগবদ্বিশ্বাস নাই, তার দ্বারা জগতের কোন উপকারই সাধিত হ'তে পারে না। আজ সমস্ত পৃথিবীর লোক

ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করেন, কিসের জন্য, আমাদের কোনও মহিমার জন্য নয়, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভগবানে বিশ্বাস ক'রে উন্নত হ'য়েছিলেন ব'লে তৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। যদি আমাদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরে পেতে চাই, তা' হ'লে আমাদের মোড় ফিরাতে হবে, ভগবদ্বিশ্বাসকে আন্‌তে হবে। ভগবদ্বিশ্বাস সম্বন্ধে শুনবার জন্য আপনারা বহু নরনারী এখানে আজ একত্রিত হয়েছেন দেখে আমার হৃদয়ে কিছু আশার সঞ্চার হয়েছে। ভগবদ্বিশ্বাস হ'তেই জনসাধারণের উপকার করবার প্রবৃত্তি জাগবে। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছি, আমি দেখেছি ভগবদিচ্ছাতেই সকল কার্য্য হ'য়ে থাকে, অসম্ভবও সম্ভব হয়। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝাট আমার উপর এসেছে, কিন্তু ভগবানে বিশ্বাসের দ্বারা আমি সে সব বাধাকে অতিক্রম করতে পেরেছি, অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ বিভাগের **ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীপ্রসাদ কুমার বসু** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"ঈশ্বর বিশ্বাসের আবশ্যকতা' এই বিষয়ের আলোচনা কেন? যেটা স্বতঃসিদ্ধ, তার আবশ্যকতা অনাবশ্যকতা বিচার কি রকম, বুঝতে পারছি না। সব মানুষ যেটা বিশ্বাস ক'রে এসেছেন, সে বিষয়ে বিচারের দরকার হ'য়ে পড়েছে, বোধহয় বস্তুতান্ত্রিক যুগে সববিষয়ে আমাদের সন্দেহ এসে গেছে। মানুষ চাঁদে গিয়েছে, হয়ত' মঙ্গলগ্রহেও যাবে। বিজ্ঞান অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে—সেটা হচ্ছে—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কি ক'রে হলো। কিন্তু এটা করলো কে? এর জবাব কি? যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন তাঁর কতখানি শক্তি! জড়বিজ্ঞানের চিন্তাস্রোতে প্রভাবান্বিত হ'য়ে আমাদের ভগবদ্বিশ্বাসে দ্বিধা আসছে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি না বলে। ভগবদনুভূতি প্রাপ্ত মহাপুরুষগণ সকলেই বলে গেছেন ঈশ্বর আছেন। তাঁরা কি আমাদের চেয়ে কম বুঝেন? তাঁদের জড়-বৈষয়িক বুদ্ধি না থাকতে পারে। কিন্তু অধ্যাত্মবিষয়ে তাঁরা সমুন্নত। তাঁরা যেটা বিশ্বাস ক'রে গেছেন সেটা না মানলে আমরা মূল্যহীন হবো। ভগবদ্বিশ্বাসের অভাব-হেতু আমাদের মধ্যে নানা দুর্নীতি এসে গেছে, মনুষ্যত্ব চলে যেতে বসেছে, বেঁচে থাকাই এখন সমস্যা হয়েছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে আমার উপরও ত' বিশ্বাস থাকে না। আমি কে? তখন কিছুই তো বুঝা যায় না। আজ শ্রীজন্মাষ্টমী তিথির অধিবাস বাসরে যে আমরা ভগবদ্বিশ্বাসের অভাব হেতু দুর্নীতিতে ডুবে যাচ্ছি, হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছি, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই আমাদিগকে ধ্বংসের হাত হ'তে রক্ষার জন্য ভগবদ্বিশ্বাস প্রদান করুন, এই তাঁহার নিকট সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"যাঁর ঈশিতা আছে বা ঐশ্বর্য্য আছে তাঁকে ঈশ্বর বলে। ঈশ্বর মানে না এমন কোনও মনুষ্য বা প্রাণী জগতে নাই। আমরা পরমেশ্বর না মান্‌তে পারি, কিন্তু ঈশ্বর আমরা সকলেই মানি। বিদ্যা অর্জ্জন বিষয়ে ছাত্রের নিকট অধ্যাপক ঈশ্বর, ধন উপার্জ্জন বিষয়ে ধনার্থীর নিকট মহাজন ঈশ্বর, রাজনৈতিক দলের অনুগামিগণের নিকট তাঁদের নেতা ঈশ্বর, ক্ষুদ্র প্রাণীর নিকট উন্নত প্রাণী ঈশ্বর, ঈশ্বর মানা সর্ব্বত্র রয়েছে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাত্ত্বিক ঈশ্বরকে না মানলেও আমরা ছোট ছোট ঈশ্বর সকলেই মানি। যে ক্ষুদ্র ঈশিতা আমরা জগতে দেখ্‌তে পাচ্ছি সেটাকে অসীমে টেনে নিলে যে অসীম শক্তিসম্পন্ন তত্ত্ব হবে সেটাই পরমেশ্বর। যে তত্ত্বেতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য নিহিত রয়েছে তাঁকেই ভগবান্ বলে। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাংভগ ইতীঙ্গনা॥"—বিষ্ণুপুরাণ। 'ভগ' শব্দের অর্থ 'ঐশ্বর্য্য' অথবা 'শক্তি' 'বান্' অর্থ 'যুক্ত', সুতরাং ভগবান্ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা শক্তিমান্ তত্ত্ব। কোনও বিশেষ শক্তি নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় সর্ব্বশক্তিযুক্ত তত্ত্বকেই ভগবান্ বলে অর্থাৎ ভগবান্ শব্দের প্রতিশব্দ 'সর্ব্বশক্তিমান্'। এই পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্‌কে বিশ্বাসের উপকারিতা কি, আবশ্যকতা কি? বস্তু যদি থাকে, তার যাথার্থ্য যদি স্বীকার না করি,

তা' হ'লে অজ্ঞতাজনিত ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশ্বরের সাহায্য পেলে যখন আমরা উপকৃত হয়ে থাকি, তখন পরমেশ্বর ব্রহ্মবস্তু, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সকলকে পালন ও বর্দ্ধন করেন, তাঁর সাহায্যের আবশ্যকতা বিজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্যই কাম্য হবে। 'আনন্দং ব্রহ্ম'। 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।'—তৈঃ। তিনি রসস্বরূপ। সেই রস বা আনন্দ পেলে লোক আনন্দী হয়। তুমি যদি বড় হ'তে না চাও, দুঃখ চাও, তা হ'লে আনন্দের—ব্রহ্মের অনুশীলন করো না। আনন্দের অভাবের অনুশীলন ক'রে তুমি আনন্দের আশা করতে পারো না। সুতরাং পূর্ণানন্দস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্কে মানলে অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বাস করলে কত রকম সুবিধা। তিনি সর্ব্বপ্রকার বিপদ আপদ থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারেন এবং আমার সর্ব্বপ্রকার চাহিদা তিনিই মিটাতে পারেন। 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং **যো বিদধাতি কামান্**। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥'—কঠ। ঈশ্বর বিশ্বাস থাক্লে গোপনে পাপ ক'রতেও ভয় হবে। ভাল মন্দ কর্ম্মের ফলদাতা একজন রয়েছেন এ বিশ্বাস এবং জন্মান্তর বিশ্বাস আমাদিগকে সৎকার্য্যে প্রচোদিত এবং অসৎকার্য্য হ'তে নিবৃত্ত করে। ঈশ্বরবিশ্বাসের আর একটী মহৎ ফল এই—ঈশ্বরবিশ্বাসী দেখেন সমস্ত জীবই ঈশ্বরের; সুতরাং ঈশ্বরের শক্ত্যংশ কোনও জীবকে তিনি স্বাভাবিক রূপেই হিংসা করতে পারেন না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে সর্ব্ব জীবেই তাঁর প্রীতি হয়।"

'ঈশ্বর বিশ্বাসের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রাপণ দামোদর মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থও বিচারপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

সভার আদি ও অন্তে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর মূলগায়কত্বে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার

[শ্রীজন্মাষ্টমী-বাসর] ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন। বক্তব্য বিষয়ঃ "শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার বৈশিষ্ট্য।"

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুকমল কান্তি ঘোষ সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণা সকলের এক রকম নয়। কেউ দেখছেন রাজনীতি সম্বন্ধে ও যুদ্ধেতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টারূপে, কেউ সমানবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে দেখছেন এবং তাঁকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াচ্ছেন, কেউ বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সন্তানরূপে লাল্য-পাল্য বুদ্ধি ক'রছেন এবং গোপীগণ কান্তভাবে পরিপূর্ণ শরণাগতির দ্বারা তাঁর সেবা ক'রছেন। ভাবানুরূপ আমরা কৃষ্ণকে দেখে থাকি। এই শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার সর্ব্বোত্তম ও সহজ পন্থা তাঁর নাম কীর্ত্তন করা, পার্থিব যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যাদি এগুলোর প্রয়োজন হয় না। আমরা সাধারণতঃ বিপদে প'ড়লে ভগবান্কে ডাকি, কিন্তু সম্পদের বা আনন্দের সময় ডাকি না। আমাদের উচিত বিপদে সম্পদে সর্ব্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ করা। আপনারা শুনে থাক্বেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আমেরিকায় পৌঁছে গেছে, সেখানে ধব্ধবে গৌরকান্তি যুবকেরা বিলাতী ধরণ ছেড়ে, সমস্ত ভোগ বিলাস ছেড়ে, মস্তক মুণ্ডন করে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন ক'রছেন এবং সারা পৃথিবীকে মাড়িয়ে চ'ল্ছেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা ও ব্যবহার ক'রে দেখেছি, মনে হয় না—তাঁদের এইভাব সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র। আমাদের শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য এদিগকে আকর্ষণ করে নাই। শ্রীহরিসংকীর্ত্তনে এমনি মত্ততা আছে যা সর্ব্ব জীবকে আকর্ষণ করে। আমি এদের মত ভক্ত না হ'লেও 'জয় গৌর' বা 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ ক'রে দেখেছি সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে শান্তি অনুভূত হয়, অশান্তি দূর হ'য়ে যায়, মনে হয় যেন বোঝা অনেকটা নেবে গেল।"

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার উদ্বোধন ভাষণে বলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার বৈশিষ্ট্য বুঝ্তে গেলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ কে, তাঁর স্বরূপ কি, ভালভাবে বুঝা আবশ্যক। তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর তাঁর আরাধনার বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। 'কৃষ্ণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শাস্ত্রে এরূপ

লিখেছেন—"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃ তি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

কৃষ্-ধাতু—ভূ অর্থাৎ সত্তাবাচক; ণ-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক। কৃষ্ ধাতুতে ণ-প্রত্যয়-যুক্ত ক'রে 'কৃষ্ণ' শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হ'য়েছে। 'কৃষ্ণ' শব্দে আনন্দময়ী সত্তাকে বুঝায়, যাঁকে বেদান্ত ব'লেছেন 'আনন্দং ব্রহ্ম'। 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" তিনি রসস্বরূপ, সেই রসকে—আনন্দকে যিনি পান, তিনি আনন্দী হন। 'কৃষ্ণ' শব্দের অন্য অর্থ—'কৃষ্' আকর্ষণে, 'ণ' আনন্দ দানে। যিনি আকর্ষণ ক'রে আনন্দ দেন ও স্বয়ং আনন্দ পান, তিনি 'কৃষ্ণ'। অর্থাৎ কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বানন্দদায়ক। সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোত্তম না হ'লে তিনি সর্ব্বাকর্ষক হ'তে পারেন না। কৃষ্ণ 'অণু' হ'তেও 'অণু' পরমাত্মা, বিভু হ'তেও 'বিভু' ব্রহ্ম, আবার অণুত্ব ও বিভুত্বকে ক্রোড়ীভূত ক'রে মধ্যম স্বরূপে অনন্ত বিচিত্র লীলাময়।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
(ভাগবত)

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে (Absolute knowledge) তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞান 'ব্রহ্ম'-শব্দ দ্বারা, 'পরমাত্মা'-শব্দ দ্বারা এবং 'ভগবান্'-শব্দ দ্বারা কথিত হন। ব্রহ্ম শব্দে 'বৃহত্ত্ব', পরমাত্মা শব্দে 'অণুত্ব' এবং ভগবান্ শব্দে সর্বৈশ্বর্য্যময়ত্ব—যাতে বৃহত্ত্ব, অণুত্ব, মধ্যমত্ব, সর্ব্বত্ব রয়েছে। 'ভগবান্' শব্দে পরতত্ত্বের সর্ব্বভাবকে প্রকাশ করে। জ্ঞানী অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বকে ব্রহ্মরূপে, যোগী পরমাত্মরূপে এবং ভক্ত ভগবান্‌রূপে অনুভব করেন। ভগবান্ অনন্ত রূপে অনন্ত লীলা করেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"—ভাগবত। কৃষ্ণ সমস্ত অবতারের কারণ—অবতারী, স্বয়ং ভগবান্। "যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা॥"—চৈঃ চরিতামৃত। ব্রহ্মসংহিতাতেও কৃষ্ণকে সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর বলা হ'য়েছে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"—ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও নন্দনন্দন কৃষ্ণকে সর্ব্বোত্তম আরাধ্যরূপে নির্দ্দেশ ক'রেছেন। জীবের সর্ব্বপ্রকার চাহিদার সর্ব্বোত্তম পরিপূর্ত্তি একমাত্র নন্দনন্দন কৃষ্ণের আরাধনাতেই হ'তে পারে। কিন্তু এ সব কথা আমরা বুঝবো কি ক'রে? যতক্ষণ আমাদের prejudice (মতলব) থাক্‌বে, ততক্ষণ prejudice নিয়ে আমরা বুঝতে পারবো না। ভগবত্তত্ত্ব-বোধের জন্য যে জ্ঞানের বা অধিকার অর্জ্জনের আবশ্যকতা আছে, সে জ্ঞান বা অধিকার না আসা পর্য্যন্ত পার্থিব বহু যোগ্যতা থাক্‌লেও আমরা তাঁকে উপলব্ধি ক'রতে পারবো না। আমরা অধিকার অর্জ্জনের জন্য কোন প্রকার সাধন ক'রতে প্রস্তুত নহি। দম্ভ নিয়ে তাঁকে জানা যায় না, কারণ তিনি Unchallengeable Truth. ভগবান্ অকারণ এবং অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব হওয়ায় তাঁকে জান্‌বার তিনি ছাড়া বা তৎকৃপা ব্যতীত অন্য উপায় স্বীকৃত হ'তে পারে না। ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি ক'রতে হ'লে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি নিয়ে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী গুরুর নিকট যেতে হবে। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাতে এরূপই নির্দ্দেশ দিয়েছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

সর্ব্বশেষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের বিভিন্ন দিক্ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। সভার আদিতে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনামোদের সুললিত কণ্ঠে উদ্বোধন সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ শ্রুতিসুখকর হয়। অন্তে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ প্রভুর প্রাণমাতানো উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে সমুপস্থিত নরনারীগণ সংকীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন।

১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর শনিবার

[শ্রীনন্দোৎসব]

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়:—'ভগবৎ কৃপালাভের উপায়'।

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় **বিচারপতি শ্রীকুমারজ্যোতিঃ সেনগুপ্ত** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"ধর্ম্মসভার সভাপতিত্ব করবার অধিকার আমার নাই। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদানের জন্য আহ্বান এলো, তখন আমি অস্বীকার করতে পারলাম না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সকলের ঠাকুর, আমারও ঠাকুর। তাঁর ভক্তগণের ইচ্ছা যদি পূর্ত্তি না করি, যদি সভায় উপস্থিত না হই, তা' হ'লে ত্রুটী হবে, এই আশঙ্কা হলো। যাঁদের নিকট আপনারা ধর্ম্মকথা শুনলেন, তাঁরা সকলেই খুব বড় পণ্ডিত, দীর্ঘ সময় তাঁরা ব'লতে পারেন। শ্রীভগবানের কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা পবিত্র হন, যাঁরা শুনেন, তাঁরাও পবিত্র হন। শ্রীভগবত্তত্ত্ব কি এবং তাঁর কৃপা লাভের উপায় কি, এ সম্বন্ধে আপনারা অনেক কথা শুন্‌লেন।

কোনও মৎস্যকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, জলের কৃপা কি ক'রে পাবো, আমার মনে হয় মৎস্য সেই প্রশ্নের জবাব দিতে বিব্রত হবে। আমরা ত' ভগবানের কৃপাতেই নিমজ্জিত আছি। ভগবানের কৃপা কোথায় পাব, এ প্রশ্ন হয় না। ভগবান্ সর্ব্বদাই কৃপা ক'রছেন, এ উপলব্ধি আমাদের নাই। মন পরিস্কৃত হ'লে আমরা তাঁর কৃপা অনুভব ক'রতে পারবো। তাঁকে অবলম্বন ক'রলে, তাঁতে শরণাগত হ'লে, তিনি আমাদিগকে রক্ষা ক'রবেন, ভয়ের কারণ নাই। আমরা পণ্ডিত নহি ব'লে ভগবান্‌কে পাব না, এমন নয়। ছোট শিশু যখন পিতাকে অবলম্বন করে, তখন তাঁর হাত ছাড়া হ'য়ে প'ড়তে গেলেও পিতা তাকে ধরে ফেলেন অর্থাৎ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার করেন। তদ্রূপ পরম পিতা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে তিনি বিপদ্ আপদ হ'তে আমাদিগকে রক্ষা ও সর্ব্বপ্রকারে পালন ক'রবেন। সরল অন্তঃকরণে ভগবানে যদি বিশ্বাস এসে যায়, তা' হ'লে সহজেই তাঁকে আমরা পেতে পারবো, এতে কোনও সন্দেহ নাই। 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহু দূর।' "

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের **অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

'ভগবান্ কি বস্তু, তাঁর কৃপা কি, তাঁকে কি ক'রে পাওয়া যায়, আপনারা বহুক্ষণ সাধুগণের নিকট শাস্ত্রীয় বিচার শুনেছেন। মহারাজ দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন —যদি কোন মানুষের দয়া লাভ ক'রতে হয়, তা' হ'লে তাঁর অনুগত হ'লে পাওয়া যায়। আরও পরিষ্কার ক'রে ব'লতে গেলে তাঁর অনুগত হ'লে তাঁর কৃপা ও স্নেহ আমরা ধরতে পারি, নতুবা পারি না। যে আমাকে ভালবাসে না, তাকে আমি কৃপা করি না, এটাই সংসারের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আমরা ভগবান্‌কে না ভালবাসলেও, ভগবানের কৃপার প্রয়োজনবোধ না থাকলেও, ভগবান্ আমাদিগকে কৃপা না ক'রে থাকতে পারেন না। কেবল শরণাগতির অভাব হেতু তিনি কৃপা ক'রছেন, এটা আমরা বুঝতে পারি না। ভগবানের অনন্তশক্তির মধ্যে কৃপাশক্তিই শ্রেষ্ঠা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হলো কি করে? কেউ ব'লছেন প্রকৃতি হ'তে, কেউ ব'লছেন সোজাসুজি হয়েছে, কেউ ব'লছেন পরমাণু হ'তে ইত্যাদি। আবার সকলেই স্বীকার ক'রছেন এর কোনটাই বোধ হয় ঠিক উত্তর নয়। বস্তুত বেদব্যাসকে বাদ দিলে জ্ঞানরাজ্যে অজ্ঞান সৃষ্টি হয়। তিনি ব'লছেন— এই সৃষ্টি প্রকৃতি হ'তে নয়, যদৃচ্ছাক্রমেও হয় নি, ঈশ্বর সৃষ্টি ক'রেছেন। ভগবান্ আপ্তকাম হ'য়েও যখন ইচ্ছা ক'রলেন 'একোহহং বহু স্যাম্।" এক আমি, বহু হবো, তখন অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হলো। আমাদিগকে তাঁর দিকে এগিয়ে নেবার জন্যই তাঁর এই বিশ্বসৃষ্টিলীলা। "এ ভব-ভবন মাঝে যখন যেদিকে চাই। তোমার করুণারাশি কেবলি দেখিতে পাই।" যদি সত্য-সত্যই চাওয়ার মত চাওয়া যায়, তা' হ'লে তাঁর করুণারাশি কেবলই দেখ্‌তে পাব। এই জড় ব্রহ্মাণ্ডসমূহ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির লীলা। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁর স্বরূপ শক্তির লীলা। সেই লীলার যে জগতে প্রাকট্য, তাও কতকটা আমাদের জন্য। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥" —ভাগবত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকে কৃপা করবার জন্য তাঁর গোলোকগত স্বরূপশক্তির সহিত চিন্ময়ী লীলা জগতে প্রকট ক'রেছেন, তা' শ্রবণ ক'রে মনুষ্যদেহধারী

প্রাণিমাত্রই ভগবৎসেবাপর হবে। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বা লীলার মধ্যে আমাদের প্রতি তাঁর কৃপাই অভিব্যক্ত হ'য়েছে। আমরা বহির্ম্মুখ হ'লেও তাঁর করুণা পেয়েই যাচ্ছি। আমরা যখন মাতৃগর্ভে ঊর্দ্ধ পদে হেটমুণ্ডে থেকে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ ক'রছিলাম, তখন কাতরভাবে ভগবান্‌কে ডেকেছি, 'হে ভগবন্, এবার মাতৃগর্ভ হ'তে অব্যাহতি দাও, ভূমিষ্ঠ হ'য়ে তোমার ভজন নিশ্চয়ই করবো।' কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পর আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাই। আমরা কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক। তথাপি ভগবান্ আমাদিগকে ক্ষমা ক'রছেন। দ্বারকায় শিশুপালের ১০৮ অপরাধ ক্ষমা ক'রবার জন্য তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ছোট ছোট শিশুপাল আমাদেরও ১০৮ অপরাধ তিনি ক্ষমা ক'রবেন। পরমপুরুষ স্বতঃসিদ্ধ, তাঁর কৃপাও স্বতঃসিদ্ধ বা অহৈতুকী। সেই স্বতঃসিদ্ধ কৃপা উদয়ের জন্য আমাদের কর্ত্তব্য প্রতিবন্ধকসমূহ দূর করা। তজ্জন্য সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। গোপালকে যশোদা মাতা বন্ধনের চেষ্টা ক'রলে প্রতিবার দুই আঙ্গুল কম হ'চ্ছে। মা যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হ'লেন, তখন গোপাল কৃপা ক'রে মায়ের বন্ধন স্বীকার ক'রলেন। সুতরাং ভগবানের কৃপাশক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এখানে একদিকে মায়ের ভক্তিচেষ্টা, অন্যদিকে ভগবানের কৃপা। যশোদার এই বন্ধন-লীলার তাৎপর্য্য যদি আমরা বুঝতে পারি, তা' হ'লেই বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'য়ে আমরা ভগবান্‌কে লাভ ক'রতে পারবো।"

অদ্যকার সভার বিশিষ্ট বক্তা **শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা** তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"আমাদের উপর ভগবানের কৃপা হ'য়েছে। আমরা সুদুর্লভ মনুষ্য দেহ পেয়েছি, আমেরিকা আদি স্থানে জন্ম না নিয়ে ভারতে জন্ম নিয়েছি, সিনেমায় না গিয়ে সৎসঙ্গে আসতে রুচি হয়েছে, সুতরাং ভগবানের কৃপা পেয়েছি। ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে মাতা দেবহূতিকে কপিলদেব ব'লেছেন —"দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥" আমরা অভিমানী ও ভিন্নদর্শী হ'য়ে যদি অপর জীবসমূহের প্রতি শত্রুতাচরণে কৃতসঙ্কল্প হই এবং পরশরীরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত ভগবানের বিদ্বেষ আচরণ করি, তা'হ'লে আমরা কখনও শান্তি লাভ ক'রতে পারবো না। যেদিন আমরা হৃদয় হ'তে দ্বেষভাব পরিত্যাগ ক'রতে পারবো, সেদিনই আমাদের ভগবচ্চরণে যাবার রাস্তা হবে। কর্ম্মবন্ধনবিমোচনের উপায় নির্দ্দেশের জন্য যখন উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা জানালেন, তখন সেই প্রসঙ্গে ভগবান্ ব'লেছেন—

"পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥"—

ভাগবত ১১শ স্কন্ধ। প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত এই নিখিল বিশ্বকে এক অন্তর্য্যামি-পুরুষ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত জেনে অপরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা ক'রবে না। "যে জীব আপনার কৃপা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় দেখেন এবং কায়মনোবাক্যে আপনার সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন, তিনিই আপনাকে পাবার অধিকারী হন।"—"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"—ভাগবত দশম স্কন্ধ। সংসারে যা কিছু আছে সবই ভগবানের। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র সবই ভগবানের, আমরা জোর ক'রে ব'লছি আমাদের। অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থেকেও আমরা নিজদিগকে জ্ঞানী মনে করি। 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥' —ঈশোপনিষৎ। যিনি অবিদ্যার উপাসনা করেন, তিনি অন্ধতমে প্রবেশ করেন, আর যিনি উ-বিদ্যা অর্থাৎ 'আমি জানি', 'আমি বুঝি' এ প্রকার অভিমানে বা কুতর্করত হন, তিনি তদপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মা গর্ভস্তুতিতে ব'লেছেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

"হে অরবিন্দাক্ষ! আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্য যাঁরা জ্ঞানী, যোগী নিজদিগকে বিমুক্ত ব'লে অভিমান করেন, কিন্তু আপনাতে ভাব না থাকায় যাঁদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে,

তাঁরা কৃচ্ছ্রতার দ্বারা ব্রহ্মসাম্য অবস্থা পর্য্যন্ত উঠেও তোমার পাদপদ্মকে অনাদর করায় অধঃপতিত হ'য়ে যান।" পক্ষান্তরে—

'তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥' —ভাগবত

কিন্তু হে মাধব, আপনার তাবকগণ অর্থাৎ ভক্তগণ কখনও নিঃশ্রেয়ঃ হ'তে ভ্রষ্ট হন না, কারণ তাঁরা আপনাতে দৃঢ় প্রীতিযুক্ত, আপনার দ্বারা রক্ষিত হ'য়ে তাঁরা বিঘ্নকারীদিগের নেতার মস্তকে পা দিয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করেন।

অদ্য **শ্রীল আচার্য্যদেব** তাঁহার অভিভাষণে বলেন —"ভগবান্ অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব হওয়ায় ভগবান্‌কে নিজ যোগ্যতায় কেহই জান্‌তে পারেন না। যদি কেহ নিজযোগ্যতায় ভগবান্‌কে কব্জা করতে পারেন স্বীকার করা যায়, তা' হ'লে ভগবানের ভগবত্তার, সর্ব্বশক্তিমত্তার বা অসীমত্বের হানি হয়। ভগবদিচ্ছাই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তনের অপর নাম প্রীতি বা ভক্তি। আমরা যদি ভগবানের আজ্ঞা— শ্রুতি ও স্মৃতির বিধানানুসারে চলি, তা' হ'লে উহাই আমাদের ভগবৎকৃপা প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ হবে। কিন্তু ভগবৎপ্রীত্যনুকূল শাস্ত্রের বিধান কি করে বুঝবো, তজ্জন্য দরকার ভক্তসঙ্গ বা শুদ্ধভক্তানুগত্য। একজন ভক্ত গান করেছেন—

'শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥'

ভবভীত ব্যক্তিগণ কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করে করুক, আমি কিন্তু নন্দ মহারাজকে বন্দনা করি—যাঁর অলিন্দে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন। নন্দ মহারাজ, যশোদা মাতা অসীম বস্তুকে শুদ্ধপ্রেমের দ্বারা কব্জা ক'রেছেন। যদি সেই ভক্তের দরজায় আমি যেতে পারি, তা' হ'লে ভগবানের দর্শন আপনা হ'তেই হবে। দুটী দিক আমাদিগকে সাবধানতার সহিত বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। ভগবদ্ভক্ত চান ভগবানের সুখ। যদি কেউ ভগবানের সুখের জন্য ইচ্ছা করেন, ভক্ত তাঁর বান্দা হ'য়ে যান। আবার ভগবান্ চান ভক্তের সুখ। এজন্য ভক্তকে প্রীতি করলে ভগবান্ তাঁর বশীভূত হন, ভগবানের কৃপা অতি সহজে তিনি পেতে পারেন। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে,— 'If you love me, love my dog.' ভগবান্‌কে ভালবাসা কঠিন নয়। এই ভালবাসাতে বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, রূপযৌবনাদির আবশ্যক করে না। 'জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বাম-কিঞ্চনগোচরম্॥' জন্ম-ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্য ও রূপাদির অভিমানে যিনি প্রমত্ত, অকিঞ্চন ব্যক্তির গোচরীভূত কৃষ্ণনাম তিনি কীর্ত্তন ক'রতে সমর্থ হন না। দুর্নিবার অভিমানসমূহ যদি আমার চিত্তকে দখল করে থাকে, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য যদি আমি ব্যাকুল হই, তা' হ'লে সেই চিত্তে ভগবান্ আসবেন কি করে। গেটের বাইরে 'স্বাগতম্' লেখা থাকলেও ভিতরে আবর্জনা ভর্ত্তি থাকলে বসতে স্থান না পেয়ে আহুত ব্যক্তি যেমন ফিরে যান, তদ্রূপ ভগবান্‌কে বাইরে 'স্বাগত' জানালেও ভিতরে যদি নানাবিধ ইতর কামনা ভর্ত্তি থাকে, ভগবান্ এসেও বসবার স্থান না পেয়ে ফিরে যাবেন।"

শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থও সর্ব্বশেষ বক্তৃতা করেন। উদ্বোধনে ও উপসংহারে সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীবজ্রেশ্বর ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ তৃপ্ত হন।

১৭ ভাদ্র ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার

ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়ঃ বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেব।

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের **মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র** সভাপতির অভি-ভাষণে বলেন,—"বিশ্বের সমস্যা শান্তির সমস্যা। মানুষ ভাবছে এই পথে বা ঐ পথে শান্তি হবে, কিন্তু কোন পথেই শান্তি পাচ্ছে না। ফলে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, অর্থনীতির প্রভাব বিস্তারের এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের সংঘর্ষ; বহুবিধ সংঘর্ষের মধ্যেই আমরা বাস করছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'লে League of

Nations স্থাপিত হলো। বিশ্ববাসী মনে করলো এবার শান্তি হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চল্লো। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও হলো। পৃথিবীতে শান্তি আনয়নের জন্য পুনরায় U. N. O. স্থাপিত হলো। কিন্তু তারপরেও কোরিয়াতে, ইণ্ডোনেসিয়াতে, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে। যুদ্ধকে বাদ দিয়ে মানুষ থাকৃতে পারছে না।

আমরা ভারতের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী বহু স্থানে
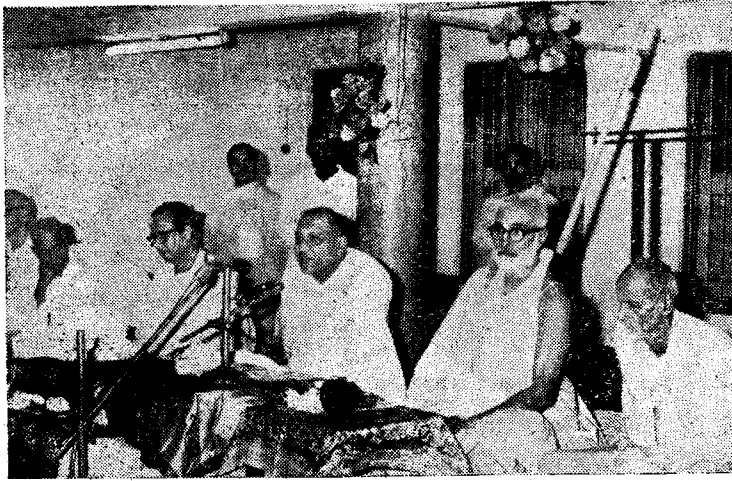
ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে
মঞ্চে উপবিষ্ট বামদিক হ'তে ঃ—সলিসিটর শ্রীনন্দদুলাল দে, বিচারপতি শ্রীসলিল হাজরা, প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র (ভাষণরত), মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ ও শ্রীমৎ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ।
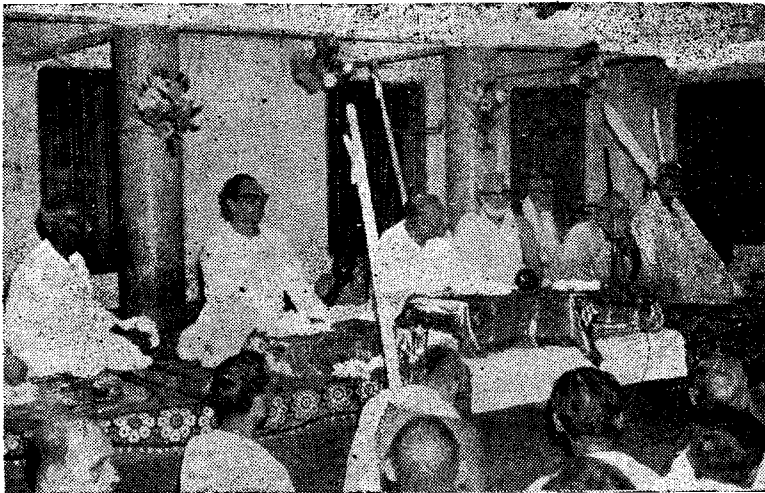
মঞ্চে উপবিষ্ট দক্ষিণ হ'তে ঃ—শ্রীমন্ মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমৎ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, বিচারপতি শ্রীসলিল হাজরা ও সলিসিটার শ্রীনন্দদুলাল দে।

পালন করছি। কিন্তু প্রায় কোন অনুষ্ঠানেই বিশ্ব-সভ্যতায় ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান, জীবন-সাধন, জীবন-আচরণ তৎসম্বন্ধে আলোচনা শুন্‌তে পাই না। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সেই অবদান স্মরণ করিয়ে দিবার জন্য বার বার আমাদিগকে আহ্বান জানান। এখানে এসে কিছুক্ষণের জন্যও আমরা দৈনন্দিন দুঃখ কষ্ট ভুলে থাকার অবসর পাই। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বর্ণনা করবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে বিশ্বের সমস্যা যখন দেখি, তখন দিবালোকের মত আমার কাছে স্পষ্ট হয়,—শ্রীচৈতন্যদেব যে পথ দেখিয়ে গেছেন, যতদিন মানব-জাতি সে পথ গ্রহণ না করবেন, ততদিন কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কি অর্থনৈতিক জীবনে, কি রাজনৈতিক জীবনে মানুষের শান্তি হবে না। শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ বলেন নাই। এমন কি জ্ঞানী যোগীর নির্ব্বাণমুক্তি বা সিদ্ধি আদির চেষ্টাকেও পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেন নাই। তিনি বল্লেন পুরুষার্থ প্রেমভক্তি, যাতে এক অন্তরস্থিত আত্মার সহিত অপর অন্তরস্থিত আত্মার মিলন ঘটে। প্রেমভক্তি ব্যতীত মানুষের প্রকৃত শান্তি, সুখ আসতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব এই প্রেমভক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চারিটী উপায়ের কথা বল্লেন। একটী হলো ভালবাসার দ্বারা ঘৃণা ও মৎসরতাকে পরাভূত করা। দ্বিতীয়তঃ সুশৃঙ্খলতার পূজারী হ'য়ে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। তৃতীয়তঃ সদাচারের দ্বারা অসদাচারকে সংহার করা এবং চতুর্থতঃ ভাবের আদান প্রদানের দ্বারা পরস্পরের হৃদয়ের মিলন সাধন করা, যাতে ঘৃণার মূল উৎপাটিত হ'য়ে যায়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেম ও মৈত্রীর দ্বারা সত্যাগ্রহ সাধনের চরম পরাকাষ্ঠা তাঁর জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তিনি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ না করলে অপরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যায় না। এই ভারতভূমিতে যুগে যুগে বহু মনীষি, বহু তপস্বী ও বহু ঋষি অবতীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনও অবতার শ্রীচৈতন্য-দেবের মত সাধারণ মানুষের উপযোগী ক'রে, তাঁদের বোধগম্য ক'রে পারমার্থিক উন্নতির পথ দেখাতে পারেন নাই। এই উন্নতি আসবে কৃষ্ণনামের মাধ্যমে। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারা মানব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায়। শ্রীচৈতন্যদেব জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে এক প্রেমসূত্রে আবদ্ধ ক'রে এক অখণ্ড মানব-সমাজ-গঠনের যে শিক্ষা প্রদান ক'রে গেছেন, উহাই বিশ্বসমস্যা-সমাধানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান। কালক্রমে দেখবেন ইনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত ও পূজিত হবেন।"

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় **বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা—এই বঙ্গদেশে আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক তিনি। বৈষ্ণবদের নিকট তিনি পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণরূপেই পূজিত। আজ হ'তে ৪৮৬ বৎসর পূর্ব্বে পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শ্রীশচীদেবীকে অবলম্বন করে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণকালে হরিসংকীর্ত্তন-মুখরিত নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত গঙ্গার তটবর্ত্তী শ্রীমায়াপুরধামে শ্রীচৈতন্য-দেব অবতীর্ণ হন। কলির ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবকুলের উদ্ধারের জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনের সূচনা হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অনেক নাম নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌরাঙ্গ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম প্রাপ্ত হন। বাল্যকালেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রকাশিত হয় এবং ইনি 'নিমাই পণ্ডিত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু পণ্ডিত হ'লেও ইনি বিনয় ও সরলতার মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন। গয়াতে শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে পড়েন। নবদ্বীপে অধ্যাপনার কার্য্য বন্ধ ক'রে তিনি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তাঁর হরিসংকীর্ত্তন-প্রচারের সহায়ক হন শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুর। শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবন-কুলে আবির্ভূত হ'লেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর করতেন।

'মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে॥'

তিনি ২৪ বৎসর বয়সে বৃদ্ধা জননী ও যুবতী

ভার্য্যাকে পরিত্যাগ ক'রে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর জগতে প্রকট ছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম ২৪ বৎসর তাঁর গার্হস্থ্যলীলা এবং শেষ ২৪ বৎসর তাঁর সন্ন্যাসলীলা বা অন্ত্যলীলা। তিনি জননী শচীদেবীর ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে অবস্থান করেন। শেষ ২৪ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর নাম-প্রেম-প্রচার-লীলায় নীলাচল হ'তে গমনাগমন, দ্বিতীয় ছয় বৎসর নীলাচলে ভক্তগণের সহিত নৃত্য ও সংকীর্ত্তন এবং শেষ দ্বাদশ বৎসর কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত গম্ভীরায় গূঢ় প্রেমরস আস্বাদন করেন। রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সময়ে অদ্ভুত দিব্যোন্মাদ-সমূহ প্রকাশিত হয়। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥"

এই সময়ে-ই বাংলাদেশে পদাবলী সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। গার্হস্থ্যলীলা ও সন্ন্যাসলীলা ক'রে উভয়-আশ্রমের আদর্শও তিনি প্রদর্শন করেছেন। শ্রীরূপ-শিক্ষা, শ্রীসনাতন-শিক্ষা, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার, রায় রামানন্দের সহিত কথোপকথন ইত্যাদির দ্বারা বহু সমস্যার সমাধান তিনি ক'রে গেছেন, যে সকল শিক্ষা অনুসরণের দ্বারা মানুষ যাবতীয় দুঃখের হাত হ'তে নিষ্কৃতি ও পরাশান্তি লাভ করতে পারে।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণের পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ— অদ্যকার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষক সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন।

১৮ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর সোমবার

ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশন

বক্তব্যবিষয়—যুগধর্ম্ম

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের **মাননীয় বিচারপতি শ্রীশচীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"প্রধান অতিথির সঙ্গে এক মত হ'য়ে আমিও বল্‌ছি আজকের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বলবার অধিকার আমার নাই। আমি জিজ্ঞাসু হ'য়ে এসেছি। ভারতবাসী রূপে আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক একটা ধর্ম্মের সংস্কার আছে। ধর্ম্ম আমাদের প্রয়োজনীয় প্রার্থনীয় হ'লেও সকলের মধ্যে ধর্ম্মের ভাব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে না। নানা প্রকার মতবাদ এসে এ প্রকার জটিলতার সৃষ্টি করে যে, সাধারণ লোকের সদ্ধর্ম্মে প্রবেশ করা কঠিন হয়। অবশ্য বিচিত্র বৃক্ষরাজি যেমন অরণ্যের শোভা বর্দ্ধন করে তদ্রূপ বিভিন্ন অধিকারানুযায়ী বিচিত্র ধর্ম্ম ও সভ্যতা জগতের শোভাই বর্দ্ধন করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সহজ সরল পথ দেখালেন—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। এই নামসংকীর্ত্তন-ধর্ম্মে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগ দিতে পারেন। এই প্রকার উদার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করে শ্রীমন্মহাপ্রভু হিন্দুধর্ম্মকে এক নূতন প্রেরণা দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি না আসতেন এবং প্রেমধর্ম্মের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি না আন্‌তেন, তা' হলে হিন্দুধর্ম্মের যে কি দুর্গতি হতো, তা বলা যায় না। মহাপুরুষগণ সনাতন-ধর্ম্মের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছিলেন বা করছেন বলেই আমরা এখনও জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি।"

শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, য়্যাডভোকেট্, প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"আজকের আলোচ্য বিষয়কে নিয়ে স্বামীজীগণ তাঁদের সাধন ভজনের ও বহু বিচারের কথা আমাদিগকে শুনিয়েছেন। তাঁদের ন্যায় আমাদের সংযম, তপস্যা ও শিক্ষা না থাকায় এ সব বিষয়ে বলবার অধিকার আমাদের নাই। সাধুরা স্নেহ ক'রে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে এসেছেন ব'লে তাঁদের ইচ্ছায় কিছু বল্‌তে সাহসী হয়েছিমাত্র। দেখুন, এ যুগের অবস্থার কথা পরিষ্কারভাবে বুঝাবার দরকার করে না, আপনারা সকলেই ভুক্তভোগী। সংসারে গুরু-চণ্ডালভাব প্রকাশ পেয়েছে, অবশ্য এর বীজ পূর্ব্বেই রোপিত হয়েছিল, এখন উহা বিরাট্ রূপ

ধারণ করেছে। আগুন ধরালে যেমন প্রথমে সামান্য থাকে, পরে আস্তে আস্তে বাড়ে এবং শেষে বিরাট্ রূপ ধারণ ক'রে সব ধ্বংস করে, তদ্রূপ নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব প্রথমে সুরু হয়েছিল, এখন উহার আকৃতি বিরাট্ হয়েছে, এর মোড় ফিরান এখন প্রায় দুঃসাধ্য। নতুন ভাব ধারা আস্‌ছে, কিন্তু উহাও সুখের নয়, দুঃখের। এই দুঃখের মধ্যে মঠে আসি শান্তি লাভের আশায়। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন সকল দুঃখ দূর করতে পারে। এই নাম-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম ক্রমশঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ছে। আমরা ভারতের বাহিরে যাঁদের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকি, সেই সাহেবরাও সদাচার অবলম্বন করতঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করছেন। অত প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকেও তাঁরা সমস্ত ভোগবিলাস ছেড়ে কৃষ্ণনাম করবার যত্ন করছেন, এতে মনে হয় কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে নিশ্চয়ই কোনও সুখ আছে।"

অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের উপর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর শ্রীল আচার্য্যদেব পঞ্চদিবসব্যাপী অনুষ্ঠানের উপসংহারে তাঁহার অন্তিম ভাষণে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মহিমা কীর্ত্তন এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও সহায়কগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বিভিন্ন মঠে শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন:—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভ উপস্থিতিতে ও সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসব, প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট রবিবার হইতে ৭ ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বিশেষ সমারোহেই সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার শেঠ শ্রীরাধা-কৃষ্ণজীর সেবানুকূল্যে বিদ্যুচ্চালিত মূর্ত্তির সাহায্যে বিশেষ চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় হয়। মঠে স্থানীয় ও বহিরাগত সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর ভীড় হয়। উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থান এবং চণ্ডীগঢ়, লুধিয়ানা, দিল্লী ও রাজস্থানাদি হইতে কএকশত পুরুষ ও মহিলা ভক্ত শ্রীমঠে অতিথিরূপে অবস্থান করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করতঃ কৃত কৃতার্থ হন। প্রত্যহ প্রাতে মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সুমধুর শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীবৃন্দাবন সহর পরিক্রমা করেন।

১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত ও তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসব শ্রীমঠে যথারীতি সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দরাবাদ:—অন্ধ্র-প্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীমঠে শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ-বৎসরও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমঠে ধর্ম্মসভার বিশেষ সান্ধ্য-অধিবেশনদ্বয়ে (৩১ আগষ্ট ও ১ সেপ্টেম্বর) হাকিম শ্রীরামেশ্বর রাও ও মাননীয় বিচারপতি শ্রী এ, কুপ্পুস্বামী যথাক্রমে সভাপতিরূপে তাঁহাদের অভিভাষণ প্রদান করেন। 'যুগধর্ম্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' যথাক্রমে এই দুই নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়ের উপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ডাঃ শ্রীবেদপ্রকাশ শাস্ত্রী, এম্-এ সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন। অধিবাসবাসরে শ্রীবেণুগোপাল রেড্ডি মহোদয়ের কীর্ত্তন-পার্টি অপরাহ্ণ ৪-৩০ টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্য্যন্ত শ্রীনামকীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তগণকে সুখ দেন। শ্রীনন্দোৎসবে কএক শত নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত

করা হয়। মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগঢ় :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা সরকারের মহাকরণস্থান এবং কেন্দ্রীয় সরকারাধীন মনোরম চণ্ডীগঢ় সহরস্থিত নব-প্রকাশিত অন্যতম শাখা মঠে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। আবহাওয়া প্রতিকূল না থাকায় শ্রীঝুলন দর্শনে প্রচুর লোক-সংঘট্ট হয়।

তত্রস্থ গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ মঠবাসিগণের অনুগমনে উপবাসী থাকিয়া শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত পালন করেন। অধিবাসবাসরে শত শত দর্শনার্থীর সমাগম হইয়াছিল। শ্রীনন্দোৎসবে বেলা ২ টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। মঠরক্ষক উপদেশক শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ গর্গ, শ্রীধনঞ্জয় দাস প্রভৃতি সেবকগণের এবং গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীমায়াপুর, কৃষ্ণনগর, যশড়াশ্রীপাট, গোয়ালপাড়া, সরভোগ ও তেজপুর :—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের পরিচালনায় শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের ব্যবস্থায় কৃষ্ণনগর শাখা মঠে, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টায় নদীয়াজেলার চাকদহ মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত যশড়া শ্রীপাটস্থ অন্যতম শাখা মঠে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের পরিচালনায় গোয়ালপাড়াস্থিত শাখামঠে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজের প্রচেষ্টায় সরভোগস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীন শ্রীগৌড়ীয় মঠে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের পরিচালনায় তেজপুরস্থ শাখা মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব পূর্ব্বের ন্যায় যথারীতি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সিদ্‌লী-কাশীকোট্টায় রথযাত্রা

বিগত ২৮ আষাঢ়, ১২ জুলাই বুধবার আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত সিদলী-কাশিকোট্টায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত গৃহস্থ শিষ্যদ্বয় শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী ও শ্রীবিষ্বকসেন দাসাধিকারীর উদ্যোগে বিরাট্‌ভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কাশীকোট্টার বাজারে এক মহতী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীউপনন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহারাজ।

শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদর-ব্রত পালন এবং ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন ও ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার কথা আমাদের শ্রীপত্রিকার সহৃদয় ও সহৃদয়া গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণকে বিশেষভাবে অবগত করাইয়াছি। পুনরায় তাঁহাদিগের স্মৃত্যর্থ নিবেদন করিতেছি যে,—আমরা আগামী ৩ কার্ত্তিক (১৩৭৯), ২০ অক্টোবর (১৯৭২) শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ টা ৩৫ মিঃ এ হাওড়া ষ্টেসন হইতে তুফান এক্‌সপ্রেসে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করিব। ৪ কার্ত্তিক, ২১ অক্টোবর অপরাহ্ণে মথুরা-জংসন-ষ্টেসনে পৌঁছিব। তথায় ড্যাম্পিয়ার পার্কস্থিত 'কিষণভবন' নামক গৃহে আমাদিগের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর প্রাতঃ হইতে পরিক্রমা আরম্ভ। মথুরায় ৪ দিন পরিক্রমা হইবে। সুতরাং আমাদিগকে উক্ত কিষণ-ভবনে ২১ অক্টোবর হইতে ২৫ অক্টোবর পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে।

এইরূপে ২৬ হইতে ২৯ অক্টোবর গোবর্দ্ধনে, ৩০

অক্টোবর হইতে ২ নবেম্বর কাম্যবনে (কামা), ৩ হইতে ৪ নবেম্বর পর্য্যন্ত বর্ষাণায়, ৫ হইতে ৮ নবেম্বর পর্য্যন্ত নন্দগ্রামে, ৯ হইতে ১০ নবেম্বর পর্য্যন্ত কোহসিতে (কোশী), ১১ হইতে ১৪ নবেম্বর পর্য্যন্ত গোকুল মহাবনে এবং ১৫ হইতে ২১ নবেম্বর পর্য্যন্ত বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে অবস্থিতির ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যহ সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ বিভিন্ন লীলা-স্থান দর্শন ও তত্তৎস্থানমাহাত্ম্য শ্রবণ করা হইবে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিভিন্ন শিবিরে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট বক্তৃবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ প্রদান করিবেন। ৬ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর বুধবার পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

মাসাধিককালব্যাপী ভগবৎপ্রসাদ সেবন, দূরবর্ত্তী স্থানে গমনের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসাদি নিজ নিজ ব্যয় বাবদ প্রত্যেক যাত্রীকে মঠকর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট অবিলম্বে ৩০০ টাকা এবং হাওড়া হইতে তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াত ট্রেণ ভাড়া বাবদ আর ১০০ টাকা অতিরিক্ত অর্থাৎ মোট ৪০০ টাকা জমা দিতে হইবে। অবশ্য কাহারও রেলওয়ে পাশ থাকিলে রেলভাড়া বাদ যাইবে। আগামী ২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করতঃ নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া লইতে হইবে। অবশিষ্ট টাকা ১লা কার্ত্তিক, ১৮ অক্টোবর বুধবার মধ্যে জমা দিতে হইবে।

প্রত্যেক যাত্রী নিজ নিজ সংক্ষিপ্ত বিছানার সহিত মশারী, কিছু শীতবস্ত্র, ছোট থালা, বাটি, গ্লাস, ঘটি, টর্চ্চ প্রভৃতি নিত্যাবশ্যক দ্রব্য সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করিবেন। কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক বা শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠরক্ষক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতে অথবা তাঁহাদের নিকট পত্রাদি লিখিয়া পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া লইবেন। নিবেদক—

১। ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন নং ৪৬-৫৯০০

২। ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, মঠরক্ষক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন
জেলা মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)

কার্ত্তিকে মাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদর-ব্রত পালন মাহাত্ম্য

শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থরাজের ১৬শ বিলাসে কার্ত্তিক মাসে মাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদর-ব্রত পালনের অশেষ মাহাত্ম্য বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ লিপিবদ্ধ আছে। দ্বাদশমাস মধ্যে কার্ত্তিক মাস কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। এইমাসে রাত্রির শেষ যামে শ্রীহরিসমীপে জাগরণ, সাধুসেবা, গোগ্রাস, শ্রীরাধাদামোদর পূজা ও সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ, বিশেষতঃ শ্রীভগবানের গজেন্দ্রমোক্ষণ লীলা, শ্রীহরির সহস্রনামস্তোত্রাদি শ্রবণ, আকাশপ্রদীপ দান, শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে দীপদান, তিলদান, মানসী গঙ্গা, যমুনা, শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্রীশ্যামকুণ্ডাদিপুণ্যতীর্থস্নান, পলাশপত্রে শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন, শ্রীহরিস্তুতি, শ্রীহরিগুণগান, শ্রীতুলসীমালিকায় নিয়মিত সংখ্যা-নামজপ, সৎপাত্রে দান-ধ্যানাদির বহু মহিমা কথিত আছে। শ্রীহরির উদ্দেশে জাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসীসেবা, উদ্যাপন ও দীপদান—এই পাঁচটি ব্রত অবশ্য পালনীয়। যেমন মাঘে প্রয়াগ, বৈশাখে জাহ্নবী সেব্যা, তেমন কার্ত্তিকে মথুরা সেবার বিশেষ উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মাসে প্রত্যহ ভক্তিভরে শ্রীরাধাদামোদরের পূজা করতঃ তৎসমক্ষে শ্রীসত্যব্রত মুনি-কথিত শ্রীদামোদরাষ্টক শ্রোতব্য ও কীর্ত্তিতব্য। কার্ত্তিক মাসে রাজমাষ (বরবটি), নিষ্পাব (শিম্বী), কলিঙ্গ (কলমী-শাক), পটোল, বৃন্তাক (বেগুন), সন্ধিত (মদ্যেপরিণত, গাঁজানো), তৈলাভ্যঙ্গ, তৈল, মধু, কাংস্যপাত্র, পর্য্যুষিত-অন্ন, লঙ্কা, লাউ, মাষকলাই, পুঁইশাক, বিলাসবর্দ্ধক শয্যা, স্ত্রীসঙ্গ, অসদালাপাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধাসহকারে সেবন এবং শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ—এই পাঁচটি মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ ঐকান্তিকী নিষ্ঠাসহকারে সযত্নে পালনীয়।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১২শ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৪০

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৭৯।
১০ দামোদর, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, বুধবার ; ১ নভেম্বর, ১৯৭২। — ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৭২ পৃষ্ঠার পর)

প্রভুপাদ—"অনর্থ" মানে মাঝখানে অর্থের blockade (ব্যবধান) কচ্ছে যে জিনিষটা—আমাদিগকে 'সেবক-সম্প্রদায়' ক'রে তুল্‌ছে তা'দের (অনর্থের)।

পঃ—অনর্থের উপশান্তি কোন্ সময় হবে ?

প্রভুপাদ—যখন আমরা 'অক্ষজের' সেবা ছেড়ে 'অধোক্ষজে'র সেবার দিকে মুখ ফিরাব।

পঃ—'অক্ষজে'র সেবা কি ?

প্রভুপাদ—যেগুলো আমাদের 'অক্ষ' বা ইন্দ্রিয়-দিয়ে মেপে নেওয়া যায়—যেগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে 'ভাল' ব'লে মনে হয়—আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিচারে "শ্রেয়ঃ" বা "কর্ত্তব্য" প্রভৃতি ব'লে বিচারিত হয়, সেগুলো—অক্ষজ বস্তু। তামাকের সেবা, গাছের সেবা, পশুর সেবা, তথাকথিত দশের দেশের সেবা—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ব'লে পরিচিত হ'বার আকাঙ্ক্ষা—'সাধু' ব'লে জড় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছা—এ সকল অক্ষজের সেবা। কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী-অন্যাভিলাষিগণের যাবতীয় চেষ্টা—অক্ষজের সেবা—ইহাই—'কৃষ্ণ-বিমুখতা'।

পঃ—এ' সকল যে 'কৃষ্ণ-বিমুখতা' তা' কিরূপে জানা যায় ?

প্রভুপাদ—"লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্"—মনুষ্যজাতি জান্‌ত না ; এ'দিকে কা'রও মতিগতি হয় নাই। অভক্ত-সম্প্রদায় 'কৃষ্ণ নহে যাহা', সেই বিষয়গুলির সেবা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে রয়েছে। যে মনুষ্য জাতি এ সকল কথা জান্‌ত না, তা'দের জন্যে করুণাবতার ব্যাসদেব সাত্বত-সংহিতা প্রকাশ ক'রেছেন। এই সাত্বত-সংহিতায় যাবতীয় অক্ষজের সেবা পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র অধোক্ষজে অহৈতুকী সেবার কথাই জীবের পরম-ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তন করা হ'য়েছে।

পঃ—'ভক্তি' জিনিষটা কি ?

প্রভুপাদ—'ভক্তি'—আত্মার স্বাভাবিকী নিত্যা বৃত্তি—ইহাই জীবের স্বরূপের একমাত্র নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জীব-স্বরূপে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। ইতর-বৃত্তিসমূহ জীব-স্বরূপের ধর্ম্ম নহে, ঐ সকল বিরূপের ধর্ম্ম ; তাহা পরিবর্ত্তন-শীল ও অনিত্য। এই 'ভক্তি'—'শোক-মোহ-ভয়াপহা'। দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তেই ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতিই 'দ্বিতীয় অভিনিবেশ'।

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা-পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।

তাবন্নমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"

যে-কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সে-কাল পর্য্যন্ত তা'র অর্থ, দেহ ও আত্মীয়-স্বজন, সুহৃদ্-বর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে পা'বার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোন প্রকারে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হ'লে অনাত্মবস্তুতে 'আমি' ও 'আমার' এ'রূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূল কারণ।

"এই মেপে নেওয়ার বুদ্ধি" থেকে যে প্রভুত্বের বাসনার উদয় হয়, তাহা ভক্তিবিরোধী ব্যাপার। যেমন কৃমি আশ্রয় কর্‌লে যত পুষ্টিকর খাদ্যই খাওয়া যাক, শরীরের পুষ্টি হ'তে দেয় না, সেরূপ কর্ম্ম-জ্ঞানের বৃত্তি প্রবল হ'লে আত্মার বৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে পড়ে।

পঃ—কি উপায়ে কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়?

প্রভুপাদ—যাঁ'দের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সে'রূপ নিষ্কপট ভগবদ্ভজন-পরায়ণগণের নিকট মনোযোগসহকারে সেবা-বুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ কর্‌লেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্ব-প্রধান বৃত্তি-দ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন কচ্ছেন, তিনিই বিষ্ণু। জগৎকে কৃষ্ণবিষয়ে চেতনবিশিষ্ট করছেন ব'লে তিনি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বিশ্বম্ভর বিশ্ববিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব বা মর্য্যাদা-বিষয়ের লীলা ক'রছেন। অচৈতন্য জীবের চৈতন্য উৎপাদনের জন্যই বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-লীলা। কিন্তু তবুও আমাদের চেতনতা হ'লো না। অহৈতুকী সেবা-চেষ্টা ব্যতীত ইতর চেষ্টা শুদ্ধ-চেতনের ধর্ম্ম নহে। শুদ্ধ-চেতন-বৃত্তিতে অনর্থের সেবা নাই, সেখানে কেবল অর্থের সেবা। আমাদের কোন গুরুদেব একটী গান করেছেন—

"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্ম-বন্ধফাঁস॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥"

ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি বাহ্য-বিষয়-বিচারে ব্যস্ত থাকেন; ব্রহ্মজ্ঞগণের সে সকল কার্য্য নহে, হরিসেবাই তাঁ'দের একমাত্র কৃত্য। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিও ব্রাহ্মণের সেবার অনুকূলেই যাবতীয় চেষ্টা কর্‌বেন। ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হওয়াই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

পঃ—এতে ত' লোকের রুচি দেখ্‌ছি না?

প্রভুপাদ—বহুলোক যে আস্‌বে তা'র ত' মানে নাই। Post-Graduatesএর সংখ্যা খুব কম।

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—

"তা'র মধ্যে 'স্থাবর' জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থল-চর বিভেদ॥
তা'র মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদ-নিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে॥
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্ম-নিষ্ঠ'।
কোটী-কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটী-জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটী-মুক্ত মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি 'অশান্ত'॥
"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা-কোটিষ্বপি মহামুনে॥"
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে **কোন ভাগ্যবান্** জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ॥

'কপটতা' বাহ্য জগতের প্রধান জিনিষ। ক্ষাত্র-নীতি অপেক্ষা ব্রহ্মনীতি শ্রেষ্ঠ। 'ব্রহ্ম' মানে—ব্যাপক,

সমগ্র। ক্ষাত্র-নীতি, বৈশ্য-নীতি বা শূদ্র-নীতিতে ন্যূনাধিক সঙ্কীর্ণতা রয়েছে। সুরেন বাবু শেষে ক্ষাত্রনীতি থেকে শূদ্রনীতিতে এসে গেলেন। অবিমিশ্র ব্রহ্মনীতিই—বৈষ্ণবধর্ম্ম। কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের বিচার-প্রণালী হ'তে বৈষ্ণবের বিচারপ্রণালী পৃথক্।

পঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতের কি উপকার কচ্ছে?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণব জগতের যে উপকার কচ্ছেন, politics (রাজনীতি) সহস্র-সহস্র যুগ-যুগান্তরে তা'র কোটি অংশের এক অংশও ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না। আমরা (রাষ্ট্রনীতিবাদিগণের) ন্যায় অত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক হ'তে বল্‌ছিনা।

পঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম কয়জন লোকেই বা জানে!

প্রভুপাদ—Post-Graduates কয়জনই বা হচ্ছে? নিউটন্ কয়জনই বা হচ্ছে? অনেক মিঃ জে, সি, বসু যখন হচ্ছেন না, তখন বিজ্ঞানের আলোচনা ছেড়ে দেওয়াই ভাল—এরূপ বিচারই কি সমীচীন?

পঃ—বৈষ্ণব ধর্ম্মে কা'রো ব্যক্তিগত কল্যাণ হ'তে পারে, জগতের তাতে কি উপকার হয়?

প্রভুপাদ—তা' নয়; সেরূপ বিচার 'অর্চ্চন' যিনি করেন, তাঁ'র পক্ষের কথা। যাঁরা কীর্ত্তন করেন, তাঁদের পক্ষের কথা নয়। অর্চ্চনকারী নিজের ব্যক্তিগতমঙ্গল সাধন করেন, আর কীর্ত্তনকারী সমগ্রজগৎ—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—পশুপক্ষী, দেব-মানব এমন কি, বৃক্ষলতা-প্রস্তরাদির পক্ষে যেটা সব চেয়ে বড় উপকার, সেরূপ উপকার সাধন করেন।

পঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম কি সকলের পক্ষে গ্রহণীয়?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবধর্ম্মই নিখিল-চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম—বৈষ্ণব-ধর্ম্মই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। 'খৃষ্টান' থেকে কাজ নাই,—'মুসলমান' থেকে কাজ নাই,—'হিঁদু' থেকে কাজ নাই, সব 'বৈষ্ণব' হ'য়ে যাও। পশু পক্ষী থেকে কাজ নাই,—গাছ-পাথর থেকে কাজ নাই,—দেবতা-দৈত্য-মানব থেকে কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হ'য়ে যাও অর্থাৎ স্বরূপের নিত্য ধর্ম্ম গ্রহণ কর। মহাপ্রভু তাই ক'রেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-কালে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে চতুর্দ্দিকে যা'কে দেখ্‌ছিলেন, সব 'বৈষ্ণব' ক'রে যাচ্ছিলেন—ঝারিখণ্ড-পথে তৃণ-গুল্ম-লতা, পশু-পক্ষী, গাছ-পাথর, আর তা'দের সেই সেই বিরূপের অভিমান নিয়ে থাক্‌তে পারে নাই, সকলে 'বৈষ্ণব' হ'য়ে গিয়েছিল। শৈব-শাক্ত, "পাষণ্ডী-হিন্দু", পাঠান, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, মুমুক্ষু, বুভুক্ষু, যোগী, তপস্বী, পণ্ডিত, মূর্খ, রুগ্ন, সুস্থ—সব 'বৈষ্ণব' হ'য়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর অস্ত্র ছিল—একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন। আবার যাঁরা 'বৈষ্ণব' হচ্ছিলেন, তাঁ'রাও মহাপ্রভুর আদেশে কীর্ত্তনকারী গুরুর কার্য্য ক'রে পরম্পরায় চতুর্দ্দিকে সকলকে 'বৈষ্ণব' কচ্ছিলেন।

মহাপ্রভু সকলকে ব'লে যাচ্ছিলেন,—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥"
"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

* * * *

কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহবা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে॥
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥
জপিলে সে 'কৃষ্ণনাম' আপনি সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে॥

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর হয় নাই—হ'বে না। অন্যান্য উপকারের প্রস্তাব ও ছলনা, উপকারের নামে 'মহা-অপকার'; আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্যি সত্যি নিত্য পরম-উপকার। তাহা দু'দশদিনের উপকার নয়—তাৎকালিক উপকার নয়—যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার প্রসব কর্‌বে—যে উপকারের দ্বারা আর একপক্ষের অপকার হ'বে—যেমন আমার দেশের উপকারে অন্য দেশের অপকার অনিবার্য্য—আমি গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে উপকৃত হ'লে ঘোড়াগুলির অসুখ অনিবার্য্য,—আমার তাৎকালিক সুখে আর

একজনের দুঃখ, আবার অপরের সুখে আমার ভোগের অভাব—এরূপ উপকারের কথা ব'লে মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও লোকবঞ্চনা করেন নাই। তাঁ'রা এমন উপকারের কথা ব'লেছেন—এমন জিনিষ দান করেছেন, যে উপকার সকলের পক্ষে—সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় পরম উপকার। **মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে—সকল পাত্রে—সকল কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার।**

—এ উপকার কোন দেশবিশেষের উপকার, অন্য দেশের অপকার নহে; এ উপকার সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন না। মহাপ্রভুর উপকার কোনদিন কাহারও 'অমন্দ' প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া—"অমন্দোদয়া-দয়া"—তাই মহাপ্রভু 'মহা বদান্য'—তাই মহাপ্রভুর ভক্তগণ "মহা মহা বদান্য"। এ সকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়,—সব চেয়ে বড় সত্য কথা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

বৈষ্ণব বা শুদ্ধভক্তের চরিত্র কিরূপ?

"সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় তিনি কখনও ভক্তি-বিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না; শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।"

(সঃ তোঃ ৮।১০)

"বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ; **তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন।** স্বীয় চরিত্র, সর্ব্বদা প্রকাশপূর্ব্বক শিক্ষা দেও। **চরিত্র শুদ্ধ না হইলে বৈষ্ণব-পদবী পাইবার কেহ যোগ্য হন না।**" (সঃ তোঃ ৫।১০)

"বৈষ্ণব ঠাকুর, অপ্রাকৃত সদা,
নির্দ্দোষ, আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
অভিমান হীন, ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তরে-বাহিরে, নিষ্কপট সদা,
নিত্যলীলা-অনুরক্ত॥

*   *   *   *

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥" (কল্যাণকল্পতরু)

"শুদ্ধ বৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষ নাই; তাঁহাদের বাক্-কলহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষগত দোষের আরোপ করেন।" (ব্রঃ সং ৫।৩৭)

"শুদ্ধ ভক্তজন কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য-আসবে।
নিজ-নিজ ভজনেতে মগ্ন সুখার্ণবে॥
না জানে অভাব-পীড়া সংসার-যাতনা।
সিদ্ধকাম শুদ্ধদেহ বৈসে সর্ব্বজনা॥"

(নঃ ভাঃ তঃ ১০২)

"অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতিসার।
জানি ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে পরিহার॥
সংসারে জীবনযাত্রা অনায়াসে করি'।
নিত্যদেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি॥
বর্ণ-মদ, বল-মদ, রূপ-মদ যত।
বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তি-পথে হন রত॥"

(কল্যাণকল্পতরু)

"আত্মার কৃষ্ণ-যোষিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণভজন করেন, তথাপি সর্ব্বদাই বাহ্যদেহে শারীর কর্ম্মসকল ধীরভাবে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্পকার্য্য, বায়ুসেবা, নিদ্রা, যানারোহণ, শরীর-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা, দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতি

সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়।" (কৃঃ সং ১০।১২)

"সারগ্রাহী বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে ধীরভাবে অবস্থিতি ও কার্য্য করেন। কখনও স্ত্রী-জাতির আশ্রয় পুরুষরূপে যোষিদ্বর্গের নিকট পূজনীয় হন। সমাজে অবস্থিত হইয়া কখনও সামাজিক কার্য্য-সমুদায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বালক-বালিকাগণকে অর্থ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া কখনও প্রধান-শিক্ষক-মধ্যে পরিগণিত হন।" (কৃঃ সং ১০।১৩)

মহাকবি শ্রীজয়দেব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৬৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগীতগোবিন্দ-গীতি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অত্যন্ত প্রিয়। প্রবাদ আছে যে, এক মালীর কন্যা বার্ত্তাকু ক্ষেত্রে (বেগুন ক্ষেতে) বার্ত্তাকু উঠাইতে উঠাইতে মনের আনন্দে ভক্তিভরে গীতগোবিন্দ গান করিতেছিল। শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার নিজলীলা-বিশেষ—বিশেষতঃ তাঁহার প্রেয়সীর গুণচেষ্টাশ্রবণে অত্যন্ত নিমগ্ন হৃদয়—আকৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই কণ্টকাকীর্ণ বার্ত্তাকু-ক্ষেত্রে মালিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গীতগোবিন্দ-গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার সুকোমল পাদপদ্মে কণ্টক ও শিলাখণ্ড বিদ্ধ হইতে লাগিল, শ্রীঅঙ্গের সূক্ষ্ম বস্ত্র কণ্টকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল, উত্তরীয় বস্ত্রে (উড়ানীতে) বার্ত্তাকুর কণ্টকিতপত্র বিদ্ধ হইয়া রহিল। শ্রীজগন্নাথ শ্রীমন্দিরে ছিন্ন-ভিন্ন-বেষ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিন পাণ্ডারা দ্বার খুলিয়া শ্রীজগন্নাথের বস্ত্র-মাল্য-অলঙ্কারাদি ছিন্নভিন্ন, বস্ত্রে বার্ত্তাকুর কণ্টক বিদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। প্রধান পাণ্ডা রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা পরমভক্ত। তিনি অবিলম্বে আসিয়া শ্রীজগন্নাথকে তদবস্থ দর্শনে চমৎকৃত হইয়া অনেক স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন—"প্রভো, তুমি কোথায় গিয়াছিলে, তোমার এমন কি ধন অলভ্য হইয়াছে, ত্রৈলোক্যে তোমার ক্রীড়াভাণ্ডে কোন্ বস্তুর অভাব আছে, তুমি কি কারণে কোথায় যাও? আহা মরি, তোমার সুকোমল শ্রীচরণে কতই না ব্যথা লাগিয়াছে, অথবা কেহ কি তোমাকে কদর্থনা (যাতনা) দিয়াছে? তুমি কিজন্য নিজে চরণে হাঁটিয়া গেলে, তোমার এ অধম ভৃত্যানুভৃত্যকে একটু আদেশ করিলেই ত' সে তোমার মনোঽভীষ্ট পূরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত?" ভক্ত রাজা এইরূপে সকাতরে নয়নজলে ভাসিতে-ভাসিতে শ্রীজগন্নাথ সমক্ষে অনেক বিলাপ করিলেন। পরম দয়াল শ্রীজগন্নাথের প্রত্যাদেশ হইল। তিনি তাঁহার ভক্ত নরপতিকে স্বপ্নে বিশেষভাবে জানাইলেন—"এক মালীর দুহিতা তাহাদের নিজ বার্ত্তাকু-ক্ষেত্রে গীতগোবিন্দ গান করিতেছিল, আমি সেই গান শুনিতে গিয়া তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার পায়ে ও গায়ে এই বার্ত্তাকুর কাঁটা লাগিয়াছে। আমি তার গান শুনিয়া বড়ই তুষ্ট হইয়াছি, তাহাকে আমার সম্মুখে আনিয়া গান করাও। যে ব্যক্তি যেখানেই ভক্তিভরে গীতগোবিন্দ পাঠ করে, আমি অবশ্যই সেখানে তাহা শুনিবার জন্য যাই।"

শ্রীভগবানের প্রত্যাদেশ পাইয়া রাজা পরম চমৎকৃত হইলেন। তখনই শিবিকা পাঠাইয়া পরমাদরে সেই মালিনীকে জগন্নাথদেবের সম্মুখে আনাইয়া গীতগোবিন্দ গান করাইলেন। এইরূপ প্রতিদিনই সন্ধ্যায় আসিয়া সেই মালিনী জগন্নাথদেবকে গীতগোবিন্দ-গান শুনাইতে লাগিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ শ্রীজগন্নাথ-সমক্ষে প্রত্যহ শ্রীগীতগোবিন্দ গান করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

যেখানে গীতগোবিন্দগান হয়, সেখানেই শ্রীজগন্নাথ তচ্ছ্রবণে গমন করেন, ইহা চিন্তা করিয়া রাজা নগরে ঢেঁড়রা (ঢাক বা ভেরী) পিটাইয়া (বাজাইয়া) ঘোষণা করিলেন—"কুৎসিত স্থানে বা গমন-সময়ে যে 'গীতগোবিন্দ' পাঠ করিবে, সে দণ্ডার্হ হইবে।" এক যবন মোগল ঐ ঘোষণা শুনিয়া চিন্তা করিল—

'গীতগোবিন্দ গান শ্রবণমাত্রেই জগন্নাথ আসেন, তাহা হইলে আমিও উহা পাঠ করিলে জগন্নাথ আসিবেন। আমি তাঁহার দর্শন পাইয়া ধন্য হইব।' এই দর্শনৌৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার কালে সে গীতগোবিন্দ পাঠ করিতে লাগিল। জগন্নাথ তচ্ছ্রবণার্থ তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিলেন। সুমনা মোগল চারিদিকে চাহিতেছে আর অকাতরে বিচার করিতেছে—"হায়, কই জগন্নাথ ত' আসিলেন না? আমি যবন বলিয়াই কি তিনি আমাকে উপেক্ষা করিলেন?" এমন সময় সেই মোগল তাহার সম্মুখে সাক্ষাৎ শ্যামলসুন্দর জগন্নাথদেবকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শ্রীজগন্নাথ যবন, চণ্ডাল, বিপ্র—এসকল বিচার করেন না, যিনি ভজন করেন, তিনিই সেই অশেষ গুণসমুদ্র ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥"

শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের বহুল আদর দেখিয়া এবং বিশেষতঃ স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবও উহা শ্রবণে অত্যধিক প্রীতিলাভ করেন, ইহা চিন্তা করিয়া ভক্ত শ্রীউৎকলরাজও একখানি গীতগোবিন্দ-গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক নিজ অমাত্যগণকে উহা প্রচার করিবার জন্য কহিলেন। তচ্ছ্রবণে সভাসদ্ পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"রাজন্! কবিরাজ শ্রীজয়দেব-কৃতগ্রন্থই প্রভু শ্রীজগন্নাথ-প্রিয়, আর তাহার রচনাও অতীব মধুর, প্রতি অক্ষরেই যেন সুধা ক্ষরিত হইতেছে, এমন বর্ণনমাধুর্য্য আর কুত্রাপি দেখা যায় না। সুতরাং সেক্ষেত্রে অন্য কোন গ্রন্থের বহুল প্রচারের আশা খুবই দুর্ঘট। তবে দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী শ্রীভগবৎ কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।" ইহা শুনিয়া উৎকলরাজ শ্রীকবিরাজকৃত ও স্বকৃত দুইখানি গ্রন্থই পরীক্ষার্থ শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ-পাদপদ্মে সংরক্ষণ করিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে সকলেই সবিস্ময়ে দেখিলেন—কবিরাজকৃত গ্রন্থখানি শ্রীভগবান্ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, নৃপকৃত গ্রন্থ ফেলিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে রাজা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া স্থির করিলেন—সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। ভক্ত রাজার প্রতি পরম দয়াল শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ হইল। তিনি জানাইলেন—"রাজন্, তুমি মৃত্যু-সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, আমি তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার করিলাম। শ্রীজয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের প্রথমেই তোমার রচিত দ্বাদশটি শ্লোক থাকিবে।" রাজা শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপাদেশ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। শুনা যায়, সেই দিন হইতে এখনও পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রত্যহ গীতগোবিন্দ পাঠ হইয়া থাকে। গীতগোবিন্দ পাঠ না হইলে সেদিনের পূজাই সিদ্ধ হয় না।

ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তপ্রতি বাৎসল্যের অবধি নাই। ভক্তের জন্য তিনি সপ্ত অহোরাত্র গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ করেন, সমস্ত রাত্রি জাঁতা ঘোরান, ক্ষীর চুরী করিয়া ধড়ার অঞ্চলে রাখেন, সহস্র সহস্র মাইল পায়ে হাঁটিয়া সাক্ষী দেন, প্রয়োজন হইলে 'দল মাদল' কামানও দাগেন, সারথ্য দৌত্য কত কি না করিয়া থাকেন। এত করিয়াও কি তৃপ্ত হইতে পারেন? 'আমার ভক্তের জন্য আমি কিছুই করিতে পারিলাম না' বলিয়া কতই না তাঁর আপশোষ! গোপীপ্রেমের নিকট 'ন পারয়েঽহং' বলিয়া ঋণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন, আর সেই শ্রীরাধার প্রেম-ঋণে ঋণী হইয়াই তাঁহার গৌর অবতার। নীলাম্বুধিতটে "কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক।" (চৈঃ চঃ মধ্য ২।১৫-১৬) বলিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হন। ভক্ত বিল্বমঙ্গলকে কেনই বা অন্ধ করান, আবার স্বয়ং অন্ধের যষ্টিস্বরূপে কেনই বা তাঁর হাত ধরিয়া রৌদ্র হইতে ছায়ায় বসাইবার জন্য ব্যস্ত হন, অভুক্ত ভক্তকে দধ্যন্ন খাওয়াইবার জন্যই বা কেন তার এত ব্যাকুলতা, তাহার মর্ম্ম তিনিই জানেন। ভক্তকে কেনই বা ধরা দেন, আবার তাঁহার হাত ছিনাইয়া পলাইয়া ভক্তের

তিরস্কার শুনিয়া কি সুখ পান, তাহা তিনিই জানেন। ভক্ত বিল্বমঙ্গল কহেন—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

[অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি আমার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক হাত ছিনাইয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? যদি আমার হৃদয় হইতে যাইতে পার, তাহা হইলেই তোমার পৌরুষ বুঝিয়া লইব।] ভক্ত ভগবানের প্রাণের প্রাণ-স্বরূপ। ভক্তকে লইয়াই তাঁহার যতকিছু প্রেমের খেলা।

একদিন ভক্তবর জয়দেব তাঁহার কুটীরের চালা ছাইতেছিলেন। তখন প্রখর রৌদ্র, ভক্তের যাহাতে অধিককাল চালে বসিয়া রৌদ্রতাপ ভোগ করিতে না হয়, কার্য্যটি শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হয়, এজন্য ভক্তের ব্যথার ব্যথী—ভক্তবৎসল শ্রীরাধানাথ মাধব স্বয়ংই তাঁহার ভক্তের চালের বাঁধন ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। জয়দেব মনে করিতেছেন পদ্মাবতীই বুঝি গিরো ফুঁড়িয়া দিতেছেন। কার্য্য খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হইল। ভক্তবর চাল হইতে নামিয়া আসিয়া দেখেন, সেখানে পদ্মাবতী বা কেহই নাই। পদ্মাবতী অন্য কোন কার্য্যহেতু দূরে অবস্থিতা ছিলেন। কবিবরের মন সংশয়োদ্বেলিত হইল। তিনি পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি আমার চালের বাঁধন ফিরাইয়া দিতেছিলে? পদ্মাবতী কহিলেন—"না, আমি বিশেষ কার্য্যগৌরবে স্থানান্তরে ছিলাম, আপনার কার্য্যে সহায়তা করিবার ত' কোন অবকাশ করিয়া উঠিতে পারি নাই?" তখন জয়দেবের সন্দেহ আরও বাড়িল। তিনি শ্রীরাধা-মাধবের পাদপদ্মে ছুটিয়া গিয়া দেখেন, তাঁহার শ্রীহস্তে ঝুল ময়লা লাগিয়া রহিয়াছে! ভক্ত অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা পাইয়া শ্রীরাধামাধবের পাদপদ্মে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন—"প্রভো, তুমি আমার ন্যায় একটি হতভাগ্যের জন্য এত পরিশ্রম করিলে? আহা মরি, তোমার এই সুকোমল শ্রীঅঙ্গে কতই না ব্যথা লাগিয়াছে!" ভক্তবর শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ ভাল করিয়া ধোয়াইয়া মোছাইয়া বস্ত্রালঙ্কার পরাইয়া সিংহাসনে রাখিলেন। পুনরায় ভোগ দিলেন। অতি দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও ভক্তদম্পতির আর আনন্দের সীমা নাই। শ্রীরাধা-মাধবকে লইয়াই তাঁহাদের সংসার।

একদিন শ্রীমাধব নিজেই জয়দেব-রূপ ধারণ করিয়া পদ্মাবতী দেবীর স্বহস্তপাচিত অন্ন ভোজন করতঃ পদ্মাবতীকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন। "ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি' কাড়ি' খায়। অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়॥" এইরূপ ভক্তসঙ্গে তাঁহার কতই না প্রেমের খেলা চলিতে লাগিল।

এক সময়ে শ্রীরাধামাধবের সেবাপূজা ও উৎসবাদির জন্য দেশান্তর হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিবার সময় পথিমধ্যে দস্যুরা শ্রীজয়দেবকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল এবং তাঁহার হাত পা কাটিয়া একটি কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। পরমভক্ত জয়দেব সেই অবস্থায়ও কূপ মধ্যে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে ২।৩ দিন পরে এক রাজা ঐ কূপের নিকট দিয়া মৃগয়া-গমন-কালে কূপমধ্য হইতে এক মনুষ্য-কণ্ঠোচ্চারিত কৃষ্ণনাম শ্রবণে বিস্মিত হইলেন এবং কূপসমীপে গিয়া কূপমধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া তখনই তাঁহাকে সযত্নে কূপ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ভক্তজ্ঞানে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। রাজা তাঁহার তাদৃশী অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তবর 'কৃষ্ণেচ্ছা' ব্যতীত অধিক কিছু বলিতে চাহিলেন না। রাজা পরম সমাদরে শিবিকাযোগে তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসিয়া যথোচিত সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহার ভক্তজনোচিত চরিত্রমাধুর্য্যে, কাব্য-প্রতিভাদর্শনে এবং পরম মধুর গীত-গোবিন্দ গীতি শ্রবণে রাজা রাণী উভয়েই পরম মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইলেন। অতঃপর শ্রীজয়দেবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া রাজা বিশ্বস্ত লোক ও শিবিকা পাঠাইয়া শ্রীজয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী দেবীকে তাঁহার রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিলেন। পতিপরায়ণা পদ্মাবতী প্রাণপণে পতিদেবতার সেবা করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা শ্রীজয়দেব-পাদ-পদ্মে নিবেদন জানাইলেন—প্রভো, আপনার যদি কোন

অভিলাষ থাকে, এদাসকে আজ্ঞা করুন। রাজার বিনয়নম্রবচনে তুষ্ট হইয়া জয়দেব প্রত্যহ বৈষ্ণব-সেবার অভিলাষ জানাইলেন। রাজা তচ্ছ্রবণে পরমপ্রীতি-সহকারে প্রত্যহ আমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণকে চর্ব্ব, চূষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চতুর্বিধ ভগবৎ-প্রসাদ ভোজন করাইতে লাগিলেন। রাজার প্রতিদিন বৈষ্ণব-সেবার কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। একদিন জয়দেবকে নির্ম্মমভাবে নির্য্যাতনকারী সেই দস্যুগণ কপট বৈষ্ণববেশে রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত! জয়দেব তাঁহাদিগকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি নৃপবরকে অন্যান্য বৈষ্ণব অপেক্ষা তাহাদিগকে বিশেষভাবে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দেওয়ায় রাজা পরমাদরে তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। তাহারাও জয়দেবকে চিনিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোন ছলে বিদায় লইবার জন্য তাহাদের প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে। উত্তম উত্তম ভোজন আর প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। মনে করিতেছে—"আমরা যাহাকে নির্য্যাতিত করিয়া কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই ব্যক্তিই ত' দেখিতেছি এই রাজগৃহে 'অধিকারী' হইয়াছে! আমাদিগকে ভাল ভাল খাওয়াইবার ছলে আটকাইয়া শেষে হয়ত শূলে চড়াইবার বা গরদান দিবারই ব্যবস্থা করিবে।" তাই এমন সুন্দর রাজোচিত ভোজন শয়নাদি সেবাসুখ পাইয়াও সেই ছদ্মবেশী পাপিষ্ঠ দস্যুগণের চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা প্রতিদিনই রাজার নিকট স্থানান্তরে যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেও রাজা বাবাজী অর্থাৎ কবিরাজের অনুমতি ব্যতীত তাহাদিগকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না। পরিশেষে তাহাদের বিদায় গ্রহণার্থ অত্যন্ত আগ্রহ বুঝিয়া রাজা শ্রীজয়দেব সমীপে তাহাদের বিদায়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কবিবর তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ ও দ্রব্যাদি প্রদানপূর্ব্বক তাহা বহন করিবার লোক পর্য্যন্ত সঙ্গে দিয়া পরম সমাদরে বিদায় দানের কথা বলিলে রাজা তদ্রূপ করিতে তাহারা রাজভবন হইতে বিদায় হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কিছুদূর গিয়া রাজার প্রেরিত দ্রব্যাদিবাহক-সকলকে বিদায় দিতে গেলে তাহারা কহিল—"আমাদের উপর রাজার হুকুম আপনাদিগকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া, সুতরাং রাজাদেশ আমরা অমান্য করিতে পারি না, কিন্তু আমাদের চিত্তে একটি বড়ই কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে যে, রাজভবনে বাবাজীর নিকট ত' অনেক বৈষ্ণবই আসিয়া থাকেন, কিন্তু আপনাদের ন্যায় এত মর্য্যাদা ত' অদ্যাবধি কেহই পান নাই, ইহার প্রকৃত রহস্য আমাদিগের নিকট কৃপাপূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।" ইহা শুনিয়া সেই কদর্য্য স্বভাব দস্যুগণ কহিতে লাগিল—"দেখুন, এতদিন পরে আপনাদিগের প্রার্থনা অনুসারেই আমরা ইহার গুপ্ত-রহস্যটি ব্যক্ত করিবার একটি অবকাশ পাইলাম। বাবাজীটি রাজাকে বলিয়া আমাদিগকে এত সমাদরের ব্যবস্থা করাইল কেন এবং বাবাজীই বা অঙ্গহীন কেন, তাহার প্রকৃত নিগূঢ় কারণ আপনাদিগকে শুনাইতেছি, আপনারা মন দিয়া শুনুন। আমরা এক রাজগৃহে চাকরী করিতাম। আমার নাম ছিল—ওমোরপর। আমি জমাদার ছিলাম। এক সময়ে কোন গুরুতর অপরাধবশতঃ রাজা এই বাবাজীকে একেবারে মারিয়া ফেলিবার আদেশ দেন, কিন্তু আমি গোপনে ইহাকে একেবারে প্রাণে না মারিয়া ইহার হস্ত-পদাদি কাটিয়া ছাড়িয়া দিই। এখানে আপনাদের রাজবাড়ীতে আসিয়া সেই লোকটিই দেখিতেছি আজ মহান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগকে দেখিয়াই সে তাহার গুপ্তরহস্য ব্যক্ত হইবার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, এই এক হেতু, আর এক হেতু যে, আমরা তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম, এজন্য হয়ত কৃতজ্ঞতাবশতঃও রাজাকে দিয়া আমাদিগকে বহুপ্রকারে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তোষামোদ করাইয়াছে এবং এইসকল অর্থ ও দ্রব্যাদি আনুকূল্য করিয়া আমাদের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।"

কপট দস্যুদের এই সকল মনঃকল্পিত মিথ্যা বাক্যে রাজভৃত্যগণ আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, পরন্তু তাহাদের আকৃতিপ্রকৃতি দেখিয়া ও ইতরজনোচিত বাক্য শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। এমন সময়ে এক অত্যদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। সহসা ধরিত্রীদেবী বিদীর্ণা

হইয়া ঐ কপট দস্যুগণকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। রাজভৃত্যগণের চক্ষুর সম্মুখেই এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা সবিস্ময়ে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—মহাপুরুষের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইবার সদ্যঃ সদ্যঃ প্রত্যক্ষ ফল আজ আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম! ইহারা নিশ্চয়ই মহাপাপিষ্ঠ, মিথ্যাবাদী, অসাধু, তাই সজ্জনপালক শ্রীভগবান্ এই ভাবেই দুর্জ্জন দলন করিলেন!

রাজভৃত্যগণ সেই সমস্ত অর্থ ও দ্রব্যাদিসহ রাজভবনে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রাজসমীপে তৎসমুদায় অলৌকিক চাক্ষুষ ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা এবং উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। রাজা শ্রীজয়দেব গোস্বামিসমীপে প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাহিলে তিনি তখনই সমস্ত সত্য বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা কহিলেন—"প্রভো, এইরূপ মহাপাপিষ্ঠ কপট বৈষ্ণববেশী দস্যুগণকে আপনি জানিয়াও কিজন্য আমাকে তাহাদিগকে এত সমাদর ও অর্থাদি দান করিবার আদেশ জানাইলেন, ইহার মর্ম্ম কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।" তখন শ্রীজয়দেব কহিলেন—অসাধু যেমন তাহার নিজের কদর্য্যস্বভাবানুসারে অকারণ পরপীড়নাদিতে রত হয়, সাধুও তেমনি তাঁহার অবিচ্ছেদ্য সৎস্বভাবানুসারে পরহিতচিন্তারূপ স্বভাব হইতে কোন অবস্থায়ই বিচ্যুত হইতে পারেন না। সাধু অদোষদর্শী হইয়া তৎপ্রতি অত্যন্ত বিগর্হিত আচরণকারীরও হিতচিন্তারত হন, কখনও প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হন না। বিশেষতঃ সাধু সদৈন্যে বিচার করেন, তৎপ্রতি আপতিত নির্য্যাতনাদি তাঁহারই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রতিক্রিয়ামাত্র, নির্য্যাতনকারী—নিমিত্ত মাত্র। শ্রীধ্রুবজননী ধ্রুবকে বিমাতার উপর দোষারোপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন—"মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা ভুংক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তৎ" অর্থাৎ "বৎস, অন্যে তোমার অপকার করিল, এরূপ মনে করিও না। কারণ জীব পূর্ব্বজন্মে পরকে যে দুঃখ দান করে, পরজন্মে সে আবার নিজেই সেই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।" [অবশ্য ভক্তকে কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ মনে করিতে হইবে না। এস্থলে ভক্তধ্রুব মাতৃসমীপে দৈন্যবশতঃ অন্যকৃত নির্য্যাতনকে তাঁহার নিজকৃত কর্ম্মফলরূপে বিচারপূর্ব্বক অদোষদর্শী হইবার শিক্ষা লাভ করিতেছেন।] ভক্তরাজ প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিতেছেন (ভাঃ ৫।১৮।৯)—

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥

[অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক। খলব্যক্তিগণ অনুকূল হউক—ক্রোধাদি বা ক্রৌর্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুমতি হউক—সাধুগণকে পীড়া প্রদান না করুক, প্রাণিগণ বুদ্ধিযোগে পরস্পরের মঙ্গলচিন্তা করুক। তাহাদের মন উপশমাদি মঙ্গল ভজনা করুক এবং আমাদের মতি নিষ্কামা হইয়া অধোক্ষজ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হউক।]

এজন্য সাধু অসাধুকর্ত্তৃক হিংসিত হইয়া তাহার প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হন না, অহিতচিন্তায় রত থাকেন না, তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া শ্রীভগবচ্চরণে তাহার কল্যাণই প্রার্থনা করেন। সুতরাং আমি সেই দুষ্টগণের অহিতাচরণের প্রতিশোধ লইবার স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে অর্থ ও সম্মানাদি দানের ব্যবস্থা করিয়াছি, যদি সঞ্চিতার্থ হইয়া তাহারা আর পরহিংসায় প্রবৃত্ত না হয়। কিন্তু তাহাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় তাহারা নিজ নিজ কৃতকর্ম্মের অনুরূপ শাস্তি লাভ করিল। মিথ্যা কথা বলিবার ন্যায় মহাপাপ আর নাই। ভক্তরাজ বলি বলিতেছেন (ভাঃ ৮।২০।৪)—

"ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্।
সর্ব্বং সোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্॥"

[অর্থাৎ "অসত্য অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। সেই জন্যই পৃথিবী বলিয়াছিলেন যে,—আমি অসত্যবাদী নর ব্যতীত (মেরুমন্দরাদি) যাবতীয় ভার বহন করিতে সমর্থা বলিয়া নিজেকে মনে করি।"]

কবিবর শ্রীজয়দেব এইরূপ সাধু ও অসাধুর আচার ও বিচারাদি বর্ণন করিতে করিতেই তাঁহার হস্তপদাদি পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইয়া গেল। রাজা রাণী এবং তথায় উপস্থিত

সকলেই এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

শ্রীজয়দেব কএকদিন পত্নী পদ্মাবতীসহ রাজগৃহে অবস্থান করিলেন, পদ্মাবতীর সহিত রাণীর খুব সদ্ভাব হইল। একদিন ঐ নৃপতির রাণীর ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ এবং তৎসহ ভ্রাতৃজায়ারও সহমৃতা হইবার সংবাদ শ্রবণে রাণী কাঁদিতেছিলেন। পদ্মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন—পত্নীর প্রিয়াধীন প্রাণ প্রিয়তম পতিহীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণমাত্রেই যদি দেহ হইতে বহির্গত না হয়, তাহা হইলে আর তাঁহাকে কিরূপে পতিপ্রেমবতী বা পতিপ্রেমপাত্রী বলা যাইতে পারে? রাণী পদ্মাবতীর এই কথা মনে করিয়া রাখিয়া তাঁহার পতিপ্রেম পরীক্ষার একটি উপায় সৃষ্টি করিলেন। শ্রীজয়দেব একদিন রাজার সহিত বাগিচায় বসিয়া কৃষ্ণকথা আলাপ করিতেছিলেন। রাজা কার্য্যগৌরবে গৃহে আসিলে রাণী তাঁহাকে পদ্মাবতীর পতিপ্রেম-কথা জানাইয়া পরীক্ষার্থ রাজাকে শ্রীজয়দেবের মিথ্যা-মৃত্যুসংবাদ জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা তাহাতে তচ্চরণে অপরাধ হইবার কথা জানান' সত্ত্বেও রাণী পুনঃ পুনঃ জিদ করিতে থাকিলে রাজা একরূপ বিরক্ত হইয়াই কহিলেন—তোমার মনে যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি জানি না। রাণী কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া কোন লোক-দ্বারা পদ্মাবতীর নিকট তাঁহার স্বামী শ্রীজয়দেবের অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিবামাত্রই পরমাসাধ্বী পতিপরায়ণা পদ্মা অচেতন—নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার নাসিকায় আর শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে না দেখিয়া রাণী হাহাকার করিয়া উঠিলেন, অত্যন্ত ভীতা কম্পিতকলেবরা হইয়া তখনই রাজাকে সংবাদ দিতে রাজা রাণীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পাদপদ্মে পড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, গোস্বামিপ্রবর রাজাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন—"মহারাজ, চিন্তা করিবেন না, কৃষ্ণনামাক্ষরই মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র তাহা কর্ণে প্রবেশ করাইলেই পদ্মাবতীদেহে আবার প্রাণ-সঞ্চার হইবে।'' এই বলিয়া তখনই পত্নীর নিকট গিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম দিতেই পদ্মাবতী প্রাণবতী হইয়া চমকিয়া উঠিলেন। রাণী স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ চাপল্যবশতঃ একটি রহস্য করিতে গিয়া এত বড় একটি ঘটনা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। সতীসাধ্বী পদ্মাবতীর পতিপ্রাণতা দেখিয়া রাণীর সহিত সকলেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। শ্রীপদ্মাবতী সতীর সহিত শ্রীজয়দেব-চরণে সকলেই প্রণত হইলেন।

এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে শ্রীজয়দেব রাজাকে তাঁহার শ্রীপুরুষোত্তমধামে গমনেচ্ছা জানাইলে রাজা ও রাণী অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গোস্বামিপ্রভু তাঁহাদিগকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া এবং ভগবদ্‌ভজনোপদেশ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমধামে যাত্রা করিলেন।

কিছুকাল শ্রীপুরীধামে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবায় নিমগ্ন থাকিবার পর শ্রীজয়দেবের বড় ইচ্ছা হইল তাঁহার প্রাণের দেবতা শ্রীরাধামাধবকে লইয়াই তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাত্রা করিবেন। ['ভক্তমাল' গ্রন্থে তাঁহার রাজা রাণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় শ্রীপুরুষোত্তমে আসিবার কথা আছে, কিন্তু 'বিশ্বকোষ' বা আর দুইখানি গ্রন্থোল্লিখিত জয়দেবচরিতে তথা হইতেই শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার কথা দেখা যায়।] বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র তাঁহার পরম ভক্ত শ্রীজয়দেবকে তাঁহার ব্রজধামে আকর্ষণ করিলেন। কবিবর তাঁহার আরাধ্য-দেবতা শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ঝুলির মধ্যে লইয়াই বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। মহাভারী হইলেও ভক্তের নিকট তাঁহারা পাতলা হইয়াই চলিলেন। জয়দেব পরম আনন্দে পদব্রজে প্রত্যহ পথিমধ্যে এক এক স্থানে তাঁহার আরাধ্যদেবতার পূজা ও ভোগরাগাদি সেবা করিতে করিতে চলিলেন। জয়দেবও গীতগোবিন্দ গানে তন্ময় আর ঠাকুরও তচ্ছ্রবণে তন্ময়। জয়দেবের গান দিবারাত্র শুনিয়াও ঠাকুরের ক্ষোভ মিটে না। কত অলৌকিক অলৌকিক নিত্য নূতন নূতন অনুভব পাইতেছেন জয়দেব, প্রাণ মন আনন্দে মাতোয়ারা, ইহাতে কি আর পথশ্রম থাকে? দিবারাত্র চলিয়াও ত' ক্লান্তিবোধ হয় না। এই ভাবে ভক্তবর শ্রীরাধা-

মাধবকে লইয়া মহাপ্রেমানন্দে বৃন্দাবন ধামে পৌঁছিলেন। কেশীঘাট-সন্নিধানে তাঁহার থাকিবার স্থান পাইলেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দের মধুর কোমলকান্ত-পদাবলী গান শুনিয়া ভক্তবৃন্দ আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন—তাঁহার ন্যায় ভক্ত সাধু দর্শনে, তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত পরম মধুর বাণী শ্রবণে সকলেই জীবন সফল মনে করিতে লাগিলেন। এক শেঠজী কেশীঘাটের উপর শ্রীরাধামাধবের জন্য একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। শুনা যায়, শ্রীজয়দেবের অপ্রকট লীলাবিষ্কারের বহুকাল পরে জয়পুর-রাজ শ্রীশ্রীরাধামাধবজিউকে শ্রীধাম-বৃন্দাবন হইতে লইয়া গিয়া জয়পুরে ঘাটি নামক স্থানে তাঁহার সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীজয়দেবের বৃন্দাবন যাত্রাকালে সতীসাধ্বী পরমাভক্তিমতী পদ্মাবতী কি শ্রীপুরুষোত্তমধামেই রহিলেন, অথবা শ্রীজয়দেবসহ বৃন্দাবনধামে চলিলেন, তাহার কথা কোন জীবনী লেখকের লেখনীতেই স্পষ্ট করিয়া পাওয়া যায় না।

আবার কেহ বলেন—শ্রীজয়দেব দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিয়া শেষ জীবনে স্বীয় জন্মস্থান কেন্দুবিল্বগ্রামে আসিয়া ভজন করেন। 'বিশ্বকোষে' শ্রীপ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই গ্রামেই জয়দেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এখনও তাঁহার স্মরণার্থ এখানে প্রতিবর্ষে মাঘসংক্রান্তিতে একটি মেলা হয়, তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে।"

শ্রীজয়দেব কি তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম—প্রাণের প্রাণ শ্রীরাধামাধবকে বৃন্দাবনে রাখিয়া কেন্দুবিল্ব গ্রামে চলিয়া আসিলেন? শ্রীজয়দেবের প্রাণধন শ্রীরাধামাধবের সেবা এখনও জয়পুরে প্রকটিত আছেন। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরাধামাধব ও তাঁহার প্রেমিক ভক্ত শ্রীজয়দেব ব্যতীত এসকল সংশয়-নিরসন আর কাহার দ্বারা হইতে পারে জানিনা।

ভক্তমালে লিখিত আছে-কেন্দুবিল্ব গ্রাম হইতে গঙ্গা ১৮ ক্রোশ দূরে প্রবাহিতা। শ্রীজয়দেব নাকি বারমাস প্রতিদিন এই দীর্ঘপথ পদব্রজে যাতায়াত করিতেন, শেষ-জীবনে ভক্তবর বিশেষ কোন কারণে গঙ্গাস্নানে না যাইতে পারায় বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, গঙ্গাদেবী ভক্তের মনঃক্ষোভ দূর করিবার জন্য স্বয়ং কলনাদে প্রবাহিত হইয়া কেন্দুবিল্ব-গ্রামে ভক্তের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তকে স্নানার্থ আহ্বান করিলেন। ভক্তবর শ্রীজয়দেবের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।

বাংলা ১৩৭৫ সালে প্রকাশিত ভক্তমালগ্রন্থের একটি সংস্করণে 'কবি জয়দেব' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে—"প্রতিবছর মকর সংক্রান্তিতে জয়দেব গঙ্গাস্নানে যাইতেন। একবার তিনি * * গঙ্গাস্নানে যাইতে পারিলেন না বলিয়া * * সারারাত ধরিয়া * কেবল মা গঙ্গার চিন্তা করিতে লাগিলেন। মকর সংক্রান্তিতে ভোরে উঠিয়া তিনি দেখিলেন—সমস্ত অজয় ভরিয়া গিয়াছে গঙ্গার লাল-জলে। জয়দেব বুঝিতে পারিলেন মা মকরবাহিনী গঙ্গা তাঁহার কাতর ডাক শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না, বহুক্ষণ ধরিয়া অবগাহন করিয়া তিনি পরিতুষ্ট হইলেন।"

উক্ত প্রবন্ধে কবিবর জয়দেবের প্রথম জীবনের ঘটনা এইরূপ লিখিত আছে যে,—পিতা তাঁহার মৃত্যুকালে বলিয়া যান যে, আমি তোমাকে লেখাপড়া ও সংগীত শিখান' ব্যতীত অর্থাদি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। সাহিত্য ও সংগীতে পৃথিবীতে তুমি অমরকীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিবে। তবে শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম কখনও ভুলিও না।

সন্ধ্যায় অজয় নদের তীরে পিতার দেহ সৎকার করিয়া জয়দেব গৃহে ফিরিলেন, পিতৃশোকে কাতর। এমন সময়ে গ্রামের মাতব্বর নিরঞ্জন চাটুয্যে আসিয়া তাঁহার পিতৃ-ঋণের কথা জানাইলেন। যাহার জন্য পিতৃশ্রাদ্ধের পর জয়দেবকে পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া আশ্রয়হীন হইতে হয়। ক্রমে তিনি পুরীর পথে রওনা হন। ইত্যাদি।

ভক্ত কবিবর শ্রীজয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' গীতি দাক্ষিণাত্যে বহুল প্রচারিত। দাক্ষিণাত্যবাসী রসিক ভক্তবৃন্দ বীণাসংযোগে গীতগোবিন্দ গানে আত্ম-হারা হইয়া যান। উহা তদ্দেশবাসী অনেকেরই কণ্ঠস্থ।

তাঁহারা কবিবরকে এত ভালবাসেন যে, তাঁহাকে তদ্দেশবাসী বলিয়া জানাইতে অত্যন্ত গৌরব অনুভব করেন। আমরা অবশ্য তাঁহাকে বঙ্গবাসী বলিয়াই জানি। ভগবদ্ভক্ত যে কোন দেশে যে কোন কুলে উদ্ভূত হইতে পারেন। কিন্তু সেই অপ্রাকৃত কবিবরের অপ্রাকৃত কাব্যরস কখনও সেবাবিমুখ জীবের আস্বাদ্য নহে। সেবোন্মুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়েই তাহা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকেন। সেবোন্মুখতা ব্যতীত অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত জীব অনর্থ সাগরেই নিমজ্জিত হন, সুতরাং সাধু সাবধান।

আমরা ভক্ত কবিরাজের পরমাদ্ভুত চরিত্র যৎটুকু সংগ্রহ করিয়াছি, এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রবন্ধটি বৈষ্ণববৃন্দের আস্বাদন যোগ্য হইলেই পরিশ্রম সার্থক বলিয়া জানিব।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শ্রীগদাধর দাস গোস্বামী প্রভু পূর্ব্বে কে ছিলেন?

উত্তর—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

(চৈঃ চঃ আঃ ১০ম ৫৩ পয়ারের অনুভাষ্য)

"ইনি শ্রীরাধার কান্তি। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যেমন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীরূপা, শ্রীল গদাধর দাসও তেমনি শ্রীমতীর অঙ্গশোভা। 'রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত' শ্রীগৌরের তিনি দ্যুতিস্বরূপ। গৌরগণোদ্দেশে তিনি শ্রীরাধার বিভূতিরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তিনি গৌর ও নিত্যানন্দ, উভয়-গণেই গণিত। গৌরগণ—ব্রজের মধুর-রসের রসিক। নিত্যানন্দগণ—শুদ্ধাভক্তিপ্রধান সখ্যাদি-রসের রসিক। শ্রীগদাধর দাস নিত্যানন্দগণ হইলেও সখ্যভাবময় গোপাল নহেন, তিনি মধুর-রসিক ছিলেন।"

গৌরগণোদ্দেশে—"রাধা-বিভূতি-রূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা ব্রজে। সঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ॥ পূর্ণানন্দা সাস্ত ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণী। সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্॥"

প্রশ্ন—সদ্গুরুর নিকট মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিলে কি যে কোন জাতির ব্রাহ্মণতা লাভ হয়?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

(হরিভক্তিবিলাস ২ বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত তত্ত্বসাগরবচন)

শ্রীসনাতন-টীকা নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'।

টীকার অর্থ—'নৃণাং' শব্দে দীক্ষিত সকলেরই। 'দ্বিজত্বং' শব্দে বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে)। (গৌড়ীয়-কণ্ঠহার) ও (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬৷২৮ অনুভাষ্য)

যেমন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সদ্গুরুর নিকট বিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণের দ্বারা নরমাত্রেই ব্রাহ্মণতা লাভ করে।

ভগবদ্ভক্ত সদ্গুরুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র-গ্রহণের দ্বারা যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ব্রাহ্মণতা লাভ করে সত্য কিন্তু সেই দীক্ষিত ব্যক্তি যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ সদ্গুরুর সঙ্গ, আনুগত্য ও সেবা ত্যাগ করে, অথবা গুরু যদি সেই দুর্ভাগার অহঙ্কার, শঠতা, স্বতন্ত্রতা বা গর্হিত পাপাচার দেখিয়া তাহাকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে সেই শূদ্র ব্যক্তির আর ব্রাহ্মণতা থাকে না। তখন সে যে শূদ্র, সেই শূদ্রই থাকে। তৎকালে তাহার আর ভগবানের অর্চ্চন, ভাগবত পাঠ প্রভৃতি করিবার অধিকার থাকে না।

কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের অন্যায় দেখিয়া যদি গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ডিস্‌মিস্ করেন, তখন সে যেমন আর ম্যাজিষ্ট্রেট থাকে না বা ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসে প্রবেশ করিতে বা কাজ করিতে পারে না, তদ্রূপ।

লৌহ যতক্ষণ অগ্নির সহিত যুক্ত থাকে, ততক্ষণ লৌহ অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অগ্নির সহিত বিযুক্ত হইলে যেমন লৌহ লৌহই থাকে, তদ্রূপ।

প্রশ্ন—দীক্ষাকাল কি?

উত্তর—সদ্‌গুরুর আজ্ঞা হইলে তাহাই দীক্ষার প্রকৃষ্ট সময়। ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরু পাইবামাত্র গুরুর নির্দেশে তৎক্ষণাৎ দীক্ষাগ্রহণই দীক্ষাকাল। তাহাতে তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান বা অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা নাই। দিনে রাত্রে সর্ব্বাবস্থায় সকল স্থানেই দীক্ষা হইতে পারে, গুরুর আদেশ হইলে। তবে সাধারণতঃ বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন ইহাই দীক্ষার প্রশস্ত সময়।

শাস্ত্র বলেন –(তত্ত্বসাগরে)

দুর্লভে সদ্‌গুরূনাঞ্চ সকৃৎ সঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্॥
গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্ যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া॥
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমং ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্‌গুরৌ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২।১৫)

প্রশ্ন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও শ্রবণ করিলেই কি মঙ্গল হয়?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত।

(চৈঃ চঃ ম ২।৮৭)

শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ॥

(চৈঃ চঃ ম ৬।২৮৬)

প্রশ্ন—ভক্তি কাহাকে বলে? মুক্তি কি? ভক্তি ও মুক্তির কি ফল?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন –(পদ্যাবলী)

ভক্তিঃ সেবা ভগবতো মুক্তিস্তৎপদলঙ্ঘনম্।
কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি॥

ভগবানের সেবার নাম ভক্তি। ভগবান্‌কে লঙ্ঘন করা অর্থাৎ ভগবৎ-সেবা ত্যাগের নাম মুক্তি। সুতরাং কোন্ মূঢ় ব্যক্তি ভগবদ্দাস্য পাইয়া মুক্তি ইচ্ছা করে?

শ্রীরামভক্ত শ্রীহনুমানজীও বলিয়াছেন—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

আমি সংসারবন্ধনছেদন নিমিত্ত মুক্তি স্পৃহা করি না। কারণ মুক্তিতে 'ভগবান্ প্রভু, আমি তাঁহার দাস' এই সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। শাস্ত্র বলেন—

মুক্তি, ভক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দোঁহার গতি?
স্থাবরদেহে, দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৫৭-২৫৯)

মুক্তিকামী জ্ঞানিগণ স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে ভগবৎসেবোপযোগী পার্ষদদেহ লাভ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র বলেন—

মুক্ত্যৈ যঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।
গৌতমং তং বিজানীথ যথা বিথ তথৈব সঃ॥

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৫৬ অনুভাষ্য)

ভট্টাচার্য্য কহে—'ভক্তি'-সম নহে মুক্তি-ফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥
সেই দুইর দণ্ড হয় 'ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি'।
তার মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি॥
যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চপ্রকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥

(চৈঃ চঃ ম ৬।২৬৩—২৬৮)

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলই অশান্ত॥
(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৪৯)

স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণে॥
(ঐ ১৯।২১৪)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন— (ভাঃ ৬।১৭।২৮)

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ॥

প্রশ্ন—ভক্তিপথে বিশেষ প্রয়োজন কি?

উত্তর—ভক্তিপথে বা শ্রৌতপথে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিশেষ দরকার। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই প্রয়োজন।

'শ্রীকৃষ্ণই আমার নিত্যপ্রভু এবং আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস'—ইহাই সম্বন্ধ-জ্ঞান। শ্রীগুরু-গোবিন্দের সহিত আমার প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ বা নিত্য সম্পর্ক।

কৃষ্ণসেবক আমি, কৃষ্ণসেবাই আমার ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত আমার আর কোন কৃত্য নাই। সেবার ফল—কৃষ্ণে প্রীতি। নিষ্কপটে সেবা করিতে করিতেই কৃষ্ণে প্রীতি বা প্রেম হয়।

'সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন'।
'নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ'।

সাধু-গুরু অর্থাৎ সদ্গুরুর কৃপায় জীব সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে ভজন করিতে করিতে জীব মায়ার হাত হৈতে নিষ্কৃতি পায়।

শাস্ত্র বলেন—

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু', ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
'কৃষ্ণ'-প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম—ভক্তি, প্রেম—প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম—মহাধন॥
সবশাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায়।
অভিধেয় বলি' তা'রে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥
(চৈঃ চঃ ম ২০শ)

গুর্ব্বানুগত্যে ভক্তি বা সেবা গুরুকৃষ্ণসুখার্থ করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞান পুষ্ট বা সুষ্ঠু হয়। ভক্তিই জীবকে কৃষ্ণদর্শন করায়। ভক্তিবিগ্রহ গুরুর কৃপাতেই জীব কৃষ্ণকে পায়।

এবে কহি শুন অভিধেয়লক্ষণ।
যাহা হৈতে পায় কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন॥
(চৈঃ চঃ ম ২০শ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

ভগবান্—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয় হয়।
প্রেম—প্রয়োজন, বেদে তিনি বস্তু কয়॥
(চৈঃ চঃ ম ৬।১৭৮)

প্রশ্ন—ভগবানের কোন্ লীলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
(চৈঃ চঃ ম ২১।১০১)

প্রশ্ন—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুও কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনকারী?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর—এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ—অধীশ্বর॥
(চৈঃ চঃ ম ২১।৩৬)

প্রশ্ন—অতিভোজন কি পাপজনক?

উত্তর—নিশ্চয়ই। কূর্ম্মপুরাণ বলেন,—

অতিভোজন করিলে রোগ হয়, পরমায়ুঃ ক্ষয় হয়, দুঃখ হয়, পাপ হয়। অতিভোজন ভক্তিবাধক ও লোকবিগর্হিত। সুতরাং অতিভোজন পরিত্যাজ্য।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯ম ১২৩ শ্লোক)

প্রশ্ন—বামহস্তে জলপান কি নিষিদ্ধ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

'ন বামহস্তে নোদ্ধৃত্য পিবেদ্ বক্ত্রেণ বা জলম্'।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯ম ১২৩)

বামহস্তে পাত্র ধরিয়া মুখ দিয়া জলপান নিষিদ্ধ।

আহারের সময় বামদিকে জল রাখিলে তাহা মদিরাসদৃশ ও অন্ন অখাদ্য হয়। (ঐ ১২৪)

প্রশ্ন—কাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে? কে গুরু হইবার উপযুক্ত?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণই গুরু হইবার উপযুক্ত। 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ'। ব্রাহ্মণই সকলকে মন্ত্রাদি দান করিয়া অনুগ্রহ করিবেন।

ব্রাহ্মণ-গুরু স্বদেশে বা অন্য দেশে থাকিতে অন্য হীন জাতির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

ভক্ত ব্রাহ্মণ-গুরু বর্ত্তমান থাকিলে কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হীনবর্ণ ব্যক্তি অপরকে মন্ত্র দান করিবে না, ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ।

যাহারা এই শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া মন্ত্র দেয় অথবা মন্ত্র গ্রহণ করে, তাহারা উভয়ই অধঃপতিত হয় ও অমঙ্গল লাভ করে। তাহাদের ঐহিক ও পারমার্থিক সর্ব্বার্থ হানি হইয়া থাকে এবং অবশেষে নরকও হয়।

ভক্ত ব্রাহ্মণ-গুরু না পাওয়া গেলে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ শুদ্ধ-ভক্ত বা সিদ্ধভক্ত যে কোন কুলোদ্ভুত ব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা যাইবে।

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৩৬-৪০)

শাস্ত্র আরও বলেন—

যিনি গুরুনিষ্ঠ ও গুরুসেবাপরায়ণ, এইরূপ শুদ্ধভক্তের নিকটেই মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা মঙ্গল অসম্ভব। গুরুনিষ্ঠ ব্যক্তিই গুরুর কার্য্য গুরুর নির্দ্দেশে করিতে সমর্থ।

যাহার গুরু নাই বা যে গুরুদ্রোহী, সেইরূপ দুর্জ্জনের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে নরক হয়।

শ্রুতি বলেন—

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।

গুরুভক্তিমান্ ব্যক্তিই ভগবান্‌কে জানিতে পারেন।

শ্রুতি আরও বলেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রীয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিবে। সেই গুরু হরিগুরুনিষ্ঠ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন।

প্রশ্ন—সত্যলোককেও কি ব্রহ্মলোক বলে?

উত্তর—হাঁ। ব্রহ্মার লোক বলিয়া সত্যলোককে ব্রহ্মলোক বলা হয়। এই ব্রহ্মলোক চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অনিত্য লোক। কিন্তু বিরজার পরপারে অবস্থিত মায়াতীত যে ব্রহ্মলোক, তাহা নিত্য এবং জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষ ধাম। এই ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধ-লোক বৈকুণ্ঠ ও বিরজার মধ্যে অবস্থিত। ইহা ব্রহ্মার বসতিস্থল সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক হইতে পৃথক্।

শাস্ত্র বলেন—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল॥
'সিদ্ধলোক' নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার॥
সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ॥
তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি-বিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥

(চৈঃ চঃ আ ৫ম ৩২-৩৮)

প্রশ্ন—শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত-পানের কি ফল ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন— শ্রীহরিচরণামৃত সর্ব্বপাপ-নাশক, পবিত্র, আশুফলপ্রদ, মহা-মঙ্গলজনক, সর্ব্ব-দুঃখহারক, দুঃস্বপ্ননাশক, সর্ব্ব-উপদ্রব-শান্তিকর ও সর্ব্ব-ব্যাধিনাশক।

শ্রীচরণামৃত পান করিলে জরা, মৃত্যু ও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি হয়। শ্রীচরণামৃত অকালমৃত্যু নাশ করে এবং সর্ব্বব্যাধি নাশ করিয়া থাকে।

শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ ও পান করিলে যাবতীয় উৎপাত দূর হয়, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশ হয়, মঙ্গল হয়, সুখ লাভ হয়, সর্ব্বকামনা পূরণ হয়, ধর্ম্ম হয়, শত্রু নাশ হয়, যাবতীয় ভোগসুখ লাভ হয়, সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণের ফল হয়, তাহার শরীরে কোন পাপ থাকে না, শত শত রোগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিও নীরোগ হয়। প্রত্যহ শ্রীচরণামৃত পান করিলে তাহাতেই অমৃত-পান হইয়া থাকে। (হঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিলাস)

শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত ও গুরুবৈষ্ণবচরণামৃত উভয়ই নিখিল-তীর্থস্বরূপ। এজন্য শ্রীচরণামৃত পান করিয়া আচমন করিতে নাই। কারণ তাহাতে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়। (ঐ)

প্রশ্ন—মস্তকে তুলসীমৃত্তিকা ধারণ করিলে কি গ্রহগণ প্রসন্ন হয় ?

উত্তর—হাঁ। স্কন্দপুরাণ বলেন—

তুলসীমূলস্থ মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করিলে যাবতীয় বিঘ্ন দূর হয়, গ্রহগণ সন্তুষ্ট থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাহার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিয়া দেন।

তুলসীমৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে জীব নিষ্পাপ ও নীরোগ হয়।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিলাস)

শান্তিসূক্ত

"ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥"

[পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর ভগবান্ শ্রীহরি বক্তা ও শ্রোতা—আমাদের এই উভয়কেই মিলিত ভাবে রক্ষা করুন অর্থাৎ আমাদের শুদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিউন; তিনি আমাদের উভয়কেই পালন করুন (শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন ত্রিভুবনকে প্রেম দিয়া পোষণ ও ধারণ করতঃ 'বিশ্বম্ভর' নাম ধারণ করেন (চৈঃ চঃ আ ৩।৩৩), আমাদিগকেও তেমন শ্রীভগবান্ তৎপাদপদ্মে অহৈতুকী প্রীতি প্রদান করিয়া পালন করুন); আমরা যেন উভয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি অধ্যবসায়—পরবিদ্যার্জ্জন বিষয়ক উৎসাহ মিলিতভাবে লাভ করিতে পারি; আমাদের অধীত বিদ্যা তেজোযুক্তা অর্থাৎ সফলা হউক; আমরা পরস্পরে যেন বিদ্বেষভাবযুক্ত না হইয়া স্নেহসূত্রে আবদ্ধ থাকি। (যাবতীয় ভক্তি বিঘ্ন বিনিবৃত্তি কামনায় তিনবার 'শান্তি' শব্দ পাঠ দ্বারা প্রার্থনা করা হইয়াছে—) আমাদের সর্ব্বপ্রকার শান্তি হউক।] —এই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের শান্তিসূক্ত পাঠ করতঃ আমরা অশান্ত বিশ্বের সর্ব্বত্র শান্তির আবাহন করিতেছি। অশোক-অভয়-অমৃতের আধার-স্বরূপ শ্রীভগবৎপাদপদ্মই সর্ব্বশান্তির সুনিশ্চিত আকর ভূমি। সেই পাদপদ্মই আমাদিগকে শাশ্বতী শান্তি দানে একমাত্র সমর্থ। তাই কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন —

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।"

(কঠ-২য় অঃ ২য়া বল্লী, ১৩ শ্রুতি)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

(গীঃ ১৮।৬২)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই শ্রীভগবানের শরণাগত হও, তাঁহারই অনুগ্রহে পরাশান্তি এবং নিত্য-ধাম লাভ করিবে।

বিজয়া দশমী

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৫।২৭৪) কথিত হইতেছে—

"আশ্বিনস্য সিতেপক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা॥"

অর্থাৎ আশ্বিনমাসে শুক্লপক্ষে দশমীতিথিতে ইহলোকে বা পরলোকে সর্ব্বত্র বিজয় বা উৎকর্ষলাভেচ্ছু কর্ত্তৃক বৈষ্ণবগণসহ মিলিত হইয়া বিজয়োৎসব করা কর্ত্তব্য।

ইহা শ্রীরাম-বিজয়োৎসব নামে কথিত। ইহার বিধি এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে যে—

যিনি লীলাবশতঃ জগতের রক্ষাবিধানার্থ রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বালঙ্কারশোভিত অসি-তুণ-ধনুর্ব্বাণপাণি রক্ষঃকুলান্তক দেবদেব শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে প্রথমে রাজোপচারে পূজা করিয়া শমী-বৃক্ষতলে লইয়া যাইবে এবং তথায় ভক্তগণের অভয়প্রদ, শমীযুক্ত সীতাপতির পূজাবিধান পূর্ব্বক বিজয়লাভার্থ শমীতরুরও অর্চ্চনা করিবে। শমীপূজার মন্ত্র এইরূপ—

"শমী শময়তে পাপং শমী লোহিতকণ্টকা।
ধরিত্র্যর্জ্জুনবাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী॥
করিষ্যমাণা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া।
তত্র নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী ত্বং ভব শ্রীরামপূজিতে॥"

অর্থাৎ শমী পাপোপশমনকারী, শমী লোহিত-কণ্টকাকীর্ণা, শমী অর্জ্জুনবাণের ধরিত্রী ও শ্রীরামের প্রিয়বাদিনী। আমি যথাকালে সুখে যে যাত্রা করিব, হে রামপূজিতে তুমি সেই যাত্রায় নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী হইও।

এই মন্ত্রে শমীবৃক্ষের অর্চ্চনা করিয়া শমীমূলগতা অক্ষত (আতপতণ্ডুল) সহ আর্দ্রমৃত্তিকা লইয়া গীতবাদ্যাদি-সহ শ্রীভগবান্‌কে গৃহে লইয়া যাইবে। সেই সময়ে কোশলেন্দ্র শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্ত কেহ ভল্লুক, কেহ বানর, কেহ বা রক্তমুখ বানরের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মাদির অনুকরণ করিবে। যিনি এই পৃথিবীতলে রাক্ষস, দৈত্য ও শত্রুগণকে জয় করিয়া রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই 'রামরাজ্য', 'রামরাজ্য', 'রামরাজ্য'—এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে (সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ) শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ (শমীবৃক্ষতল হইতে) আনিয়া তাঁহার নিজ সিংহাসনে সুখে সংস্থাপন করিবে। অতঃপর নীরাজন করত ভূমিতে দণ্ডবৎপতিত হইয়া প্রভুকে প্রণাম পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণসহ মহাপ্রসাদ বস্ত্রাদি ধারণ করিবে।

এইরূপ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্তি অনুসারে সজ্জনগণের আনন্দ-জনক এই শ্রীরামবিজয়োৎসববিধি বর্ণিত হইল।

সীতা দৃষ্টেতি হনুমদ্বাক্যং শ্রুত্বাকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেঽস্মিন্ শমীতলাৎ॥

অর্থাৎ 'আমি শ্রীসীতাদেবীকে দর্শন করিয়াছি' শ্রীহনুমানজীর এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্র—এই আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী দিবসে শমীবৃক্ষতলে বানরগণ-সহ বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন।

এই জন্যই ইহা বিজয়াদশমী নামে খ্যাত।

শক্তিপূজকগণ এই দিনে দেবীর বিসর্জ্জন হয় বলিয়া ইহাকে বিজয়াদশমী বলিলেও ইহার প্রাচীন তথ্য উপরে লিখিত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিজয়াদশমী তিথিতে ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং শ্রীহনুমানের লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৩২-৩৫)—

বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কা-গড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'কাহাঁরে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা' হরে পাপী, মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয়' 'জয়' করে বার বার॥

এই বিজয়াদশমীর পরে দেওয়ালী উৎসবও শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র সম্বন্ধীয়। আমাদের দেশে শক্তি-পূজকগণ উহা শক্তি-সম্বন্ধী করিয়া লইয়াছেন। 'দীপালী' শব্দের অপভ্রংশই দেওয়ালী। ত্রেতাযুগে শ্রীসীতাদেবীর

উদ্ধারের পর শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র যখন পুষ্পক-বিমানযোগে শ্রীসীতা প্রভৃতি সহ অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া সমগ্র অযোধ্যা-সহর দীপমালায় ভূষিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি উত্তরপশ্চিম ভারতে ঐ উৎসব স্মরণ করিয়া ঘরে ঘরে দেওয়ালী উৎসব বিহিত হইয়া থাকে।

শুভ বিজয়াদশমীর সাদর সম্ভাষণ

আমরা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয় ও সহৃদয়া গ্রাহক গ্রাহিকা এবং পাঠক পাঠিকা মহোদয় ও মহোদয়াগণকে আমাদের সর্ব্বশুভদায়িনী শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর সাদর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। সকলেই সর্ব্বভাবে জয়যুক্ত ও জয়যুক্তা হউন।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী—'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্', "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" 'নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥', "(প্রভু কহে—) কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৭৭-৭৮), "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। 'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০-৭১) ইত্যাদি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল বাণীতে যাঁহাদের শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহারা আমাদের পরম আদরের পাত্র। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—শ্রীমন্মহাপ্রভু যে নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন এবং 'নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা' বাক্য দ্বারা সেই নামে নিজ সর্ব্বশক্তি নিহিত করিবার কথা বলিলেন, ইহাতে বিশেষ গূঢ় অপ্রাকৃত বিজ্ঞান-রহস্য বিদ্যমান। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ এই নামকে পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে' এবং শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদও 'চিদ্‌ঘনসুখস্বরূপ', 'গোকুলমহোৎসব' প্রভৃতি বলিয়া তাঁহার মহিমা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস তিনলক্ষ নাম তাঁহার অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত অপতিতভাবে গ্রহণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মহাজনো যেন গতঃ বা পন্থাঃ—এই বিচারানুসারে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথকেই আমাদেরও শ্রেয়ঃপথ বলিয়া বিচার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সর্ব্ব জগদ্‌গুরু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর আদেশ 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া' বিচারে সকল নিঃশ্রেয়সার্থীরই অনুবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনন্তকল্যাণ-গুণবারিধি শ্রীভগবদ্‌বাক্যে অনন্তকল্যাণগুণ নিহিত। আমরা আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকা মহোদয় ও মহোদয়াগণকে উপর্য্যুক্ত বাণীর বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুনয় জানাইতেছি। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীনামের জীবকল্যাণ-সম্পাদনে অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি অনস্বীকার্য্য। 'ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার' এই ভগবদ্‌বাক্য কখনই নিরর্থক হইতে পারে না। কিন্তু "যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তার লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায়॥" বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যে "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" শ্লোকটি বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত নাম-ব্রহ্ম নামী কৃষ্ণ হইতেও কল্যাণগুণে অধিক সমৃদ্ধ। বাচ্যস্বরূপ শ্রীনামী হইতেও বাচকস্বরূপ নাম-ব্রহ্মের অধিক করুণার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী তাঁহার নামাষ্টকে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীধ্রুবের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

'শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শেষভৃত্য' বলিয়া আত্মপরিচয়-প্রদানকারী শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থের' সর্ব্বশেষে (অন্ত্য ১০ম অধ্যায়ে ৩২-৩৪ পয়ারে) লিখিয়াছেন—

"এইমত প্রভু প্রিয়-গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি' থাকে রঙ্গে॥
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিঞা প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত॥
প্রহ্লাদচরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত॥"

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সমাধিলব্ধবস্তু—সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ৭ম স্কন্ধে প্রহ্লাদ চরিত্র ও ৪র্থ স্কন্ধে ধ্রুব চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকট করিয়া শ্রীপুরীধামে শ্রীকাশীমিশ্র-ভবনে গম্ভীরায় অবস্থানকালেও তাঁহার পরম অন্তরঙ্গ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমুখে ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ ও ধ্রুবের ভক্ত্যনুশীলন-কথা বিশেষ সাবধানে শত শত বার আবৃত্তি করিতে করিতে শুনিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রহ্লাদচরিত্রে প্রথম হইতেই নিষ্কাম ভক্তিযজনাদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, ধ্রুবচরিত্রে প্রথমে সকাম ভজন, পরে নিষ্কাম ভজনাদর্শ দৃষ্ট হয়। প্রহ্লাদ প্রথম হইতেই অদ্ধা অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মাদি ব্যবধান শূন্য হইয়া সাক্ষাদ্ভাবে—আদৌ শ্রীবিষ্ণু-সুখোদ্দেশ্যে নববিধা ভক্তি অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন। "সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত" (শ্রীস্বামিটীকা) অর্থাৎ যে ভক্তি আদৌ—মূলতঃ ভগবদুদ্দেশ্যে কৃত হয়, করিবার পর পশ্চাৎ ভগবান্‌কে অর্পণ করা হয় না, ইহাই শুদ্ধা ভক্তি। ধ্রুবের প্রথমে সকামভাব থাকিলেও তাঁহার অচলা অটলা নিষ্ঠা, শ্রীদেবর্ষি নারদোপদিষ্ট দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রজপ দ্বারা কঠোর আরাধনা দর্শনে শ্রীভগবান্ তৎপ্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন, ভগবৎকৃপায় ধ্রুবের উচ্চ-স্থানাভিলাষাদি সবই প্রশমিত হইয়াছিল, ধ্রুব তাঁহার স্তবে ভগবচ্চরণচিন্তন ও ভগবদ্ভক্তসঙ্গে ভগবদ্গুণগাথা শ্রবণানন্দের নিকট স্বর্গসুখাদি দূরের কথা, ব্রহ্মানন্দকেও অধিক বলিয়া মনে করেন নাই। শ্রীভগবৎকথামৃত-পানোন্মত্ত শুদ্ধচিত্ত প্রেমিকভক্তের নিরন্তর সঙ্গ-সুখলালসা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি ধ্রুবকে পরম-পদ—বৈকুণ্ঠতুল্য দুষ্প্রাপ্য স্থান 'ধ্রুবলোক', সুদীর্ঘজীবন, ষট্‌ত্রিংশদ্ সহস্র (৩৬০০০) বর্ষকাল-ব্যাপী রাজ্যভোগাদি সুদুর্ল্লভ সম্পদ দান করিলেও ধ্রুবের চিত্ত তাহাতে সুপ্রসন্ন হইতে পারে নাই। ধ্রুব দৈন্যভরে চিন্তা করিতে লাগিলেন—বিমাতার বাক্যবাণ-বিদ্ধ আমি মুক্তিপতি শ্রীভগবানের নিকট তদ্দাস্যরূপ মুক্তি প্রার্থনার পরিবর্ত্তে উচ্চস্থানাদির অভিলাষ করিয়াছি। তাই ইহলোকে আমাকে প্রচুর পার্থিব সম্পদ্ প্রদান করিয়া পরলোকে বৈকুণ্ঠতুল্য ধ্রুব-লোক প্রদান করিলেও নিরন্তর তচ্চরণতলে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাৎ পাদপদ্ম-সেবা লাভে ত' আমি বঞ্চিত হইলাম। ধ্রুব সশরীরে ধ্রুবলোক লাভে সমর্থ হইলেও পার্ষদত্ব পান নাই। ধ্রুবের ভক্তি কিঞ্চিৎ যোগমিশ্রা হইলেও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥"
—ভাঃ ২।৩।১০

[অর্থাৎ "পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরমপুরুষ কৃষ্ণের যজন করিবেন।"]

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তা'রে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥
কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥"

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"
(হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিতে ৭ম অঃ ২৮শ শ্লোক)
—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৬-৩৯, ৪১-৪২

[অর্থাৎ "ধ্রুবকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করিলে ধ্রুব কহিলেন—স্বামিন্, আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় স্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেব-মুনীন্দ্র গুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম,—সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইলাম! আমি আর অন্য বর যাচঞা করি না।"]

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪১ পয়ার) তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"সামান্য কামের উদ্দেশে যদি কেহ কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করিয়া সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম দূর হইয়া যায় এবং সে কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভজন এমনই পবিত্র বস্তু যে, কৃষ্ণভজন-প্রবৃত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস হইতে অভিলাষ করে।"

বিরহ-সংবাদ

গঙ্গাদ্বারে শ্রীমদ্ ধীরকৃষ্ণদাস বনচারী প্রভুর অদ্ভুত-নির্য্যাণ

গত ৯ পদ্মনাভ (৪৮৬ গৌরাব্দ), ১৫ আশ্বিন (১৩৭৯), ইং ২ অক্টোবর (১৯৭২), ১৮৯৪ শকাব্দ সোমবার কৃষ্ণ-দশমী পুষ্যানক্ষত্র পূর্ব্বাহ্ণ ৮।৪৫ মিঃ ঘটিকার সময় মহা-পুণ্যতীর্থ শ্রীহরিদ্বারে ভাগীরথীতটে শ্রীনৃসিংহমন্দিরে ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেবকে পরম আর্ত্তিভরে সাষ্টাঙ্গ-প্রণতিকালে শ্রীবিগ্রহ সমক্ষেই অন্ধ্রপ্রদেশস্থ হায়দরাবাদ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক শ্রীমদ্ ধীরকৃষ্ণদাস বনচারী মহোদয় প্রায় অশীতিবর্ষবয়সে নির্য্যাণ লাভ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট ধামে অভীষ্টদেবের নিত্যসেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ ও তৎপাদোদ্ভবা গঙ্গা তাঁহাকে চিরাশ্রয় প্রদান করিয়াছেন।

ধীরকৃষ্ণ প্রভুর ইচ্ছা ছিল—তিনি গঙ্গাতটে দেহ রক্ষা করেন। বিশেষতঃ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সেই ইচ্ছা খুবই বলবতী হয়। তিনি অল্প কিছুকাল পূর্ব্বে গঙ্গাদ্বার দর্শন অভিলাষে হরিদ্বারে আসেন এবং গঙ্গাতটে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরের পার্শ্বেই একটি ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) মঠ হইতে তাঁহার অন্যতম সতীর্থ শ্রীমন্নিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী কএকজন গৃহস্থভক্তসহ হরিদ্বারে গঙ্গা দর্শন ও স্নানার্থে আগমন করেন। ধীরকৃষ্ণ প্রভুর সহিত তাঁহার দৈবক্রমে তথায় মিলন হয়। ব্রহ্মচারী মহাশয় বনচারী মহোদয়কে চণ্ডীগড়ে মঠদর্শনার্থ লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় বনচারী মহাশয়ের গঙ্গাতট ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে আন্তরিক অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মচারীজীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শেষে স্বীকৃত হন। পরদিন ৩।১০ তারিখে সকাল ৭ টায় বাসে যাওয়া স্থির হয়, বাসের সীট রিজার্ভ করিতে বলেন। ব্রহ্মচারীজী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পার্শ্বের ঘরেই শ্রীনৃসিংহদেব আছেন, তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে যান। শ্রীধীরকৃষ্ণ প্রভুও তাঁহার ঘরের তালা বন্ধ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়েন এবং এক সঙ্গেই চারি মূর্ত্তি শ্রীনৃসিংহ ভগবান্‌কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে থাকেন। ব্রহ্মচারীজী অগ্রেই উঠিয়া দেখেন ধীরকৃষ্ণ প্রভু দণ্ডবৎ হইয়াই আছেন এবং তদবস্থায়ই ক্রন্দনের মত শব্দ করিয়া নীরব হইলেন। তখনই তিনি শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করতঃ চির শরণাগতি লইলেন। ব্রহ্মচারীজী তাঁহার মস্তক কোলে তুলিয়া লন। তখন মুখ ও চক্ষু বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা গঙ্গাজল মুখে দিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ ও শ্রীনৃসিংহদেবের নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন এবং পূজারীর নির্দ্দেশক্রমে তাঁহাকে ঘরে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দেন, ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি তাঁহার প্রাণ-স্পন্দন পরীক্ষা করতঃ নির্য্যাণ ঘোষণা করেন। সংবাদ পাইয়া হরিদ্বার শ্রীগৌড়ীয় মঠের একজন সেবকও আসিয়াছিলেন। শ্রীনৃসিংহভবনের আচার্য্যের নির্দ্দেশে নৃসিংহ-ভবন ধর্ম্মশালার ম্যানেজার ও অন্যান্য সজ্জনের সহায়তায় ব্রহ্মচারীজী ধীরকৃষ্ণ প্রভুর দেহকে বেলা

১১ টার পর শ্রীহরিসংকীর্ত্তনসহকারে গঙ্গাতটবর্ত্তী শ্মশানে লইয়া যান এবং কীর্ত্তনমুখে গঙ্গাতটে তাঁহার ঊর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সম্পাদন করেন। অতঃপর ৩।১০ তারিখে শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীজী চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীমদ্ ধীরকৃষ্ণ বনচারীজীর পূর্ব্বনাম ছিল—শ্রীধরণীধর ঘোষাল, পিতার নাম পরলোকগত হরিদাস ঘোষাল। পোষ্টঅফিস ও গ্রাম—বাগিলা, থানা মেমারী, জেলা বর্দ্ধমান। ইঁহার আবির্ভাব-কাল—১৩০১ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক মাসে শ্রীশ্যামাপূজার রাত্রি রবিবারে। ইঁহার এক পুত্র শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষাল মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে ৯এ, যদু শ্রীমানি লেনে (কলিকাতা-১৪) অবস্থান করেন। ইনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন—সেকালের গ্র্যাজুয়েট। অত্যন্ত বিনয় নম্র স্বভাব, বৈষ্ণবোচিত নানা সদ্গুণে অলঙ্কৃত থাকিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার মহদাদর্শ সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বিগত ৩১ আশ্বিন (১৩৬৭), ইং ১৭ আক্টোবর (১৯৬০) তারিখে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করতঃ তৎসমীপে দীক্ষামন্ত্র ও হরিনাম গ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব অনুরাগের সহিত নিয়মিতভাবে সাধনভজন করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সেও শ্রীগুরুদেব তাঁহার উপর যখন যে সেবাভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা অম্লানবদনে পূর্ণোদ্যমে সম্পাদন-পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত স্নেহভাজন হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বানপ্রস্থের বেষ ধারণ করাইয়া হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রক্ষার ভার প্রদান-পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহারই বিশেষ সেবোৎসাহে হায়দরাবাদ মঠের নিজস্ব জমি সংগৃহীত হইয়া তথায় মঠমন্দিরাদি নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমঠের দৈনন্দিন পাঠ-কীর্ত্তনাদি সেবাকার্য্যে এবং মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিশেষ উৎসবকালে সভাসমিতির আয়োজন-পূর্ব্বক হরিকথা প্রচারে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। আজ আচার্য্যদেব তাঁহার মত একজন নিষ্কপট সেবাপ্রাণ ভক্তকে হারাইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপ্রিয়পার্ষদ রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?' রায় তদুত্তরে—বলিয়াছিলেন 'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর'। প্রিয়তম শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণে শ্রীমন্মহাপ্রভু খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ-ভঙ্গ॥" মহারাজ যুধিষ্ঠিরও দ্রোণ ও ভীষ্মাদি গুরুবর্গ এবং অভিমন্যু প্রভৃতি পুত্রগণ ও অপরাপর সাধু রাজন্যবর্গের নিধনপ্রাপ্তিতে বিরহ-কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন—

স্বজীবনাধিকপ্রার্থ্যা শ্রীবিষ্ণুজনসঙ্গতিঃ।
বিচ্ছেদেন ক্ষণং চাত্র ন সুখাংশং লভামহে॥

—শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।৫।৫৪

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুভক্তের সঙ্গ নিজজীবন হইতেও অধিক প্রার্থনীয়। সেই ভক্ত সঙ্গবিচ্ছেদ-হেতু আমরা এ জগতে ক্ষণকালের জন্যও বিন্দুমাত্রও সুখলাভ করিতে পারিতেছি না।

সত্যই ধীরকৃষ্ণ প্রভু একজন প্রাচীন ভক্ত হইলেও তাঁহার শান্ত সৌম্য মধুর মূর্ত্তি, উদাত্ত কণ্ঠস্বর, শুদ্ধ সেবোজ্জ্বল হাসিমাখা মুখখানি যেন কিছুতেই ভুলিতে পারা যাইতেছে না, সর্ব্বদাই যেন চক্ষুর সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁহার প্রীতি-মাখা অমায়িক ব্যবহার। কোন মঠসেবকের সহিতই কোনদিন তিনি কোন কলহ করেন নাই বা কাহারও প্রতি কোন কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিয়া কাহারও অন্তরে ব্যথা দেন নাই। তিনি এত বৃদ্ধ হইলেও উদ্যম ছিল যেন তাঁহার পূর্ণবয়স যুবকের মত। মিতাহারী, সংযতবাক্ ছিলেন তিনি, বিলাসিতা কিছুই ছিল না। সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভজন-সাধন-রত দেখা যাইত। কখনও নাম-গ্রহণ, কখনও ভক্তি গ্রন্থানুশীলন, কখনও বা হরিকথা-কীর্ত্তনে তিনি সময়াতিপাত করিতেন। শ্রীমঠের আয়-ব্যয়াদির নির্ভুল হিসাব সংরক্ষণে তাঁহার এই বৃদ্ধবয়সেও অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সহিত অল্পক্ষণও কাহারও আলাপ হইলে তিনি তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। 'বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ'। কিন্তু অশেষ গুণে গুণী তিনি, তাঁহার সেই সকল সদ্গুণের একবিন্দুও স্পর্শ

করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

কাহাকেও কোন উদ্বেগ না দিয়া, নিজেও কোন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া 'গঙ্গাদ্বার' হরিদ্বারে গঙ্গাতটে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে দণ্ডবৎপ্রণতাবস্থায় দেহরক্ষা সাধারণ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। গঙ্গাতটে দেহরক্ষা করার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিলেন, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎপতিত অবস্থায়ই আত্মসাৎ করিলেন। কেমন যোগাযোগ, তাঁহার সতীর্থ সুদূর পাঞ্জাব হইতে আসিয়া তাঁহার অন্তিম সময়ে মিলিত হইলেন, শেষকৃত্যও যথাবিধি সম্পাদন করিলেন, তিনিও গোস্বামিসন্তান। এমন 'স্বচ্ছন্দে মরণ' প্রায় দেখা যায় না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥"
"অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে॥"
—চৈঃ ভাঃ আ ৭।১৩৬-৩৭ এবং মধ্য ১।২৩৭-২৩৮

শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন দাসাধিকারী— গত ১১ পদ্মনাভ (৪৮৬), ১৭ আশ্বিন (১৩৭৯), ৪ অক্টোবর বুধবার কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথিতে পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের তেজপুর (আসাম) নিবাসী শ্রীদারিদ্র্য-ভঞ্জন দাসাধিকারী নামক ৭০ বৎসর বয়স্ক জনৈক গৃহস্থ শিষ্য ঐ দিবস ভোরে তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারতি দর্শন এবং সকালে পাঠ শুনিয়া মঠেই একাদশীর পারণ করতঃ বেলা ৮ ঘটিকায় বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথি-মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়া বেলা ২॥০ ঘটিকায় স্বধামে গমন করেন। তাঁহার পূর্ব্ব-নিবাস ছিল বাংলাদেশান্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার পালাহার গ্রামে। দেশ বিভাগের পর তিনি তাঁহার পৈত্রিক নিবাস পরিত্যাগ করতঃ আসাম প্রদেশের তেজপুরস্থ মহাভৈরব পল্লীতে পুনঃ বসতি নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পারমার্থিক দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্ব নাম ছিল শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস পিতা পরলোকগত গোরাচাঁদ বিশ্বাস। বিগত ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ৩০ বৈশাখ, ইং ১৯৫৭, ১৩ মে তারিখে তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে তিনি শ্রীল আচার্য্য পাদপদ্মে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণান্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন দাসাধিকারী নামে খ্যাত হন। ইনি বর্ত্তমান বর্ষে সস্ত্রীক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পরিচালিত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগ দানার্থ নির্দ্ধারিত পাথেয়াদি বাবদ টাকা শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্যালয়ে ইতঃপূর্ব্বে জমা দিয়াছিলেন। কত আনন্দে কএকদিন পরেই মনে মনে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাত্রার সঙ্কল্প করিতে-ছিলেন। কিন্তু হায়, ভগবদিচ্ছা স্বতন্ত্রা। "আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে। কিন্তু কৃষ্ণ-ইচ্ছা হৈলে তবে ফল ধরে॥" অবশ্য এদেহে যদিও তাঁহার যাওয়া সম্ভব হইল না, কিন্তু যেহেতু তিনি ব্রজে যাইবার সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই মনে দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইহেতু ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার ভক্তের বাঞ্ছা কখনও অপূর্ণ রাখিবেন না। তাঁহাকে অবশ্যই ব্রজে তুলিয়া লইবেন। তিনি বড় স্নিগ্ধ সরল প্রকৃতির ভক্ত ছিলেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। আমরা তাঁহার ভক্তিমতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি। নিয়তি কাহারও বাধ্য হন না। যখন যাহার সময় আসিয়া যাইবে, তখনই তাহাকে পরলোকে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কে কস্য পতি পুত্রাদ্যা মোহ ইত্যেব কারণম্। "অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥" এই সকল মহাজনবাক্য চিন্তা করিয়া শোক-মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিভজনে মনোনিবেশ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। যাহা অপরিহার্য্য তাহার ত' কোন প্রতীকারই সম্ভব হইবে না।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ·৬২

(২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১·৫০

(৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) — ঐ — „ ১·০০

(৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ ·৫০

(৫) উপদেশামৃত — শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ ·৬২

(৬) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত — শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — „ ১·০০

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS : by THAKUR BHAKTIVINODE —Re. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ :—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — „ ৫·০০

(৯) ভক্ত-ধ্রুব — শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — „ ১·০০

(১০) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার — ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — „ ১·৫০

(১১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ — ৪৮৬ ; বঙ্গাব্দ — ১৩৭৮—৭৯

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব নির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, ১৬ ফাল্গুন (১৩৭৮), ২৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৭২) তারিখে প্রকাশিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা — ·৫০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত — ·২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান — কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৭।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯। ১১ কেশব, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার; ১ ডিসেম্বর, ১৯৭২। | ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৯৮ পৃষ্ঠার পর)

পঃ—'বিষ্ণু-সেবা' জিনিষটা কি?

প্রভুপাদ—বিষ্ণু অধোক্ষজ বস্তু; আমি যাঁ'কে আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মেপে নিতে বা ভোগ ক'র্ত্তে পারি না। কিন্তু আমি যাঁর ভোগ্য সে'রূপ বাস্তব সত্যের নাম—'বিষ্ণু'। তাঁ'র ইন্দ্রিয়-তর্পণের নামই 'সেবা'। পেট চালাবার জন্য বিষ্ণু-সেবার ছলনা 'বিষ্ণু-সেবা' নয়। বর্ত্তমানে বিষ্ণু-সেবার নামে বিষ্ণুকে ভোগ করবার চেষ্টা চল্‌ছে—বিষ্ণুকে চাকর মনে কচ্ছে। 'নদীর জল, গাছের ফল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, মুক্ত বায়ুর ভোক্তা আমি'—এরূপ বুদ্ধি বিষ্ণুকে ভোগ কর্‌বার চেষ্টা। বিষ্ণু যেন আমার খানা বাড়ীর রাইয়ত—যে কা'তে শোয়াব, সে কা'তে শোবে—বিষ্ণু যেন আমার বাগানের মালী, আমি ভাল ভাল ফুল শুঁক্‌ব, আমাকে ফুলের তোড়া তৈরী ক'রে আমার কাছে এনে যোগাবে! 'ভক্তি' চা'ন না কা'রা? যা'রা বল্‌ছেন - আমি দেশের রাজা থাক্‌ব—আমি প্রজা থাক্‌ব—লাঙ্গল চাষ করব—আমি রাজনীতি করব—আমি যোদ্ধা হ'ব—আমি সব করব—তাঁ'রা।

পঃ—তা' হলে কি সব কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিতে হবে?

প্রভুপাদ—'বৈষ্ণব' হ'য়ে সব কর্ব্বো, বৈষ্ণবতা ছেড়ে কর্ম্ম-পন্থা গ্রহণ কর্ব্বো না। আমাদের গুরুদেব শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু ইহাই বলেছেন,—

"ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

পঃ—বৈষ্ণবের 'কর্ত্তব্য' কি?

প্রভুপাদ—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।"

[—হে মুনে! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যভিলাষিব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূল হয়, সেইরূপে করিবেন।]

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥"

[—হে দেবর্ষে, হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলেন, এই বৈধী ভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়।]

এ'র নাম নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ। যে কোন কার্য্যই করি না, হরিসেবার অনুকূলে করতে হবে, Salvationist (মুক্তিবাদী)দের ইচ্ছা হচ্ছে, এ জগতের কার্য্য হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া—হরিসেবা হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া।

পঃ—কি প্রকারে হরিসেবা করা যায়?

প্রভুপাদ—তিন প্রকারে হরিসেবা করা যায়—"কর্ম্মণা মনসা গিরা"।

পঃ—"কর্ম্মণা মনসা গিরা" কিরূপ সেবা?

প্রভুপাদ—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদের মুখে সেবার এইরূপ প্রকারের কথা শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বল্‌ছিল :—

—"তুমি যে একটা নূতন রকমের কথা বল্‌ছ—যাহা আমরা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে জানি না"!

পঃ—যাঁ'রা হরির সেবা করেন, তাঁ'রা কি জীবের সেবা করবেন না?

প্রভুপাদ—হরি অখণ্ডবস্তু, হরির সেবকই যথার্থ জীবের সেবক। যারা জীবের বাহ্য চেহারায় মুগ্ধ হ'য়ে হরির বাহ্য-অঙ্গের সেবাকেই হরিসেবা বা জীবসেবা মনে করেন, তাঁরা বিবর্ত্তবাদী, তাঁ'দের জীবসেবা হয় না—হরির বাহ্য-অঙ্গ—মায়ার সেবা হয়। এইরূপ অনন্তকাল মায়ার সেবা ক'রে নিজের বা পরের মঙ্গল হ'তে পারে না। নারায়ণে দরিদ্র-বুদ্ধি হ'লে নারায়ণের সেবা হলো না—নারায়ণদাস জীবের সেবাও হলো না—মায়ার সেবা হয়ে গেল। বিবর্ত্তের সেবা—মরীচিকার সেবা—ছায়ার সেবা কখনও বস্তুর সেবা নহে। তত্ত্ববস্তু একমাত্র কৃষ্ণ; জীব তাঁরই associated counterpart (অবিচ্ছিন্ন অংশ) আমরা হরির সেবা করব—হরিজনের সেবা করব—যাঁ'রা হরিজনকে বুঝতে পাচ্ছে না তাঁ'দের সেবা করব—যা'তে ক'রে তাঁ'রা হরিজনকে বুঝতে পারেন—তাঁ'দিগকে intellectually—physically help (মানসিক ও শারীরিক সাহায্য) করব—হরিজনের বিদ্বেষী যারা তা'দেরও সেবা করব—উপেক্ষা-দ্বারা। ঈশ্বরের সেবক আমাদের best friend (সর্ব্বোত্তম অকৃত্রিম বন্ধু), তাঁ'দের সঙ্গে মিত্রতা করব। আমার যে সকল Friend (বন্ধু) এর power of understanding (ধারণা করবার শক্তি) কম ব'লে তাঁরা ক্ষাত্রধর্ম্ম, বৈশ্যধর্ম্ম, শূদ্রধর্ম্মাদি গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁ'দের কাছে বিষ্ণু-সেবার কথা বল্‌ব যদি তাঁ'রা বিদ্বেষী না হন। আর যা'রা বিদ্বেষী—অন্ত্যজ হ'য়ে পড়েছেন, যা'রা agnostic, (অজ্ঞেয়তাবাদী) Epicurean (চার্ব্বাকমতাবলম্বী) প্রভৃতি তা'দের সঙ্গে non-co-operation (অসহযোগ) কোর্‌ব। (ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামের হাট পরিমার্জ্জক-লীলায় 'আজ্ঞা-টহল'—

"নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে,
প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
'অপরাধ-শূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ-নাম'।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
'কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার'।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্ব্বধর্ম্মসার॥" (গীতাবলী)

"অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। তন্মধ্যে (এক) বৈষ্ণবাপরাধ যথা, স্কান্দে,—

"হন্তি, নিন্দতি, বৈ দ্বেষ্টি, বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে, যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"

বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা

এবং বৈষ্ণবদর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজনপ্রয়াসীরই যেন এই অপরাধ না হয়। (দুই) সেবা-অপরাধ—শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-সম্বন্ধেই বিচার্য্য। (তিন) নামাপরাধ দশবিধ—(১) সাধু-নিন্দা,—যাঁহারা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা দ্বেষ করা, অর্থাৎ তাঁহারা কেবল নামতত্ত্বই জানেন; জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না—এরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও ভীষণ নামাপরাধ হইয়া থাকে; (২) দেবান্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ও সর্ব্বেশ্বর এবং অন্যান্য দেব-দেবী—সকলেই তাঁহার বিধিকিঙ্কর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অন্য দেবদেবীর ভজন হয়',—এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া 'কৃষ্ণও একজন ঈশ্বর এবং শিবও অন্য একজন ঈশ্বর'—এইরূপ স্বতন্ত্র-শক্তিসিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হইয়া থাকে; (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা—যিনি নামতত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষ শিক্ষা দেন, তিনিই নামগুরু, যদি মনে করা যায় যে, তিনি নামশাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অন্য সাধনবিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলে এই ভীষণ তৃতীয় নামাপরাধ হয়। সকল কর্ম্মের চরম ফলই নাম-তত্ত্বলাভ, তাহা যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই এবং কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই; (৪) শ্রুতি-নিন্দা—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্য-সূচক বেদবাক্যে অবিশ্বাসমূলক দ্বেষভাব বহন করিলে নামাপরাধ হয়; (৫) হরিনামে অর্থবাদ—অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত এবং ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম নাই,—এইরূপ মনে ভাবিলে ভীষণ নামাপরাধ হয়; (৬) নাম-বলে পাপ—'নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া পাপে আর রুচি থাকিবে না, কিন্তু আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটি পাপ করিয়া লই',—নামের ভরসায় এইরূপ যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন নামাপরাধ; (৭) শুভকর্ম্মসাম্য—অর্থাৎ ধর্ম্ম, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম্ম, নামও তদ্রূপ একটি শুভকর্ম্ম-বিশেষ, অতএব যে-কোন একটি শুভকর্ম্ম আশ্রয় করিলে আত্মশুদ্ধি হইতে পারে,—এইরূপ মনে করিয়া নামাশ্রয় না করাও নামাপরাধ; (৮) প্রমাদ—হরিনামে অনবধান অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নামগ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয়-চিন্তা করাই ঔদাসীন্য, নামগ্রহণে অরুচি এবং কতক্ষণে সংখ্যা-নাম শেষ হইবে—এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপমালার সুমেরুর প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্য-বশবর্ত্তী হইয়া নামগ্রহণই বিক্ষেপ; (৯) অজ্ঞ-অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-মন্ত্রদান,—অর্থাৎ **অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধ জনের নিকট নাম-মহাত্ম্য প্রচার করিয়া, নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত।** সামান্য অর্থলোভে অযোগ্য শিষ্যকে নাম দিলে সেই গুরু (?) অপরাধে অধঃপতিত হন; (১০) অহং-মম-ভাব—অর্থাৎ নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া-শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্যবশতঃ নামভজনে প্রবৃত্ত না হওয়াও বিশেষ নামাপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেম লাভ হয়।"

—'বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

"শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ব্যতীত অন্য-অভিলাষ-শূন্য হইয়া এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদির প্রতি স্বাধীন চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করাই শুদ্ধভক্তি। জ্ঞান ও কর্ম্ম যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখন তাহার কোন দোষ থাকে না, কিন্তু তাহাদের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে তাহারা ভক্তিবিরোধী হইয়া পড়ে, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হয় না। 'জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ—জীবের নিত্য প্রভু, এই জগৎ—ভগবচ্ছক্তি-রূপা মায়ানির্ম্মিত, উহা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কারাগারস্বরূপ' —এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবহেতু জীবে ব্রহ্মত্বের আরোপ, মায়ায় ব্রহ্মের ভ্রম, জগৎ মিথ্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার অসৎ সিদ্ধান্তের উদয় হয়। তাহাতে কেহ মায়াবাদী, কেহ নির্ব্বিশেষবাদী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী এবং কেহ বা কর্ম্মী—এইরূপ নানা মতবাদী হইয়া ভজন অশুদ্ধ করিয়া ফেলে,—তাহাতে কোনক্রমে জীবের মঙ্গল

লাভ হয় না; পরন্তু অমঙ্গলই হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-ভক্তগণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও মোক্ষ, উভয়ই কৃষ্ণভক্তের নিকট নরকসদৃশ দুঃখপ্রদ বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান্ পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না।"

—'বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

"কৃষ্ণনামানুশীলন ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য কোন ভজন নাই, অন্য অঙ্গগুলি নামেরই সহচররূপে গৃহীত হয়। অন্যাভিলাষ, অন্যদেবপূজা এবং স্বাধীন জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রয়াস ত্যাগ করিয়া অপরাধশূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলে ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং এই বিশুদ্ধ-ভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়।" —(ঐ)

"কোন মহাত্মা বলিয়াছেন—'মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুগত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।' শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে যে-সকল ঋষি প্রভৃতি মহাত্মা আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন, সে-সকলকে পূর্ব্ব মহাজনের মধ্যে গণ্য বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমহাপ্রভুর উদয় হইতে যে-সব মহাজনের আচার দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী মহাজনের আচার। **পরবর্ত্তী আচারই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়। জীব শিক্ষার জন্য প্রভু ও প্রভুর অনুগত জনের যে আচার, তাহাই সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়।"**

—সঃ তোঃ ১১।১১

পঞ্চমবেদ-স্বরূপ ইতিহাস ও পুরাণের বেদার্থ-সম্প্রকাশকত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতায় (৬।৫-৬) উপদেশ করিয়াছেন—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥"

অর্থাৎ "(জড়) বিষয়াসক্তিরহিত মনের দ্বারাই আত্মাকে অর্থাৎ সংসার-কূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে সংসার-সঙ্কল্প-দ্বারা (বিষয়াসক্তেন মনসা) অবসন্ন করিবে না। মনই জীবের অবস্থা-ভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে। যে জীব মনকে জয় করিয়াছেন, মনই তাঁহার বন্ধু; আর অজিতমনা ব্যক্তির মনই শত্রু।"

স্মৃতিও বলিয়াছেন—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥

—(গীঃ ৬।৫ শ্লোকের শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত 'গীতাভূষণ'-ভাষ্যোদ্ধৃত)

অর্থাৎ মনই মনুষ্যগণের বন্ধ ও মোক্ষের হেতুস্বরূপ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের ও বিষয়াসক্তিরহিত নির্ব্বিষয় মন মুক্তির কারণ-রূপে বিচারিত হইয়া থাকে।

চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনঃ—এই চারিটিই অন্তঃকরণ। ইহারাই বহিষ্করণ দশেন্দ্রিয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। ইহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা যথাক্রমে শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ— এই ব্যূহ-চতুষ্টয়। যখন ঐ অন্তঃকরণ তাহার অন্তরাত্মার প্রতি বিমুখ হইয়া ভগবদ্দর্শন বা জগদ্দর্শনের ধৃষ্টতা করিতে যায় তখনই তাহাতে ভগবদ্বৈমুখ্য-হেতু নানাপ্রকার বিচার-বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্য কঠোপনিষদ্ (২য় অধ্যায়, ১মা বল্লী, ১মা শ্রুতি) বলিয়াছেন—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"

["ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়া রচনা করিয়াছেন, সেইহেতু জীব বাহ্য-বিষয় দর্শন করিয়া থাকে। বহির্ম্মুখপ্রবৃত্তিনিবন্ধন তাহারা নিজ নিজ অন্তরাত্মা শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারে না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক, তিনি বহির্ম্মুখ

দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অন্তরস্থ শ্রীভগবান্‌কে অবলোকন করিয়া থাকেন।"

—'জৈবধর্ম্ম' ১৪শ অঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐ প্রসঙ্গে ঐ স্থানে লিখিয়াছেন—

"মায়াবদ্ধ জীবের দুইপ্রকার অবস্থিতি অর্থাৎ পরাক্ অবস্থিতি ও প্রত্যক্ অবস্থিতি। পরাক্ অবস্থিতিক্রমে জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অতএব কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যদর্শনে অক্ষম—তিনি বিষয়মুখ হইয়া মায়িক-বিষয় চিন্তন ও দর্শন করেন। প্রত্যক্ অবস্থিত পুরুষ মায়ার প্রতি পরাক্‌দৃষ্টি-যুক্ত অর্থাৎ পরাঙ্মুখ—কৃষ্ণের-প্রতি তাঁহার সাম্মুখ্য হইয়াছে, অতএব কৃষ্ণের রস-স্বরূপ-দর্শনে তিনি সমর্থ।"

সুতরাং কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধ জীবের কৃষ্ণদর্শন-যোগ্যতা কোথায়? কৃষ্ণের বহিরঙ্গা ত্রিগুণময়ী মায়া তাহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেন। "বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।" একজন ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায় (বা কৃষ্ণ রায়)। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥ অন্ধীভূত চক্ষু যা'র বিষয়-ধূলীতে। কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে?॥" শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অর্থাৎ "অতএব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কলেবর—নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কখনও প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে তিনি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হন। স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বপ্রকাশ বস্তু তিনি।

দুই চারি কলম লিখিতে শিখিলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না। আমরা বিজ্ঞগণের লেখনী হইতে পাই—'সহিতা' শব্দে ভগবদ্‌ভক্তি; যাহা সেই ভগবদ্‌ভক্তি-প্রতিপাদক, তাহাই প্রকৃত সাহিত্য। পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বিরচিত শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের ১ম শ্লোকান্তর্গত 'সাহিত্য' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন— "হিতেন প্রাণিনামবিদ্যা-মোচনরূপোপ-কারেণ সহ বর্ত্তমানা সহিতা—ভগবদ্‌ভক্তিস্তামর্হতীতি সাহিত্যং শ্রীভাগবতং" অর্থাৎ 'হিত' অর্থাৎ প্রাণিগণের অবিদ্যামোচনরূপ উপকারের সহিত বর্ত্তমানা—'সহিতা'—ভগবদ্‌ভক্তি, তাহা প্রতিপাদন করিবার যোগ্য যাহা,তাহাই সাহিত্য, শ্রীমদ্‌ভাগবতই সেই সাহিত্যের মূল বাস্তব-আদর্শ। "মনোহর-মধুর-সুন্দর-ভক্তি-পরম-তাৎপর্য্যলীলাময় শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রাদি সাহিত্যাদিপদেন লক্ষণয়া তদনুশীলনম্।"

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীহর্ষ তাঁহার নৈষধচরিতের প্রথমেই "অধীতি-বোধাচরণ-প্রচারণৈঃ" ইত্যাদিবাক্যে অধ্যয়ন, অর্থবোধ, আচরণ ও প্রচারণ—এই চতুর্ব্বিধ শাস্ত্রচর্চ্চার অর্থাৎ শাস্ত্রানুশীলনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (৬।২৩) বলিতেছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরু-দেবেও তাদৃশী পরাভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি বিরাজিতা, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই সকল শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাহার প্রকৃত মর্ম্মার্থবোধ সম্ভব হইতে পারে না। তাহা না হইলে আচরণে ও প্রচারণে নানা দোষ আসিয়া পড়িবে। মহৎকৃপাপেক্ষা ব্যতীত শাস্ত্রচর্চ্চায় মায়াবদ্ধ জীবসুলভ ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা নামক দোষ চতুষ্টয়ের তাণ্ডবনৃত্য অনিবার্য্যভাবে চলিতে থাকিবে। সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্যবোধই 'ভ্রম,' 'প্রমাদ'—অনবধানতা-দোষ, ইন্দ্রিয়সমূহের অপটুতাদোষই—'করণাপাটব' এবং বঞ্চনেচ্ছা—নিজে ভাল করিয়া জানিয়া শিষ্যাদি সমীপে তাহা প্রকাশ না করা বা নিজে সত্য না জানিয়া বিজ্ঞতার অভিমানে অজ্ঞতাকেই বা অসত্যকেই 'সত্য' বলিয়া জনসমাজে প্রচার-চেষ্টায় যুগপৎ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা; অথবা অভীষ্ট অর্থ-দ্যোতনার অভাব-হেতু বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ-দ্বারা স্ব-পরবঞ্চনা সাধনেচ্ছা। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ জানাইয়াছেন—যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপমানার্থা-পত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্যচেষ্টাখ্যানি দশপ্রমাণানি বিদিতানি

তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিত-বচনাত্মকং শব্দ এব মূলং প্রমাণম্।" অর্থাৎ যদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা—এই দশটি প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানোৎপাদক বলিয়া বিদিত, তথাপি ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয় রহিত শব্দই মূল প্রমাণ। এই শব্দ মাদৃশ দোষচতুষ্টয়দুষ্ট ব্যক্তির মুখোচ্চারিত শব্দ নহে। "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ আপ্তস্তু যথার্থবক্তা'' অর্থাৎ আপ্তজনের উপদেশই শব্দ। আপ্তজনই যথার্থবক্তা। সেই যথার্থবক্তা আপ্ত কে? তদুত্তরে বলিতেছেন—উক্ত ভ্রমাদি দোষরহিত ব্যক্তিই যথার্থবক্তা, তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শব্দই মূল প্রমাণ। বৈদিক ও লৌকিক এই দুই প্রকার বাক্যের মধ্যে "বৈদিকং ঈশ্বরপ্রোক্তত্বাৎ সর্ব্বমেব প্রমাণম্, লৌকিকং তু আপ্তোক্তং প্রমাণম্'' অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রোক্ত বলিয়া বৈদিক-বাক্য সকলই প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানপ্রদ, লৌকিক অর্থাৎ লোক-কথিত বাক্য উক্ত দোষচতুষ্টয়শূন্য আপ্তজন কথিত হইলেই তাহার প্রামাণিকতা স্বীকার্য্য। নতুবা তথাকথিত যদুমধু ইত্যাদি দোষদুষ্ট ব্যক্তির বাক্য সর্ব্বথাই অপ্রমাজনক বলিয়া অগ্রাহ্য। ব্যবহারিক বস্তুবিষয়ে অতি ব্যুৎপন্নমতি হইলেও মায়াবশযোগ্য জীবপুরুষের মতি উপরিউক্ত দোষচতুষ্টয় দুষ্ট হওয়ায় তাহা অলৌকিক অচিন্ত্যস্বভাব পারমার্থিক বস্তু নিরূপণে সম্পূর্ণ অযোগ্য। এজন্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ কহিলেন—তৎ প্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি অর্থাৎ ঐসকল দোষদুষ্ট ব্যক্তির প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দোষযুক্ত। সুতরাং আমরা সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সকলের অচিন্ত্য, আশ্চর্য্যস্বভাব বস্তুবিষয়ক জ্ঞানলাভেচ্ছায় অনাদিকাল হইতে সর্ব্বপুরুষপরম্পরায় আগত, সর্ব্বলৌকিক অলৌকিক জ্ঞানের কারণীভূত (লৌকিকজ্ঞান—কর্ম্মবিদ্যা, অলৌকিক জ্ঞান—ব্রহ্মবিদ্যা), অপ্রাকৃত-বচন-লক্ষণাত্মক বেদকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু এই বেদার্থ মানব-মেধার দুরধিগম্য বলিয়া আরোহপন্থার পরিবর্ত্তে অবরোহ বা শ্রৌতপথই অনুসরণীয়।

'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) অর্থাৎ পুরুষবুদ্ধির বৈবিধ্যবশতঃ তর্ক অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ তর্কের স্থিরতা নাই, এজন্য তর্কের দ্বারা পরমার্থ নির্ণীত হইতে পারে না। মহাভারতেও (ভীঃ পঃ ৫।২২) কথিত আছে—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" অর্থাৎ "যে ভাব অচিন্ত্য তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত নহে। যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ। কঠোপনিষদেও "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (১ম অঃ ২য় বল্লী ৯ম শ্রুতি) অর্থাৎ এই আত্মতত্ত্ববিষয়িনী মতি বা বুদ্ধি তর্কের দ্বারা প্রাপ্যা নহে আবার অপসরণীয়াও নহে। তর্ক অনুমানসাধ্য। কিন্তু 'অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে। কৃপা বিনা ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥' * * 'পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে।' 'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে। সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥' (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ)

এইজন্য 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রে (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) বলা হইয়াছে—ব্রহ্মবস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় বলিয়া শাস্ত্রই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র কারণ বা উপায় স্বরূপ। ''যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম" এই শাস্ত্রবাক্যই অতীন্দ্রিয় ব্রহ্ম বস্তুর সন্ধান দিয়াছেন। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের পরে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রের দ্বারা তাঁহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্ত্রই ইঁহার প্রমাণ—এই অর্থে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় স্কান্দ বচন উদ্ধার করিয়া শাস্ত্র কাহাকে বলে তাহার পরিচয় দিয়াছেন—

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥"

অর্থাৎ "ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারিবেদ এবং মহাভারত, মূলরামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা ত' শাস্ত্র নহে-ই, বরং তাহাকে 'কুবর্ত্ম' বলা যায়।

শ্রীমন্মধ্বপাদ তাঁহার গীতাভাষ্যে নারদীয়-পুরাণ হইতেও নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া পঞ্চরাত্র, মহাভারত, মূলরামায়ণ এবং শ্রীমদ্ ভাগবত-পুরাণকে 'বিষ্ণুবেদ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

"পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা।
পুরাণঞ্চ ভাগবতং বিষ্ণুবেদ ইতীরিতঃ॥"

এতদ্‌ব্যতীত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ তাঁহার গীতাভাষ্যে 'নারায়ণাষ্টাক্ষরকল্প' নামক প্রাচীনশাস্ত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার পূর্ব্বক ভারত, পঞ্চরাত্র, মূলরামায়ণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতকে 'পঞ্চম উত্তম বেদ' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবার শ্রীমদ্‌ভাগবতকে 'সংভিন্ন শাস্ত্রপুঙ্গব' বলিয়াছেন—

"বেদাদপি পরং চক্রে পঞ্চমং বেদমুত্তমম্।
ভারতং পঞ্চরাত্রঞ্চ মূলং রামায়ণং তথা।
পুরাণং ভাগবতঞ্চেতি সংভিন্ন শাস্ত্রপুঙ্গবঃ॥"
—ইতি নারায়ণাষ্টাক্ষর কল্পে

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস চতুর্ব্বেদ হইতেও শ্রেষ্ঠ পঞ্চম উত্তম বেদ মহাভারত, পঞ্চরাত্র তথা মূলরামায়ণ এবং সম্যক্‌প্রকারে পৃথগ্‌ভূত শাস্ত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ ভাগবত নামক পুরাণ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীল মধ্বাচার্য্যপাদ 'ভাগবত-তাৎপর্য্য' নামক শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং গরুড়-পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের প্রমাণ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতকে পুরাণসার, সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকটিত দ্বাদশস্কন্ধাত্মক অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকময় বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। গরুড়পুরাণের শ্লোকটি এই—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"

অর্থাৎ এই শ্রীভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থপ্রকাশক, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক, ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং বেদার্থপরিবর্দ্ধক (অর্থাৎ যাহাতে বেদার্থ সংবর্দ্ধিত বা সংপুষ্ট হইয়াছে)।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার ঋগ্‌ভাষ্য, ঐতরেয়াদি বিভিন্ন উপনিষদ্‌ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য এবং গীতাভাষ্যাদি মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের বহুশ্লোক প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমধ্ব হেমাদ্রি ও বোপদেবের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধতন। হেমাদ্রি মহারাষ্ট্রান্তর্গত দেবগিরির যদুবংশীয় রাজা মহাদেব ও রামচন্দ্রের সভায় ১২৬০ খৃঃ হইতে ১৩০৯ খৃঃ পর্য্যন্ত মন্ত্রিপদে (কেহ বলেন সভাপতিপদে) অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ১২৩৮ খৃঃ হইতে ১৩১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রকট ছিলেন। মুগ্ধবোধব্যাকরণাদি প্রণেতা এই শ্রীবোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতাবলম্বনে হরিলীলা, মুক্তাফল ও পরমহংসপ্রিয়া নামক তিনটি নিবন্ধ লিখিয়াছেন। শুনা যায়, ইনি উক্ত পণ্ডিতপ্রবর হেমাদ্রিরই আশ্রিত ও সহচর ছিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 'পরমহংস-প্রিয়া'কে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চগতলীলা অপ্রকট করিলে জীবের মঙ্গল সাধনার্থ তাঁহারই বাঙ্ময়ী-তনু—শাব্দিক-অবতার এই পুরাণপ্রভাকর সমস্ত ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত কলিতে নষ্ট-দৃষ্টি ব্যক্তিগণকে দিব্য দৃষ্টি প্রদানার্থ সম্প্রতি সমুদিত হইয়াছেন। (ভাঃ ১।৩।৪৫ দ্রষ্টব্য)। এই শ্রীভাগবতে 'সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্'—অর্থাৎ এই গ্রন্থে সমগ্র বেদ ও মহাভারতেতিহাসের সারসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে (ভাঃ ১।৩।৪২)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় মহাপুরুষ তৎকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি শ্রীভাগবত-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —"কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত—বিভু, সর্ব্বাশ্রয়। প্রতি-শ্লোকে প্রতি-অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥" "চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়। তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥ যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন। ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥ অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত। ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক'মত॥" "যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান। তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥" "অতএব ভাগবত—সূত্রের 'অর্থ'রূপ। নিজকৃত সূত্রের নিজ-'ভাষ্য'স্বরূপ॥" "অতএব ভাগবত করহ বিচার। ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ২৪.৩১২ ; ২৫।৯৬—৯৮, ৯১, ১৩৬, ১৪৬

শ্রীমদ্‌ভাগবতেই কথিত হইয়াছে (ভাঃ ১২।১৩।১৫)—

"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্‌রতিঃ ক্বচিৎ॥"

অর্থাৎ সর্ব্ববেদান্তের সারকেই শ্রীমদ্‌ভাগবত বলা যায়। ইঁহার রসামৃত-তৃপ্ত ব্যক্তির আর অন্যত্র কুত্রাপি আসক্তি জন্মে না। নদী-সকলের মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে যেমন অচ্যুত, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভু, নিখিল পুণ্যস্থান মধ্যে যেমন কাশীধাম শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পুরাণ-সমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বোত্তম। (—ভাঃ ১২।১৩।১৬-১৭ দ্রষ্টব্য।)

অভিন্নবলদেব শ্রীভগবান্‌ 'নিত্যানন্দ প্রভুর শেষভৃত্য'-রূপে আত্মপরিচয়-প্রদানকারী শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত বেদসার ও অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ—"সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়। 'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥ চারিবেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'। মথিলেন শুক, খাইলেন পরীক্ষিত॥" "মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়। ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥ 'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান। সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥ ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বরবুদ্ধি যার। সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥"—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।১৫-১৬, ২৩-২৫।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে শ্রীমদ্‌ভাগবতকে সম্বোধন করিয়া স্তব করিতেছেন—"সর্ব্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ সর্ব্ববেদৈক সৎফল। সর্ব্বসিদ্ধান্ত-রত্নাঢ্য সর্ব্বলোকৈকদৃক্‌প্রদ॥ সর্ব্বভাগবতপ্রাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভো। কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্ত্তিত॥ পরমানন্দপাঠায় প্রেমবর্ষ্যক্ষরায় তে। সর্ব্বদা সর্ব্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে॥ মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্‌ মদ্‌গুরো মন্মহাধন। মন্নিস্তারক মদ্‌ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তু তে॥ অসাধু-সাধুতাদায়িন্নতিনীচোচ্চতাকর। হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেম্ণা হৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুর॥" অর্থাৎ হে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভো, আপনি সর্ব্বশাস্ত্রসিন্ধুমন্থনোত্থ অমৃত-স্বরূপ, আপনি সমগ্রবেদকল্পতরুর একমাত্র চিন্ময় নিত্যফল, আপনি সর্ব্বসিদ্ধান্ত রত্নদ্বারা সমৃদ্ধ, আপনি বুভুক্ষু, মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্ত—সর্ব্বলোকেরই দৃষ্টি (প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তি-নেত্র)-প্রদাতা, আপনি সর্ব্ব ভক্তভাগবত মহাত্মগণের প্রাণ—জীবাতু-স্বরূপ, আপনি কলিঘোরতিমির বিনাশার্থ উদিত সূর্য্যস্বরূপ, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণই আপনার ন্যায় গ্রন্থাকারে পরিবর্ত্তিত, আপনার পাঠে পাঠকের পরমানন্দ লাভ হয়, আপনার প্রতি অক্ষর প্রেমামৃত বর্ষণ করে, আপনি সর্ব্বদা সকলেরই সেব্য, আপনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার নমস্কার। আপনিই আমার একমাত্র বান্ধব, আমার নিত্যসঙ্গী, আমার গুরুপাদপদ্ম, আমার মহাধন, আমার নিস্তারক, আমার ভাগ্য, আমার আনন্দ-স্বরূপ আপনি, আপনাকে নমস্কার। আপনি অসাধুকেও সাধুতা এবং অতিনীচকেও উচ্চতা প্রদান করেন, আহা আপনি আমাকে কখনও ত্যাগ করিবেন না, আমার হৃদয়ে ও কণ্ঠে আপনি প্রেমভরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ শিরোমণি বলিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়পার্ষদ গোস্বামিগণ, তদনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ—সকলেরই শ্রীমদ্‌ ভাগবত জীবাতু-স্বরূপ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ—সকলেই শ্রীমদ্‌ ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের যতকিছু কাব্য সাহিত্য অলঙ্কার সন্দর্ভাদি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীমদ্‌ ভাগবতকে চরম প্রমাণ বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু শ্রীমদ্ভাগবত। যদিও শ্রীব্যাসদেবের নিকট শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্‌ভাগবত মহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীব্যাস তাঁহার গুরুদেব, শ্রীদেবর্ষি নারদও তাঁহার পরমগুরু, তথাপি তাঁহারা এবং অন্যান্য মহা মহা প্রাচীন মুনি-ঋষিগণও শ্রীপরীক্ষিতের গঙ্গাতটস্থ প্রায়োপবেশন-সভায় শ্রীশুকমুখে পরমাদরে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

"তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্‌।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥"

(ভাঃ ১২।১২।৫০)

শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চতুঃসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ—সকলেই শ্রীমদ্ ভাগবতকে বহুমানন করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। শ্রীশঙ্করাবতার আচার্য্য শ্রীশঙ্করও ভক্তি, ভক্ত ও ভগবত্তত্ত্বের নিত্যত্ব সংস্থাপক শ্রীমদ্ ভাগবতকে কোনরূপে চালিত না করিয়া তাঁহার শ্রীগোবিন্দাষ্টক, শ্রীযমুনাষ্টক ও প্রবোধ-সুধাকর প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীভাগবতবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহার পদ্মপুরাণীয় শ্রীবিষ্ণু-সহস্র-নামের শাঙ্করভাষ্যে শ্রীভাগবতের নামোল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীভাগবত-বাক্যসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার 'চতুর্দ্দশমতবিবেক' গ্রন্থেও শ্রীভাগবতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যে গীতা-ভাষ্যাদিতে শ্রীভাগবতবাক্য উদ্ধৃত না হইলেও তাঁহাদের বেদান্ত-তত্ত্বসারে শ্রীভাগবতের বহু বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীল রামানুজাচার্য্য তাঁহার স্বকৃত বেদার্থসংগ্রহে যে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণের বিশেষ প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে অষ্টাদশপুরাণ-মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবতের নাম উল্লিখিত আছে, বিশেষতঃ মৎস্যপুরাণে অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক শ্রীভাগবত-পুরাণ সাত্ত্বিকপুরাণ-রূপে বহুমানিত হইয়াছেন। শ্রীরামানুজের পূর্ব্বগুরু শ্রীনম্মা ও শ্রীঅণ্ডাল প্রমুখ দিব্যসূরি আল্‌বরগণ শ্রীভাগবত-প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণলীলা তাঁহাদের দিব্য গাথায় গ্রথিত করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করানুগ শ্রীমাধবাচার্য্য তৎকৃত 'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রুত্যর্থগর্ভ শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীআচার্য্য শঙ্করও তাঁহার বেদান্তভাষ্যে (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৩৩ শাঙ্করভাষ্যে) পুরাণাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ বেদ-ব্যাখ্যাতা শ্রীসায়ণাচার্য্য তাঁহার ঋগ্বেদ-ভাষ্যানুক্রমণিকায় মহাভারতোক্ত "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" বাক্য উদ্ধার করিয়া বেদার্থস্পষ্টীকরণে মহাভারত-ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রামাণিকতা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ 'অদ্বৈতসিদ্ধি' প্রণেতা শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ—শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা এবং তদ্রচিত গ্রন্থাদিতে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

'আচার্য্য শঙ্করের' পরমগুরু শ্রীগৌড়পাদ 'উত্তর গীতা'-ভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক তাহা হইতে প্রমাণাবলী উদ্ধার করিয়াছেন—যেমন "তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে" (ভাঃ ১০।১৪।৪) ইত্যাদি। শ্রীঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার উপর গৌড়পাদের বৃত্তির মূল যে 'মাঠরবৃত্তি', সেই মাঠরবৃত্তিতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকোদ্ধার দৃষ্ট হয়, যেমন ২য় কারিকার মাঠরবৃত্তিতে "যথা পঙ্কেন ...." (ভাঃ ১।৮।৫২), ৫১তম কারিকার মাঠর-বৃত্তিতে—"এষ আতুরচিত্তানাং" (ভাঃ ১।৬।৩৫ কিঞ্চিৎ পাঠান্তরযুক্ত) ইত্যাদি।

১০৩০ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদের সহিত আলবেরুণি বলিয়া একজন মুসলমান পণ্ডিত ভারতে আসেন। তিনি লিখিয়াগিয়াছেন,—'তৎসমীপে বিষ্ণু-পুরাণোক্ত অষ্টাদশ পুরাণের একটি তালিকা পাঠ করা হইয়াছিল।' তিনি তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতকে তিনি 'ভাগবত' বা 'বাসুদেব' পুরাণ—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।

কাশ্মীরীয় শৈবদর্শনাচার্য্য শ্রীঅভিনব গুপ্ত খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁহার গীতাভাষ্যের বহুস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থলেই 'শ্রীমদ্ভাগবত' এই 'শব্দটি' ব্যবহার করিয়া তৎপ্রতি মর্য্যাদা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নৈমিষারণ্যে গোমতীতটস্থিত মহর্ষি ভৃগুবংশীয় শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষির মহাসভায় তাঁহাদের সংপ্রশ্ন-সংহৃষ্ট শ্রীউগ্রশ্রবা সূত শ্রীগুরুদেব শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে প্রণাম করিতেছেন—

"যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতীর্ষতাং তমোহন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্॥"

(ভাঃ ১।২।৩)

"সংসাররূপ গাঢ় অন্ধকার উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষী বিষয়াসক্তজনগণের নিকট কৃপা করিয়া যিনি অধ্যাত্ম-

প্রকাশক বেদবেদাদি সারভূত অনুপম আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক দীপসদৃশ সর্ব্বপুরাণরহস্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছিলেন, সেই মুনিগণ-গুরু ব্যাসতনয় শ্রীশুকদেবের শরণ গ্রহণ করি।"

এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতকে 'অখিলশ্রুতিসার', 'এক' অর্থাৎ অদ্বিতীয় অনুপম, 'অধ্যাত্মদীপ'— আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক দীপ-স্বরূপ, 'পুরাণগুহ্য' অর্থাৎ পুরাণ-সমূহ-মধ্যে রহস্যপূর্ণ মহাপুরাণ বলা হইয়াছে। সুতরাং 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রে যে শাস্ত্রকেই ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র কারণ বলা হইয়াছে অর্থাৎ শাস্ত্র-প্রমাণ-বলেই যে ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা জানা যায়, এজন্য ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিতেছেন। আবার সর্ব্ব-শাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতও 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইত্যাদি শ্লোকে ঐসকল শ্রুত্যর্থ আরও বিস্তৃত করিয়া জানাইতেছেন।

'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' সূত্রে বলা হইয়াছে—অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয় ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে ভগবদ্‌বাক্যরূপ বেদই একমাত্র প্রমাণ, তিনিই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ শব্দমূলক, সেই শব্দ নির্দ্দোষ, তাহাই ভগবদনুভূতি-বিষয়ে মূল প্রমাণ। আচার্য্য শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন—"শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দ-প্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদি প্রমাণকং * * অচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণো রূপং বিনা শব্দেন ন নিরূপ্যতে। তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা·········লক্ষণম্' ইতি। তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থ-যাথাত্ম্যাধিগমঃ।" (শারীরক ভাষ্য) অর্থাৎ ব্রহ্ম—শব্দমূল, শব্দই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র প্রমাণ। তিনি প্রাকৃতেন্দ্রিয়জাত জ্ঞানগম্য নহেন। অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রহ্মের রূপ শব্দ ব্যতীত অন্য কোনও প্রমাণ-দ্বারা নিরূপিত হইবার নহে। পৌরাণিকগণও বলিয়াছেন—মানব-চিন্তার দুরধিগম্য প্রকৃতির অতীত তত্ত্বে তর্কের যোজনা করিবে না। অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান বৈদিক শব্দমূলক।

এস্থলে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিতেছেন—বেদশব্দের দুষ্পারত্ব ও দুরধিগমার্থত্ব-হেতু এবং বেদার্থ-নির্ণায়ক মুনিগণমধ্যেও পরস্পরে মতবিরোধ দৃষ্ট হওয়ায় বেদ-স্বরূপ বেদার্থনির্ণায়ক ইতিহাস-পুরাণাত্মক শব্দই বিচারণীয়। মহাভারতে (আঃ ১।২৬৭) ও মনুস্মৃতিতে কথিত আছে—'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ'। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব 'সমুপবৃংহয়েৎ' শব্দার্থ লিখিতেছেন—'বেদার্থং স্পষ্টীকুর্য্যাৎ'। অর্থাৎ ইতিহাস-পুরাণ-দ্বারা বেদার্থ পরিস্ফুট করিবে। 'পূরণাৎ পুরাণম্'—বেদার্থপূরণ-হেতুই পুরাণ শব্দের সার্থকতা। অবেদ-দ্বারা বেদের পূরণ সম্ভব হয় না, অপরিপূর্ণ কনকবলয়ের পূরণ সীসকদ্বারা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। বেদের সহিত ইতিহাস-পুরাণাদির কোন পারমার্থিক ভেদ নাই—উভয়েই নিখিল-শক্তিবিশিষ্ট ভগবদ্রূপ একার্থ প্রতিপাদক, উভয়েই **অপৌরুষেয়** অর্থাৎ কোন জীব-পুরুষপ্রণীত নহে। সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত—'বেদো নারায়ণঃ স্বয়ং স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম'। ইতিহাস-পুরাণাদিও তাঁহারই নিঃশ্বাস হইতে উদ্ভূত। ভেদের মধ্যে দেখা যায় বেদের ঋগাদি অংশে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—স্বরভেদ এবং ক্রম (পদক্রম)-ভেদ আছে, ইতিহাস-পুরাণভাগে তাদৃশ কোন ভেদ নাই। উভয়েই অপৌরুষেয়। মাধ্যন্দিনশ্রুতিতে ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য তৎপত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্" ইত্যাদি। (বৃঃ আঃ ২।৪।১০)। "অয়ে মৈত্রেয়ি, ঋগ-যজুঃ-সাম-অথর্ব্ব—এই চতুর্ব্বেদ এবং ইতিহাস ও পুরাণ—এ সমস্তই পূর্ব্বসিদ্ধ বিভুরূপ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস-স্বরূপ অর্থাৎ নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে তাঁহা হইতে বহির্গত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়াছে।

সামকৌথুমীয় শাখায় ছান্দোগ্য উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—

"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্" ইত্যাদি। (৭।১।২)

অর্থাৎ "হে ভগবন্, আমি ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ এবং বেদের মধ্যে পঞ্চম বলিয়া বিখ্যাত ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছি।"

বেদ ও পুরাণাদির আবির্ভাব-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিতেছেন—স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে—পূর্ব্বে অমরগণের পিতামহ ব্রহ্মা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই তপস্যার ফলে ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ) ও পদক্রম সহিত বেদ আবির্ভূত হন। তদনন্তর সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে নিত্যশব্দময় পবিত্র শতকোটিশ্লোকে নিবদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রময় নিত্যপুরাণ আবির্ভূত হন। তাঁহাদের ভেদ যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু শ্রীভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড—এই অষ্টাদশ পুরাণ। ব্রহ্মপুরাণই প্রথম। শ্রীমদ্ভাগবতেও ১২।৭।২৩-২৪ শ্লোকে অষ্টাদশ পুরাণের নাম দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মলোকে এই সকল পুরাণের শতকোটি সংখ্যক শ্লোক প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধেও (ভাঃ ৩।১২।৩৭-৩৯) লিখিত আছে—'ব্রহ্মা তাঁহার পূর্ব্বাদি চারিমুখ হইতে ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারিবেদ এবং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও স্থাপত্যবেদ বা বিশ্বকর্ম্ম শাস্ত্র—এই সমস্ত উপবেদ প্রকট করিলেন। "ইতিহাস-পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ। সর্ব্বেভ্য এব বক্তে্ৃভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ॥" অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর ব্রহ্মা (সর্ব্ববেদ বিবরণরূপ) পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণসমূহ তাঁহার সমস্ত-বদন হইতেই আবির্ভাবিত করিলেন ('আবির্ভাবয়ামাস'—শ্রীবলদেব)। এইরূপে মহাভারত ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধে সাক্ষাদ্ভাবেই বেদ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্-ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ৪।২০ শ্লোকে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—'ইতিহাস-পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে' অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিত। অন্যত্রও 'বেদান-ধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্' অর্থাৎ মহাভারত যাহার পঞ্চম এমন বেদ-সকল অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। সুতরাং মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণেও কথিত হইয়াছে—'কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্' অর্থাৎ কার্ষ্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলিয়া জানিতে হইবে।

'বেদয়তি ধর্ম্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ' অর্থাৎ যিনি ধর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্বকে জানাইয়া দেন, তিনিই বেদ। ধর্ম্ম-ব্রহ্ম-প্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং বেদঃ, ব্রহ্মমুখবিনির্গত ধর্ম্ম-জ্ঞাপকশাস্ত্রং বেদঃ। এই বেদার্থ নিরূপণার্থ—স্পষ্টী-করণার্থই ইতিহাস ও পুরাণের আবির্ভাব। ইঁহাদের বেদার্থনির্ণায়কত্ব সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"ভারত-ব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত-প্রকাশচ্ছলে সমগ্র বেদের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং পুরাণেও বেদের দুরূহভাগ ব্যাখ্যান-হেতু ও ছিন্ন-ভাগার্থ পূরণ-হেতু পুরাণে সমগ্র বেদ নিশ্চলভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ।
অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতান্যুরীকৃত্য গৃহাদিব
(পাঠান্তরং—গৃহাদিবৎ)॥"

অর্থাৎ জগতের লোকসমূহ যেমন স্ব স্ব গৃহোৎপন্ন দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পরে আদানপ্রদানাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদব্যাসের হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন কতকগুলি বাঙ্ময় শাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক অন্যান্য মুনি ও অপর লোকসমূহ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশর বাক্যেও ঐরূপ দেখা যায়। পরাশর বলিতেছেন—

ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাস অষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ॥

*   *   *   *

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোহন্যো হি ভুবি মৈত্রেয়! মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ॥
—বিঃ পুঃ ৩য় অধ্যায়

স্কন্দপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্।
কিঞ্চিত্তদন্যথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্॥
গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাজ্ জ্ঞানেত্বজ্ঞানতাং গতে।
সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্ম-রুদ্র-পুরঃসরাঃ॥

শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্।
তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্॥

অর্থাৎ মহর্ষি শ্রীপরাশর কহিতেছেন— মানবগণ দুর্ম্মেধত্ব-হেতু সমগ্রবেদাধ্যয়নে অসমর্থ হইয়া পড়িল দেখিয়া আমার পুত্র ব্যাস বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে এক চতুষ্পাদ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। * * * * হে মৈত্রেয়! তুমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রভু শ্রীনারায়ণ ['শক্ত্যাবেশাবতার' —পৃথু-ব্যাসমুনি (চৈঃ চঃ আ ১।৬৭)] বলিয়া জানিবে। এই ভূতলে তিনি ব্যতীত আর এমন কে আছে, যে মহাভারত প্রকাশ করিতে পারে?

স্কন্দপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

নারায়ণ হইতে প্রকাশিত জ্ঞান সত্যযুগে সম্পূর্ণই ছিল। ত্রেতাযুগে সেই জ্ঞানের কিছুটা অন্যথা অর্থাৎ ব্যত্যয় হয়, দ্বাপরে অখিল অর্থাৎ সম্পূর্ণ জ্ঞানই লুপ্ত হইয়া পড়ে। গৌতম ঋষির অভিশাপে জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত হওয়ায় লোকে সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি অর্থাৎ শুভাশুভবিচারহীন হইয়া পড়িলে ব্রহ্ম-রুদ্র প্রমুখ দেবগণ শরণ্য নির্ব্বিকার শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং সমস্ত বিষয় শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। দেবগণকর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া লীলা-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং পরাশরপত্নী সত্যবতী হইতে মহাযোগী শ্রীভগবান্ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া লুপ্তপ্রায় বেদসমূহের পুনরুদ্ধার করেন।

শ্রীল শ্রীজীবপাদ উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্য সমূহ উদ্ধার করতঃ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—বেদ শব্দে এস্থলে ইতিহাস ও পুরাণও গৃহীত হইতেছে। বেদের ন্যায় ইতিহাস-পুরাণও সুতরাং অপৌরুষেয় ও বেদার্থনিরূপক, বেদের প্রকৃত নিষ্কর্ষ—পরমার্থজ্ঞান ইহা হইতেই সম্ভাবিত হইতে পারে। সুতরাং ইতিহাস-পুরাণ লইয়া বেদার্থ বিচারই যথার্থ শ্রেয়ঃসাধক—"তদেবমিতিহাস-পুরাণবিচার এব শ্রেয়ানিতিসিদ্ধম্"। আবার ঐ ইতিহাস-পুরাণমধ্যে পুরাণেরই গুরুত্ব দৃষ্ট হয়—'তত্রাপি পুরাণস্যৈব গরিমা দৃশ্যতে'। শ্রীনারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াৎ॥"

অর্থাৎ হে বরাননে, আমরা বেদার্থ হইতেও পুরাণার্থকে অধিক মনে করি। সমগ্র বেদ নিঃসংশয়িত-ভাবে পুরাণে প্রতিষ্ঠিত। পুরাণকে বেদ হইতে অন্য প্রকার—পৃথক্ বা স্বতন্ত্র মনে করিলে তির্য্যক্‌যোনি অর্থাৎ পশ্বাদি জন্ম লাভ করিতে হইবে। সুদান্ত ও সুশান্ত হইলেও তাহা হইতে তাঁহার নিস্তার নাই, তিনি উত্তমাগতি লাভ করিতে পারিবেন না।

উপরিউক্ত গৌতমঋষির অভিশাপে জ্ঞানের অজ্ঞানতা-প্রাপ্তিসম্বন্ধীয় আখ্যায়িকাটি বরাহপুরাণে এই-রূপ পাওয়া যায়ঃ—

গৌতম ঋষি এমন একটি বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে তাঁহার নিত্যই রাশীকৃত ধান্য উৎপন্ন হইত। এক সময়ে দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি ঐ ধান্যদ্বারা প্রত্যহ বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে ঐ দুর্ভিক্ষের অবসান হইলে ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ গৃহে গন্তুকাম হইলেন। কিন্তু গৌতম তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই যাইতে দিলেন না। তখন ব্রাহ্মণেরা তথা হইতে প্রস্থানের উপায়ান্তর না দেখিয়া এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা মায়া-দ্বারা একটি গাভী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঐ গাভীটিকে গৌতমের গতাগতির পথে এমন ভাবে রাখিয়া দিলেন যে, গৌতমের অঙ্গস্পর্শেই ঐ গাভীটির মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, সাধারণের মনে এইরূপ একটি ধারণা জন্মে। ঘটনাও সেইরূপ হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণগণ গৌতমের গোহত্যা-পাপলিপ্ত হইবার কথা রটনা করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর গৌতম যথাশাস্ত্র গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে ঐ গাভী সত্য নয়, ব্রাহ্মণগণের মায়া-নির্ম্মিতা কৃত্রিম গাভীমাত্র, তখন তিনি কাপট্যনাট্যাবলম্বী ব্রাহ্মণগণকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁহাদের জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাউক অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত হউক। কথিত

হয়, সেই অভিশাপেই দ্বাপরে জীবের যাবতীয় জ্ঞান অজ্ঞানতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত হইয়াছিল।

আকাশের গুণ শব্দ। ব্যাসচিত্ত মহাকাশ হইতে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম বেদের আবির্ভাব, আবার ঐ বেদের দুরূহ অর্থ বোধগম্য করাইবার জন্য তাঁহারই হৃদয়াকাশ হইতে পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণের আবির্ভাব।

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ!
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাস-পুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ!
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥
যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ!
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥"

অর্থাৎ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বেদার্থ যেমন অনাদিকাল হইতে সর্ব্ববাদি সম্মতক্রমে গৃহীত, পুরাণার্থকেও আমি তদ্রূপই নিশ্চিত প্রামাণ্য বলিয়া মনে করি। বেদের যাবতীয় বিষয় পুরাণে প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে কোন সংশয় নাই। 'অল্প শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আমার অর্থ বিচার করিতে গিয়া অর্থবৈপরীত্য সংঘটন পূর্ব্বক আমাকে বিচালিত করিবে বেদের এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় শ্রীভগবান্ সৃষ্টির পূর্ব্বেই ইতিহাস-পুরাণ প্রকাশ দ্বারা বেদকে নিশ্চল করিয়াছেন। হে ব্রাহ্মণগণ, বেদে যাহা দৃষ্ট না হয়, তাহা মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে দৃষ্ট হইয়া থাকে, আবার বেদ ও স্মৃতি উভয়েই যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা পুরাণে প্রকীর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। হে দ্বিজগণ, অঙ্গ ও উপনিষৎসহ চতুর্ব্বেদ-পারঙ্গত হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি পুরাণার্থ অবগত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিচক্ষণ বলা যায় না।' (ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

'সরিতা' ও 'দেশ' পত্র সম্বন্ধে দু'একটি কথা

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশিতা 'সরিতা' নাম্নী হিন্দী পাক্ষিক পত্রিকার ১৯৭১ খৃঃ আগষ্ট (প্রথম) সংখ্যায় 'মহাভারত' ও ১৯৭২ খৃঃ ফেব্রুয়ারী (প্রথম) সংখ্যায় 'কুরুবংশ' এবং ১৯৭১ ডিসেম্বর (দ্বিতীয়) সংখ্যায় 'রাস' নামক তিনটি প্রবন্ধ দেখিলাম। উহাদের লেখক— শ্রীগঙ্গাসহায় 'প্রেমী'। ঐ 'সরিতা'র আর একটি সংখ্যায় (অনেকগুলি পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সংখ্যা নির্দ্দেশ সম্ভবপর হইল না) শ্রীপুরুষোত্তম পুরী লিখিত 'সত্যনারায়ণ কথা' নামক আর একটি প্রবন্ধও দেখিলাম। 'সত্যনারায়ণ কথা' প্রবন্ধে লেখক মহাশয় শ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতের ফলশ্রুতি-ব্যঞ্জিকা বিভিন্ন আখ্যায়িকা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কটাক্ষ প্রকাশ করিয়া ঐ সকল ব্রতের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

অধুনা 'দেশ' পত্রের ৩৯তম বর্ষ, ৩৭তম সংখ্যা, ৩১ আষাঢ় (১৩৭৯), ইং ১৫ই জুলাই (১৯৭২) শনিবারের সংখ্যায় প্রবীণ সাহিত্যিক (?) শ্রীবুদ্ধদেব বসু মহাশয় লিখিত 'মহাভারতের কথা' প্রবন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তীব্র হলাহল উদ্গীর্ণ হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ 'দেশ'-সেবক পরমভক্ত বঙ্কিম চন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদকতায় কখনও অতিমর্ত্ত্য শ্রীভগবান্ কৃষ্ণতত্ত্বে অতিহেয় মর্ত্ত্যবুদ্ধিজনিত ঐরূপ ধরণের কোন প্রবন্ধ স্থান পায় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। 'দেশ'কে যদি দেশবাসীর মুখপত্র বলিয়া দেশ-প্রেমিক 'দেশ'-সম্পাদক মহাশয়ের বিচারের বিষয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রকার কৃষ্ণনিন্দা-মূলক প্রবন্ধ বাহির করিয়া দেশবাসী কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায়ের অন্তরে ব্যথা দেওয়া কখনই ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম্মনিরপেক্ষতার পরিচায়ক হইতে পারে না। যে কৃষ্ণতত্ত্ব ব্রহ্মা-শিবাদিরও দুরধিগম্য, দিব্যসূরিগণও যাহাতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন—'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ', যাহা 'অবাঙ্মনসো গোচরঃ', 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', সেই অধোক্ষজ— অতীন্দ্রিয়—অপ্রাকৃততত্ত্বকে প্রাকৃত মনোবুদ্ধিদ্বারা বিচার

করিবার ধৃষ্টতা তথাকথিত ভক্তিরহিত-'রাহিত্যিক' পর্য্যায়-ভুক্ত 'সাহিত্যিক'-নাম-ধারীদেরই হইয়া থাকে। প্রকৃতির অতীত অচিন্ত্যভাবসমূহে প্রাকৃত তর্কের যোজনা শাস্ত্রে সর্ব্বথাই নিষিদ্ধ হইয়াছে—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামরূপগুণলীলাদি কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার হন না, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই তাহা স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকেন। উহা self-effulgent. শ্রীভগবানে এবং তদভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তিবিশিষ্ট জনগণের সম্বন্ধেই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"—এই শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতোপনিষদেও 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' ইত্যাদি বাক্যে মায়ামোহমুগ্ধ অজ্ঞজীবগণেরই মহাচিন্ত্য ভগবানে মর্ত্ত্যবুদ্ধি উদয়ের কথা জানাইয়াছেন। তাঁহার অর্থাৎ শ্রীভগবানের অচিন্ত্যলীলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন, অন্য কেহই জানেন না—"ইত্যস্য হৃদয়ং লোকে মদ্বেদ ন কশ্চন।" তবে তিনি যাঁহাকে কৃপা পূর্ব্বক তাহা ব্যক্ত করেন, তিনিই তাহা জানিতে সমর্থ হন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্"

প্রাকৃতবুদ্ধিকে-মাত্র সম্বল করিয়া পঞ্চমবেদস্বরূপ মহাভারতেতিহাস পুরাণাদির বিচার অনাদর করতঃ উক্ত কৃষ্ণলীলা বিচার করিতে গেলে তাহাতে নানারূপ অসামঞ্জস্য অবশ্যই দেখা যাইবে; কিন্তু দুইটি বিরুদ্ধ গুণের সামঞ্জস্য যে একমাত্র কৃষ্ণেই আছে—'বিরুদ্ধ সামান্যং তস্মিন্ন চিত্রম্', ইহা প্রাকৃত মনোবুদ্ধি কি করিয়া ধারণা বা বিচার করিবে?

'দেশ' পত্রের প্রবন্ধ লেখক মহাশয় প্রাকৃতবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক সমগ্র 'ভারত'মহাসমুদ্র মন্থন করিতে গিয়া কেবল সুতীব্র হলাহলই লাভ করিতেছেন। আদৌ কৃষ্ণে তাঁহার মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিবার জন্যই তিনি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বা কৃষ্ণপক্ষীয়গণের ন্যায়ান্যায় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! দুর্য্যোধনাদি কৌরবপক্ষীয়গণের অতীব গর্হিত আচরণগুলিও তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইতেছে না। সাধারণ সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মত এতবড় একটা জঘন্য কুৎসিৎ ব্যাপার সংঘটনকে তিনি তেমন আমলই দিতে চাহিতেছেন না, কৌরবগণের পাণ্ডবগণকে অকারণে মারিয়া ফেলিবার জন্য জতুগৃহদাহ, বিষপ্রয়োগাদি ব্যাপারকে তিনি যেন উপেক্ষাই করিয়া যাইতেছেন। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-সময়ে দুর্য্যোধনের উরু প্রদর্শনই ত' ভীমকে সেই দুষ্টের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ীভূত করাইয়াছিল। লোকক্ষয়কারী কাল বা নিয়ন্তৃ-রূপে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ যাহার যাহার সংহারের যে যে উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহার ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার শক্তি কি মানুষের আছে?

মৌষললীলা, মহিষীহরণাদি সমস্তই শ্রীভগবানের মায়াময়ী লীলা। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতদেহকে জরা ব্যাধ-দ্বারা বাণবিদ্ধ করাইয়া তাঁহার প্রপঞ্চত্যাগের অভিনয়ে বহির্ম্মুখ লোকবঞ্চনাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সেবোন্মুখ ভক্ত জানেন কৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহ কখনও প্রাকৃত বাণবিদ্ধ হইবার নহে। তিনি যে অপ্রাকৃতদেহে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া লীলা-বিলাস করিয়াছেন, সেই দেহ লইয়াই তিনি লোকলোচনের অবিষয়ীভূত হইয়াছেন। তিনি অখণ্ড নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সেই চিন্ময় বিগ্রহ কখনও জরাবাণবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হয় নাই। ইহা শ্রীমদ্ ভাগবতে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাজনগণ এতৎসম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ বিচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহিষীহরণ-ব্যাপারও ঐরূপ মায়াময়। স্বয়ং কৃষ্ণই ষোলহাজার একশত মহিষীকে তাবৎসংখ্যক গোপদস্যুরূপে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধারণের শক্তি অপহরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে অপহরণ করিয়া লইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল বিচারও শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষভাবে বিচারিত হইয়াছে।

রাসলীলা সর্ব্বলীলাসারশিরোমণিস্বরূপা। উহা প্রাকৃত কামক্রোধাসক্ত ব্যক্তিদিগের সম্পূর্ণ দুরধিগম্যা।

অরুদ্র সমুদ্রমন্থনোত্থ বিষপান করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিতে গিয়া যেমন মহাকালেরই করাল-কবলে কবলিত হয়, সেইরূপ অজাতশ্রদ্ধ অশরণাগত অভক্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের ঐসকলের চিন্তাও শাস্ত্রে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াৎ' বাক্যটি উপেক্ষা করিয়া অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদাদি মহাজনের টীকা সাবধানে আলোচ্য।

শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্ত মুনিঋষিদের অলৌকিক প্রাগ্‌জন্মবৃত্তান্ত লইয়া 'সরিতা' নানাপ্রকার কটাক্ষ করিয়াছেন। উহা তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের একান্ত অভাবেরই পরিচায়ক হইয়াছে। উহাতে তিনি মহদুল্লঙ্ঘন-জনিত মহাপরাধেরই আবাহন করিয়াছেন। শ্রীভগবদবতার বেদব্যাস, কৌরব ও পাণ্ডবগণের জন্ম ভগবদিচ্ছাসম্ভূত। 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা'—বহ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াও যেমন তাঁহার পবিত্রতা সংরক্ষণ করিতে পারেন, তদ্রূপ তেজীয়ান্ ব্যক্তিতে দোষ দর্শন দাম্ভিক, অজ্ঞ দ্রষ্টারই দৃষ্টিশক্তির অল্পতা বা অনিপুণতাজ্ঞাপক। ন্যাবা রোগী সর্ব্বত্র হরিদ্রাবর্ণরঞ্জিত-রূপে জগৎ দর্শন করে বলিয়া তাহার দর্শন ত' আর প্রমাজনক অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক হইবে না? নানা রংএর চশমাধারী জগৎকে নানা রংএ রঞ্জিত দেখিতে পারে বলিয়া তাহার দর্শনকেই কি বহুমানন করিতে হইবে?

শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিতে হইলে চাই—প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত ভক্তিবিলোচন। তদ্‌ব্যতীত তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলে সেই দর্শনে প্রাকৃত বিচারোদয় অবশ্যম্ভাবী। 'অধোক্ষজ' শব্দের ব্যাখ্যায় আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিতেন, যিনি জীবের অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে অধঃকৃত বা তিরস্কৃত করিয়া তদুপরি তাঁহার স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক বসিয়া আছেন—যিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম—মায়াতীত বস্তু, তাঁহাকে বদ্ধজীব কি করিয়া তাহাদের প্রাকৃত জ্ঞানগম্য করিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে?—Godhead is He, who has reserved the right of not being exposed to human senses. সেই অতীন্দ্রিয়বস্তু কি প্রকারে প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইবেন? 'মা' 'যা' অর্থাৎ যে বস্তুর স্বরূপ যাহা নয়, তাহাকে তদ্রূপে চিন্তা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি মায়াই ঘটাইয়া দেয়। অথবা মীয়তে অনয়া ইতি মায়া, যদ্দ্বারা অপরিমেয় বস্তুকেও পরিমিত করিবার বা মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি হয়, তাহাই মায়া। এই মায়াবদ্ধ জীবের সম্পূর্ণ অপরিমেয়—দুরবগাহ কৃষ্ণতত্ত্ব ও তল্লীলা-পরিকরতত্ত্বকে তাহার পরিমিত বুদ্ধির অন্তর্গত করিবার দুঃসাহস অতীব ভয়াবহ। এইরূপ সাহিত্যিকতা জগজ্জঞ্জালেরই আবাহক। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এইরূপে কৃষ্ণভক্তগণের আরাধ্য কৃষ্ণবস্তুকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা অতীব শোচ্য—দেশ-দ্রোহিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভীষ্ম শ্রীভগবানের পরমভক্ত। তাঁহার প্রিয়-ভক্তের বাক্যের সত্যতা সংরক্ষণার্থ নিজের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দৃষ্টান্ত আমরা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যলীলা বলিয়াই শ্লাঘার সহিত পরিচয় দিয়া থাকি, ইহাতে কটাক্ষের কি আছে? ছেলেবেলায় হিতোপদেশে একটি বাক্য পড়িয়াছিলাম—

অব্যাপারেষু ব্যাপারং যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
স আশু হন্যতে মূঢ়ঃ কীলোৎপাটীব বানরঃ॥

এক্ষেত্রেও দেখিতেছি সেইরূপ! সাধারণ জগতের স্ত্রীপুরুষ-চরিত্র লইয়া বিচার করিতে করিতে শেষে একেবারে স্বয়ং ভগবান্ লইয়াই গবেষণার স্পর্দ্ধা! ইহার পরিণামও ভীষণ।

"মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥"

—এই গীতোক্ত বিচারানুসারে কৃষ্ণকার্ষ্ণনিন্দকের আশা, কর্ম্ম, জ্ঞান, বিবেক সমস্তই নিষ্ফলা হইয়া গিয়া তাহাকে রাক্ষসী ও আসুরী-প্রকৃতি-আশ্রিত হইতে হইবে। সুতরাং এইরূপ নিন্দক নিজের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতেরও অহিত সাধক হইয়া পড়ে।

আমরা সাহিত্যিক মহাশয়কে তাঁহার বিচারের বহির্ভূত বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গিয়া ভগবদ্‌ভক্তগণের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিবার বিচার হইতে

নিবৃত্ত হইবার জন্য বারম্বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইবার প্রণালী অন্যরূপ। মাদ্রাজের দলবিশেষের প্রদর্শিত অপচেষ্টার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নিরীহ শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণের শান্তিভঙ্গের কারণ না হয়, ইহা সাহিত্যিক মহাশয়দিগের নিকট আমাদের বিনম্র নিবেদন।

পরতত্ত্বে রুচি উৎপাদনের জন্য ফলশ্রুতিপর ব্রতাদির ব্যবস্থা পুরাণাদিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ইহা তত্তৎ 'অল্পমেধসাং'—অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের জন্য নির্দ্ধারিত হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা একেবারে—অস্বীকার্য্য নহে। যদিও শ্রীনারদাদি ভক্তঋষিগণ এইপ্রকার পরামর্শ প্রদানের আদৌ পক্ষপাতী নহেন, বরং এইরূপ ব্যবস্থা প্রদানের জন্য শ্রীবেদব্যাসকে 'জুগুপ্সিতং........মহান্ ব্যতিক্রমঃ' ইত্যাদি বাক্যে ভৎর্সনাই করিয়াছেন, তথাপি 'রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ' ন্যায়ানুসারে জীবকে ভয়াবহ নাস্তিক্য হইতে রক্ষা করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের আস্তিক্য বুদ্ধি সম্প্রসারণার্থ ঐরূপ ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে। অবশ্য ভক্তগণের বিচার—মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখাপল্লবের বল, শিরে বারি নহে কার্য্যকরী। প্রাণে আহার দিলেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পুষ্টি বিহিত হয়, সর্ব্বমূল শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মে ভক্তিদ্বারাই তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং বিচার সম্পাদিত হয়। তথাপি এইরূপ অধিকার ত' আর সর্ব্বত্র সুলভ নহে? প্রকৃতি বৈচিত্র্য-হেতু জীবের নানাপ্রকার কামনা বাসনার উদয় হইয়া থাকে। তাহা সঙ্কুচিত করিয়া জীবকে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টকরাই শাস্ত্রকার মহাজনগণের মূল লক্ষ্যীভূত বিষয়। সুতরাং পুরাণসকলের ঐ সকল অধিকারোচিত ব্যবস্থাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন নহে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ কহিতেছেন—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি', 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবম্বিধঃ' ইত্যাদি, শ্রীভাগবত বলিতেছেন—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ', মাঠরশ্রুতি বলিতেছেন—'ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী' ইত্যাদি ভূরি ভূরি শাস্ত্রবাক্যে ভক্তিব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি কোন পন্থায়ই ভগবান্‌কে সম্যক্‌প্রকারে জানিবার কথা বলেন নাই। গীতা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-দ্বারাই তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানলাভের উপায় জানাইয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যা গুরুমুখী, সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত তদ্‌বিজ্ঞান লাভের কোন উপায়ই শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। আধ্যক্ষিকজ্ঞান-দ্বারা সেই পরতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গেলে অবরোহপন্থার পরিবর্ত্তে আরোহপন্থা অবলম্বন-পূর্ব্বক আসুরিকভাবাশ্রয়ে সপরিকর ভগবদ্‌বিদ্বেষই অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং সাধু সাবধান।

যে ন্যায় নীতি সততাদি সদ্‌গুণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্য্যপর, তাহাই প্রকৃত সদ্‌গুণ শব্দবাচ্য, নতুবা তাহার মূল্য অন্ধকপর্দ্দকও নহে।

> যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
> সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
> হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
> মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১২)

কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য পরতন্ত্র বস্তু নহেন, তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম। তাঁহার সমস্ত আচরণই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জীবহিতার্থ অনুষ্ঠিত। তিনি হতারিগতিদায়ক। যে সমস্ত অসুর তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহারাও কৃষ্ণকরস্পর্শে নির্দ্ধূতকল্মষ হইয়া আসুরভাব মুক্ত হইয়া যাইতেছে। যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র দুরারাধ্য কৃষ্ণতত্ত্বকে প্রাকৃত বিধি-নিষেধের অন্তর্গত করিয়া তাঁহার ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার ধৃষ্টতা কৃষ্ণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ঐ সকল দম্ভাহঙ্কারোন্মত্ত কৃষ্ণ-কার্ষ্ণদ্বেষিজনগণকে কৃষ্ণ অজস্রবার আসুরীযোনিতে নিক্ষেপ করেন, সেই সকল মূঢ় আসুরী-যোনি লাভ করিয়া কৃষ্ণকে না পাইয়া তাহা হইতেও অধমাগতি লাভ করে—

> "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
> ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
> আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
> মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"
> (গীঃ ১৬।১৯-২০)

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী-মহারাজস্য ঊনসপ্ততিতম-শুভাবির্ভাব-বাসরে প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলিরয়ম্

শ্রীউত্থানৈকাদশী অত্যাতীব শুভদা তিথিঃ। ভক্তজনানাং হৃদয়েষু-উল্লাসঃ। যতস্তেষামারাধ্যদেবশ্চাতুর্ম্মাস্যলীলাং সমাপ্য তিথিমিমামবলম্ব্য উত্থিতবানিতি স্মৃত্বা। পুনশ্চ বৈষ্ণবকুলচূড়ামণিঃ শ্রীল গৌরকিশোরদাসো বাবাজীমহারাজঃ তিথাবস্যাং নির্য্যাণং লভতে স্ম, সুতরাং মাহাত্ম্যমস্যা অধিকতরং বর্দ্ধতে। এতাদৃশ-মহিমান্বিতায়াং তিথৌ ঊনসপ্ততিতমবর্ষাৎ পূর্ব্বং পূর্ব্ববঙ্গপ্রদেশস্য ফরিদপুরমণ্ডলান্তর্গতং কাঞ্চনপাড়া-নামকং গ্রামং সার্থকং কর্ত্তুং আবির্ভূতবানেক মহাপুরুষঃ। অধুনা য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ নাম্না প্রসিদ্ধঃ। **স** হি পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেবোঽস্মাকম্।

হে পরমারাধ্যতম! স্বয়ং ভগবান্ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবানাং দুঃখমোচনায় শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম সংস্থাপনায় চ ভবন্তং প্রেরয়ামাস। শুদ্ধভক্তিধর্ম্মস্তথা সনাতনোধর্ম্মঃ কালক্রমেণ লুপ্তপ্রায়োঽভবৎ। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সম্পাদনং হি ভবতাং ব্রতম্। আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকৈস্তাপৈর্জ্জর্জ্জরিতজীবাঃ ভবতাং শ্রীপাদপদ্মস্য শীতলচ্ছায়ায়ামাশ্রয়ং গৃহীত্বা পরমাং শান্তিং লভন্তে।

হে পতিতপাবন! ভবন্তং নিকষা ধনিদরিদ্রোচ্চনীচানাং কিমপি পার্থক্যম্ নাস্তি। স্বয়ং ভবান্ পতিতানুদ্ধৃত্য পতিতপাবনং নাম সার্থকং সফলঞ্চ করোতি। ভবান্ এব মঙ্গলময়ঃ সর্ব্বান্ শুদ্ধশ্রীহরি-নামপ্রভাবেণ মঙ্গলময়ং প্রত্যাকর্ষতি। ভগবদ্বিমুখান্ জীবান্ বিভিন্নপ্রকারেণ দুঃখাভিভূতান্ দৃষ্ট্বা ভবান্ ভারতবর্ষস্য বিভিন্নস্থানে মঠ-মন্দিরাদীন্ প্রতিষ্ঠাপ্য নানাপ্রকারেণ জীবানাং চিত্তং মঙ্গলময়ং ভগবন্তং প্রতি উন্মুখং করোতি।

হে ভগবজ্জ্ঞানপ্রদাতঃ! বিভিন্নেষু মঠমন্দিরাদিষু সজ্জনানুসন্ধানার্থং ভ্রমণং কুর্ব্বাণাহং কুত্রাপি মমাভিলষিতং জনং ন লব্ধবতী। পরিশেষে ভবতঃ শ্রীপাদপদ্মং দৃষ্ট্বা সহসা মচ্চিত্তং ভগবন্তং প্রতি আকৃষ্টমভবৎ। অপি চ মে সন্দেহজাতং দূরীভূতমভবৎ। কিন্তু অহমতিদুর্ভাগ্যবতী। দৈবং মাং কুত্রাপি আকর্ষতি। "জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে" ইতি মহাজনস্য বাক্যং মম জীবনে রূপায়িতম্। ন শক্নোম্যহং বৈষ্ণবাদেশ-নির্দ্দেশান্ প্রতিপালয়িতুম্। অনেন মে অমঙ্গলং হি সূচিতং ভবতি। ভবাংস্তু মঙ্গলময়ঃ, জগতঃ পিতা চ, অহমপি এতস্য জগতোজীবঃ; অতঃ কশ্চিদপি আশাবন্ধো বর্ত্ততে।

ভো ভবভয়ত্রাতঃ! ভবান্ কর্ণধাররূপেণাবতীর্ণঃ বাধা-বিঘ্ন-সঙ্কুলসংসারার্ণবাতিক্রমণায় শক্তিং দেহি। নাস্তি মে ভাষাজ্ঞানম্, নাস্তি মে ভক্তিঃ। কেন প্রকারেণ ভবতঃ শ্রীপাদপদ্মং বন্দে! কিন্তু 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্' এতাবতী শক্তির্ভবতঃ বিদ্যতে; পুনঃ ভবানেব স্বভাবতঃ কৃপালুস্তথাপি বিশিষ্টায়াং তিথাবধিকতরা কৃপা বৃষ্টা ভবতীতি মহাজনবচনম্। অদ্য ভবতঃ শুভাবির্ভাববাসরে অস্যাঃ দীনায়া এষা প্রার্থনা। এতস্যামবস্থায়াং ভবতঃ শ্রীপাদপদ্মসংস্মরণায় মঙ্গলময়স্য পথি যথা চলিতুং শক্নোমি তথা বিধানং করোতু। অদ্যাহং সাক্ষাৎ দর্শনাদপি বঞ্চিতা। হন্ত! ভবান্ অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বত্র বিরাজতে। ইদমপি সান্ত্বনাবাক্যম্। মমাভীষ্টং ভবতঃ সদা জ্ঞাতম্। বহুজন্মানি অতিক্রম্য ইদম্ দুর্লভং মনুষ্যজন্ম প্রাপ্নোমি। অস্মিন্ দুঃখবহুলে অনিত্য-সংসারে স্থিত্বা পরমানন্দস্বরূপং নিত্যবস্তু ভগবতঃ শ্রীপাদপদ্মযুগলং হৃদয়ে ধৃত্বা মম জন্ম কৃতার্থং ভবতু ইতি।

শ্রীউত্থানৈকাদশী
২৯, পার্কসাইড রোড, কলিকাতা-২৬
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯

সদা কৃপাপ্রার্থিনী
শ্রীমতী শান্তি মুখার্জ্জি

অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের উনসপ্ততিতম শুভাবির্ভাব বাসরে তদীয় শ্রীচরণকমলে দীনের আর্ত্তি-কুসুমাঞ্জলি

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥"

আজ শ্রীউত্থানএকাদশী তিথি। এই সর্ব্বশুভদা তিথিবরাকে আমি সাদরে বন্দনা করিতেছি, কারণ আমাদের নিত্যারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই শ্রীউত্থানএকাদশী তিথিতে ইহ জগতে আবির্ভাব লীলা প্রকট করিয়াছেন। যিনি সর্ব্বদা অপ্রাকৃত গোলোকধামে বাস করেন, কিন্তু পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য করুনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের চরণকমলে আমি ভক্তিপ্লুত-হৃদয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণতঃ হইয়া বন্দনা করিতেছি; তিনি কৃপা পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে এ দাস কৃতার্থ হইবে।

হে পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব! আপনা'র এই শুভাবির্ভাব তিথিতে অন্যাভিলাষ-শূন্য সেবকগণ সুগন্ধযুক্ত বনফুলের মালা গাঁথিয়া বরণের ডালা সাজাইয়া নিষ্কপটে নিবেদন করতঃ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভূমিতলে পতিত হইয়া মস্তক দ্বারা আপনার শ্রীচরণকমলে প্রণাম করিতেছেন। আমি ত্রিতাপ দগ্ধ সংসারানলে সর্ব্বদাই কামনা ও বাসনার মধ্যে থাকিয়া চঞ্চলমনা হইয়া আছি। এই শুভ আবির্ভাব বাসরে আপনার শ্রীচরণে আমার একান্ত প্রার্থনা —আমি যেন নিষ্কপটে আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া "হরি ব'লে আশার মুখে ছাই দিয়া" অবিনশ্বর সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারি।

হে পতিতপাবন প্রভো! বড়ই উৎসাহ ও আশা করিয়া আপনার অশোক-অভয়প্রদ শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মফলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিত্ত-অভ্যন্তরে বহু ধূলিকণা ও কাঁকরে আবৃত হইয়া প্রতি পলেপলে দৈবী মায়ার প্রহেলিকায় আকর্ষণ করিতেছে। "গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ॥"—আমার প্রতি আপনার এই কৃপোপদেশ ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসার-সমুদ্রমাঝে যাহাতে ধ্রুবতারা করিতে পারি, ইহাই আজিকার শুভদিনে আপনার শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা।

হে অদোষদর্শী প্রভো! আপনি অহৈতুক কৃপা-বিতরণে এ পতিতাধমের কেশাকর্ষণ করতঃ জোরপূর্ব্বক আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে টানিয়া লউন এবং কৃপাপূর্ব্বক এরূপ আশীর্বাদ করুন—যাহাতে এ জীবাধমের হৃদয়ক্ষেত্রে আপনাকর্ত্তৃক উপ্ত ভক্তিলতার বীজে নিরন্তর নিরপরাধে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল সেচন করিয়া বীজ অঙ্কুরিত ও উহার মূলশাখা বৃদ্ধি করিতে পারি। ভক্তি প্রতিকূল উপশাখাগুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যেন লতার মূল শাখা স্তব্ধ হইয়া না পড়ে।

হে অহৈতুক কৃপাময় প্রভো! কলিযুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন প্রচারের সর্ব্বপ্রধান সহায়ক শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ আপনি। আপনি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীঈশোদ্যানে 'শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী' সভা ও 'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ' প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতঃ ভারতব্যাপী তৎশাখামঠ বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সাধুসঙ্গ, নাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন এই পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ স্বয়ং আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে শুদ্ধা ভক্তি শিক্ষা প্রদানে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। দিন দিন আপনার অনন্ত যশ, গুণ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আপনি তাহাতে জড় প্রতিষ্ঠাশা ও অভিমানশূন্য হৃদয় হইয়া জগতে নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমারই ঘোষণা ও প্রচার করিতেছেন। আপনার অপার গুণসিন্ধুর এক বিন্দুও স্পর্শের অধিকার আমার নাই। আমি ভক্তিহীন আপনার শ্রীচরণ পূজার কোন উপায়নই আমার নাই; আপনি নিজগুণে আমার প্রতি অহৈতুক কৃপাবারি বর্ষণে আমার জীবন ধন্য ও কৃতার্থ করুন।

আপনার শ্রীচরণে এ দীনের সর্ব্বশেষ নিবেদন—আপনি আমার প্রতি অমায়ায় কৃপা বিতরণে আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় জগজ্জীবের শিক্ষার্থ নিম্নলিখিত যে প্রার্থনাগীতি কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা সর্ব্বদা অকপট হৃদয়ে গাহিবার সৌভাগ্য লাভ করতঃ এ জীবন সার্থক করিতে পারি—

প্রভো! "নিজ-কর্ম্মগুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই। জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে। অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে। দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥"

শ্রীউত্থানৈকাদশী
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯

দাসানুদাসাভাস—শ্রীগোলোকনাথদাস ব্রহ্মচারী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা-২৬

অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের উনসপ্ততিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে তদীয় শ্রীচরণসরোজে

প্রণতিকুসুমাঞ্জলি

অনাদি-কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
হ'য়ে অসহায়।
দৈববশে একদিন যাঁহার চরণ
করিয়া আশ্রয়॥
বাস্তবসুখের লাগি করিতে যতন
হ'ল ভাগ্যোদয়।
তাঁহার প্রকট তিথি আজি এ ধরায়
হ'য়েছে উদয়॥
ভুবনমঙ্গল সেই শুভ তিথি আমি
অতি সাবধানে।
বন্দনা করি চির অজ্ঞান-আঁধার
বিনাশ কারণে॥
প্রাকৃত জনম করম রহিত
যিনি নিজ ইচ্ছায়।
পতিতজনের উদ্ধার লাগি
প্রকটিত এ ধরায়॥
যাঁহার নিত্য বাসস্থান হয়
গোলোক-বৃন্দাবন।
মনুষ্য-শরীর ধরিলেও তিনি
মানুষ কখনো ন'ন॥
সাক্ষাৎ হরি বলিয়া যাঁহারে
সর্বশাস্ত্রে কয়।
সেই শ্রীগুরুর চরণপদ্মে
সদা যেন মতি রয়॥

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব!

আজিকে তোমার প্রকটবাসরে
শ্রীপাদপদ্মে তব।
প্রণামাঞ্জলি প্রদান করিয়া
আশিস্ মাগিয়া ল'ব॥
এই আশা করি আসিয়াছি প্রভো!
তোমার সন্নিধানে।
পূরিবে কি প্রভো! সে-বাসনা মোর
আজি এই শুভদিনে॥
তোমার চরণ আশ্রয়কালে
তব মুখ নিঃসৃত।
কল্যাণকর উপদেশগুলি
হইয়াছি বিস্মৃত॥
সেকারণে ঘোর বিষয়-বাসনা
আমার চিত্ত হ'তে।
ভকতি পরশ পাইয়াও পুনঃ
নাহি সরে কোনমতে॥
সংসার হ'তে বিদায়ের দিন
ক্রমে আসে ঘনাইয়া।
দৃঢ়ভাবে হরিভজনে আমার
নাহি ধরে তবু হিয়া॥
তথাপি হে নাথ! এই আশা জাগে
তোমার করুণা বলে।
ভকতি সাধনে শকতি পাইব
মিলিয়া ভকত-দলে॥
পাইতে পারিব তোমার কৃপায়
হৃদয়েতে পুনঃ বল।
জীবনের শেষ হইবার আগে
যাহা হবে সম্বল॥
ভকতি-কুসুম-অঞ্জলি ভরা
লহগো প্রণতি মোর।
মনের বাসনা পূর্ণ হইবে
দূরে যাবে মায়া-ঘোর॥

১লা অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।
মারিশদা : কাঁথি :: মেদিনীপুর

কৃপারেণু-প্রার্থী দীনসেবক
শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতম পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের উনসপ্ততিতম প্রকট তিথিপূজাবাসরে তদীয় অধম সেবকগণের ভক্ত্যর্ঘ্য

পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেব! অশেষবিধ অনিত্য আপাতপ্রীতিজনক কিন্তু পরিণামে দুঃখদায়ক পার্থিববিষয়চিন্তারত মনুষ্যগণ যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপালব্ধ সৌভাগ্যক্রমে যখন ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ করেন, তখনই তাঁহাদের চিন্তনীয় হয়—ভগবচ্চরণারবিন্দ এবং স্পৃহণীয় হয়—শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে অবস্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তিরূপ পরমাগতি। হে প্রভো! অস্মদ্দৃশ সর্ব্বদা কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষী কুপথগামী অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন স্বরূপবিস্মৃত জীবাধমগণের প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীভগবন্নিজজন আপনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক—জীব যে স্বরূপতঃ "গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" এই দিব্যজ্ঞান প্রদান করতঃ অনাদিবহির্ম্মুখ আমাদের অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত করিবার জন্য শ্রীহরির উত্থান ঘোষণাকারিণী উত্থানএকাদশী তিথিরূপ মহাপুণ্যবাসরে এই ধরাধামে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। আপনার করুণার অন্ত নাই। যে সকল ভক্তিপ্রতিকূল বস্তুর প্রতি দৃক্‌পাত করা শ্রেয়স্কামিব্যক্তিগণের কোনক্রমেই উচিত নহে, হায়, দৈববিড়ম্বনাবশতঃ সেই জিনিষগুলিই মাঝপথে আবরণরূপে আসিয়া আমাদিগের চক্ষুঃ আবৃত করতঃ নিত্যদ্রষ্টব্য "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং" দর্শনের সর্ব্বদাই বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। হে গুরুদেব! আমাদের চক্ষুর উপরিস্থিত সেইসকল বিঘ্ন অপসারিত, অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত করিয়া শ্রীভগবৎ ও ভবচ্চরণারবিন্দ দর্শনে আমাদিগকে নির্ব্বাধযোগ্যতা প্রদান করুন—আমাদিগের দিব্যজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিউন, ইহাই শ্রীচরণে একমাত্র প্রার্থনা।

হে শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবরে! আপনি যোগনিদ্রাগত শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত করাইয়া যে চিরন্তনী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, আমাদের নিকটও সেই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের পরমপ্রিয়তম নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ঐ পুণ্যক্ষণে ইহজগতে আবির্ভাবিত করাইয়া তদপেক্ষা অধিক গৌরব-ভাজন হইয়াছেন। আপনি ধন্যা ধন্যাতিধন্যা, আমাদের সর্ব্বতোভাবে পূজার্হা। আমরা আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাদরে বন্দনা করিতেছি, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন্। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টসেবা-সম্পাদনে সম্পূর্ণ অযোগ্য ও অনিপুণ। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার সেবা-যোগ্যতা দান করিয়া কৃতার্থ করুন। আমরা প্রতিবৎসর এই শুভক্ষণে যেন স্ব স্ব ক্ষুদ্র যোগ্যতানুসারে পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম অর্চ্চনার সুযোগ লাভ করিয়া আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিতে পারি।

হে ভবভয়ত্রাতা অনন্তকল্যাণগুণবারিধে গুরো! আজ এই শুভ পুণ্যক্ষণে ভবদীয় শ্রীচরণপদ্মে আমরা এই সুমহতী আশা লইয়া সমাগত যে—আপনি অদোষদর্শী, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের সকল-অযোগ্যতা—সকল-ত্রুটীবিচ্যুতি নিজ-কৃপাগুণে ক্ষমা করিয়া—সংশোধন করিয়া লইয়া সেবকাধম আমাদিগকে আপনার সেবাযোগ্য করিয়া লউন, আমাদের ইহজীবন এবং পরবর্ত্তী জীবন পরমার্থ-ধনে ধনী হইয়া সমৃদ্ধ হউক—সার্থক হউক। আমরা যেন শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারি। মায়ামোহাচ্ছন্ন জড়বিষয়-বিমুগ্ধ অদূরদর্শী বদ্ধজীব আমরা, আমাদের দুর্দ্দৈব এতই প্রবল যে—আমরা আপনার শ্রীমুখনিঃসৃতা অমৃতময়ী-বাণী পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি না। আপনি সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ, শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ কৃপাশক্তি আপনি, আপনার কৃপা অবশ্যই দুর্ঘটঘটন-বিধাত্রী, আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার প্রসন্নতাতেই শ্রীভগবৎ-প্রসন্নতা। আপনার শ্রীপাদপদ্মের অহৈতুক অনুগ্রহ ব্যতীত আমাদের কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তিরূপা বাসনা পূর্ণা হইবার অন্য কোন উপায়ই দর্শন করিতেছি না। এই সুদুস্তর ভীম-ভবার্ণব হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ আমাদিগকে পার করিতে আপনিই একমাত্র কর্ণধার।

হে জনকাধিক স্নেহময় পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম! আপনার অফুরন্ত শিষ্যবাৎসল্য। আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রতিনিয়ত কত শতশত অপরাধ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে করিতেছি। শ্রীচরণে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া অধঃপতিত হইতেছি। আপনি ক্ষমার সমুদ্ররূপে আমাদের সেইসকল দোষই প্রতি পদে পদে ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে সংশোধিত হইবার কত সুযোগ প্রদান করিতেছেন—আমাদিগের নরকগতি রোধ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" ন্যায়ে আমরা সেই সুযোগের পুনঃপুনঃ অপব্যবহার করিতেছি। যাহাতে আমরা নরক-গমনে বদ্ধপরিকর হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় চিরবঞ্চিত না হই, এইরূপ কৃপাশক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন—আপনার পদাঙ্ক অনুব্রজ্যা করিবার সুমতি দিউন—ইহাই শ্রীচরণে আপনার হতভাগ্য বিঘসাশিগণের সকাতর প্রার্থনা। আপনার অভয়-চরণারবিন্দের অভয় আশীর্ব্বাদই সাধন-ভজনহীন আমাদের একমাত্র ভরসা।

হে শ্রীরূপানুগভক্তিবিনোদধারা সংরক্ষণকারী গুরুদেব! আপনারই শ্রীমুখে আমরা শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি যে, আমাদের পরমগুরুপাদপদ্ম বলিয়াছেন,—শ্রীস্বরূপরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না। আপনি শ্রীরূপানুগগুরুপারম্পর্য্য অনুসরণাদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই ধারার অবাধগতি সংরক্ষণকল্পে আমাদিগের মধ্যেও শ্রীরূপানুগচিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া আমাদিগকেও সেই পূতধারায় সর্ব্বদা স্নাত হইবার সুমহান্ সুযোগ প্রদান করিতেছেন। আমরাও যেন আপনার সেই মনোঽভীষ্ট-সেবাকে "সেই ব্রত, সেই তপঃ, সেই মোর মন্ত্রজপ, সেই মোর ভজন-পূজন" বিচারানুসরণে আমাদের একমাত্র জীবাতু জ্ঞান করতঃ আপনার কৃপা-ভাজন হইতে পারি।

হে প্রভো ! আপনি শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গভূমি, আসাম, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশাদি ভারতের বহুস্থানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, বহু অনুন্নতজীবনকে ভক্তিরসাস্বাদন-সৌভাগ্য প্রদান, শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা ও ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ এবং 'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ' বিচারানুসরণে, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীব্রজধাম পরিক্রমা-অনুবর্ত্তনদ্বারা সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট শ্রীনাম-প্রেমপ্রচারে যে অতিমর্ত্ত্য অবিশ্রান্ত উদ্যম প্রকাশ করিতেছেন, তদ্দর্শনে কেবল আমরা নহি, জগতের গুণগ্রাহী সজ্জনমাত্রই অতীব বিস্মিত, স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইতেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষই জগতের প্রধান দুর্ভিক্ষ, কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিমুখতাই জগতের সকল অশান্তির মূলীভূত কারণ, যেন কেনাপ্যুপায়েন পাঠকীর্ত্তন-বক্তৃতাদি দ্বারা জগৎকে বিশুদ্ধ-কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখরিত করিতে পারিলেই জগতে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে, ইহাই আপনার শ্রীমুখে আমরা বহুবার শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আপনার সেই বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণকীর্ত্তন-যজ্ঞের বিন্দুমাত্র সেবাসৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলেও আমাদের জীবন ধন্য হইবে—আমাদের মঠবাস, দীক্ষাশিক্ষালাভাদি সকলই সার্থক হইবে। আপনি আমাদিগকে কৃপা করুন।

হে সদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্নাকর শ্রীআচার্য্যদেব ! বেদবেদান্তেতিহাস-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়-পার্ষদগণও সেই শ্রীমদ্ভাগবতকেই অমলপ্রমাণ-রূপে সমাদর করতঃ তাঁহাদের যাবতীয় প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সন্দর্ভাদিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে বহুমানন করিতে পারেন নাই বা স্ব স্ব প্রকৃতি-বৈচিত্র্য-হেতু তাঁহার মর্ম্মার্থ অবধারণে অসমর্থ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রীতিকর নানা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষদুষ্ট অপসিদ্ধান্ত প্রচার করতঃ জগজ্জঞ্জাল বর্দ্ধন করিতেছেন, তাঁহাদের প্রচারিত সেই সকল কুরাদ্ধান্তধ্বান্ত অপসারিত করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচার প্রচেষ্টাদ্বারা আপনি যে পূর্ব্বগুরুবর্গের সন্তোষ উৎপাদন করিবার মহান্ আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, আমাদেরও যেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও অনুসরণীয় হয় ; আমরা ত্রিসন্ধ্যা যে গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করিয়া থাকি, তাহার প্রত্যেকটী শব্দের নিষ্কর্ষার্থ যেন আমাদের সর্ব্বদা চিন্তনীয় হয়। শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ আপনার প্রসন্নতা ব্যতীত শ্রীভগবৎ-প্রসন্নতালাভ সুদূরপরাহত। "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচারে যাহাতে আমরা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী চিরদাসানুদাস থাকিয়া আপনার "সেবা-সুখ-দুঃখ পরমসম্পদ" জ্ঞান করিতে পারি, হে প্রভো ! অদ্যকার শুভদিনে আমাদিগকে সেই শুভাশীষ প্রদান করতঃ চিরানুগৃহীত ও কৃতকৃতার্থ করুন।

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
১ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
২৭ দামোদর, ৪৮৬ গৌরাব্দ

ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মের নিত্যকিঙ্করানুকিঙ্কর
শ্রীননীগোপালদাস বনচারী প্রভৃতি
শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীল আচার্য্যাবির্ভাবোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে বিগত ৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর রবিবার হইতে ৫ অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মাসব্যাপী শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শুদ্ধভক্ত্যনুশীলনময় উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শতাধিক পুরুষ এবং মহিলা ভক্ত সমভিব্যাহারে তুফান এক্সপ্রেসে গত ৩ কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর শুক্রবার শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস রাত্রি ৭ ঘটিকায় মথুরা জংসন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করেন। মথুরায় ডেম্পিয়ার পার্কস্থিত কিষাণভবনে ভক্তবৃন্দের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী, দক্ষিণভারত, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পরিক্রমণেচ্ছু যাত্রিগণ ক্রমশঃ আসিয়া পরিক্রমা পার্টির সহিত সম্মিলিত হন। মথুরার কিষাণভবনে পাঁচদিন, গোবর্দ্ধনে ভরতপুর রাজার ছত্রে চারিদিন, কাম্যবনে বিমলাকুণ্ডের তীরে চারিদিন, বর্ষাণে ধর্ম্মশালায় তিনদিন, নন্দগ্রামে পাবন-সরোবরের তটবর্ত্তী পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের স্থাপিত ইণ্টার কলেজ ভবনে ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীরে চারিদিন, কোশীতে ধর্ম্মশালায় দুইদিন, গোকুল মহাবনস্থ ব্রহ্মাণ্ডঘাটে চারিদিন এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সাতদিন অবস্থান করতঃ ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীসমূহ সংকীর্ত্তন-সহযোগে দর্শন করেন। একমাসকাল শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীধাম দর্শন সৌকর্য্যার্থে দিল্লী নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ রায়জী তাঁহার নিজস্ব মোটর-গাড়ীখানা চালকসহ শ্রীগুরুসেবার জন্য প্রদান করতঃ গুরুদাসানুদাসগণের অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ভক্তবৃন্দও পরিক্রমাকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময়ী হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হন। পরিক্রমাকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমুকুল দাসগুপ্ত, শ্রীনীহারবালা ঘোষ, শ্রীবাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলা দাসগুপ্তা, শ্রীমনীষা সেন বিভিন্ন দিনে ও মহিলা ভক্তবৃন্দ সম্মিলিতভাবে এক দিবস মহোৎসবের আনুকূল্য করেন।

১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাবতিথি-পূজা এবং শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা এবং তৎপরদিবস মহোৎসব, শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহে এবং বিশেষভাবে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীমঠে শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সতীর্থগণের পূজা-বিধানের-দ্বারা 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার' এই আদর্শ প্রদর্শন করিলে পর তাহার কৃপাপ্রাপ্ত দীন সেবকগণের আকাঙ্ক্ষা ও অভাব পূরণার্থ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা গ্রহণে স্বীকৃত হইলে সমুপস্থিত সেবকগণ ক্রমানুযায়ী পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সুযোগ পান। শ্রীপ্রহ্লাদ রায় ভক্তিবান্ধবজী মহোৎসবের সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার ও গৃহস্থ ভক্তের আদর্শ প্রদর্শন করেন। উক্তদিবস ও পরদিবস রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় অধ্যাপক শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী, অধ্যাপক শ্রীজগদীশ পাণ্ডা, শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী লিখিত প্রণতি-কুসুমাঞ্জলিসমূহ পঠিত হয়। শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, জালন্ধরের শ্রীকৃপারামজী ও দেরাদুনের শ্রীপ্রেমদাসজী বক্তৃতা করেন। [শ্রীল আচার্য্যদেবের অমৃতময়ী উপদেশ-বাণী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে]

কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে গত ৫ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ানুযায়ী পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন এবং তদুপলক্ষে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বিরহ সংবাদ :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠবাসী ভক্তবৃন্দের পরম শ্রদ্ধার পাত্র স্বনামধন্য ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত গত ৩রা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর শুক্রবার তাঁহার কলিকাতা ৯১, চৌরঙ্গী রোড্ স্থিত নিজালয়ে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পুণ্যময় জীবনচরিত আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১২শ বর্ষ

১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৭৯। ১০ নারায়ণ, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, শনিবার ; ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭২। | ১১শসংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ২১৮ পৃষ্ঠার পর)

পণ্ডিত—'জীবে দয়া' কথাটী যে বল্লেন, সে কিরূপ ? অন্নবস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা ?

প্রভুপাদ—যদি জন্ম-জন্মান্তরে কেহ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন—যদি হরিভজন করেন, তবে তাঁ'কে অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা ক'র্ব। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাইয়ে পরিয়ে হরিভজন করা'তে হ'বে—তাঁ'র কিছু উপকার ক'রে দিতে হ'বে, নতুবা দুধ-কলা-দিয়ে সাপ পুষে কাজ কি ? ওগুলো ত' দয়া নয়, ওগুলো মানুষকে entrap বা tempt করিয়ে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া। চৈতন্যদেবের দয়া অমন্দোদয়া দয়া—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে স্তব ক'রে ব'লেছেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-চৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

আমাদের কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও ব'লেছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

পঃ—ঐ শ্লোকটা কি বল্লেন—'চৈতন্য চন্দ্রের দয়া' ?

প্রভুপাদ—কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্যচন্দ্রের দয়ার সহিত অন্যান্য যাবতীয় তথা-কথিত দয়া বা অপূর্ণ-দয়ার comparative study কর্ত্তে বল্‌ছেন—চিরস্থায়ী দানটা যেখানে হচ্ছে না, সেখানে inadequacy, defect (অসম্পূর্ণতা)—বঞ্চনা রয়েছে। যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে comparative study করেন, তা'হলে দেখ্‌তে পাবেন, চৈতন্যচন্দ্রের দয়াটা হচ্ছে পরিপূর্ণ দয়া আর যত দয়া সব limited (পরিচ্ছিন্ন)—সব বঞ্চনাময়ী। এজন্য কবিরাজ গোস্বামী সকলকে comparative study কর্ত্তে আহ্বান কচ্ছেন।

মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহদেব এমন কি কৃষ্ণ-চন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁ'র আশ্রিত জনের প্রতি মাত্র দয়া বিতরণ ক'রেছেন কিন্তু বিরোধিগণকে সংহার ক'রেছেন আর মহাপ্রভু বিরোধীকেও দয়া করেছেন—যেমন কাজী, বৌদ্ধগণকেও তিনি অমন্দোদয়া-দয়া বিতরণ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হন নাই। রামোপাসক রামায়েৎগণকেও তিনি 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব' ক'রেছেন।

পঃ—রামায়েৎগণ কি 'বৈষ্ণব' নহেন ?

প্রভুপাদ— রামানন্দি-সম্প্রদায়িগণকে 'রামায়েৎ'

বলে। তাঁ'রা ঠিক রামানুজ-সম্প্রদায়ের ন'ন। রামায়েদ্‌গণের মধ্যে অনেক-স্থানে 'মুমুক্ষা' বর্ত্তমান ব'লে তাঁ'দিগকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিদ্ধ-বৈষ্ণবশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন। রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী প্রভু কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক 'রামদাস' নামক একজন রামায়েৎ বৈষ্ণবকে সঙ্গে ক'রে পুরীতে মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। রামদাসের যথেষ্ট দৈন্যোক্তি, বৈষ্ণববিপ্রে সেবাবুদ্ধি প্রভৃতি থাক্‌লেও মহাপ্রভু রামদাসের অন্তরে 'মুমুক্ষা' দেখে তাঁ'র প্রতি একটু ঔদাসীন্য প্রকাশ ক'রেছিলেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছে—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

পঃ—বৌদ্ধগণকে আপনারা কি মনে করেন ?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবের নামান্তরই বৌদ্ধ, অথচ যাঁহাদের বৈষ্ণবের স্বরূপের জ্ঞানের অভাব। যেমন—রামের উপাসকগণ রামায়েৎ, নৃসিংহের উপাসকগণ নারসিংহী, বরাহের উপাসকগণ বারাহী, কৃষ্ণের উপাসকগণ কার্ষ্ণ, তদ্রূপ বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের উপাসকগণও বৌদ্ধ যেমন—আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত্‌গোসাঞি, অতিবাড়ী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি মুখে গৌরাঙ্গকে স্বীকার ক'রেও গৌরাঙ্গের প্রকৃত শিক্ষা হ'তে বিচ্যুত, অথবা গৌরাঙ্গের মায়ায় মোহিত, তদ্রূপ বৌদ্ধগণও মুখে 'বুদ্ধের উপাসক' বল্লেও বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা হ'তে ভ্রষ্ট—তাঁ'রা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত। বৌদ্ধগণ যে-দিন নিজ-দিগকে 'বৈষ্ণব' বলে উপলব্ধি কর্ত্তে পার্‌বেন, অর্থাৎ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্য কর্‌বেন, সেইদিন তাঁ'দের যথার্থ স্বরূপ বিকশিত হ'বে। মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হ'য়ে বৌদ্ধগণ তাঁ'দের স্বরূপ উপলব্ধি কর্‌তে পেরেছিলেন ; তা'র সাক্ষ্য আমরা কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে দেখ্‌তে পাই। আউল, বাউল প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণও যখন তাঁ'দের ঔপাধিক-ধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্যে গৌরকৃষ্ণের ভজন ক'র্‌বেন, তখন আমরা তাঁ'দিগকে 'গৌরভক্ত' বলে স্বীকার ক'র্‌ব।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচারকারীর কর্ত্তব্য কি ?

"রুচি অনুসারে ভক্তগণ তিন প্রকার অর্থাৎ (১) **আচার-প্রধান ভক্ত, (২) প্রচার-প্রধান ভক্ত** ও (৩) **আচার-প্রচার-সম্পন্ন ভক্ত**। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ বিচার করিলে **আচার-প্রচার-সম্পন্ন ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ**। কেবল আচার-প্রধান ভক্ত—মধ্যম এবং কেবল প্রচার-প্রধান ভক্ত—কনিষ্ঠ। সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নামই—'প্রচার'।"

"আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে যথেষ্ট ফলোদয় হয় না। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

'উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি যঃ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥'

স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে ও নরগণের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে।"

"প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। **রুচিক্রমে যে-সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচারকার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।**"

—সঃ তোঃ ৪।২

"বিবিক্তানন্দিগণ—আচারপ্রিয় এবং গোষ্ঠ্যানন্দিগণ—সর্ব্বদা প্রচার-প্রিয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয়-

প্রিয় ভাবে আনন্দ ভোগ করেন। ভগবৎস্মরণই প্রেমভক্তের আচার এবং ভগবন্নামকীর্ত্তনই প্রেমভক্তের প্রচার-কার্য্য।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

"নগরে নগরে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা প্রচার করুন। * * * আপনারা হস্তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত লইয়া দ্বারে দ্বারে শ্রীমহাপ্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচার করুন। মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আজ্ঞা-টহল প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপনারা সর্ব্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইয়া শ্রীআজ্ঞা-টহল-প্রচারে সৎপাত্রগণকে নিযুক্ত করুন। **প্রচার-কার্য্য অসৎ পাত্রের দ্বারা হয় না।** আমাদের বিবেচনায়, আপনারা অবিলম্বে একটি 'বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠী' করুন; কতকগুলি নিঃস্বার্থ সচ্চরিত্র লোককে সেই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত করিয়া নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারের ভার অর্পণ করুন।"

—সঃ তোঃ ১১।৩

পঞ্চমবেদ-স্বরূপ ইতিহাস ও পুরাণের বেদার্থ-সম্প্রকাশকত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ২২৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এইরূপে নানা শাস্ত্র-দৃষ্টে পুরাণসমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক বলিতেছেন—পুরাণ যথার্থ জ্ঞানের কারণরূপে স্থিরীকৃত হইলেও পুরাণের সম্পূর্ণ অংশ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় প্রচলিত অংশে নানা দেবতার মাহাত্ম্য ও উপাসনা বিধি পাওয়া যায়, এজন্য তত্ত্বানভিজ্ঞ অর্ব্বাচীনগণের পক্ষে পুরাণের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ দুরধিগম্য হয়, উপাস্য-নির্ণয়-সমস্যা খুবই জটিল হইয়া পড়ে। মৎস্য পুরাণে কথিত হইয়াছে—

> পঞ্চাঙ্গঞ্চ পুরাণং স্যাদাখ্যানমিতরৎ স্মৃতম্।
> সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ॥
> রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।
> তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
> সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাঞ্চ নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ সর্গপ্রতিসর্গাদিভেদে পুরাণ পঞ্চলক্ষণাত্মক (সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্॥) এবং উহা উক্ত লক্ষণাতিরিক্ত 'আখ্যান' নামক আর একটি লক্ষণাক্রান্ত। তাহা আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। সাত্ত্বিক পুরাণাদিশাস্ত্রে শ্রীহরির মহিমাই অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে, রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমার আধিক্য এবং তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি, শিব ও ('চ' কার দ্বারা শিবপত্নী দুর্গাও গৃহীত) দুর্গার মহিমা অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'সঙ্কীর্ণ' পুরাণে (অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোমিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে) সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবতার তথা পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ['সরস্বতী'—বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এজন্য 'সরস্বতী' শব্দ অন্য দেবতার উপলক্ষণ অর্থাৎ 'স্ববোধকত্বে সতি স্বেতরবোধকত্বম্'—যে নিজেকে বুঝাইয়া অপরকে বুঝাইয়া থাকে। আবার পিতৃ শব্দে—'কর্ম্ম-দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়' এই শ্রুতি দ্বারা পিতৃলোক-প্রাপ্ত্যুপযোগী কর্ম্মবোধক।]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পুরাণ-বিভাগ এইরূপ কথিত হইয়াছে:—

> বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
> গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনে।
> সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥
> ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
> ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥
> মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
> আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥

অর্থাৎ হে শুভদর্শনে, অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মনীষিগণ (১) বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মঙ্গলময় ভাগবতপুরাণ,

গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহপুরাণ—এই ছয়টি পুরাণকে **সাত্ত্বিকপুরাণ** বলিয়া থাকেন। (২) ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টি **রাজসিক** এবং (৩) মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টি **তামসিক** বলিয়া কথিত হয়।

'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্' (গীতা ১৪।১৭) ও 'সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্ম দর্শনম্' (ভাঃ ১।২।২৪) [অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উদয় হয়; যাহা সত্ত্বগুণ তাহা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ রূপ গুণাবির্ভাব-দ্বার স্বরূপ] এই ন্যায়ানুসারে সাত্ত্বিক পুরাণাদি পরমার্থ জ্ঞানলাভ বিষয়ে উৎকৃষ্ট—'সাত্ত্বিকমেব পুরাণাদিকং পরমার্থ-জ্ঞানায় প্রবলম্'। 'মুনিনামপ্যহং ব্যাসঃ' (গীঃ ১০।৩৭) [শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ইহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—'মুনীনাং বেদার্থ মননপরাণাং মধ্যে ব্যাসো বাদরায়ণোঽহং—মদবতারত্বেন তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ' অর্থাৎ বেদার্থ-বিচারপরায়ণ মুনিগণমধ্যে আমি বাদরায়ণ বেদব্যাস—আমার অবতারত্ব হেতু অন্যাপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা।]—এই ভগবদ্বাক্যানুসারে যেমন ব্যাসের শ্রেষ্ঠতা, তদাবির্ভাবিত পুরাণসমূহ মধ্যেও বিশেষতঃ সাত্ত্বিকপুরাণ মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের তদ্রূপ শ্রেষ্ঠতা। অপৌরুষেয়, সর্ব্ববেদেতিহাস পুরাণসমূহের সারার্থ সম্বলিত, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য (সমগ্র বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্, উপনিষদেরও সারাংশ ব্রহ্মসূত্র, সেই ব্রহ্ম-সূত্রেরও সারার্থনির্ণায়ক)-বিধায় সর্ব্বপ্রমাণ-চক্রবর্ত্তি-স্বরূপ সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিতেছেন—

"ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু-যম॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১।৩৭

"গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥"— ঐ ম ২১।১৪

"চারিবেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুক, খাইলেন পরীক্ষিত॥"

—ঐ ম ২১।১৬

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥"
"ভাগবত তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥"

চৈঃ ভাঃ ম ২১।২৩-২৫, ৮১-৮২

"ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবতসম কোন শাস্ত্র নহে॥
যেন রূপ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তা' সবার॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব-তিরোভাব আপনেই হয়॥
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ হই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন॥
প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ॥
বেদ-শাস্ত্র-পুরাণ করিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল॥"

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৫০৯-৫১৮

এই শ্রীমদ্ভাগবত সৎসাম্প্রদায়িক আম্নায়-পরম্পরাক্রমে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথমে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে ভাগবত বলেন (ভাঃ ২।৯ অঃ), ব্রহ্মা নারদকে (ভাঃ ২।৫-৮ অঃ), নারদ ব্যাসকে (ভাঃ ১।৫-৬ অঃ), ব্যাস শুককে (ভাঃ১।৩।৪১, ১।৭।৮,১১ ও ২।১।৮) এবং শুকদেব

পরীক্ষিৎকে (ভাঃ ১।৩।৪২ ও ২।১।১০) বলিয়াছেন। আবার পরীক্ষিতের সভায় শ্রীসূত শুকমুখে ভাগবত শ্রবণ করেন (ভাঃ ১।৩।৪৪), শ্রীসূত আবার নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষিকে এই ভাগবত বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দশলক্ষণাত্মক, তাই ইহা মহাপুরাণ রূপে সম্মানিত। সেই দশটি লক্ষণ এই প্রকার :—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধার্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥

ভাঃ ২।১০।১-২

অর্থাৎ "(ব্যাসনন্দন শ্রীশুক কহিলেন—) এই শ্রীভাগবতশাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটি লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে।

দশম তত্ত্বের (অর্থাৎ আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টি লক্ষণের স্বরূপ মহাত্মগণ কোনস্থলে স্তুতি ও আখ্যানচ্ছলে এবং কোন স্থলে সাক্ষাদ্বিচার-দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন।"

সর্গ—পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, একাদশেন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার—এই সকলের বিরাট্‌রূপে ও স্বরূপে উৎপত্তি।

বিসর্গ—ব্রহ্মা হইতে চরাচর-সৃষ্টি।

স্থান বা স্থিতি—ভগবানের বিজয়, ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবতা হইতে উৎকর্ষ।

পোষণ—নিজ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ।

ঊতি—কর্ম্মবাসনা।

মন্বন্তর—সাত্ত্বিক জীবগণের আচরণীয় ধর্ম্ম।

ঈশকথা—শ্রীহরির অবতার-মূলক ও ভাগবতগণের কথা।

নিরোধ—যোগনিদ্রাকালে স্বোপাধিশক্তিসহ শ্রীহরির শয়ন।

মুক্তি—স্থূল সূক্ষ্মরূপ ত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধজীব-স্বরূপে বা পার্ষদরূপে অবস্থান।

আশ্রয়—যাঁহা হইতে সৃষ্টি ও লয় হয়, যাঁহাতে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, সেই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মাই আশ্রয়। (—ভাঃ ২।১০।৩-৭ দ্রষ্টব্য)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকেই এই দশটি অর্থ অন্তর্নিহিত আছে। (গৌড়ীয় মঠ-সংস্করণ শ্রীভাগবতে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে।)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্ত ভাগবতীয় দশলক্ষণাত্মক শ্লোকদ্বয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

"আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি-হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥"

—চৈঃ চঃ আ ২।৯৩-৪

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদকৃত ভাঃ ১০।১।১ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকা টীকার নিম্নলিখিত প্রথম শ্লোকটিও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥

অর্থাৎ "দশমস্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি।"

"তাৎপর্য্য এই যে, জগতে দুইটি তত্ত্ব আছে অর্থাৎ আশ্রয় ও আশ্রিত। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই আশ্রয়। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে সকল তত্ত্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই আশ্রিততত্ত্ব। 'সর্গ' হইতে 'মুক্তি' পর্য্যন্ত সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব, সুতরাং পুরুষাবতার ও তদনুগত সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি, তদনুগত জৈব ও জড় জগৎ—সকলেই সেই কৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। ভাগবতে স্তব ও আখ্যানচ্ছলে কিঞ্চিদ্ গৌণরূপে এবং সাক্ষাৎ উপদেশস্থলে সাক্ষাৎ আশ্রয়তত্ত্বেরই বিচার করিয়াছেন।"—'অমৃতপ্রবাহভাষ্য'।

এইরূপে ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব প্রমাণ পূর্ব্বক পুরাণের শ্রেষ্ঠতা, আবার সেই পুরাণসমূহের

মধ্যে মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বোত্তমতা—সর্ব্বশাস্ত্র-সারত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীমদ্-ভাগবতকে নিগম-কল্পতরুর স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ প্রপক্ক ফল-স্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমহাভারতেতিহাস, বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রী ও সমগ্র বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ। শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণকে বলিতেছেন (ভাঃ ১১।২০।১-৩) —হে অরবিন্দাক্ষ, জগদীশ্বর-স্বরূপ আপনার আদেশরূপ বেদশাস্ত্র বিধি-নিষেধ-জ্ঞাপক রূপে কর্ম্মের গুণ-দোষ বিচার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আপনার আদেশই বিধি, উহাই গুণ এবং আপনার নিষিদ্ধ ব্যাপারই দোষযুক্ত কর্ম্ম। গুণগুলি অবশ্যই পালনীয় এবং দোষ-গুলি অবশ্যই বর্জ্জনীয়। ভগবদাদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে নিঃশ্রেয়সলাভ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

'পিতৃদেব মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বরঃ।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্য-সাধনয়োরপি॥'

—ভাঃ ১১।২০।৪

অর্থাৎ "হে ভগবন্, অনুভবাতীত মোক্ষ ও স্বর্গাদি বিষয়ে এবং সাধ্য সাধন জ্ঞানে আপনার আদেশ রূপ বেদশাস্ত্রই পিতৃ-দেব-মনুষ্যগণের শ্রেয়শ্চক্ষুঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।"

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয় প্রকার নিদর্শন দ্বারা শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু বেদবাক্য ঐরূপ তাৎপর্য্য-লিঙ্গদ্বারা নিরূপিত হইবার নহে। শ্রীমদ্ভাগবতই বেদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

''যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥''

—ভাঃ ১১।২০।৬-৮

অর্থাৎ "(শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে উদ্ধব!) আমি মানবগণের মোক্ষবিধান-কামনায় **জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি** এই ত্রিবিধ যোগের নির্দ্দেশ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত কুত্রাপি অন্য কোন উপায় নাই।''

"এই ত্রিবিধ যোগমধ্যে কর্ম্মফল-বিরক্ত কর্ম্মত্যাগি-পুরুষগণের পক্ষে **জ্ঞানযোগ** এবং কর্ম্মবিষয়ে দুঃখবুদ্ধি-রহিত অবিরক্ত কামি-পুরুষগণের পক্ষে **কর্ম্মযোগ** সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।''

''যে পুরুষ (যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপালব্ধ) ভাগ্যক্রমে মদীয় কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।''

"শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্ত উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥''

[অর্থাৎ (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—) শ্রুতি ও স্মৃতি—উভয়ই আমার আদেশবাক্য, যিনি উহা উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমার আজ্ঞাচ্ছেদী ও দ্বেষী হইবেন। আমার ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নহেন।]

এইরূপ আদেশ থাকা সত্ত্বেও আকস্মিক মহৎ কৃপা-জনিতা—শুদ্ধভক্ত-সঙ্গোদ্ভূতা 'ভগবৎকথা-শ্রবণাদি-দ্বারা আমি কৃতার্থ হইব, কর্ম্মজ্ঞানাদি-দ্বারা নহে'—এইরূপ আত্যন্তিকী শ্রদ্ধোদয়ে কর্ম্মজ্ঞানাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি-গ্রহণে ভগবদাজ্ঞাভঙ্গজনিতা কোন দোষ-প্রসক্তি হয় না। এজন্য পরবর্ত্তি শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

—ভাঃ ১১।২০।৯

[অর্থাৎ "যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মবিষয়ে দুঃখ জ্ঞান বা মদীয় কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবেন।"]

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥"

—ভাঃ ১১।১১।৩২

[অর্থাৎ (শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন —হে উদ্ধব!) "যিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি গুণসম্পন্ন এবং আমার শরণাগত হইয়া

মদীয় বেদশাস্ত্রাদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ অবগত হইয়াও তাদৃশ ধর্ম্মসকল মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলিয়া মদীয় ভক্তিবলেই সমস্ত সিদ্ধ হইবে, এইরূপ নিশ্চয় সহকারে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সেবা করেন, তিনিও পূর্ব্বোক্ত পুরুষের ন্যায় উত্তম সাধুরূপে গণ্য হইয়া থাকেন।"]

অনন্যভক্তগণের শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত বিধিনিষেধাদিপর বাক্যসমূহ অপালনজন্য কোন প্রত্যবায় উপস্থিত হয় না, যেহেতু সেখানে ভগবৎপ্রীতিই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্যীভূত বিষয়। অনন্যভক্ত কোন কর্ম্মিকুলসংঘট্টে পড়িয়া অন্তরে শ্রদ্ধা নাই, অথচ তাঁহাদের অনুরোধে পড়িয়া যদি কোন কর্ম্ম ঈষৎ পরিমাণে করিতেও বাধ্য হন, তথাপি শ্রদ্ধারাহিত্য-হেতু সেই কর্ম্মকরণ 'অকরণ' বলিয়াই বিবেচিত হইবে, যেহেতু শ্রীভগবদ্ বাক্য—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ প্রেত্য নো ইহ॥
—গীতা ১৭।২৮

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, নির্গুণ শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে সমুদয়ই 'অসৎ'। সেই সকল ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল কোনকালেই ফলপ্রদ হয় না।"

এজন্য সহসা বেদার্থবোধ সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। বড়ই দুরূহ। এক সময়ে বিদেহরাজ নিমি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীআবির্হোত্র ঋষিকে, যে কর্ম্মযোগানুষ্ঠানে কর্ম্মনিবৃত্তিসাধ্য নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ পরম জ্ঞান লাভ করা যায়, সেই কর্ম্মযোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর আবির্হোত্র কহিলেন—

কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥
—ভাঃ ১১।৩।৪৩-৪৪

অর্থাৎ (শ্রীআবির্হোত্র কহিলেন—) কর্ম্ম (শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম), অকর্ম্ম (শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান) এবং বিকর্ম্ম (শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম)—এই তিনটিই বেদবাদ অর্থাৎ বেদৈকগম্য—বেদশাস্ত্রবেদ্য, পরন্তু লৌকিক অর্থাৎ লোকবাদ বা লোকমুখে জ্ঞাতব্য নহে। উক্ত বেদশাস্ত্র ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ অপৌরুষেয় বলিয়া পণ্ডিতগণও তদ্বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ উক্ত বেদবাক্যের যাথার্থ্য নির্ণয়ে অসমর্থ হন। "শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ" অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম—এতদুভয়ই আমার সনাতনী তনু বা নিত্যবিগ্রহ—এই ভগবদুক্তি হইতে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ স্বরূপ বেদ মনুষ্যরচিত নহেন—অপৌরুষেয় বলিয়া ভ্রমাদিদোষদুষ্ট পুরুষবুদ্ধি-দ্বারা তাহা দুরধিগম্য। এজন্য অপৌরুষেয় পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণে সমর্থ।

পরোক্ষবাদ (অর্থাৎ এক প্রকারে স্থিত বস্তুর যথার্থতত্ত্ব গোপন করিবার জন্য অন্যপ্রকারে তাহার বর্ণন) বেদের একটি স্বভাব। সুতরাং পিতা যেরূপ খণ্ডলড্ডুকাদি লাভের প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্তানকে আরোগ্যফলপ্রদ ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, সেইরূপ বেদও অজ্ঞ জনের প্রবৃত্তির জন্য স্বর্গাদি সুখফলের প্রলোভনছলে কর্ম্ম নিবৃত্তির জন্যই বিহিত কর্ম্ম সকলের প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পরম কারুণিক বেদ ভক্তিবিমুখ নরগণের পশুতুল্য অতিশয় ইন্দ্রিয়ারামত্ব বারণার্থ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্নানাদি কর্ম্ম এমনভাবে বিহিত করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ বিকর্ম্মের অবসর না পায় এবং ক্রমশঃ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্য্যপরতার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্য্যপর হইয়া কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট হইতে পারে। 'রোচনার্থ্যা ফলশ্রুতিঃ' (ভাঃ ১১।৩।৪৬) বাক্যদ্বারা বলা হইয়াছে যে, "যিনি নিঃসঙ্গভাবে ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ সহকারে বেদোক্ত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি অর্থাৎ 'ফলভোগকামনারাহিত্য' (ঐ বিবৃতি দ্রষ্টব্য) লাভ করিয়া থাকেন। স্বর্গাদি অন্যান্য যে সকল ফলের বিষয় শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র বেদোক্ত কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের জন্য জানিতে হইবে।" প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা অর্থাৎ ভূতসকলের

প্রবৃত্তি বা ভোগমার্গেই সাধারণতঃ রুচি দেখা যায়। সেই রুচি সঙ্কুচিত করিয়া নিবৃত্তিমার্গে চালিত করাই শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যেহেতু "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্" ইহাই শ্রীমুখোক্তি। বেদে কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞান-কাণ্ডাদির ব্যবস্থা থাকিলেও—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥"
—ভাঃ ১১।২১।৪২

অর্থাৎ "কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিহিত হইয়াছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশিত হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডেই বা নিষেধ উদ্দেশ্যে কোন্ বস্তু উল্লিখিত হইয়া বিচারিত হইয়াছে, বেদের এই তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানিতে পারেন না।"

এজন্য শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁহাকেই সমগ্র বেদবেদ্য, বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবিদ্ বলিয়া জানাইয়া সর্ব্বশেষে সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্য জানাইলেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু"
এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ॥"

সুতরাং শরণাগতিমূলা ভক্তিই সমগ্র বেদার্থসার। শ্রুত্যর্থ পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণাদি-মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—বৈষ্ণব কে?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—গুরুর সেবকগণ বৈষ্ণব। সদ্গুরুচরণাশ্রিত দীক্ষিত ভক্তগণই বৈষ্ণব। গুরুভক্তির তারতম্য অনুসারেই কৃষ্ণভক্তির তারতম্য বা বৈষ্ণবতা। গুরুত্যাগী বা গুরুদ্বেষী ব্যক্তি বৈষ্ণব নহে, সে অবৈষ্ণব, পাষণ্ডী ও নারকী। গুরুদ্রোহী ব্যক্তি জগদীশ্বরের বিদ্বেষী, সমগ্রজগতের বিদ্বেষী।

কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।

শাস্ত্র বলেন—

বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।
পূজয়েদ্বাঙ্মনঃ কায়ৈঃ সঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সঃ বৈষ্ণবঃ॥

যে সজ্জন ভগবজ্জ্ঞানপ্রদাতা বৈষ্ণবগুরুকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন এবং কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা তাঁহার সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব। সুতরাং যাহার গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি নাই এবং যে ব্যক্তি গুরুসেবা করে না, উপরন্তু গুরুনিন্দা বা গুরুর সমালোচনা করে, সে যে অবৈষ্ণব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে দুর্ভাগা গুরুসেবা ত্যাগ করিয়াছে, সে আবার শাস্ত্র কি জানে যে, তাহার নিকট শাস্ত্রকথা শুনিলে মঙ্গল হইবে?

এরূপ অবৈষ্ণব পাষণ্ডীর সঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। নতুবা সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

প্রশ্ন—কে কৃষ্ণ পায়?

উত্তর—গুরুনিষ্ঠ, গুরুদেবতাত্মা গুরুদাসই কৃষ্ণকে পায়। গুরুদাস-অভিমান যাহার প্রবল, সেই গুরুনিষ্ঠ ভক্তকে গুরুর প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেনই, দর্শন দেনই। কিন্তু গুর্ব্বানুগত্য বা গুরুসেবা বাদ দিয়া যাহারা কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করে, তাহারা দাম্ভিক বলিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে কৃপা করেন না। গুর্ব্বানুগত্য ছাড়িয়া যাহারা নিজেকে বৈষ্ণবদাস বলিয়া মনে করে, সেই স্বল্পবুদ্ধি দুর্ভাগাগণও কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিতে পারে না।

'গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে'। গুরু ছেড়ে গোবিন্দের ভজন করিতে গেলেই যখন নরক হয়, তখন গুরু ছেড়ে বৈষ্ণবের ভজন করিতে গেলে যে নরক হইবেই, তাহা বলাই বাহুল্য।

শাস্ত্র বলেন—আদৌ গুরুপূজা, ততঃ কৃষ্ণপূজা।

এজন্য গুরুসেবা বাদদিয়া কৃষ্ণসেবা বা বৈষ্ণবসেবা সবই নিষ্ফল হয়।

শ্রীসনাতন-টীকা—আম্নায়াগতং কুলক্রমায়াতং বেদ-বিহিতম্বা।

শাস্ত্র বলেন—যাহারা মন্ত্রদাতা গুরুকে পরিত্যাগ করে, সেই মহাপাপিগণ কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক। তাহারা প্রাণত্যাগ করিলে শকুনি শৃগালাদি পশুপক্ষিগণও সেই গুরুত্যাগী পাপীর মাংস ভোজন করে না।

—হঃ ভঃ বিঃ চর্থ বিঃ ১৪১

শাস্ত্র বলেন—(যমের উক্তি)

অহমমরগণাচ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্নমস্করোমি॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১০বিঃ১৬৩, নারসিংহে বিষ্ণুপুরাণে চ)

যমরাজ বলিতেছেন—আমি পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া তদনুরূপ ফল দিবার জন্য বিধাতা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছি। যাহারা গুরুবিমুখ, সেই অভক্ত দুর্ভাগাগণকে আমি বিশেষভাবে দণ্ড দান করিয়া থাকি। কিন্তু গুরুভক্তগণকে আমি প্রণাম করিয়া থাকি।

শ্রীসনাতন-টীকা—হরিরেব গুরুস্তদ্বিমুখান্ অভক্তানেব প্রশাস্মি প্রকর্ষেণ দণ্ডং করোমি।

হরিচরণপ্রণতান্ অর্থে গুরুনিষ্ঠভক্তান্।

হরিচরণ অর্থে ভগবচ্চরণ, ভগবৎপাদ, বিষ্ণুপাদ অর্থাৎ গুরু। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

'মদ্ভক্তো যস্য বল্লভঃ স এব মম বল্লভঃ।'

আমার ভক্ত (গুরু) যাহার প্রিয়, সেই গুরু-ভক্তই আমার প্রিয়।

প্রশ্ন—পুত্রশোকে কাতর হওয়া কি উচিত?

উত্তর—সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা ও কৃপা জানিয়া ভক্তগণ দুঃখ-শোকে বিহ্বল বা কাতর হন না। পরন্তু পুত্রের মঙ্গল চিন্তা করিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণে রত হন। সাধু-গুরুর সঙ্গ করিলে চিত্ত সহজেই স্থির ও শান্ত হয়। মঙ্গলময় ভগবানের সকল ব্যবস্থাই মঙ্গলময়ী। ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরতাই সকল মঙ্গলের মূল ও সকল সমস্যার মীমাংসা।

মহাজন গাহিয়াছেন—

ধন, জন, দেহ, গেহ কৃষ্ণে সমর্পণ।
করিয়াছ শুদ্ধচিত্তে করহ স্মরণ॥
তবে কেন মম সুত বলি কর দুঃখ।
কৃষ্ণ নিল নিজজন তাহে তাঁর সুখ॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছামতে সব ঘটয় ঘটনা।
তাহে সুখ-দুঃখ জ্ঞান অবিদ্যা-কল্পনা॥
যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল।
ত্যাজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল॥
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা॥
ত্যাজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণনাম।
পরম আনন্দ পাবে, পূর্ণ হবে কাম॥ (গীতমালা)

প্রশ্ন—গুরুবিমুখ ব্যক্তি কি অভক্ত বা অবৈষ্ণব?

উত্তর—নিশ্চয়ই। সদ্গুরুচরণাশ্রিত, গুরুসেবারত ব্যক্তিই ভক্ত বা বৈষ্ণব। যাহার গুরু নাই, বা যে গুরুর আনুগত্য বা সেবা ত্যাগ করিয়াছে, সেই গুরু-বিমুখ বা গুরুত্যাগী ব্যক্তি অভক্ত বা অবৈষ্ণব। তাই যমরাজ বলিয়াছেন—

'হরি গুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্যান্' (বিষ্ণুপুরাণ)

শ্রীসনাতন টীকা—হরিরেব গুরুস্তদ্ বিমুখান্ অভক্তান্ এব প্রশাস্মি প্রকর্ষেণ দণ্ডং করোমি।

যমরাজ বলিতেছেন—হরিই গুরু। এজন্য যাহারা গুরুবিমুখ, তাহারাই হরিবিমুখ। আমি সেই গুরুবিমুখ অভক্তগণকে বিশেষভাবে দণ্ড দান করিয়া থাকি।

প্রশ্ন-গুরুত্যাগী অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শুনা কি উচিত?

উত্তর—কখনই না। শাস্ত্র বলেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

গুরুত্যাগী ব্যক্তি অবৈষ্ণব। তাহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিলে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হয়। সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধ যেমন প্রাণনাশক, গুরুত্যাগী খলের সঙ্গও

তদ্রূপ সর্ব্বনাশকর ও নরকপ্রাপক। বিষবৃক্ষ গঙ্গাতটে থাকিয়া গঙ্গাজলে পুষ্ট হইয়াও যেমন লোকের প্রাণ নাশ করে, গুরুদ্রোহী অবৈষ্ণবের সঙ্গও তদ্রূপ মারাত্মক ও ভক্তিনাশক।

প্রশ্ন—অসৎসঙ্গ কি ভীষণ সর্ব্বনাশকর ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। পরস্ত্রীসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত উভয়েই অসৎ। যে গুরুকে ত্যাগ করিয়াছে, সে কৃষ্ণকে পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছে। এজন্য গুরুত্যাগী ব্যক্তিমাত্রেই কৃষ্ণাভক্ত। গুরুর চরণে অপরাধ হইলে জীবের সংসার হয়, অর্থাৎ গুরুত্যাগী ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গী ও প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া পড়ে। শাস্ত্র বলেন—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

এজন্য সদ্গুরুচরণাশ্রিত সজ্জনমাত্রেই অসৎসঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করেন। কারণ অসৎসঙ্গ ত্যাগই সদ্গুরুচরণাশ্রিত বৈষ্ণবের আচার বা কৃত্য। আর বৈষ্ণব সাজিয়া অসৎসঙ্গ করাটা কদাচার বা অনাচার। শাস্ত্র বলেন—

'গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ।'

অসৎসঙ্গ ভীষণ মারাত্মক। অসৎসঙ্গ বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও বেশী বিপজ্জনক। কারণ বিষ খাইলে এক জন্ম নষ্ট হয়, কিন্তু অসৎসঙ্গ বহুজন্ম নষ্ট করিয়া থাকে। অসৎসঙ্গের ফলে জীব গুরুকৃষ্ণবিমুখ হইয়া বহু জন্ম কষ্ট পায়।

ঔষধের সঙ্গে কুপথ্য করিলে যেরূপ কোন উপকার হয় না, উপরন্তু অসুবিধাই হয়, তদ্রূপ অসৎসঙ্গ করিলে সৎসঙ্গ কার্য্যকরী ত' হয়ই না, উপরন্তু অসৎসঙ্গফলে জীবের গুরুকৃষ্ণে শ্রদ্ধাভক্তি শিথিল বা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার সর্ব্বনাশই হয়।

শাস্ত্র বলেন—

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।'

এইজন্য জগদ্গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও গাহিয়াছেন—

অহঙ্কার, অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসজ্জ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ—গেহ—পরিজন,
গুরুবাক্য পরম-মহত্ত্ব॥

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

প্রবাদ-বাক্যও আছে—

সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।

(স্বর্গ অর্থে বৈকুণ্ঠ)

প্রশ্ন—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিলে কি দেহ অপ্রাকৃত হয় ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

শ্রীগুরুং পরমানন্দং বন্দ আনন্দবিগ্রহম্।
যস্য সন্নতিমাত্রেণ চিদানন্দায়তে বপুঃ॥

পরমানন্দমূর্ত্তি, আনন্দবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা কর। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে আত্মনিবেদন করিলে দেহ অপ্রাকৃত হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

প্রশ্ন—ভক্তের নিষ্ঠা বা অনুরাগ কিরূপ হয় ?

উত্তর—গৌরপার্ষদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনু এইমত ভক্ত।
চাতক জলদ-গতি, এমতি একান্ত-রতি,
যেই জানে, সেই অনুরক্ত॥
সরোজ-ভ্রমর যেন, চকোর-চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এইমত প্রেমভক্তি-রীতি॥

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

প্রশ্ন—শাস্ত্র-বাক্যে কি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। 'শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসঃ'।

শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। শাস্ত্রে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা যাহার নাই, তাহার হরিভজনে অধিকার নাই।

'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী' (চৈঃ চঃ)—এই শাস্ত্র-উপদেশই তাহার প্রমাণ।

যাহার শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, তাহার গুরুতে, শ্রীনামে, শ্রীবিগ্রহে ও ভগবানে বিশ্বাস থাকিতেই পারে না। মহাপাপী লোকের শাস্ত্র, গুরু, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম—এইসব অপ্রাকৃত বস্তু বা ব্রহ্মবস্তুতে বিশ্বাস হয় না। মহাভাগ্য-ফলেই এই সব ঈশ্বর-বস্তুতে জীবের ঈশ্বরবুদ্ধি বা বিশ্বাস হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলেন—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

এখানে বৈষ্ণব অর্থে—নরব্রহ্ম বৈষ্ণবরাজ শ্রীগুরুদেব। স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থে—অতি অল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ মহাপাপী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা॥

প্রশ্ন—কে সুখী হইতে পারে?

উত্তর—অকিঞ্চন ভক্তই সুখে থাকেন। অকিঞ্চন অর্থে নিস্পৃহ, নিষ্কাম। নিষ্কাম ভক্তই চিরসুখী হইতে পারেন, অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু সকাম ব্যক্তি দুঃখ পায়।

তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলি অশান্ত॥
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ॥
(চৈঃ চঃ ম ২৪।১৭৬)

শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১১।৯।১) বলেন—

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্‌যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।
অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ॥

পরিগ্রহ অর্থে আসক্তি। অনিত্য প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তি দুঃখের কারণ। কিন্তু যিনি অকিঞ্চন অর্থাৎ নিস্পৃহ বা নিষ্কাম, তিনিই অনন্ত সুখ লাভ করেন।

চক্রবর্ত্তী-টীকা—যস্তু অকিঞ্চনো নিস্পৃহঃ, স এব বিদ্বান্ অনন্তং সুখমাপ্নোতি।

জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

শরণাগতঃ স্বস্থঃ শেতে নিশ্চিন্তস্তিষ্ঠতি সুখী স্যাৎ।

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরমসুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে॥
সম্পদে, বিপদে, জীবনে, মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও-পদ-বরণে॥

শাস্ত্র আরও বলেন—

অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয়, নহে বিদ্যা, ধনে॥

গৌরপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজ মন্দিরে বা
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা।
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি
শ্রীকৃষ্ণভজনমৃতে ন সুখং কদাপি॥

গৃহেই থাকি বা বৃন্দাবনেই থাকি, জেলেই থাকি বা রাজাই হই, ইন্দ্রই হই বা নরকেই থাকি, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনা কোথায়ও সুখ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥
(ভাঃ ৮।৩।২০)

চক্রবর্ত্তী-টীকা—শরণাগতাঃ ভক্তাঃ কথং কিঞ্চিদপি ন বাঞ্ছন্তি? কারণ শরণাগত ভক্তগণ ভগবৎপ্রপত্তি-মহাসম্পত্ত্যৈব পরিপূর্ণাঃ তেষাং সুখং সর্ব্বতোহপি অধিক-মিত্যাহ অত্যদ্ভুতং ইত্যাদি।

প্রশ্ন—নিজেকে গুরু বা বৈষ্ণব মনে করা কি অন্যায় ও অপরাধ ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীগুরুগোবিন্দের সেবক হইয়া সেবক অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজেকে গুরু বা বৈষ্ণব মনে করা অন্যায়, অপরাধ, অভক্তি বা দাম্ভিকতা। সদ্‌গুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণব কখন নিজেকে গুরু বা বৈষ্ণব মনে করেন না। গুরুব্রুব বা বৈষ্ণবব্রুবগণই নিজেকে গুরু বা বৈষ্ণব মনে করিয়া নরকগামী হয়।

তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

গুরুদেব !
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব,
গুরু অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল-রেণু,
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥
আমি ত বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দুষিবে,
হইব নিরয়গামী॥

প্রশ্ন—হরিনাম জপ করিলে কি সব রোগই দূর হয় ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে বলিয়াছেন—

ন শাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নান্যৌষধৈরপি।
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ॥

টীকা—হেয়ং ত্যাজ্যং।

শাস্ত্র আরও বলেন—

অচ্যুতানন্দ-গোবিন্দনামোচ্চারণভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক শ্রীমধুসূদনে।
সর্ব্বরোগ নাশ করে শ্রীনামকীর্ত্তনে॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রবর্ত্তিত মহদাদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক প্রতি তিন বৎসর অন্তর শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা অনুষ্ঠান করিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখবিধানার্থ ষোলক্রোশব্যাপী শ্রীগৌরধাম—নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমাও বিপুল সমারোহের সহিত বহু লোকজন লইয়া প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি প্রত্যব্দই সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—পরিক্রমা-দ্বারা সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস (চৈঃ চঃ ম ২২।১২৫) বা ব্রজে বাস (চৈঃ চঃ ম ২৪।১৯৭) ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ যাজিত হইবার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকের 'ক্রমসন্দর্ভ' টীকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুগমন এবং ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানে গমনাদি ক্রিয়াও পাদসেবনাখ্য ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিবে। যেহেতু গঙ্গাদি পবিত্র তীর্থসমূহ ভগবানেরই পরিকরস্বরূপ। গঙ্গাদির পরম ভাগবতত্ব বলিয়া তাঁহাদের সেবাদি মহতের (তদীয় অর্থাৎ বৈষ্ণব বা সাধুর) সেবাতেই পর্য্যবসিত হয়। তুলসীসেবাও তদীয় অর্থাৎ মহৎ বা বৈষ্ণবসেবারই অন্তর্গত। অতএব মহতের (বৈষ্ণব বা ভক্তের) সেবনের ন্যায় গঙ্গাদির সেবাও ভক্তির কারণ।"

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥" —[অর্থাৎ "একই জাতীয় বাসনা দ্বারা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে।"]

"শ্রদ্ধা-বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে। নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥"—[অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিশেষ হইতে শ্রীমূর্ত্তির পদসেবায় প্রীতি, নামসংকীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে স্থিতি।"]

—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ সাধনভক্তিলহরী

শ্রীশ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদোক্ত মুখ্য-সাধনপঞ্চকজ্ঞাপক উক্ত শ্লোকদ্বয় মধ্যে 'শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ' এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'অনুভাষ্যে' এইরূপ লিখিতেছেন :— "শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে অবস্থিতিঃ—কৃষ্ণবসতিস্থলে অবস্থানম্ ;—শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমৌ চিন্তামণিজ্ঞানং, তদেব মথুরাবাসঃ ইতি শ্রীমন্ নরোত্তমপ্রভুচরণৈঃ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং নির্ণীতম্। শ্রীগৌরবিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরাদিধামবাসঃ শ্রীক্ষেত্র-দাক্ষিণাত্য-ব্রজমণ্ডলাদি ধামবাসশ্চ মথুরাবাসেন সহ অভিন্নো জ্ঞেয়ঃ। তদ্ভেদবাদিনাং তথাকথিত মথুরাবাসোঽপি প্রাকৃতভোগময়ঃ অধোগতিপ্রদশ্চেতি।"

অর্থাৎ 'শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি' বলিতে কৃষ্ণবসতিস্থলে অবস্থান ;—শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমিতে চিন্তামণিজ্ঞান, তাহাই মথুরাবাস। ইহাই শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীগৌরবিলাসক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরাদি ধামবাস, শ্রীক্ষেত্র-দাক্ষিণাত্য-ব্রজমণ্ডলাদি ধামবাসও মথুরাবাসের সহিত অভিন্ন জানিতে হইবে। যাঁহারা উক্ত শ্রীক্ষেত্রাদিকে মথুরার সহিত পৃথক্ বিচার করেন, তাঁহাদের তথাকথিত মথুরাবাসও প্রাকৃত ভোগময় অধোগতিপ্রদ হইয়া পড়িবে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—"শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—"গৌড়ব্রজবনে ভেদ না হেরিব, হইব বরজবাসী। ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'তদীয়-সেবন' ভক্ত্যঙ্গ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

তদীয়—তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।১২২

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে (১৬শ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—সেই একমাত্র পরমতত্ত্ব তাঁহার স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিপ্রকারে অবস্থিত। দৃষ্টান্ত-দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন—যেমন সূর্য্য, তাহার অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজঃসদৃশ মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত কিরণ এবং তাহার প্রতিচ্ছবি—এই চারিপ্রকার। দুর্ঘটঘটকত্বই অচিন্ত্যত্ব। সেই অচিন্ত্যশক্তি তিনপ্রকার, যথা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিপ্রভাবে পূর্ণ স্বরূপ-বিগ্রহ এবং সেই স্বরূপবৈভবরূপে বৈকুণ্ঠ-গোলোক প্রভৃতি চিদ্ধাম, তটস্থা-শক্তি-প্রভাবে কিরণস্থানীয় চিন্ময় শুদ্ধজীববিগ্রহ এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-প্রভাবে প্রতিচ্ছবিগত বহিরঙ্গ-বৈভব জড়প্রধান। বহিরঙ্গা হইলেও তটস্থশক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার ক্ষমতা এই শক্তিতে ন্যস্ত। তজ্জন্য দুর্বল মায়াবশযোগ্য জীবের বদ্ধাবস্থা আসিয়া যায়। চিৎ সান্নিধ্যক্রমে জীব স্বস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, এই জন্য শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-কথারঙ্গে শ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলা-স্থানসমূহ ভ্রমণ বা পরিক্রমার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পরিক্রমাকে পরিক্রম বা পরিক্রমণও বলা হয়। ইহার অর্থ—প্রদক্ষিণীকরণ। শ্রীভগবানের চিন্ময় নামরূপগুণলীলাতে অনুরক্ত বা আসক্ত হওয়াই তাঁহার চিদ্ধাম পরিক্রমার উদ্দেশ্য। ভক্তগণসঙ্গে শ্রীধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে ধামভ্রমণেই সেই মহদুদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সাধারণতঃ শ্রীভগবৎপার্ষদগণের আবির্ভাব ও লীলা-স্থানসমূহকে 'শ্রীপাট' এবং শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও লীলাস্থানসমূহকে 'শ্রীধাম' বলা হয়। বস্তুতঃ শ্রীভগবান ও তাঁহার ভক্তগণের লীলাস্থান প্রপঞ্চে অবতরণ করিলেও তাহা কখনও প্রাপঞ্চিক স্থান বিশেষ নহেন। কিন্তু 'চর্ম্মচক্ষে দেখে যেন প্রপঞ্চের সম।' শ্রীভগবান্ যেমন

অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বস্তু, কখনও প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন. তাঁহার ভক্ত ও তাঁহাদের অধ্যুষিত স্থান বা শ্রীধামও তদ্রূপ অধোক্ষজ। একমাত্র সাধুভক্ত-কৃপালব্ধ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই তাঁহারা অনুভবযোগ্য হইয়া থাকেন। এজন্য ভগবদনুরক্ত ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গে ভগবৎকথারঙ্গে ভগবদ্ধাম পরিক্রমা করিতে পারিলেই প্রকৃত ধাম-ভ্রমণের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। নতুবা সাধারণ দেশ-পর্য্যটনের ন্যায় কেবল অর্থ, স্বাস্থ্য ও সময় ক্ষয় ব্যতীত বিশেষ কিছু লভ্য হয় না। ঐরূপ তীর্থপর্য্যটনকে লক্ষ্য করিয়াই 'তীর্থযাত্রা পরিশ্রম' প্রভৃতি উক্তি মহাজনগণের লেখনীপ্রসূতা হইয়াছে।

পরমারাধ্য পরাৎপর গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার একটি গীতিতে জানাইয়াছেন—তীর্থ-ভ্রমণের সার্থকতা—সাধুসঙ্গ-লাভ এবং সেই সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-সৌভাগ্য-প্রাপ্তি—

"তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াতীর্থে শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের দর্শন-লাভকেই তাঁহার গয়াযাত্রার সার্থকতা বলিয়া জানাইয়াছিলেন—

"প্রভু বলে—গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৫০

সুতরাং ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত তীর্থযাত্রা ভক্ত্যঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত হয় না। 'যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'—এইরূপ উত্তম ভক্তের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণের তিনটি আবাস-স্থান,—অন্তরাবাস বা অন্তঃপুর—গোলোক, মধ্যমাবাস—পরব্যোম এবং বাহ্যাবাস—দেবীধাম। শ্রীব্রহ্মা তাঁহার স্তবে বলিয়াছেন—

"গোলোকনাম্নি নিজধাম্নিতলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—ব্রঃ সং ৪৩

অর্থাৎ "দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্ব্বোপরি গোলোকনামা নিজধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠের বহির্ম্মণ্ডল—জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম, তাহার বাহিরে কারণবারিধি বৈকুণ্ঠকে বেষ্টন করিয়া আছেন। অচিজ্জগৎ দেবীধাম ও চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠের মধ্যবর্ত্তি স্থলকে কারণ-সমুদ্র বলা হইয়াছে। চিজ্জগৎ কারণ শূন্য। কারণাব্ধিশায়ী আদি পুরুষ—যিনি পর-ব্যোমস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহান্তর্গত সংকর্ষণাংশ, তিনি—কারণাব্ধির বাহিরে অসংস্পৃষ্ট ভাবে অবস্থিতা ছায়ারূপা মায়া-শক্তির প্রতি দূর হইতে ঈক্ষণ বা দৃষ্টিপাত করেন। শ্রীরমা দেবী তাঁহার সেই ঈক্ষণ-কার্য্য বহন করিয়া তাঁহার ছায়ারূপিণী মায়াতে সংযোগ করেন। ভগবদীক্ষণ মায়াতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই মায়া ক্রিয়াবতী হইয়া চরাচর জগৎ প্রসব করেন। এজন্য শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"। (ব্রহ্মসংহিতায় বিস্তারিত বিচার দ্রষ্টব্য।) কারণবারিধির চিন্ময়জলের এককণাই পতিতপাবনী গঙ্গা (চৈঃ চঃ আদি ৫।৫৪)।

বিরজার পরপারস্থ সর্ব্বোর্দ্ধ কৃষ্ণলোক গোলোকের নিম্নে হরিধাম বৈকুণ্ঠ, তন্নিম্নে মহেশধাম; এই মহেশ-ধামের উন্নতার্দ্ধ শ্রীবিষ্ণুকোটি জ্যোতির্ম্ময় সদাশিবের স্থান, নিম্নার্দ্ধ নীললোহিতাদি একাদশ প্রলয়কারী রুদ্রের স্থান, ইহা তমোময়। কৃষ্ণলোক গোলোকই গোকুল, মথুরা ও দ্বারাবতী বা দ্বারকা—এই তিনলোক রূপে অবস্থিত। এই লোকত্রয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদাই প্রেমক্রীড়ারত। রসতারতম্য অনুসারে ঐ সমস্ত ক্রীড়ায় ক্রমোৎকর্ষ বিচারিত হইয়া থাকে।

শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—এই পঞ্চ মুখ্যরস এবং হাস্য-অদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র-ভয়ানক-বীভৎস—এই সপ্ত গৌণরস। কৃষ্ণ এই দ্বাদশরসের মূর্ত্ত বিগ্রহ—অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি। ইষ্টনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের লক্ষণ হইলেও ইহাতে নৈরপেক্ষ্য থাকায় শান্তরসের ঐগুণের সহিত দাস্যের মমতা যুক্ত হইয়া দাস্যরসাশ্রিত ভক্তের উৎকর্ষ জ্ঞাপিত হইয়াছে। আবার ঐ শান্তদাস্যের গুণসহ

সখ্যের বিশ্রম্ভ (দৃঢ়বিশ্বাস) ও সম্ভ্রমরাহিত্য যুক্ত হইয়া সখ্যের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। শান্ত-দাস্য-সখ্যরসাশ্রিত ভক্তের তত্তদ্‌গুণসহ বাৎসল্যের স্নেহাধিক্যবশতঃ কৃষ্ণে লাল্যপাল্যভাব সমৃদ্ধ হইয়া বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। অবশেষে শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য রসের আশ্রয়বিগ্রহগণের যাবতীয় গুণসহ মধুররসের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যে সঙ্কোচরাহিত্য বলিয়া একটি পরমোপাদেয় ভাব সম্মিলিত হওয়ায় মধুররস বা শৃঙ্গাররসের মাধুর্য্য সর্ব্বাধিক চমৎকারিতাপ্রদ হইয়াছে। এই মধুররসের স্বকীয় ও পারকীয় ভেদে দুইপ্রকার অবস্থিতি। কৃষ্ণকে বিবাহিত পতিজ্ঞানে মধুররসোদয় হইলে তাহাকে স্বকীয় মধুররস বলে, আর তাঁহাকে উপপতিজ্ঞানে মধুররসোদয় হইলে তাহাকে পারকীয় মধুররস বলা হয়। বস্তুতঃ শ্রীরাধিকা ও তাঁহার অনুচরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎস্বরূপ-শক্তি ও তচ্ছক্তিপরিকর ব্যতীত আর কেহই নহেন, তথাপি অপ্রাকৃত রসবিশেষ-ভাবনাচতুর রসজ্ঞ ভক্তগণ পারকীয়ভাবে কৃষ্ণের উল্লাসাধিক্য বিচার করতঃ পারকীয় ভাবাশ্রয়ে কৃষ্ণসুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু 'ব্রজ' ব্যতীত এই রসবিশেষের অন্য কুত্রাপি স্থিতি নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদগণের সিদ্ধান্ত—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবিহার নিত্য। অন্তরবাস বা অন্তঃপুরস্বরূপ নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিত্য অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠই ব্রজ। শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চাবতারে ভৌমব্রজে যেমন নিত্যরাসাদিক লীলা হইয়াছে; নিত্যধাম গোলোকান্তঃপুর ব্রজেও তদ্রূপ লীলার নিতান্ত রহিয়াছে। সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরের "অষ্টাবিংশচতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। **ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥**" (চৈঃ চঃ আ ৩।১০) —এই বাক্যে 'ব্রজের সহিতে' এই শব্দ-দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, নিত্য গোলোকধামে 'ব্রজ' নামক একটি নিত্য চিন্ময় অন্তঃপুর থাকিয়া তথায় চিন্ময় পারকীয় রসের নিত্য আস্বাদন-চমৎকারিতা আছে। তাহাই কৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ করাইয়া স্বীয় নিত্য চিন্ময় পরিকরগণের সহিত সেই ব্রজের নির্ম্মল পারকীয় রস স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছেন এবং প্রকটব্রজে অপ্রকট ব্রজের সেই লীলা-বৈচিত্র্য স্বীয় নিত্যসিদ্ধ লীলা-পরিকরগণকেও আস্বাদন-সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুররস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া রূপে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৪৪, ৪৬-৪৭

(বিস্তৃতবিচার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে দ্রষ্টব্য।)

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ কেবল ব্রজেই অবস্থান করেন। শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' নাটক-সম্পর্কে উপদেশ করিতেছেন—

"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥"

—চৈঃ চঃ অ ১।৬৬

যামল-বাক্যও ঐরূপ যথা—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥

অর্থাৎ "যদুকুমার কৃষ্ণ—বাসুদেবতত্ত্ব, অতএব তিনি গোপেন্দ্রনন্দন হইতে পৃথক্। তিনিই মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করেন। যিনি গোপেন্দ্রনন্দন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও যান না।" ঐ চৈঃ চঃ অ ১।৬৭

অথচ কৃষ্ণ এক বই দুইটি বা দশটি নহেন। সেই এক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই রস-তারতম্যে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলাদিতে লীলাবিলাস করিয়াছেন।

কৃষ্ণের যত প্রকার লীলা-বৈচিত্র্য আছে, তন্মধ্যে ব্রজে নরলীলাই সর্ব্বোত্তম। তাঁহার সেই গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর রূপমাধুর্য্যের এক কণাই ত্রিভুবনকে ডুবাইয়া দিতে পারে, তত্রত্য সকল প্রাণীকেই আকর্ষণ করে :—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা,　　　সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।

গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপরতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২১।১০১-১০৩

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—তাঁহার চিচ্ছক্তি নামক যোগমায়ার সঙ্গিনী সন্ধিনীগত বিশুদ্ধসত্ত্ব তত্ত্বের পরিণাম-স্বরূপ।"

নিত্যলীলায় ঐরূপে লীলা আছে, তাহাই প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছেন। এই নরলীলা পূর্ব্বে ছিল না, মাত্র ১২৫ বৎসরের জন্য ভৌমব্রজে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা নহে। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে এইলীলা প্রপঞ্চাতীত গোলোকে এবং প্রপঞ্চাবতীর্ণ গোলোকে যুগপৎ বিদ্যমানা।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিতেছেন—

"কৃষ্ণের গোকুললীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোম-লীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার-লীলা, মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, ব্রহ্ম-শিবাদি গুণাবতার-লীলা, পৃথু-ব্যাসাদি আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ-পরমাত্মাদি লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্ত ক্রীড়াময় ভগবানের খেলা-সমূহের মধ্যে, তারতম্য বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ—নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মল-বিশিষ্ট নহে।" —চৈঃ চঃ ম ২১।১০১ অনুভাষ্য

"গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিনলোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি ॥
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২১।৯১-৯২

উহার অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"গোলোকে প্রকোষ্ঠত্রয়—(১) গোকুল, (২) মথুরা, (৩) দ্বারকা। কৃষ্ণলীলার প্রকোষ্ঠত্রয়ের ন্যায় গৌর-লীলাতেও অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যময় প্রকোষ্ঠত্রয় আছে—(১) নবদ্বীপমণ্ডল, (২) শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল (দাক্ষিণাত্যও শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত) ও (৩) ব্রজমণ্ডল।"

—ঐ চৈঃ চঃ ম ২১।৯১ অনুভাষ্য

পরমারাধ্য শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার উপদেশামৃতের ৮ম শ্লোকে উপদেশ-সার স্বরূপে লিখিলেন—

"তন্নাম-রূপ-চরিতাদি সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা-মনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥"

[শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার 'পীযূষবর্ষিণী' বৃত্তিতে লিখিয়াছেন—"এই অষ্টমশ্লোকে ভজন-প্রণালী ও স্থানের ব্যবস্থা। ক্রমোন্নতি প্রণালীতে নৈরন্তর্য্য সাধনাভিপ্রায়ে নাম-রূপ-চরিতাদির সুন্দর কীর্ত্তন ও স্মরণবিধি-যোগে রসনা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া ব্রজে বাস পূর্ব্বক ব্রজ-রসানুরাগিজনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে। এই মানস-সেবায় মানসে ব্রজবাসেরই প্রয়োজনীয়তা।"

অতঃপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন-স্থান নির্দ্দেশার্থ বলিতেছেন—

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥"

শ্রীউপদেশামৃতের উক্ত ৯ম শ্লোকের 'পীযূষবর্ষিণীবৃত্তি'তে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"ভজনস্থান মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা নবম শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। কৃষ্ণজন্মনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরম-ব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা। মথুরামণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসবনিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের

নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবননিবন্ধন তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? তথায় স্থূলদেহে ও লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করতঃ পূর্ব্বোক্ত (৮ম সংখ্যা) ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।" —(ক্রমশঃ)

কলিকাতা মঠে বার্ষিক উৎসব

আগামী ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী বুধবার হইতে ৭ মাঘ, ২১ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইবে। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০টায় ধর্ম্মসভা হইবে এবং ২১ জানুয়ারী শ্রীবিগ্রহগণ রথারোহণে নগর ভ্রমণ করিবেন।

নিবেদন

কলিকাতার প্রেসকর্ম্মচারীগণের সাধারণ ধর্ম্মঘটবশতঃ পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যা দুই ফর্ম্মা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইতে পারিয়াছে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

—সম্পাদক

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

মাঘ ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪১৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় -২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১২শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৭৯। ১১ মাধব, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, সোমবার ; ২৯ জানুয়ারী ১৯৭৩। { ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৪২ পৃষ্ঠার পর)

পঃ—স্মার্ত্তেরা কি বিষ্ণুপূজা করেন?

প্রভুপাদ—স্মার্ত্তের বিষ্ণুপূজা গণেশ-সূর্য্য-শক্তি-পূজারই একটা রূপান্তর। তাতে বিষ্ণুর পরম পদের পূজা হয় না। বিষ্ণুকে পঞ্চদেবতার অন্যতম করে যে পূজা, তা'তে বিষ্ণুর অসমোর্দ্ধ-পদকে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সমান করে ফেলা হয়—বিষ্ণুকে ইতর-দেব-পর্য্যায়ে গণনা করা হয়।

মহাপ্রভু বলেছেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান করে দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

কবিরাজ গোস্বামী "পাষণ্ডী-হিন্দুর" কথা বলেছেন (চৈঃ চঃ আদি ১৭।২০৩)। তাঁরা কৃষ্ণ নামকেই একমাত্র 'সাধ্য' ও 'সাধন' বলে বিচার করেন না, কৃষ্ণকে অন্য দেবতার সহিত ও কৃষ্ণনামকে যোগ-তপস্যা-ধ্যান-ব্রতাদি ইতর সাধনের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন—

"কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে 'পাষণ্ডী', দণ্ডে তারে যম॥"

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হতে যে অমূল্য বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-গ্রন্থটি উদ্ধার করে জগতে প্রদান করেছেন, সেই "ব্রহ্ম-সংহিতা" গ্রন্থে এ সকল কথার খুব বিচার আছে। পঞ্চো-পাসনায় যে বিষ্ণু-পূজা, তাতে বিষ্ণুর সন্তোষ নাই, সেটা দেবতা-পূজা মাত্র ; সুতরাং অবৈধ।

পঃ—অবৈধ বলেছেন কেন?

প্রভুপাদ—গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ই একে অবৈধ বলেছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

পঃ—অবৈধ হলে ত' তাতে কৃষ্ণেরই পূজা হয়।

প্রভুপাদ—কৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত ত্রিদল বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট্ ; সুতরাং তাঁর ভোগে কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁর পূজা সকলেই কচ্ছে, কিন্তু অবিধি-পূর্ব্বক পূজা হলে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁরা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা কচ্ছেন, তাঁরাও কৃষ্ণেরই ছায়া-শক্তির পূজা কচ্ছেন ; কারণ কৃষ্ণ হতে কারো স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হয়ে যাওয়ায়, তাঁদের স্বরূপ-জ্ঞান হচ্ছে না —সম্বন্ধজ্ঞান বিকশিত হচ্ছে না, যেদিন সম্বন্ধ-জ্ঞান হবে,

সেদিন জান্‌তে পারবে—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু—জীব মাত্রেই কৃষ্ণের নিত্যদাস—কৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

পঃ—ব্রহ্মসংহিতায় কি বিচার আছে বল্‌ছিলেন ?

প্রভুপাদ—ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চোপাসনাকে নিরাস করেছেন। সর্ব্বেশ্বর-কৃষ্ণের ভজনই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর কিঙ্কর। গোবিন্দের আদেশ বহনই তাঁদের কার্য্য। যাঁরা দেবতাগণকে "বিষ্ণুর কিঙ্কর" না জেনে বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর বলে কল্পনা করেন, তাঁরা কোনকালে মুক্ত হতে পারেন না। ব্রহ্মসংহিতায় এই পাঁচটি শ্লোকে পঞ্চদেবতার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে—

"যচ্চক্ষুরেষসবিতা সকল-গ্রহাণাং
রাজা সমস্ত-সুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

[গ্রহসকলের রাজা, অশেষতেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তি সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য জগতের চক্ষু স্বরূপ। তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

"যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

[গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তৎকার্য্যকালে শক্তি লাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

"সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

[স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

"ক্ষীরং যথা দধি বিকার-বিশেষ-যোগাৎ
সংজায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

[দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্য বশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥]

"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

[একটি প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্যবর্ত্তি বা বাতিগত হইয়া বিবৃত (বিস্তার) হেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্জ্বলিত হয়, যিনি সেইরূপে চরিষ্ণুভাবে প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

পঃ—কৃষ্ণে ও বিষ্ণুতে পার্থক্য কি ?

প্রভুপাদ—কৃষ্ণ যে স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ ; উভয়েরই শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপতা আছে। বিষ্ণু বিবৃত-হেতু অর্থাৎ প্রকটিত হেতুরূপে কৃষ্ণের সহিত সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট, মূলহেতুরূপ কৃষ্ণের স্বীয় প্রকরণ রূপই বিষ্ণু। কৃষ্ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর বিলাস-মূর্ত্তি-নারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক গুণরূপে পূর্ণভাবে রয়েছে। বিষ্ণু হতেও চারিটী গুণ অধিকরূপে এবং নারায়ণের ষাটটি গুণ অত্যদ্ভুতরূপে শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ মূলদীপ স্বরূপ; তাঁহা হ'তেই অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। মহাদীপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি হতে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী এবং রামাদি—স্বাংশ অবতার সকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তিগত দীপ-স্বরূপ।

পঃ—বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য কি ?

প্রভুপাদ—সবিশেষ-বিষ্ণূপাসকই বৈষ্ণব, আর নির্গুণ বিষ্ণূপাসকই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও বিষ্ণু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাবত্রয়। ব্রহ্মজ্ঞের নাম "ব্রাহ্মণ" এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নাম "বৈষ্ণব"। পূর্ণাবির্ভাব-তত্ত্ব—ভগবান্ এবং অসম্যগাবির্ভাব-তত্ত্ব—ব্রহ্ম, সুতরাং সম্বন্ধ-জ্ঞানময় ব্রাহ্মণই

ভজন করে বৈষ্ণব হতে পারেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচ প্রকার সগুণ উপাসনা কল্পনা করে থাকেন, সেটা অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের নির্দ্দেশক নয়। বিবর্ত্তবাদী "ব্রাহ্মণ" অভিমান ক'রতে গিয়ে সকাম অনুভূতিতেই ব্রাহ্মণতা আবদ্ধ স্থির করেন; কিন্তু জীবের স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞতা ধর্ম্মই নিত্য বর্ত্তমান। বিষ্ণুর কৃপায় মায়াবাদের হাত হতে নিস্তার পেলেই ব্রাহ্মণ "অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ" বা বৈষ্ণব হতে পারেন। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তি-সন্দর্ভে ব্যাসের বাক্য উদ্ধার করে বলেছেন—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকোবিশিষ্যতে॥"

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ-কোটী-ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

পঃ—বৈষ্ণবেরাও কি ব্রাহ্মণ?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ; উপরের শ্লোকেই ত' শুনলেন ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্ব্বনিম্ন সোপান। "বৈষ্ণবতা" ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন এক লক্ষ টাকা যাঁর আছে, তাঁর সহস্র টাকাও আছে, সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনিও 'ব্রাহ্মণ'—বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।

পঃ—বর্ত্তমানে ত'সেরূপ বিচার কেউ করে না, বৈষ্ণব বল্‌লেই যেন লোকে অন্য কি রকম ভেবে থাকে।

প্রভুপাদ—এ সকল বিচার লোকে ভুলে গিয়েছে বলেই এবং বৈষ্ণবতার সর্ব্বোচ্চাসন আলোচনা ও আচার-প্রচারের অভাবে জগতে হেয় বলে প্রতিপন্ন হয়েছে বলেই ভগবদিচ্ছায় গৌড়ীয় মঠের আবির্ভাব। ব্রাহ্মণতা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে যে সকল মনুষ্য, 'বৈষ্ণবের দাস্যই জীবের ধর্ম্ম' ইহা ভুলে যাঁরা ক্ষাত্র, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ-বৃত্তিতে ধাবিত হচ্ছে, সেই সকল মনুষ্যকে ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে পুনরায় উদ্বোধন কর্‌বার জন্য—দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনঃসংস্থাপন কর্‌বার জন্যই গৌড়ীয় মঠ প্রস্তুত হয়েছেন। গৌড়ীয় মঠ True face of (প্রকৃত বা দৈব) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম re-establish (পুনঃসংস্থাপন) কচ্ছেন। মহাপ্রভু বলেছেন,—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই 'গুরু' হয়॥"

'অব্রাহ্মণ' কখনও গুরু হতে পারেন না। "গুরু" মানেই—'ব্রাহ্মণ'। যিনি শোক করেন, কিংবা যিনি ইতর চেষ্টায় ধাবিত, তিনি "গুরু" নহেন। লোকে পরিচিত থাকুন 'শূদ্র' বলে, 'সন্ন্যাসী' বলে, তথাপি তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হলে 'ব্রাহ্মণ'—'গুরু'। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অর্থাৎ অদ্বয়-জ্ঞানের পূর্ণ-প্রতীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁতে আনুষঙ্গিকভাবে 'ব্রহ্মজ্ঞতা' আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এসব কথার বিচার আছে,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলেছেন,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যো ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" শমাদি গুণ দর্শন করে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল সেটাই নিয়ম নহে। ইহা প্রতিপাদন কর্‌বার জন্যই ভাগবত 'যস্য যল্লক্ষণম্' শ্লোকের অবতারণা কচ্ছেন। যদি শৌক্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্র ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাহার 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা নাই—এরূপ ব্যক্তিতে শমাদি গুণ দেখা যায়, তা' হ'লে তাঁ'কে জাতি-নিমিত্তে বাধ্য না করে লক্ষণ দ্বারা অবশ্য তাঁর বর্ণ নিরূপণ কর্ত্তে হবে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হতে হবে।

অদ্বৈতাচার্য্য যে সময়ে নদীয়ায় বাস করতেন, সেসময় সেখানে অসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। নবদ্বীপে মিশ্র, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্যের অভাব ছিল না, তার সাক্ষ্য আমরা চৈতন্যভাগবতের মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু আচার্য্যের অগ্রণী অদ্বৈতপ্রভু তাঁর পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান কর্‌বার মত একটীও প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজে পেলেন

না। শেষে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করে পিতৃ-পুরুষের সম্মান করলেন, আর হরিদাসকে বললেন,—'তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন'।

পঃ—কিন্তু বর্ত্তমানকালে আপনাদের বৈষ্ণব-সমাজে এরূপ আচার নাই কেন?

প্রভুপাদ—সবই কাল-প্রভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। মহাপ্রভু যে সকল শিক্ষা দিয়েছিলেন, আজকাল তা' কিরূপ বিকৃত হয়ে পড়েছে। আজকাল ধর্মের নামে ব্যবসায়, ব্যভিচার, কপটতা, লোক-ঠকানটাই "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" বলে বাজারে চলছে। এ সকল সত্য কথা বলতে গিয়ে এককালে শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন, এমন কি ঠাকুর বৃন্দাবনের আরাধ্যদেব স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু পর্য্যন্ত কিরূপ নির্য্যাতিত হবার লীলা প্রকাশ করেছিলেন, তার আভাস আমরা ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতেই দেখতে পাই। লেখার ভিতরে সব কথা বিস্তৃতরূপে—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে থাকে না, অনেক সময় অনেক ঘটনার ভিতরে কতকগুলার কিছু কিছু আভাসমাত্র থাকে। নিত্যানন্দ প্রভু এসব কথা প্রচার করেছিলেন বলে নিত্যানন্দকে নিন্দা করবার পর্য্যন্ত লোকের অভাব ছিল না। তাই প্রতি কথায় কথায় ঠাকুর বৃন্দাবনকে বলতে হয়েছিল—

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥"

কতদূর নির্য্যাতিত হওয়ার পর ঠাকুর বৃন্দাবনকে চৈতন্যচরিত লিখতে গিয়ে গ্রন্থমধ্যে লিখতে হয়েছিল,—"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য" "শ্বপাকমিব নেক্ষেত" ইত্যাদি; এমন কি ঐ সকল লোক ঠাকুর বৃন্দাবনের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অমূলক গল্প রচনা করেছিল। ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হলেও ভগবদ্ভক্তগণ তাঁকে ব্রাহ্মণের গুরু-বিচারে সম্মান করতেন; তাই যদুনন্দন আচার্য্য, রামানন্দ বসু প্রভৃতি অতি সম্ভ্রান্তকুলে উদ্ভূত পুরুষগণও হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্তে কুণ্ঠিত হন নাই—অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান কর্তে—শান্তিপুরে নিজগৃহে হরিদাসের সঙ্গে একপঙ্‌ক্তিতে মহাপ্রভুর প্রসাদভোজন করতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই। মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাসের নির্য্যাণকালে হরিদাসকে কোলে করে নৃত্য করেছিলেন, সকল ভক্তকে হরিদাসের পাদোদক পান করিয়েছিলেন। যাদের এসব আচরণ দেখ্‌বার চোখ নাই, তারাই বৈষ্ণবকে অব্রাহ্মণ-জ্ঞানে বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করে স্ব স্ব নরকের পথ পরিষ্কার কচ্ছে।

পঃ—আপনি যে সকল কথা প্রচার কচ্ছেন, এতে অনেক লোকের কুসংস্কার দূর হবে—বৈষ্ণব-জগতে অশেষ কল্যাণ হবে।

প্রভুপাদ—মহাপ্রভুর কথায় সমস্ত জগতের কল্যাণ হতে পারে, কারণ ইহা দোলো কথা নহে—এতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নাই। সকল জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিধা যাতে হতে পারে, সবচেয়ে বড় স্বার্থ যাতে লাভ হতে পারে, সেরূপ কথা।

পঃ—আপনার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত এবং স্তম্ভিত হলাম।

প্রভুপাদ—এ আমাদের কিছু নয়। আমাদের ব্যক্তি-গত কোন যোগ্যতা নাই—ইহা সব গুরুদেবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ হতে ব্রহ্মা-নারদ-ব্যাস-শুকদেব দিয়ে আমার গুরুদেব পর্য্যন্ত যে সনাতন সত্যের কথা নেবে এসেছে, সেই কথাগুলিরই আমি কীর্ত্তনকারী মাত্র।

এইরূপ নানাবিধ হরিকথা হইবার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কতিপয় সেবক প্রভুপাদের সম্পাদিত "হার্ম্মনিষ্ট" বা 'সজ্জন-তোষণী পত্রিকা' 'গৌড়ীয়' এবং গৌড়ীয় মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য-বিষয়ক কয়েকটী পুস্তিকা প্রদান করিলেন। প্রভুপাদের সম্মুখেই শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ৩য় সংস্করণ গ্রন্থখানা ছিল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই গ্রন্থখানি লইয়া কিছুকাল দেখিতে থাকিলেন এবং তিনি সেই গ্রন্থখানি পড়িবার জন্য তাঁহার গৃহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সেই গ্রন্থখানি দেওয়া হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভুপাদের প্রকোষ্ঠ হইতে নিম্নে

অবতরণ করিয়া কিছু প্রসাদ সেবন ও ভগবদ্দর্শন করিবার পর মোটরযানে স্বীয় গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যাইবার কালে তিনি বলিয়া গেলেন, যেন ভবিষ্যতে তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের নিকট এ সব বিষয়ের আলোচনা পুনরায় শ্রবণ করিতে পারেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

আম্নায় কাহাকে বলে?

"আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরা-প্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ॥

বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা-নাম্নী শ্রুতিসকলকে 'আম্নায়' বলা যায়।"

"আম্নায়"-শব্দের মুখ্যার্থ—বেদ, যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্রহ্মসম্প্রদায় নামক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরু-পরম্পরা প্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নামই—আম্নায় (আ-ম্না-ঘঞ্)। যে সকল লোক "পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ" ইত্যাদি বাক্য-ক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত পাষণ্ডমত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধ-প্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা' ২য় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাসার

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র এই দশটি তত্ত্ব জীবগণকে উপদেশ করিতেছেন,—

(১) আম্নায়-বাক্যই প্রধান প্রমাণ; তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টী সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে।
(২) কৃষ্ণ-স্বরূপ হরিই জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব।
(৩) তিনিই সর্বশক্তিমান্।
(৪) তিনিই অখিল-রসামৃত-সমুদ্র।
(৫) জীবসকল শ্রীহরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব।
(৬) তটস্থগঠন বশতঃ জীবসকল—বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কর্তৃক কবলিত।
(৭) তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল—মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত।
(৮) জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।
(৯) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।
(১০) শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা' ১ম পরিচ্ছেদ।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

"শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনবিষয়ক মতটি নিজকৃত উক্ত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রভুর সমস্ত তত্ত্ববিষয়ক মতের সংখ্যা করেন নাই। এই শ্লোকে জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সাধনভক্তিতত্ত্ব

প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের উল্লেখ নাই। তত্ত্ব-বিচার-স্থলে এই শ্লোক সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ তত্ত্বসংখ্যা করিতে হইলে ষট্-সন্দর্ভ লিখিত তত্ত্ব-বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও কৃষ্ণলীলাত্মকভগবত্তত্ত্ব, তথা নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত-ভেদে দ্বিবিধ বিভিন্নাংশগত জীবতত্ত্ব ও তদাবরক মায়াতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব ও সাধ্যতত্ত্ব, এই সমস্ত-তত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নবতত্ত্ব হয়। এই নবতত্ত্ব প্রমেয় ও স্বতঃসিদ্ধ বেদশাস্ত্র ও ভাগবতশিরস্ক স্মৃতিশাস্ত্রই প্রমাণ। এবম্বিধ দশটি সিদ্ধান্তের পৃথগুল্লেখ-রহিত বিচারকে কখনও বৈদান্তিক বলিয়া বৈষ্ণবগণ স্থির করিবেন না।"

—'নূতন পত্রিকা', সঃ তোঃ ৪র্থ বর্ষ

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৫৬ পৃষ্ঠার পর)

নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন-নিকটস্থ শ্রীমদ্‌রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন-নিবন্ধন তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? তথায় স্থূলদেহে ও লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করতঃ পূর্বোক্ত (৮ম সংখ্যা) ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপধামকে অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন ধামরূপে দর্শন করিতেন। বৃন্দাবন যেমন ষোলক্রোশ-ব্যাপী, নবদ্বীপও তদ্রূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠকে তিনি শ্রীনন্দ-নন্দনাবির্ভাবস্থান গোকুলমহাবন, শ্রীবাস-অঙ্গনকে সংকীর্তন-রাসস্থলী সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যভবন শ্রীচৈতন্যমঠকে সাক্ষাৎ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং তত্তটবর্ত্তী কুণ্ডকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডরূপে দর্শন করিতেন।

শ্রীমদ্‌রূপগোস্বামিপাদ ভাগবতামৃতে গোলোককে গোকুলের বৈভবমাত্র বলিয়াছেন—"যত্তু গোলোকনাম স্যাত্তচ্চ গোকুল-বৈভবম্।" শ্রীল ঠাকুরভক্তিবিনোদ ব্রহ্মসংহিতার 'তাৎপর্য্যে' জানাইয়াছেন—

"কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ মানবের নয়নগোচর যে বৃন্দাবনলীলা, তাহাই প্রকট কৃষ্ণলীলা এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট। গোলোকে অপ্রকটলীলা সর্ব্বদাই প্রকট এবং গোকুলে অপ্রকটলীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক চক্ষে প্রকট হন। কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব বলিয়াছেন—'অপ্রকটলীলাতঃ প্রসৃতিঃ]প্রকটলীলায়ামভিব্যক্তিঃ'। অর্থাৎ অপ্রকটলীলার অভিব্যক্তিই প্রকটলীলা। কৃষ্ণসন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন—"শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশ-বিশেষো গোলোকত্বম্। তত্র প্রাপঞ্চিকলোকপ্রকটলীলাবকাশত্বেনাবভাসমানং প্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্"। অর্থাৎ "প্রাপঞ্চিকলোকে প্রকটলীলা হইতে যে অবকাশ, তাহাতে যে লীলার অপ্রকটভাবে অবভাস হয়, তাহাই গোলোকলীলা।"

"সর্বশাস্ত্রমীমাংসারূপ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীমৎ-সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—

"যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেঽপি তথৈব সঃ।
অধঊর্দ্ধতয়া ভেদোঽনয়োঃ কল্প্যেত কেবলম্।"

"অর্থাৎ প্রপঞ্চস্থিত গোকুলে কৃষ্ণ যেরূপ ক্রীড়া করেন, গোলোকেও সেইরূপ। গোলোক ও গোকুলে কিছু ভেদ নাই, কেবল এইমাত্র যে, সর্ব্বোর্দ্ধে যাহা গোলোকরূপে বর্তমান, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে কৃষ্ণলীলাস্থান। ষট্‌সন্দর্ভের নির্ঘণ্টেও শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—গোলোক-নিরূপণং; বৃন্দাবনাদীনাং নিত্য কৃষ্ণধামত্বং; 'গোলোকবৃন্দাবনয়োরেকত্বঞ্চ।' গোলোক ও গোকুল অভিন্ন হইয়াও কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিবলে গোলোক—

চিজ্জগতের সর্বোচ্চভূমি স্বরূপ এবং মথুরামণ্ডলস্থ গোকুল —জড়মায়াপ্রসূত একপাদ বিভূতিরূপ প্রাপঞ্চিক জগতে বিগুমান। চিদ্ধাম কিরূপে ত্রিপাদবিভূতিময় হইয়াও নিকৃষ্ট একপাদবিভূতিরূপ জড়জগতে অবস্থিতি লাভ করেন, তাহা জীবের ক্ষুদ্র চিন্তা ও বুদ্ধির অতীত এবং কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব-পরিচায়ক। গোকুল—চিন্ময়ধাম; সুতরাং তিনি প্রপঞ্চোদিত হইয়াও কোনপ্রকারেই জড়দেশকালাদি দ্বারা কুণ্ঠিত হন না, পরম বৈকুণ্ঠতত্ত্বরূপে অবিকুণ্ঠাবস্থায় বিরাজমান। * * * বহুভাগ্যক্রমে যাঁহার মায়িক ধর্ম্মসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনিই গোকুলে গোলোক ও গোলোকে গোকুল দর্শন করেন। * * * যাঁহারা শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারাই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। কৃষ্ণকৃপাক্রমেই মায়িক ধর্মসম্বন্ধ দূরীভূত হয় এবং গোকুল দর্শনের ভাগ্যোদয় হয়। তন্মধ্যে **ভক্তিসিদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি; স্বরূপসিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোকদর্শন এবং বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুলদর্শন হয়—এই এক রহস্য।** প্রেম লাভই স্বরূপসিদ্ধি; পরে কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে বদ্ধজীবের স্থূল ও লিঙ্গ, উভয়বিধ মায়িক আবরণ দূর হইলে বস্তুসিদ্ধি ঘটে। যাহা হউক, ভক্তিসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত চিন্তারূঢ় গোলোক হইতে গোকুলকে পৃথগ্‌রূপে দেখা যায়। অনন্তবৈচিত্র্যরূপ সহস্র সহস্র পত্রবিশিষ্ট চিদ্বিশেষের পীঠস্বরূপ গোকুলই কৃষ্ণের নিত্যধাম।"—ইহাই "সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎকর্ণিকার-তদ্ধাম-তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥" [অর্থাৎ (চিদ্বিলাসময় শ্রীকৃষ্ণের বিলাসপীঠরূপ অপ্রাকৃত গোকুলধাম বর্ণিত হইতেছেন।) সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণধামই গোকুল; তাহা অনন্তের অংশ দ্বারা নিত্যপ্রকটিত। সেই গোকুল—চিন্ময় সহস্রপত্রবিশিষ্ট কমলবিশেষ; তন্মধ্যে কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আবাসস্থান।"]

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ উহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—গোকুলই গোপাবাসরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। দশমে (ভাঃ ১০।১০।৩৯) 'ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ' বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হইয়াছে, সেই গোকুলপতি কৃষ্ণের নন্দযশোদাদিসহ বাসযোগ্য মহান্তঃপুরই গোকুল। তাহার স্বরূপ বলিতেছেন—তাহা অর্থাৎ সেই গোকুল অনন্ত শ্রীবলদেবের অংশ অর্থাৎ জ্যোতির্বিভাগবিশেষ-দ্বারা 'সম্ভব' অর্থাৎ সর্ব্বদা আবির্ভাব-বিশিষ্ট। অথবা অনন্ত অংশ যাঁহার, সেই বলদেবেরও সম্ভব অর্থাৎ নিবাস যেখানে অর্থাৎ যে গোকুলে।

এইরূপে গোকুল মুখ্যরূপে প্রেমভক্তিরই পীঠস্থান। ভৌম ব্রজমণ্ডলান্তর্গত যমুনা, গোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রভৃতি সমুদয় কৃষ্ণলীলাস্থলীই তাহার অভ্যন্তরে আছে। গোলোক গোকুলবৈভব বলিয়া মথুরা দ্বারকাদি সমস্ত প্রকোষ্ঠই তদন্তর্গত, মাথুরমণ্ডলও শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে গোকুলান্তর্গত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"শ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যত প্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয়ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়াকৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ; পরদার-ভাবটি যোগমায়া কৃত, সুতরাং কোন শুদ্ধতত্ত্বমূলক। * * * পরকীয়রসই সর্বরসের নির্য্যাস; তাহা 'গোলোকে নাই', এইকথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয়। পরমোপাদেয় গোলোকে পরমোপাদেয় রসাস্বাদন নাই, এরূপ নয়। অবতারী কৃষ্ণ তাহা কোন আকারে গোলোকে এবং কোন আকারে গোকুলে আস্বাদ করেন।"

'গোকুল' বলিতে কেবল 'মহাবন' মাত্র নহেন, এই গোকুল মধ্যে সমগ্র ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল অবস্থিত। পূর্বেও উক্ত হইয়াছে—মাথুরমণ্ডলও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহা প্রপঞ্চান্তর্গত স্থানরূপে প্রতীত হইলেও উহা প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত গোলোকধাম—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের ত্রিপাদবিভূতিময় চিজ্জগৎ। শ্রীভগবানের একপাদ বিভূতিস্বরূপ অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উহারই কুক্ষিভূত। অপ্রাকৃত গোলোকধামই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া গোকুল, মথুরা ও দ্বারাবতী এই লোকত্রয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মথুরা ও দ্বারকা গোকুলেরই বৈভব স্বরূপ।

[পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মাধব মহারাজের অহৈতুকীকৃপায় তৎসহ কএকবৎসর শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বিগত ১৯৬৩, ১৯৬৬ ও ১৯৬৯ সালে পরিক্রমাকালে পরিক্রমার দৈনন্দিন বিবরণ যাহা কিছু সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা প্রবন্ধাকারে শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিবার সুযোগ হয় নাই। বর্ত্তমান বর্ষেও পূজ্যপাদ মহারাজ কৃপা পূর্বক তাঁহার এই দীনহীন সেবকাধমকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এবৎসরও যে কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণের সহিত মিলাইয়া শ্রীচৈতন্যবাণীতে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। অনেকস্থানের সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। দুই শতাধিক যাত্রীর সহিত পরিক্রমাকালে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত শ্রীভগবানের লীলাস্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য ত্রুটী বিচ্যুতি অনিবার্য্য। পত্রিকার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ তাহা কৃপাপূর্বক দীন লেখককে পত্রদ্বারা স্মরণ করাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব এবং বিশেষ প্রয়োজন হইলে তাহা পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধনেরও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীধামের সম্বন্ধে সংগৃহীত কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইল। পরবর্ত্তি-সংখ্যা হইতে পরিক্রমার বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ করার আশা পোষণ করিতেছি।]

বর্ষশেষে বিজ্ঞপ্তি

শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্তবিগ্রহ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তদভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ তৎপ্রিয়তম অধস্তন শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডি যতি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিপাদের আনুগত্যে আমরা দ্বাদশবর্ষকাল বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বাংলা মুখপত্র মাসিক 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। কিন্তু পরম সেব্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর হার্দ্দী প্রীতি-সম্পাদনরূপা অকৃত্রিম সেবা চেষ্টা দ্বারা তাঁহাদিগের কোন প্রকৃত সুখ বিধান করিতে পারিয়াছি কিনা, তাহা অন্তরের অন্তস্তলের অন্তর্যামী তাঁহারাই জানেন। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষ চতুষ্টয়-দুষ্ট বদ্ধজীব আমরা তাঁহাদের বাণীর অনুকীর্ত্তনে আমাদের অশেষ ত্রুটী বিচ্যুতি সম্ভব হইতেই পারে। অদোষদর্শী অসীম করুণাবরুণালয় প্রভু তাঁহারা, তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাবিতরণে আমাদিগকে সংশোধন করিয়া লইয়া সেই শ্রীগুরুমুখামৃতদ্রবসংযুত ভগবৎকথামৃত সুষ্ঠুভাবে আস্বাদন-সৌভাগ্য প্রদানপূর্বক তদীয় ভক্ত সমাজে তাহার পরিবেশন যোগ্যতাও কৃপাপূর্বক অর্পণ করুন, ইহাই তচ্চরণে তদ্ভৃত্যানুভৃত্যগণের একান্ত প্রার্থনা। "পিয়াইয়া প্রেম মত্ত করি মোরে শুন নিজগুণগান।"

শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রদ্ধাবান্ সজ্জন-সমাজে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সার কথা 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্'—'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' কীর্তন করিতে করিতে অনন্তকালের পথে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার কীর্তন কোন প্রাপঞ্চিক দেশকালপাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে।

সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন মূল বিষয়বিগ্রহ স্বয়ং কৃষ্ণই মূল-আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপিণী শ্রীমতীবৃষভানুরাজনন্দিনীর ভাবকান্তি সুবলিত গৌরকান্তি ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম গ্রহণ পূর্বক কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ-লীলাদ্বারা মহাবদান্যশিরোমণিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহারই সেই অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-মাধুর্য্যকে সর্বতোভাবে নমস্কার বিধান করিবার মহান্ আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। অত্যন্ত ভাগ্যবন্ত শুদ্ধভক্তবৃন্দই সেই প্রভুদয়িত শ্রীরূপের অনুগমন-সৌভাগ্য বরণ পূর্বক জগতে রূপানুগধারায় পবিত্র প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

—মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই মহাবদান্য শ্রীগৌরপাদপদ্মে নির্ব্যলীকভাবে সর্বাত্মনাশ্রিতপদ না হইতে পারিলে জীবের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা—অনুদারতা—অপ্রসারতা ঘুচিবে না, স্বপরভেদবুদ্ধিরূপ আত্মবিনাশী বুদ্ধি দূরীভূত হইবে না।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ এই সর্ব্বনাশিনী বিশ্ববিধ্বংসিনী বুদ্ধিটিকে 'অসদ্গ্রাহ,' 'অসতী পশুবুদ্ধি' (ভাঃ ৭।৫।১১,১২) প্রভৃতি বলিয়াছেন। ঐরূপ স্বপর-ভেদ দৃষ্টিসম্পন্ন কুবুদ্ধি-পরায়ণ ব্যক্তির অর্থ পরমার্থ সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ তৎসহচর বালকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।
ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ॥"

—ভাঃ ৭।৬।২৪

["সুতরাং হে দৈত্যবালকগণ, যে কার্য্যের দ্বারা ভগবান্ অধোক্ষজ পরিতুষ্ট হন, তোমরা দ্বেষাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সেই দয়া এবং মৈত্রী বিধান কর।"]

মহাভাগবত প্রহ্লাদ অদ্যাপি হরিবর্ষে অনন্যভক্তি-যোগে এইরূপ স্তোত্র দ্বারা শ্রীভগবান্ নৃসিংহ দেবের আরাধনা করিতেছেন—

"স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥" —ভাঃ ৫।১৮।৯

["নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক; খল ব্যক্তিগণ অনুকূল হউক; প্রাণি সকল (বুদ্ধিযোগে) পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করুক; তাহাদিগের মন মঙ্গল (উপশমাদি) ভজনা করুক এবং আমাদিগের বুদ্ধি নিষ্কামা হইয়া অধোক্ষজ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হউক।"]

বিশ্বের কল্যাণ প্রার্থনার মধ্যে খলেরও কল্যাণ প্রার্থনা এইরূপ আছে যে, খল ক্রৌর্য্য পরিত্যাগ করুক—সাধুগণকে পীড়া না দিউক।

শ্রীভগবান্ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃতা গীতায় বলিয়াছেন—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

গীঃ ১১।৫৫

[যিনি মৎসম্বন্ধী কর্ম অর্থাৎ মন্মন্দির নির্মাণ, তদ্ বিমার্জন, মৎপুষ্পবাটী-তুলসীকানন-সংস্কার-তৎসেচনাদি কর্ম করেন, স্বর্গাদিকে স্বপুমর্থ না জানিয়া যিনি আমাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানেন, আমার শ্রবণাদি নববিধ ভক্তিরস-নিরত মদ্ভক্ত হন, মদ্বিমুখ-সংসর্গ অসহমান হইয়া যিনি মদ্ভক্ত সাধুসঙ্গপরায়ণ হন এবং সর্বভূতের প্রতি সদয় হন, তিনিই নরাকৃতি পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লাভ করেন।]

সর্বশাস্ত্রসার দ্বাদশস্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশরসের মূর্তবিগ্রহ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণই একমাত্র পরমোপাস্য 'সম্বন্ধতত্ত্ব', কৃষ্ণে অহৈতুকী সুবিমলা ভক্তিই 'অভিধেয়' এবং পঞ্চম-পুরুষার্থ-কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র চরম পরম 'প্রয়োজন'রূপে কথিত হইয়াছে। ব্রজপ্রেম, তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেমই পুরুষার্থ-শিরোমণি বলিয়া শুদ্ধভক্ত-সমাজে সমাদৃত—বহুমানিত হইয়া থাকেন। এই দ্বাদশস্কন্ধাত্মক স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু অমল প্রমাণ বলিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছেন, বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরকেই পরমারাধ্য সম্বন্ধ-বস্তু, ব্রজগোপীশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর আরাধনাকেই অনুসরণীয়া আরাধনা বা অভিধেয়তত্ত্ব এবং শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমকেই একমাত্র পরম প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ সারগ্রাহী গোস্বামিগণও সেই সিদ্ধান্ত সার করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকা সেই শ্রীচৈতন্য শিক্ষারই সর্বতোভাবে অনুগমন-প্রয়াস করিয়া থাকেন।

দ্বাদশবর্ষের শেষভাগে শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন পরিক্রমা করা হইয়াছে। আমরা গত সংখ্যা হইতে তাহা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে ভূমিকারূপে শ্রীধামতত্ত্বাদি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পরে দ্বাদশবন-পরিক্রমা সম্বন্ধে ক্রমশঃ ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভজনের মধ্যে শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠা এবং কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণ দিতে মহাশক্তিস্বরূপিণী বলিয়াও তন্মধ্যে নামসংকীর্তনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়াছেন। কিন্তু সেই নাম নিরপরাধে লইলেই যে

প্রেমধন লভ্য হয়, তাহা তারস্বরেই জানাইয়াছেন।

নিগম কল্পতরুর সুপক্কফল স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে এই নামসংকীর্তন-মাহাত্ম্য পুনঃপুনঃ অভ্যস্ত হইয়াছেন। পরিশেষে ভগবৎপাদপদ্মে ভক্ত্যুদয়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন পূর্বক নামকীর্তনের প্রশস্তি কীর্তনমুখেই শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ সমীপে শ্রীভাগবত বর্ণন সমাপ্ত করিয়াছেন।

বেদ পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রই তারস্বরে নিঃশ্রেয়সার্থী জীবমাত্রকেই সেই পরম মঙ্গলময় নামকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতে বলিতেছেন। বেদ কহিতেছেন—

"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসদিতি।"

—ভাঃ ৮।৩।৮-৯ শ্রীবিশ্বনাথ এবং ভগবৎসন্দর্ভ ৪৯ সংখ্যাধৃত ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৬ সুক্ত ৩য়া ঋক্। অস্যাঅয়মর্থঃ—

"হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদি পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণাঃ সুমতিং শোভনাং তদ্বিষয়াং বুদ্ধিং (বিদ্যাং ভক্তিং) ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। অতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি।"

অর্থাৎ ইহার অর্থ এইরূপ ঃ—"হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ। অতএব তাহা স্বপ্রকাশ। সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামের অক্ষর গুলি মাত্র অভ্যাস করি, তাহা হইলেই আমরা তদ্বিষয়া শোভনা বুদ্ধি বা তদ্বিষয়ক জ্ঞান, বিদ্যা বা ভক্তি প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ সৎ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ।"

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

(হরিবংশ)

অর্থাৎ বেদে, রামায়ণে, পুরাণে তথা মহাভারতে—আদি, মধ্য ও অন্ত্য সর্ব্বত্র একমাত্র শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

সাত্বত স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১শ বিঃ ২৩৪ সংখ্যাধৃত স্কন্দপুরাণ বাক্য যথা—

"মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

অর্থাৎ "এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতেও সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্য ফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক, কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি এই কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।"

এই নামে শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, গ্রহণে কোন শৌচাশৌচ বা কালাকালেরও বিচার রাখেন নাই। নামী বাচ্য-স্বরূপ অপেক্ষা বাচক নাম-স্বরূপের করুণাও অত্যধিক। সুতরাং জাতি কুল বিদ্যা তপস্যা ধনজনাদিজনিত যাবতীয় অভিমান, লজ্জা-সঙ্কোচাদি দূরে পরিহার পূর্ব্বক শ্রেয়স্কামী মানব-সমাজকে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' শ্রীচৈতন্যশিক্ষাসার নাম গ্রহণের সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। "ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।"

এই নাম সংকীর্ত্তন চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জিত করিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানুগত্য-শূন্য স্ব-পর-ভেদভাবজনিত প্রাদেশিকতা—সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা—সমাজতান্ত্রিকতা—দেশাত্মবোধাদি জগদ্ধ্বংসকর চিত্তমল বিধৌত—অপসারিত—উন্মূলিত করিয়া বাড়াইবে হৃদয়ের উদারতা—প্রসারতা—সর্ব্ব-ভূতানুকম্পিত্ব, জাগাইবে সৌভ্রাত্র—সৌহার্দ্দ্য—'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাব। যেহেতু "হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ" অর্থাৎ হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তি কখনই পরপীড়ক হইতে পারেন না।

এক জগৎপিতা জগদীশ্বরের সন্তান হইয়াও অতিতুচ্ছ অনিত্য স্বপ্নবৎ অলীক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষায় দ্বেষহিংসা-মাৎসর্য্য-প্রণোদিত হইয়া ভাই ভাইএর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিবে, তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া

মারিবে, অতর্কিতে অতিনৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুদ্রা-মূল্যের সম্পত্তি ধ্বংস করিতে করিতে পৈশাচিক অট্টহাস্যসহ উদ্দণ্ড তাণ্ডব নাট্য রচনা করিতে থাকিবে, আর দেশ দশ উদ্ধারের—কৃষ্টি সাধনের স্বপ্ন দেখিবে, ইহা অতীব শোচনীয় পরিকল্পনা। ইহাতে কোন দেশই কোন দিনই উন্নত হইতে পারে না। যতই ন্যায্যদাবী হউক, অন্যের ক্ষতি করিয়া নিজে লাভবান্ হইবার চেষ্টায় তাৎকালিক কিছু সুখ-সমৃদ্ধি দেখা গেলেও ভ্রাতৃশোণিতলিপ্ত—ভ্রাতার দীর্ঘনিঃশ্বাস-সন্তপ্ত সম্পদে কখনই মানবতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাতে চিত্তবৃত্তি কলুষিত হয়, দেশ দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-মহামারি-কবলিত হইয়া পড়ে, মানব সমাজের দুর্গতি-দুঃখ-দৈন্যের আর সীমা থাকে না। কথায় বলে—"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, নলখাগড়ার (তৃণবিশেষ) প্রাণ যায়।" এইজন্যই শাস্ত্রের পরামর্শ ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর। সনাতন ধর্ম-বর্মা শ্রীভগবান্ অবশ্যই অধর্ম্মজন্য গ্লানি দূর করিয়া ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবেন। দুষ্টের দলন, শিষ্টের পালন-জন্য যুগে যুগে তাঁহার অবতার হইয়া থাকে। অধর্মের—অন্যায়ের প্রতিবাদ অবশ্যই করিতে হইবে, অন্যায়কে কখনই প্রশ্রয় দিতে হইবে না। রাজ্যে সৎশাসন প্রবর্তনের দাবী থাকুক, কিন্তু শোণিতপ্লাবী বিপ্লব উত্থাপন করিয়া সাধারণ মানব-সমাজকে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত করিয়া তোলা এবং সমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া নিরীহ শান্তিপ্রিয় জীবনগুলিকে অহরহঃ বিপন্ন করা বড়ই দুঃখাবহ। শ্রীভগবন্মুখনিঃসৃত 'যৎকরোষি···তৎকুরুষ মদর্পণম্' বাক্যটি যথাযথভাবে পালন করিবার চেষ্টা করিলে একের পিঠে শূন্য বসাইবার ন্যায়ে সর্বত্রই শূন্যের মর্য্যাদা সংরক্ষিত হইবে। শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।"—এই সঞ্জয়-বাক্যের সার্থকতা অবশ্যই প্রতিপাদিত হইবে।

তাই 'শ্রীচৈতন্যবাণী' সর্বক্ষণ নাম সংকীর্তনের জয়গান-রত। ইহা হইতে উপরিউক্ত চিত্ত-মল দূরীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণরূপ একটি পরম শ্রেয়ঃ সংসাধিত হয়। বনে যেমন চন্দনাদি কাষ্ঠ-সংঘর্ষজনিত অনল উত্থাপিত হইয়া সমস্ত বন, বনবাসী পশুপক্ষী প্রভৃতি জন্তু এবং সন্নিহিত লোকালয়াদিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, মনুষ্যের অপস্বার্থে অপস্বার্থে সংঘর্ষজনিত অশান্তির অনলও প্রজ্জলিত হইয়া তদ্রূপ দেশের পর দেশ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়, অবশেষে হিরোসীমা নাগাসাকীর মত অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া তুলে। স্ব+অর্থ=স্বার্থ। 'স্ব' বলিতে যখন 'আত্মা' অর্থ হয়, তখন তাহার অর্থ বা প্রয়োজন হয়—ভগবৎপ্রীতি, তাহাই প্রকৃত 'স্বার্থ'। ইহাতে এককেন্দ্রিকতা অর্থাৎ যাবতীয় জীবের একমাত্র প্রভু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণতৎপরতা থাকায় তদুন্মুখ অনন্ত বৃত্তও পরস্পরে কোন সংঘর্ষ সৃষ্টি করিবে না, কিন্তু 'স্ব' শব্দ যখন দেহ-মনকে লক্ষ্য করে, তখন দেহ মনের অর্থ বা প্রয়োজন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যপর হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রোন্মুখ বৃত্তগণের পরস্পরে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। দেহ মনের ব্যক্তিগত স্বার্থানুসন্ধিৎসা থাকায় তাহা অপস্বার্থ বলিয়া কথিত। প্রাদেশিকতাদি ঐ অপস্বার্থপর কেন্দ্র হইতে উত্থিত হওয়ায় তাহা ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপক হইবার পরিবর্তে বরং সম্বর্দ্ধকই হইয়া থাকে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই ত্রিতাপজ্বালাময় সংসারানল। কৃষ্ণসেবোন্মুখতা ব্যতীত সে অনল অন্যকিছুতেই নির্বাপিত হইবার নহে।

এইরূপে শ্রীনাম-সংকীর্তন জীবের নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরম মঙ্গল সম্পাদক, পরবিদ্যা বা শুদ্ধভক্তিরূপা বধূর জীবাতু-স্বরূপ, পরানন্দ-সমুদ্র বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের স্নিগ্ধতা বা শীতলতা সম্পাদনকারী। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদগণ—সকলেই এই নাম সংকীর্ত্তনের জয়গানকারী, সকলেই ঐকান্তিকী নিষ্ঠার সহিত এই নামভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস দিবারাত্র অপতিতভাবে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিয়া জগতে নামভজনের জ্বলন্ত আচার ও প্রচারাদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা মহাজন, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" নীত্যনুসারে আমাদেরও নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের অপর নাম সর্বজনবিদিত সুপ্রসিদ্ধ ঈশোপনিষৎ। এই উপনিষদের 'ঋষি' স্বায়ম্ভুব মনু এবং 'দেবতা' 'যজ্ঞ' (সেই মনুর জামাতা

প্রজাপতি রুচি ও কন্যা আকুতি হইতে উদ্ভূত)-নামক শ্রীবিষ্ণু। শ্রীস্বায়ম্ভুব মনু নিজ দৌহিত্র শ্রীযজ্ঞকে ভগবান্ জানিয়া তৎ প্রীত্যর্থ এবং নিজ মোক্ষপ্রাপ্তিহেতু ঈশাবাস্যাদি মন্ত্রে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমাধিস্থ অবস্থায় ঐ মন্ত্রাত্মক উপনিষদ্ উচ্চারণ করিতে দেখিয়া অসুর ও রাক্ষসগণ ক্ষুধা-হেতু তাঁহাকে ভক্ষণার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইলে সর্ব্বসাক্ষী শ্রীভগবান্ যজ্ঞ ঐসকল রাক্ষস ও অসুরগণকে মাতামহ মনুর ভক্ষণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া স্বপুত্র 'যাম' নামক দেবগণ পরিবৃত হইয়া তাহাদিগের বধ সাধন করিলেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ পালন করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধের আদিতেই এই আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনুকৃতা যজ্ঞস্তুতিই ঈশাবাস্যোপনিষদের অর্থসাররূপে জানিতে হইবে।

উহার প্রথম মন্ত্র ঃ—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে উহার প্রথম চরণের পাঠ এইরূপ ঃ—

"আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।"

দ্বিতীয় চরণে পাঠের কোন পরিবর্তন নাই।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত 'বেদার্কদীধিতি' টীকা এইরূপ ঃ—

"জগত্যাং বিশ্বে যৎকিঞ্চ যৎকিঞ্চিদস্তি তৎসর্বং ঈশাবাস্যং ঈশেন আবৃতম্; তেন হেতুনা ত্যক্তেন ত্যাগেন জগৎ ভুঞ্জীথাঃ ভোগং কুর্ব্বীথাঃ। কস্যস্বিদ্ধনং কস্যচিদ্ধনং মা গৃধঃ ন আকাঙ্ক্ষীঃ॥"

অর্থাৎ "এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক আবৃত। অতএব ত্যাগধর্ম-সহকারে ভোগ কর। কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।" "তুমি ভগবৎ-পরিচর্য্যায় সমস্ত অর্পণ কর এবং যাহা কিছু গ্রহণ কর, তাহা পরমেশ্বর-দত্ত প্রসাদ বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলে সমস্তই আত্মময় হইবে।"

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ঐ মন্ত্রের শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা টীকানুগামিনী ব্যাখ্যা যথা ঃ—

"তাঁহার (শ্রীভগবান্ যজ্ঞের) ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন করিয়া স্বীয় পুত্র পৌত্রাদির উদ্দেশ্যে স্বায়ম্ভুব মনু 'আত্মাবাস্যম্' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা এইরূপ হিতোপদেশ করিতেছেন। জগতে অর্থাৎ ত্রিভুবনে যৎকিঞ্চিৎ জগৎ অর্থাৎ স্থান আছে, এমন কি স্বীয় দেহেন্দ্রিয়াদিও, তৎসর্বং আত্মনো ভগবত এব আবাস্যং অর্থাৎ সেই সমস্তই শ্রীভগবানের আবাস্যং অর্থাৎ আবাসবিষয়ীভূতং (কর্মণি ণ্যৎ) সম্যগ্বাসার্হমিতি অর্থাৎ আবাসবিষয়ীভূত—সম্যগ্বাসোপযোগী ইত্যর্থ। শ্রীভগবৎ-কর্ত্তৃক তদীয় ক্রীড়াস্পদরূপেই ঐসকল সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই ভাবার্থ। অতএব সেই সেই স্থানে ভগবন্মন্দির ও তাঁহার অর্চ্চা মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা সম্প্রার্থনা করতঃ তাঁহার শ্রীমন্দির হইতে নিকৃষ্টভাবে সেবকবুদ্ধিতে স্বীয় বাসগৃহ নির্মাণ কর, পরন্তু তত্তৎ স্থানে নিজের স্বত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার মন্দির নির্মাণ না করিয়া নহে—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। এই প্রকারে বহুধন থাকা সত্বেও সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যত্ত্যক্তং অর্থাৎ যাহা প্রদত্ত হয়, কর্মকারকে বেতন দিবার ন্যায় বেতনস্বরূপে যাহা দত্ত হয়, তদ্দ্বারাই ভুঞ্জীথাঃ ভোগান্ ভুঙ্ক্ষ অর্থাৎ ভোগসকল ভোগ কর। তাহা হইতে অধিক বা তোমাকে যাহা দেওয়া হয় নাই, তৎপ্রতি আকাঙ্ক্ষা করিও না। ভগবৎসেবায় এবং ভগবদ্ভক্তের সেবায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা পাত্র মিত্র স্ত্রীপুত্রাদির এবং স্বীয় উদর ভরণ কর, ইহাই ভাব। যদি বল, পুত্রকলত্রাদি এই ব্যবস্থায় সম্মত হইবে না বা ইহাকে বহুমানন করিবে না, তাহাতে তর্জ্জন সহকারে বলিতেছেন—(স্বিৎ প্রশ্নে) অরে কাহার ধন ?—স্বগৃহে স্থিত ধনও পরমেশ্বর ব্যতীত কাহারও নহে অর্থাৎ শ্রীভগবান্ই সকল ধনের মূল মালিক। "যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাং। অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥" ইহাই দেবর্ষি শ্রীনারদবাক্য অর্থাৎ "যে পরিমাণ অর্থাদি দ্বারা উদর পূর্ণ হয়, তদুপযোগী অর্থাদিতেই শরীরিগণের অধিকার; ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষাকারী চৌর অতএব দণ্ডার্হ।"—ভাঃ ৭।১৪।৮। অথবা "কস্যচিদন্যস্যাপি ধনং মাগৃধঃ অর্থাৎ অন্য কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। তথা চ শ্রুতিঃ—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' ইতি।"

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

অর্থাৎ ইহলোকে দৈব ও আসুরভেদে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণুবিরোধী তাহারা তদ্‌বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব।

স্বায়ম্ভুব মনু বিষ্ণুভক্ত, তাই তদুপদিষ্ট বিষ্ণুভক্তিমূলক মন্ত্রোপনিষদ্ অসুর ও রাক্ষসগণের অসহনীয়। সদ্ধর্ম-সংরক্ষক বিষ্ণু তজ্জন্য ধর্ম্মবিরোধী দুষ্টের দলন করিয়া সদ্ধর্মসংরক্ষণ দ্বারা শিষ্টের পালন বিধান করিলেন। মানবজাতি তাহার মানবতা সংরক্ষণেচ্ছু হইলে তাঁহার আদি-পুরুষ মনুর শিক্ষা অনুসরণ করুন, তাহা হইলেই স্বপরভেদবুদ্ধি প্রশমিত হইয়া সমগ্র বিশ্বে এক অখণ্ড সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, পরস্পরে সহানুভূতি—সমবেদনা জাগিয়া উঠিবে, একের দুঃখে অন্যের প্রাণ স্বতঃই কাঁদিবে, একের সুখে অন্যের আন্তরিক সুখবোধ হইবে। ইহারই নাম মানবতা, মহানুভব মনুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার সার্থকতা।

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি 'ভেদাভেদ প্রকাশ'॥"

"কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥ তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"
—(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ ও ২২শ পঃ)

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে লক্ষ্য করিয়া ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মাধ্যমে শ্রীরূপ-শিক্ষা, শ্রীসনাতন-শিক্ষা, শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদাদিতে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের যে সকল অপূর্ব শিক্ষামৃত পরিবেশন করিয়াছেন, সেই সকল শিক্ষা পরম আদরে অনুশীলিত, আচরিত ও প্রচারিত হইলেই জীব-জগৎ প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হইবেন। প্রকৃত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞানাভাবেই জীব পশ্বাধম নরঘাতক হইয়া পড়িতেছে—রাজনীতির দোহাই দিয়া—দেশের এক একটি অংশবিশেষের (Province-এর) কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সভ্যতা-অর্থ-পথ ঘাট - জলাশয়াদির সমৃদ্ধি-সাধন-ছলনায় সর্ব-লোকভয়ঙ্কর রাষ্ট্র-বিপ্লব উত্থাপন করিয়া দেশের বহু বহু মূল্যবান্ সম্পদ্ অগ্নিসংযোগে দগ্ধীভূত ও নানা উপায়ে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। কত অমানুষিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধিত হইতেছে, কত জনপদে কিরূপ হাহাকার আর্তনিনাদ উঠিয়াছে ও এখনও উঠিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এজগৎ যে মানুষের চিরবাসস্থান নহে, যে দেশ বা সমাজের বিরুদ্ধে মানুষ আজ অগ্নিশর্মা হইতেছে, পরবর্ত্তি জন্মে হয়ত মানুষকে সেই দেশ বা সমাজেই জন্ম লইতে হইবে! সুতরাং প্রদেশ-প্রিয়তার স্থায়িত্ব কোথায়? এজন্য ধ্বংসমূলা চিন্তার পরিবর্তে গঠন মূলা চিন্তার পোষণই দেশদশের প্রকৃত হিতকারক। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা ১৮শ অধ্যায়ে ৬১ ও ৬২ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে অবস্থিত, জীব তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তাঁহার অনুগ্রহে পরা শান্তি ও শাশ্বত স্থানের উত্তরাধিকারী হইবেন। পরহিংসা পরপীড়ন দ্বারা কখনও শাশ্বতী শান্তি ও শাশ্বত স্থানের অধিকারী হওয়া যায় না। জীব-চেতনের স্বাভাবিক ধর্মই—বিভুচেতন ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া, সেই আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোটী কোটী জীবন ধরিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব চালাইলেও শান্তি মিলিবে না; দেশের দশের অন্ন-বস্ত্রাভাবাদি অসংখ্য অভাব-জনিত হাহাকার ঘুচিবে না। রাষ্ট্র-সমাজ-শিল্প-বিজ্ঞানাদি যাবতীয় নীতি ভগবদ্‌ভক্তি-নীতির অন্তর্ভুক্ত হইলেই উহার সার্থকতা হইবে, ইহাই 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' নানা শাস্ত্র-যুক্তিসহ বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রতিপাদন করিতেছেন।

আমরা 'শ্রীচৈতন্যবাণী'র সহৃদয় সহৃদয়া গ্রাহক গ্রাহিকা—পাঠক পাঠিকাগণকে আমাদের হার্দ্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

লোকান্তরে—
ধর্ম্মরত্ন ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

গত ২৭ পদ্মনাভ (৪৮৬ গৌরাব্দ), ৩রা কার্ত্তিক (১৩৭৯), ২০ অক্টোবর (১৯৭২) শুক্রবার বেলা পৌনে একটার সময় ভারত-বিখ্যাত প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-ডি ধর্মরত্ন মহোদয় তাঁহার কলিকাতা ভবানীপুর ৯১ নং চৌরঙ্গী রোডস্থ নিজ বাসভবনে ৮৩ বৎসর বয়সে দিব্যধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ঐ দিবস রাত্রে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁহার ঔর্দ্ধ-দৈহিক কৃত্য সমাপ্ত করা হইয়াছে। ২৭শে আশ্বিন শনিবার সপ্তমী পূজার দিন হইতে তাঁহার অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়,তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না হইলেও শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজজনকে তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া লইলেন, ইহাতে আর কাহারও কিছু বলিবার নাই। তথাপি ভৌম জগতে তাঁহার বিচ্ছেদ-বেদনা বড়ই মর্ম্মন্তুদ।

তাঁহার শান্ত সৌম্য স্নিগ্ধ মধুর সরলতামাখা মূর্ত্তিখানি এখনও যেন নয়নপথের পথিক হইয়া আছে। তিনি ভগবদ্ভক্ত, শ্রীভগবান্ তাঁহার অন্তরে বিরাজিত, তাই তিনি তদীয় গুণগ্রাহী সজ্জনমাত্রেরই চিত্তাকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইতেছেন। তিনি রোগীর গায়ে হাত দিলেই তাহার রোগ-যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইত, অত্যন্ত দয়ার্দ্র-হৃদয় ছিলেন তিনি। দরিদ্র রোগীকে বিনা ভিজিটে সযত্নে দেখিয়া তাহার ঔষধ-পথ্যাদিরও পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য-দেবকে তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সমগ্র ভারতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার প্রচেষ্টা খুবই আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া সোল্লাসে তাঁহাকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করিতেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বৎসরে দশ দিবস ব্যাপী যে মহতী সভার অধিবেশন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রত্যব্দ সাদরে আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তিনি কয়েকবার কয়েকটি সভার সভাপতিত্বও করিয়াছেন। তাঁহার ভক্ত্যুদ্দীপক ভাষণ শ্রবণে সারগ্রাহী সজ্জনমাত্রই প্রচুর উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অসুস্থতাভিনয়ে যখনই তাঁহাকে আহ্বান জানাইয়াছেন, তখনই তিনি শ্রীমঠে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া গিয়াছেন এবং বিভিন্ন সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। মঠবাসিসেবকগণের প্রতিও তিনি যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করিতেন।

ষষ্টি বৎসরব্যাপী চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া তিনি মনুষ্যসমাজের বহু হিতসাধন করিয়া জগতে স্বনামধন্য হইয়াছেন। নির্ভরযোগ্য সুচিকিৎসক-রূপে তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

শুধু চিকিৎসক বলিয়া নহে, তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ লোকহিতৈষী মহামনাঃ মনীষী। যদিও তিনি একরূপ পরিণত বয়সেই দেহরক্ষা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ন্যায় একজন জ্ঞান-গুণ-সাগর সর্বজন-শুভানুধ্যায়ী পবিত্রচেতাঃ ভক্তপ্রবরের অদর্শন সজ্জন-মাত্রেরই হৃদয়বিদারক হইতেছে। জগতের এ অভাব আর যেন পরিপূরিত হইবার নহে।

তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমরা জানিতে পাই—তিনি ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালিসহরে ইংরাজী ১৮৮৯ সালে ২৩শে মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার হিন্দুস্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া ঢাকা কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত এফ্-এ পাশ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯১১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এম-বি এবং ১৯১৪ সালে এম-ডি উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তাঁহার ছাত্রজীবন বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ছিল, তিনি তাহাতে অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

কেবল যে চিকিৎসা-শাস্ত্রে তিনি বহুজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া তাহাতে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ ভক্তরূপেও বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদান পূর্বক সারগ্রাহী বিদ্বৎ সমাজকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সুবক্তা ও সুলেখকও ছিলেন তিনি।

তাঁহার করোনারি থ্রম্বসিস্ ও পালমোনারি এম্বলিজম্ সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিকগণের বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়। তাঁহার খাদ্যমূল্য-বৃদ্ধি-নিরোধ-বিষয়ক 'Shame abounding' নামক প্রবন্ধ জনসমাজকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, আরা সহরে সংস্কৃত-ভাষায় রাষ্ট্রভাষা-বিষয়ক অভিভাষণ সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে এবং সম্প্রতি তাঁহার প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের চর্চা ও উৎকর্ষ-বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় প্রদত্ত বেতার-ভাষণও সমগ্র বিদ্বৎ সমাজকে চমৎকৃত করিয়াছে।

তিনি কএকবার 'আই-এম্-এ'র প্রাদেশিক শাখার সভাপতি-পদে বৃত হন। বি-সি রায় পোলিও ক্লিনিক্, মেয়ো হাসপাতাল, ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ চাইল্ড হেল্‌থ, কুমার প্রমথনাথ চ্যারিটেবল্ ট্রাষ্ট, বেঙ্গল টিউবার কিউলোসিস্ এসোসিয়েসন প্রভৃতি বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি তাহাতে অগ্রজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাক্তার সেনগুপ্ত মহাশয়ের খুল্লতাত মহাশয় শ্রীমদ্ উপেন্দ্রমোহন প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রধর্ম-প্রচার-সভার তিনি ছিলেন সভাপতি। তাঁহার কার্য্য পরিচালন নৈপুণ্যে ঐ সভার চারিশতাধিক শাখা ভারতের বিভিন্ন স্থানে, মলয় প্রদেশে, সিঙ্গাপুর মরিশিয়াস্ সুরিনেম্ (দঃ আমেরিকা), ক্যানাড়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া সচ্ছাস্ত্র-সম্মত ধর্মপ্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। ঐ সভা হইতে প্রকাশিত ইংরাজী ট্রুথ ও বাংলা ভারতাজির নামক দুই খানি সাপ্তাহিক মুখপত্র মাধ্যমে সনাতনধর্মবাণী প্রচারিত হয়। ঐ সভা হইতে প্রকাশিত কতকগুলি গ্রন্থও শ্রীসনাতন ধর্মগৌরব সম্বর্দ্ধনার্থ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে।

সত্যই শ্রীনলিনীরঞ্জন সত্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। সনাতন ধর্ম ছিল তাঁহার জীবাতু। সেই ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা-হানি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ধর্ম-মর্যাদা সংরক্ষণার্থ তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করিয়া গিয়াছেন। অন্যায়ের—অধর্মের—অসত্যের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে—নিষ্কপটে সত্য প্রচার করিতে তিনি কোনদিনই বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই।

আমরা তাঁহাকে শ্রীগীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্রের বহু শ্লোক অনর্গল আবৃত্তি করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জন করিতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। অহিন্দুগণের অমানুষিক অত্যাচারের কথা তথা ধর্মবিরোধীদলের শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্রাদি সম্বন্ধে নানাবিধ মর্য্যাদালঙ্ঘন-সূচক কটূক্তি প্রকাশ করিতে গিয়াও তাঁহাকে অত্যন্ত বেদনা-বিহ্বল হৃদয়ে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইতে দেখিয়াছি। সনাতনধর্ম্মের প্রতি আঘাত তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইত। তখনই তখনই তাহার প্রতিকারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি লেখনী ধারণ করতঃ প্রতিকারের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতেন। শুধু কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ণ উদ্যমে তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহারই নাম—সত্যনিষ্ঠা।

ভারতের বহু মঠমন্দিরে তিনি এককালীন ও মাসে মাসে নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্য করিতেন। নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও শুদ্ধভক্ত সাধুমাত্রকেই তিনি আদর করিয়াছেন। স্বপরভেদবুদ্ধিরূপ সংকীর্ণতা তাঁহার মধ্যে কখনও দেখি নাই। মহান্ অন্তঃকরণ তাঁহার, পরম উদার-চিত্ত তিনি। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বিচার তাঁহার। সকলকেই আপন করিয়া লইবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁহাতে। কাহারও তুচ্ছগুণকেও বহুমানন করিবার মহত্ত্ব (ভাঃ ৪।৪।১২) তাঁহাতে স্পষ্টই দেদীপ্যমান হইত, বিদ্যাধনকুল-মদমত্ততা তাঁহাতে কিছুমাত্রই ছিল না। ধনীনির্ধন বিদ্বান্-মূর্খ নির্ব্বিশেষে তিনি সকলের সহিতই সমান ব্যবহার করিয়াছেন। সর্ব্বদা হাসিমাখা মুখখানি

তাঁহার, অন্তর্হৃদয়ও ছিল ঐরূপ সরলতা পরিপূর্ণ।

এইরূপে ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন ছিলেন অশেষ গুণে গুণবান্। 'কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চারে।'

শাস্ত্রও বলেন—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস-বিরহে কাতর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—"হরিদাস আছিল পৃথিবীর রত্নশিরোমণি। তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইলা মেদিনী॥ কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গভঙ্গ॥" ধর্ম্মরত্ন শ্রীনলিনীরঞ্জন-বিহনেও আজ পৃথিবী তদ্রূপ রত্নশূন্যা।

আমরা ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহোদয়ের বিরহ-কাতর তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সপ্তাশীতি বর্ষ বয়স্ক শ্রীঅবনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহোদয় এবং তাঁহাদের শাস্ত্রধর্ম-প্রচার সভার যাবতীয় সভ্যবৃন্দ—সকলকেই আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। ডাক্তার সেনগুপ্তের ন্যায় 'ধর্মরত্ন' হারাইয়া ধর্মজগৎ আজ সত্যই অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে

আগামী ৫ গোবিন্দ (৪৮৬ গৌরাব্দ), ১০ ফাল্গুন (১৩৭৯), ইং ২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) বৃহস্পতিবার নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নব-নবতিতম (৯৯) বর্ষপূর্ত্তি এবং শততম বর্ষারম্ভ আবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও ভারতব্যাপী তৎ শাখামঠসমূহে উক্ত মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের-সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজা বা শ্রীব্যাস-পূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীল আচার্য্যদেব এবার ঐ সময়ে দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫ নং সতীশ মুখার্জী রোডস্থ (কলিকাতা—২৬) প্রধানশাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে স্বয়ং উপস্থিত থাকায় এখানকার উৎসব বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। তদনুযায়ী আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় শ্রীব্যাস-পূজার অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব এবং ১০ই ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্নে ষোড়শোপচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হইবার পর শিষ্যগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিবেন। অতঃপর শ্রীমঠে সমাগত ভক্তবৃন্দকে মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দিরে বিশিষ্ট সজ্জনের সভাপতিত্বে সভার অধিবেশন হইবে। সেই সভায় পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদের পরম পূত জীবন-চরিত ও শিক্ষাবদান সম্বন্ধে ভাষণ দিবেন। ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায়ও শ্রীমঠে ঐরূপ সভার অধিবেশন হইবে।

১২ ও ১৩ ফাল্গুন, ইং ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থ সুপ্রসিদ্ধ ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিশিষ্ট সজ্জনের সভাপতিত্বে ঐরূপ বিদ্বজ্জনমণ্ডিত মহতী সভার অধিবেশন হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তৃবৃন্দ ভাষণ প্রদান করিবেন।

আমরা পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য, শিষ্যানুশিষ্য এবং গুণগ্রাহী সজ্জনমাত্রকেই ঐ সভায় যোগদানের জন্য পরম সাদরে প্রার্থনা জানাইতেছি।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাস-পূজা

আসাম প্রদেশস্থ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যব্দই ঐ মঠে বিপুল সমারোহের সহিত দিবসত্রয় ব্যাপী শ্রীব্যাস পূজা মহোৎসব সম্পাদন করিয়া থাকেন। এবৎসর তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হওয়ায় তাঁহারই সেবানিয়ামকত্বে তাঁহার সুযোগ্য অধস্তন দ্বারা তত্রত্য উৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইবে। এতদুপলক্ষে ৯ই ফাল্গুন সন্ধ্যায় অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব এবং ১০ই ফাল্গুন পূর্বাহ্ণে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে এবং সন্ধ্যায় শ্রীমঠের সুপ্রশস্ত নাট্য মন্দিরে বিশিষ্ট সজ্জনের সভাপতিত্বে মহতী সভার অধিবেশন হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত পণ্ডিত ও সুবক্তা শিষ্যবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের জীবন-ভাগবত ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সম্বন্ধে ভাষণ দিবেন। এই দিবস অগণিত নর-নারীকে শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইবে।

বার্ষিক মহোৎসবে আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে এবং সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে আগামী ২৩শে মাঘ (১৩৭৯), ইং ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) মঙ্গলবার হইতে ২৫শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীবসন্তপঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপী আসাম প্রদেশান্তর্গত তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত শ্রীপঞ্চমী শুভবাসরেই শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধানয়নমোহন জীউ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এজন্য ঐ দিবস (২৫ মাঘ) শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ সুরম্য রথারোহণে অগণিত ভক্তমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবৃত ও আকৃষ্ট হইয়া তেজপুর সহরের প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ পূর্বক ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী নরনারীগণকে দর্শন-সৌভাগ্য প্রদান করিবেন। ২২শে মাঘ সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্তনোৎসব এবং ২৩শে মাঘ হইতে দিবসত্রয় প্রত্যহ সকালে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও কীর্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের সুপ্রশস্ত নাট্য মন্দিরে বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের সভাপতিত্বে মহতী সভার অধিবেশন হইবে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ বক্তৃতা করিবেন। তৃতীয় দিবসটি পরমশুভদায়িনী তিথিবরা। এই শুভ তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী উৎসব ও শ্রীশ্রীগৌরশক্তি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীখণ্ডের শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শুভাবির্ভাব এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা অনুষ্ঠিত হইবে। গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্বত মহারাজেরও নির্য্যাণতিথি ঐ দিবস সম্মানিত হইবে। আমরা ধর্মপ্রাণ সজ্জনমাত্রকেই এই উৎসবে যোগদানের প্রার্থনা জানাইতেছি।

স্মরণ থাকে যে, এই তেজপুর একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। এস্থানেই শ্রীঅনিরুদ্ধ বাণাসুর-কন্যা উষাকে হরণ করিয়াছিলেন (শ্রীভাগবত ১০।৬২-৬৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সেবানিয়ামকত্বে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে আসাম প্রদেশান্তর্গত গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে আগামী ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-সপ্তমী

তিথি হইতে ২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের তিরোভাব তিথি পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপী শ্রীমঠের বার্ষিক মহোৎসব পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতা, অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও প্রসাদ বিতরণাদি মুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধাদামোদর জীউ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এজন্য এই দিবসেই শ্রীবিগ্রহের মহাভিষেক পূজা ভোগরাগ ও সজ্জন সাধারণ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহই প্রাতে পাঠকীর্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের প্রশস্ত নাট্যমন্দিরে বিশিষ্ট সজ্জনের সভাপতিত্বে শ্রীল আচার্যদেব, বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি ও সারস্বতগৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ ভাষণ প্রদান করিবেন। ২৯শে মাঘ সোমবার বেলা ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্তন শোভাযাত্রা সহ সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ ভ্রমণ করিবেন। অগণিত ভক্ত নরনারী রথরজ্জু আকর্ষণ-সৌভাগ্য বরণ করিবেন। আমরা ধর্মপ্রাণ সজ্জন সাধারণকে এই উৎসবে যোগদানের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী

গৌহাটী আসাম প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। নিকটেই শ্রীকামাখ্যা দেবীর প্রাচীন মন্দির। ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় পার্শ্বে পর্বত শ্রেণী বিরাজিত থাকায় স্থানটির সৌন্দর্য্য অতীব নয়নমনোমুগ্ধকর হইয়াছে। ইহাই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রূপে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সহ এস্থানে আসিয়াছিলেন। এখানেই তিনি মুরাসুর ও নরকাসুরাদিকে বধ করিয়া ১৬১০০ মহিষীকে উদ্ধার করত দ্বারকায় পাঠাইয়া দেন এবং স্বয়ং দ্বারকায় গিয়া একই সময়ে ঐ সকল মহিষীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৫৯তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবানিয়ামকত্বে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে গৌহাটীস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে এবার আগামী ২রা ফাল্গুন, ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ৬ই ফাল্গুন, ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত দিবসপঞ্চকব্যাপী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত সুরম্য মন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীমন্দিরে প্রাচীন বিগ্রহগণের শুভ প্রবেশ এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা নয়নানন্দ জিউর বিজয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব, সকালে সন্ধ্যায় পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতা ও প্রসাদ বিতরণাদি মুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে।

স্মরণার্থ নিবেদন—১লা ফাল্গুন ভৈমী একাদশী সন্ধ্যায় শ্রীমঠে অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব, ৩রা ফাল্গুন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব ত্রয়োদশী শুভবাসরে নবমন্দির ও বিজয়বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, তৎসহ প্রাচীন বিগ্রহগণেরও মহাভিষেক, পূজা, হোম, ভোগরাগ, আরাত্রিক, অভিষেক-কালে মহা-সংকীর্ত্তন, প্রস্থানত্রয় পাঠ এবং মহাপ্রসাদ বিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গ বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবেন। পঞ্চদিবস ব্যাপী প্রত্যহ সকালে মঙ্গলারাত্রিকের পর পাঠ কীর্ত্তনাদি এবং সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনাদির পর শ্রীমঠের সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দিরে বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ বিদ্বজ্জনগণের সভাপতিত্বে মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে। ভারতের বিভিন্ন মঠ হইতে সমাগত সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সেই সভায় ভাষণ প্রদান করিবেন। ৬ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে নগরভ্রমণে বাহির হইবেন।

আমরা ভারতের সকল প্রান্তস্থিত ভক্ত ও সজ্জন-সাধারণকে এই কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদানার্থ সশ্রদ্ধ সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

———

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে

বার্ষিক মহোৎসব

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ ও তাহার ভারতব্যাপী শাখা মঠ সমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে পূর্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও দক্ষিণ কলিকাতা (৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা—২৬) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা নয়ননাথ জিউর শুভ প্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথি ৪ঠা মাঘ (১৩৭৯), ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্ণে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও মহাপ্রসাদ বিতরণ মুখে বার্ষিক উৎসব সম্পাদিত হয়। এতদুপলক্ষে উক্তমঠে গত ৩রা মাঘ বুধবার হইতে ৭ই মাঘ রবিবার পর্য্যন্ত দিবস-পঞ্চকব্যাপী মহোৎসব প্রস্তাবিত কার্য্যসূচী অনুসারে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত এবং প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিদ্বজ্জন মণ্ডিতা মহতী সভার অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। **প্রথম দিবসের** (৩রা মাঘ, বুধবার) সভায় সভাপতি ছিলেন—কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচার-পতি শ্রীঅনিল কুমার সিংহ, প্রধান অতিথি ছিলেন—শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, য়্যাডভোকেট। বক্তব্য বিষয় ছিল—'বিজ্ঞানের প্রগতি ও শান্তি'। ভাষণ দেন—ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব। প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহোদয়ের ভাষণের পর শ্রীল আচার্য্যদেবই ধন্যবাদ প্রদান করেন। **দ্বিতীয় দিবসের** সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি—শ্রীঅজিত কুমার সরকার। প্রধান অতিথি —কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'শ্রীবিগ্রহ সেবা ও পৌত্তলিকতা।' বক্তা—যথাক্রমে উদালা (ময়ূরভঞ্জ)—শ্রী বি, ডি গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, পরমপূজনীয় শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের বর্তমান আচার্য্য—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, পুনরায় শ্রীল আচার্য্যদেব, প্রধান অতিথি এবং সভাপতি। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণের পর শ্রীল আচার্য্যদেব সভার রীত্যনুসারে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৃতীয় দিবসের সভাপতি—কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীলচন্দ্র চৌধুরী। প্রধান অতিথি—শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, বক্তব্যবিষয়—'জীবতত্ত্ব'। বক্তা —যথাক্রমে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব, কৃষ্ণনগর মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, প্রধান-অতিথি ও সভাপতি। সভাপতি মহাশয়কে বিশেষ কার্য্য-গৌরবে নিরূপিত সময়ের পূর্বেই চলিয়া যাইতে হওয়ায় তাঁহার অবর্ত্তমানে সভাপরিচালনের ভার প্রাপ্ত হন—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। অতঃপর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি এ, বি টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ, শ্রীমঠ ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও পরবর্ত্তী সভাপতি শ্রীমৎ পুরী মহান্ত রাজের ভাষণের পর মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেব ধন্যবাদ প্রদান করেন। **চতুর্থ দিবসের** সভাপতি—কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি—শ্রীসলিলকুমার হাজরা। প্রধান অতিথি—অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রী মহাদেব হাজরা বার য়্যাট-ল। বক্তব্য বিষয়—'সাধ্য ও সাধন'। বক্তা—যথাক্রমে শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও সভাপতি মহোদয়। শরীর অসুস্থ থাকায় প্রধান অতিথি কিছু বলেন নাই। **পঞ্চম দিবস**—অদ্যকার সভার

সভাপতি—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ। প্রধান অতিথি—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী। গতকল্যকারের নির্ব্বাচিত প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ মহাশয় অদ্য আগমনপূর্ব্বক ভাষণ দান করেন। বক্তব্য বিষয়—'যুগধর্ম্ম শ্রীনাম সংকীর্তন'। বক্তা—যথাক্রমে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব, অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী ও সভাপতি। সভাপতির ভাষণের পর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব সভার ও নিজের পক্ষ হইতে যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কএকদিনই উপক্রম ও উপসংহার গীতি গান করিয়াছিলেন—সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন মণ্ডপ বা নাট্য-মন্দির বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাভরণ ও পুষ্পমাল্য-মণ্ডিত হইয়া এবং বৈদ্যুতিক আলোক মালায় বিভুষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

দিবস-পঞ্চক-ব্যাপী উৎসবের পঞ্চম দিবস বেলা ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধানয়ননাথ জিউ বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ বিচিত্র বস্ত্র ও পুষ্পমাল্য পল্লবাভরণমণ্ডিত সুরম্য রথারোহণে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ কলিকাতার লাইব্রেরী রোড, ডাঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জী রোড, হাজরা রোড, হরিশ মুখার্জী রোড, বলরাম ঘোষ রোড, রমেশ মিত্র রোড, শরৎ বোস রোড, লেক রোড, পরাশর রোড, সর্দার শঙ্কর রোড, ডাঃ এস পি মুখার্জী রোড, প্রতাপাদিত্য রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, ডাঃ এস পি মুখার্জী রোড, মনোহর পুকুর রোড প্রভৃতি ভ্রমণ পূর্বক সতীশ মুখার্জী রোড দিয়া নির্বিঘ্নে শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহা সংকীর্ত্তন ও বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের পহাণ্ডি অর্থাৎ রথারোহণ লীলা এবং ঐরূপ সংকীর্তন মধ্যে রথাবতরণ ও শ্রীমন্দির-প্রবেশ-লীলা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য অর্চা এবং ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধা নয়ননাথ জিউ বিগ্রহগণকে রথে আরোহণ ও রথ হইতে অবতরণ করান। উভয় কালেই ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পাদিত হয়। শত শত ভক্ত নর নারী রথরজ্জু আকর্ষণের সৌভাগ্য বরণ করেন। অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীল পরমহংস মহারাজ রথারোহণে নগর ভ্রমণ করেন। টালীগঞ্জ য়্যাথ্‌লেটিক ক্লাবের বালক বালিকাগণ বাদ্য ভাণ্ড ও বংশী-বাদনসহকারে শোভাযাত্রার পুরোভাগে, তৎপশ্চাৎ ব্যাগ পাইপ ও ফ্লুট ও তৎপশ্চাৎ জয় ঢাক সহ আর একদল ব্যাণ্ড পার্টি, তৎপশ্চাৎ তিনটি সংকীর্ত্তন দল রথাগ্রে পরমোল্লাসে নৃত্য গীত-বাদ্য সহকারে অগ্রসর হন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা অধিকাংশের হস্তে বিচিত্র বর্ণের পতাকা। মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ ঘণ্টা এবং ব্যাণ্ড পার্টি ত্রয়ের মনোহর বাদ্য ধ্বনি সহ ভক্তমুখনিঃসৃত কীর্তন ধ্বনি দক্ষিণ কলিকাতার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল—সহরের বিষয়-কোলাহলকে যেন স্তব্ধীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। বালকগণ কত ভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিয়া তাহাদের অন্তরের উল্লাস ব্যক্ত করিতেছিল। নরনারী রথরজ্জু আকর্ষণ-জনিত আনন্দ এবং আনন্দময় শ্রীহরির নামানন্দে বিভোর হইয়া প্রায় ২॥—৩ ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া পদব্রজে ভ্রমণ জনিত কোন প্রকার ক্লেশই অনুভব করিতে পারেন নাই। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, কীর্তন-বিনোদ শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীমদন গোপাল, শ্রীভগবান্ দাস, শ্রীঅপ্রমেয় দাস, শ্রীতমাল কৃষ্ণ, শ্রীপরেশানুভব, শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ব্রহ্মচারিগণের আত্মহারা হইয়া নৃত্য-কীর্তনানন্দ অপূর্ব নয়ন-মনোহর দৃশ্য। মঠবাসী শিষ্যগণ উৎসবের সময় বিভিন্ন সেবাকার্য্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন, তাহা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। সর্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগের সকলকেই উপযুক্ত পুরস্কার অবশ্যই বিতরণ করিবেন। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব সকল ভক্তের নাম প্রকাশ করা সম্ভব নহে বলিয়া উৎসবের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে যে সমস্ত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দ প্রাণ অর্থ বুদ্ধি বাক্য-দ্বারা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রতি—নরনারী সকলকেই অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সর্ব ভক্তের আন্তরিকী সেবাচেষ্টায় উৎসবটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. C 4329

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাদশ বর্ষ

[১৩৭৮ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৯ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্করনিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৬

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

দ্বাদশ বর্ষ

(১ম—১২শ সংখ্যা)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান:—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান:—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা ২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।